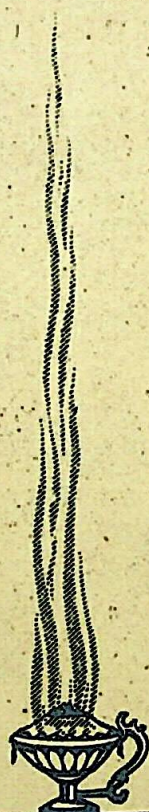


৭৭৪
১১/১১
২/১৩৭



আচার্য্য শ্রীজোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

NB. 13

श्रीमद्भगवद्गीता

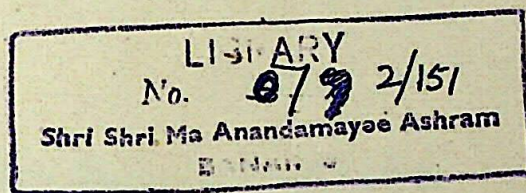
श्रीमती उद्गायनी

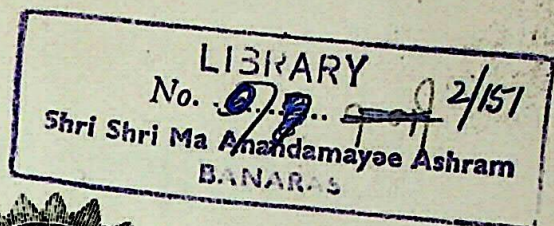
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/151

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.





श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमं उद्भमानन्द स्वामी कर्तृक

व्याख्यात

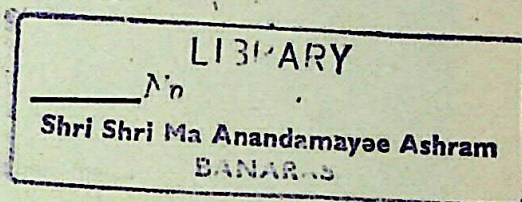
४



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্তৃক

ব্যাখ্যাত



শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি কর্তৃক

সম্পাদিত

সপ্তম সংস্করণ

সন ১৩৫৫ সাল

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ৫ টাকা]

প্রকাশক—শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

উত্তমাপ্রম

পোঃ—ডুমুরদহ ; জেলা—হুগলী

প্রকাশকাল—৫ই বৈশাখ, সন ১৩৫৮ সাল

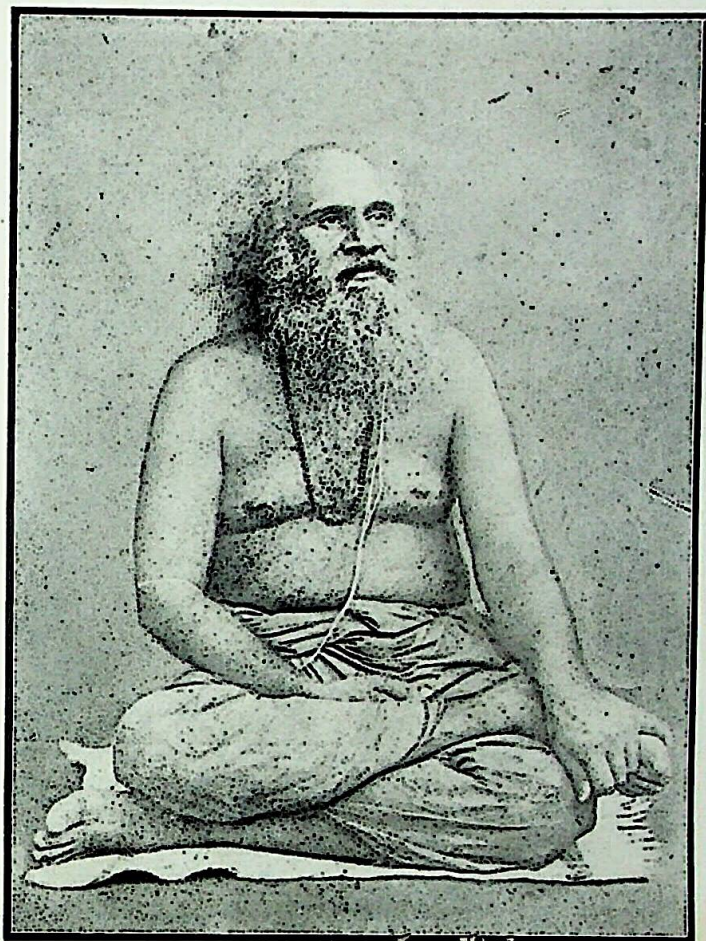
—প্রাপ্তিস্থান—

- ১। উত্তমাপ্রম—পোঃ—ডুমুরদহ ; জেলা—হুগলী
- ২। প্রবাসী কার্যালয়—১২০১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
- ৩। মহেশ লাইব্রেরী—২১১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রী নিবারণচন্দ্র দাস

প্রবাসী প্রেস

১২০১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—২



স্বামী উত্তরানন্দ

আবির্ভাব :

২১শে অগ্রহায়ণ ১২৩৩, বৃহস্পতিবার

ভিরোভাব :

৩রা বৈশাখ ১৩২৩, রবিবার



সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের প্রাকালে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিয়াছিলাম মহীয় পরমারাধ্য গুরুদেব 'শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ' গত ২০শে কার্তিক সোমবার সন ১৩৫১ সালে সদীম আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অসীম স্বরূপে তিরোধান করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও অধিনায়কত্বে এই গীতাখানি আজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ উদ্ভ্রামাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়া সুধীসমাজে আনন্দ বিতরণ করিয়া আসিতেছিল। বস্তুতঃ আজ সপ্তম সংস্করণ প্রকাশের প্রারম্ভেও সেই কথাই বার বার হৃদয়ে আঘাত হানিতেছে। শ্রীশ্রীপরম গুরুদেব ব্যাখ্যাত গীতাখানি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পাদনার সেই অপূর্ণ নৈপুণ্য, তদুপরি আত্মসমাহিত সেই ধ্যানমুর্ত্তি আজিও মানুসচক্ষে জীবন্ত প্রতিভাত হইতেছে।

তাঁহারই প্রেরণায় অল্পপ্রাণিত হইয়া ও তাঁহারই কার্য জ্ঞান করিয়া বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, সুধীজনসমাজে বা বহু অধ্যাত্মজ্ঞানলিপ্সু মানবমনে ইহার দাবী বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও বহু পূর্বেই ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল তথাপি অনিবার্য কারণ বশতঃ ইহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

আমাদের গীতার অগণিত পাঠকপাঠিকাগণের অকুণ্ঠ সহায়ত্বভূতির জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

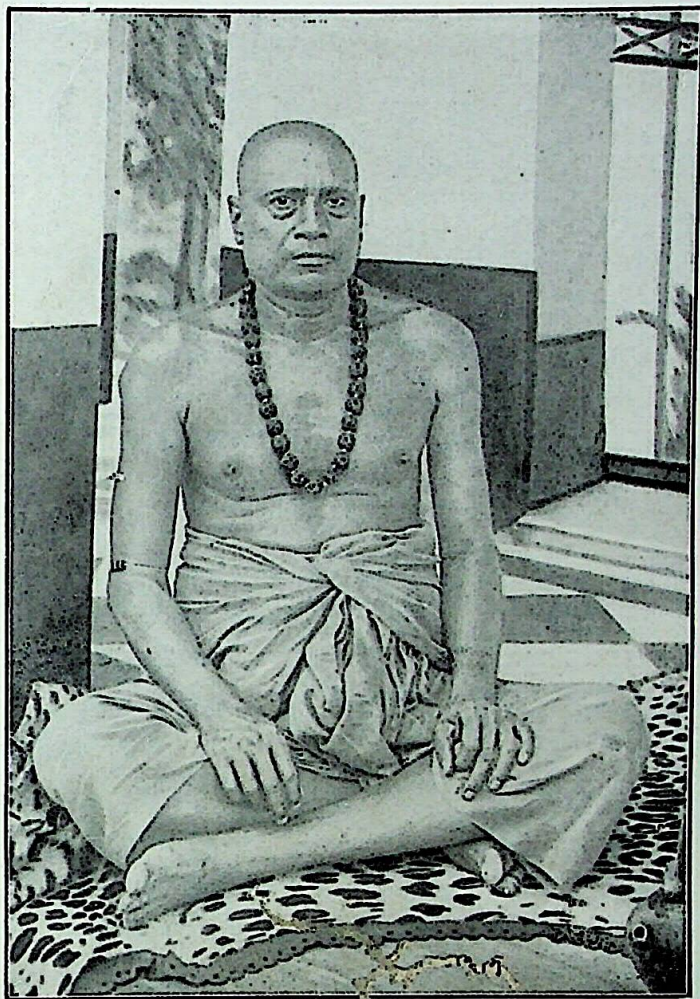
এই প্রসঙ্গে আশ্রমের বহু শিষ্য, শিষ্যা ও অহুরাগী ভক্তগণের শুভকামনা করিয়া ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্দ্ধিত হওয়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সংস্করণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষমাদিক্ষমতি—

তাং ৫ই বৈশাখ, সন ১৩৫৮ সাল

প্রকাশক





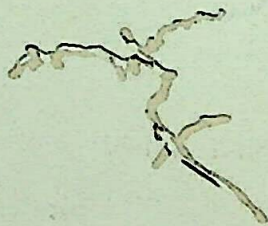
স্বামী বিনন্দ

আবির্ভাব :

১৫ই মে ১২৭৯, বৃহস্পতিবার

তিরোভাব :

২০শে কাঠিক ১৩১১, সোমবার



অবতরণিকা

গীতা মোক্ষধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে অগ্রতম রত্ন। শাস্ত্রে কথিত আছে, যুমুক্ষুগণ সর্বশাস্ত্রের সারভূত প্রস্থানজয় অশ্রয় পাঠ করিবেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, যুগুৎ, মাণ্ড্যু, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশখানি প্রধান উপনিষদ, বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা, এইগুলিকেই প্রস্থানজয় বলে। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, মহামতি ব্যাসদেব তাহাই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের কঠিন সূত্রগুলি ভক্তিরসে সরস ও সহজবোধ্য করিবার জন্তই যেন শ্রীমদ্ভগবদগীতার আবির্ভাব। গীতার পাঠক্রমে উক্ত হইয়াছে,

সর্বোপনিষদো গাবো দোষ্টা গোপালনন্দনঃ ।

পার্বো বৎসঃ স্মধীর্ভোক্তা দুঃখং গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতামাহাত্ম্যেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, “গীতা মে হৃদয়ং পার্থ”। বস্তুতঃ সমগ্র উপনিষদ বা বেদান্তের সার সিদ্ধান্তগুলি গীতাতে সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইজন্তই গীতা এত সার্বজনীন ও সাধারণের মধ্যে এত প্রচারলাভ করিয়াছে। এইজন্তই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই নিকট গীতার এত আদর।

বুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে কর্তব্যাকর্তব্য নিরাকরণে পরাভূত, বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীভগবান্ যে সকল উপদেশামৃত দান করিয়াছিলেন, সেই অমূল্য উপদেশরাজি গীতা নামে অভিহিত। সর্বদৈবিক কর্তব্যাকর্তব্য নিরাকরণে অক্ষম, জিতাপতাপে অর্জুনিরত আমবা নির্যাসই মুহূর্ত্তমান ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছি। কিছুতেই স্বীয় চেষ্টায় মোহমুগ্ধ চিত্তে স্থায়ী স্থিতি ও স্থায়ী আনন্দ পাইতেছি না।

আনন্দই যে আমাদের স্বরূপ, সে স্বরূপে দুঃখ দৈন্ত্র্য : অবসাদের স্থান নাই—ইহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এস সাধক, এই ঘোর দুর্দিনে আমরাও অর্জুনের মত বলি, “শিষ্যশ্রেষ্ঠঃ শাশি মাং স্বাং প্রপন্নম্”। এস, কাতরভাবে শ্রী ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করি। তিনি ভিন্ন আমাদের এই তাপদগ্ধ হৃদয়কে কে শান্তিস্থধারসে সিক্ত করিতে পারিবেন? “যোগক্ষেমং বহামাহম্”, “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্রুতি”, প্রভৃতি তাঁহার আশ্বাস বাক্যাগুলি শ্রবণে আমাদের অবসাদ দূর হউক।

গীতার সমস্ত অংশই অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ তত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। সংসারভোগের প্রতি অনাসক্তি, শ্রী ভগবানের প্রতি প্রাণের ঐকান্তিকো ভালবাসা, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অগাধ ভ্রদ্ধা ও দৃঢ় অধ্যবসায়—এইগুলিই সাধনপথের সম্বল। একমাত্র মহাপুরুষের কৃপাতেই সাধক ঐ সম্বল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। রহুগণ নৃপতিকে উপদেশচ্ছলে মহাত্মা জড়ভরত বলিয়াছিলেন—

রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি

ন চেভ্যয়া নির্বপণাদগৃহাদ বা।

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিস্থর্ধৈঃ

বিনা মহৎপাদরজোহিভিষেকং ॥

অহে রহুগণ! মহাত্মা সাধুগণের পররজোভিষেক ব্যতীত, তপশ্চা, বৈদিক ক্রিয়াদি, গৃহিজনকর্তব্য অন্নাদিসংবিভাগ, বেদাভ্যাস, কিংবা জল, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি কোন উপায়ের দ্বারাই বিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

যথার্থই, মহাপুরুষের, সদ্গুরু বা ভগবৎপথের পথিকের কৃপা ও সাহায্য ব্যতিরেকে এই গীতার সম্যক্ তত্ত্ব অসম্ভব হয় না। প্রধানতঃ সাংসারিক সাধকের জন্মই শ্রী ভগবান্ গীতার উপদেশবাণী প্রচার করিয়াছেন। এই উপদেশানুসারে আপনাকে গঠিত করিতে হইবে। বৈরাগ্যমূলা অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অধ্যাত্ম জ্ঞান, ভগবদ্ব্যান ও নাসক্তহৃদয়ে মাত্র কর্তব্য পালনরূপ নিকাম

কর্মাঙ্কান, — এই তিনের বোগ্যক্ষাই গীতাজ্ঞ কর্তব্যোগ। গীতাতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

যোগঃ কুরু: কর্মাণি সদং ত্যক্তা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধো: সমো ভূত্বা সমত্বং বোগ উচ্যতে ॥

এই কর্তব্যোগকে অবলম্বন করিয়াই এই সংসাররূপ পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই সংসারচক্র হইতে আপনাকে উদ্ধারকরতঃ ভাগবতী শান্তি লাভ করিতে হইলে, এই জ্ঞানকর্তব্যোগই একমাত্র অবলম্বনীয় স্তম্ভ পন্থা। জ্ঞান বল, ধ্যান বল, ভক্তি বল, আর বৈরাগ্যই বল, কর্মাঙ্কানরূপ কষ্টপাথরে পরীক্ষিত হইয়া উত্তীর্ণ না হইলে, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানাদি বলিতে পারা যায় না, এবং তাহাতে পূর্ণত্বও উপস্থিত হয় না। ক্রমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ, সত্য ও ত্রায়ের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভক্তি ও ধ্যানের একত্র সমাবেশ-নহে নিষ্কার্ম কর্মাঙ্কানরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করা যে কতই কঠিন ব্যাপার ও ইহাতে হৃদয়ের কতই বলের প্রয়োজন, তাহা যিনি এই শুভ চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই মাত্র জানেন। শ্রীভগবানের রূপা ব্যতীত এই পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি উপস্থিত হয় না এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে, সমস্ত ভাগ করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার রূপালাভে বঞ্চিত হইতেও হয় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আশ্বাস দিতেছেন,—

সর্কধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্কপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ: ॥

পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্তব্যোগ অত্যাগ করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভগবৎতত্ত্ব অবগতির জ্ঞান প্রবল আকাজ্জ্বল উপস্থিত হয়। তখন আমি কি, জগৎ কি, ভগবৎস্বরূপ কি প্রকার,—এই সমস্ত প্রশ্ন সাধকের হৃদয়ে উদ্ভিত হয়। এই অবস্থায় যাতেব হিতকারিণী শ্রুতি সাধকের আশ্বাস দিতেছেন—“বশ্বিন্ বিজ্ঞাতে সর্কমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি”। এমন এক বস্তু আছেন, বাহাকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানিবার প্রয়োজন থাকিবে না, ত্রোমার সমস্ত প্রশ্নের

সমাধান সমকালেই হইয়া যাইবে। সেই বস্তুটি কি ? তিনিই ব্রহ্ম। ঋতিই তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন—“সত্যং জ্ঞানমনসং ব্রহ্ম”। ইনিই পরমাক্ষর ব্রহ্ম। ঋতি আবার বলিতেছেন—“পাদোহস্তা বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি”। সপ্তপ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অবতার, আত্মা, স্থূলসূক্ষ্মাত্মক চরাচর বিশ্ব—সমস্তই তাঁহার এক পাদের বিকাশ। তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ, অমৃতস্বরূপ নিঃশূণ ব্রহ্ম। এই নিঃশূণ ব্রহ্মই যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া উপাধির তারতম্যানুসারে সমস্ত বিশ্ব-রূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সত্ত্বাম্যাত্মমায়য়া ॥

তিনি নিঃশূণ থাকিয়াও সমকালে ঈশ্বর, আত্মা, জীব—সমস্তই হইয়া আছেন। অথচ তিনি অসদ। যেমন রজ্জু সর্বদা রজ্জু থাকিয়াই সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, যদিও বস্তুতঃ সর্প বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র রজ্জুই আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম চিরদিন ব্রহ্মরূপে থাকিয়াই যেন সপ্তপের মত, দ্বৈতের মত হইয়া প্রকাশ পান। অঘটন-ঘটনপট্যসী মায়ার প্রভাবে তিনিই জীব ও জগৎরূপে বিবর্তিত হইতেছেন। এই বিবর্ত, এই অধ্যাস, আত্মায় এই অনাত্মা-ভ্রম, আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি প্রতি-বন্ধকস্বরূপ। এই অধ্যাস অপনোদনের জন্য দৃঢ় বিচার ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। মাত্র মুখে তত্ত্বমশাদি মহাবাক্য আলোচনা করিলেই এই অধ্যাস অপনোদিত হয় না। প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে নিকাম কৰ্ম, জপ, স্থূল, ও সূক্ষ্ম ধ্যান, কৰ্মফলভ্যাগ প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রমগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ চিন্তাভক্তি হয় এবং শ্রীভগবানে প্রবল ভক্তি আসিয়া থাকে। এই ভক্তিই সাংকেয় আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রধান সহায়। এই শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিমান সাধক, গীতোক্ত “একমেব পৃথক্‌মেব বহুদা বিশ্বতোমুখম্”, এই তিনভাবেই আত্মস্থিতি রক্ষার জন্য সতত যত্ন করিবেন। ব্রহ্মের যে চৈতন্যসত্তা সর্ববস্তুতে অল্পস্থ্যত রহিয়াছে, যে সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া এই মায়িক বিশ্ব সংরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সর্বপ্রকাশক আনন্দময় চৈতন্যসত্তায় সর্বদা অবস্থিত থাকিবার চেষ্টাই মুখ্য

সাধনা। ব্রহ্মের এই চৈতন্যসত্তা বা বিশ্বরূপের উপাসনাই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম প্রতীক বা অবলম্বন। এই বিশ্বরূপের উপাসনা দৃঢ় ও স্বভাবসিদ্ধ হইলে সাধকের দেহাঙ্গবুদ্ধি ক্রমশঃ কীর্ণ হইয়া আসে এবং তিনি জীবমুক্তি লাভ করেন। এইরূপে তিনি ক্রমে অধ্যাসমুক্ত হইয়া নিগূণ পদবীতে আরোহণ করেন ও প্রারব্ধকর্যাস্তে দেহাবসানে কৈবল্য লাভ করেন। সে স্বরূপাবস্থিতির আনন্দ লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপা ও সদ্গুরুর অমোঘ আশীর্বাদে যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ধন্ত।

ও তৎ সৎ

ও

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াঃ

প্রারম্ভঃ

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং ।

প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥১॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রারম্ভ

অর্থঃ । (যেন) বাহ্যে ঘরা (অখণ্ডমণ্ডলাকারং) অখণ্ড মণ্ডলের আয়
আকার বিশিষ্ট (চরাচরম্) স্থাবর ও জঙ্গমাভ্যক বিশ্ব (ব্যাপ্তং) পরিপূর্ণ রহিয়াছে,
(তৎ পদং) সেই ব্রহ্মস্বরূপ (যেন) যিনি [গুরু] (দর্শিতং) দেখান, (তস্মৈ
শ্রীগুরবে) সেই শ্রীগুরুদেবকে (নমঃ) প্রণাম করি ।

মধুকৈটভহস্তা হয়গ্রীবরূপী শ্রীভগবান্কে প্রণাম করি ।

১। অর্থঃ । (সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে) সর্বপ্রকার বাধা বিনাশের জন্য
(শুক্লাম্বরধরং) শুক্লবস্ত্রপরিহিত (শশিবর্ণা) চন্দ্রের আয় সুন্দর (চতুর্ভুজং)
চতুর্ভুজ (প্রসন্নবদনং) সহাস্রবদন (বিষ্ণুং) বিষ্ণুকে (ধ্যায়েৎ) ধ্যান করা বিধেয় ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥২॥

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।

পরশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥৩॥

ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে ।

নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ ॥৪॥

অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাছরপরো हरिः ।

অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥৫॥*

২। অর্থঃ। (নারায়ণং) শ্রীবিষ্ণুর অবতাররূপী নারায়ণ ঋষি (চ) এবং (নরোত্তমং নরং এব) নরশ্রেষ্ঠ নর-ঋষিকে (দেবীং সরস্বতীং চ এব) ও দেবী সরস্বতীকে (নমস্কৃত্য) প্রণাম করিয়া (ততঃ) তদনন্তর (জয়ং উদীরয়েৎ) - জয়বাক্য উচ্চারণ করিবে।

৩। অর্থঃ। (বশিষ্ঠনপ্তারং) বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, (শক্তেঃ পৌত্রং) শক্তির পৌত্র, (পরশরাত্মজং) পরাশরের পুত্র, (শুকতাতং) শুকদেবের পিতা, (অকল্মষং) নিষ্পাপ (তপোনিধিং) তপোদান (ব্যাসং) মহর্ষি ব্যাসদেবকে (বন্দে) অভিবাদন করি।

৪। অর্থঃ। (বিষ্ণুরূপায় ব্যাসায়) বিষ্ণুরূপী ব্যাস, (ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে)। ব্যাসরূপী বিষ্ণুকে (নমঃ) প্রণাম করি। (ব্রহ্মবিধয়ে) বেদবিভাগকারী (বাশিষ্ঠায় বৈ) বশিষ্ঠকুলতিলক সেই প্রসিদ্ধ ব্যাসদেবকে (নমো নমঃ) পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

৫। অর্থঃ। (ভগবান্ বাদরায়ণিঃ) ভগবান্ বেদব্যাস (অচতুর্বদনঃ ব্রহ্মা) চতুর্ভুবিহীন অর্থাৎ একমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা, (দ্বিবাছঃ অপরঃ हरिः) -

* পাঠান্তর বাদরায়ণঃ

অথ শ্রীগীতাকরাদ্ব্যাসঃ ।

ও অশ্রীভগবদগীতামালামস্ত্রশ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ । অহুষ্টুপ্ছন্দঃ
 শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা । অশোচ্যানঘশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি
 বীজম্ । সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ । অহং স্বাং
 সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি কীলকম্* । নৈনং হিন্দস্তি শস্ত্রাণি
 নৈনং দহতি পাবকঃ ইত্যনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
 মারুত ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । অচ্ছেত্তোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ
 ইতি মধ্যমাভ্যাং বযট্ । নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্বাগুরুচলোহয়ং সনাতন ইত্যনামি-
 কাভ্যাং হুং । পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং
 বৌষট্ । নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চেতি করভলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রাফ
 ফট্ । ইতি করগ্রাসঃ ।

দুই বাছ বিশিষ্ট অশ্রী বিষ্ণু [ও] (অভাললোচনঃ শাস্ত্রঃ) ললাটেন্দ্র-
 বিহীন শিব ।

অবয়বঃ । (ও অশ্রী) এই (শ্রীভগবদগীতামালামস্ত্রশ্রীভগবান্ বেদব্যাস)
 শ্লোকমালারূপ মস্ত্রের (শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ) ঋষি—শ্রীভগবান্ বেদব্যাস,
 (অহুষ্টুপ্ছন্দঃ) ছন্দ—অহুষ্টুপ্ছন্দ, (শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা) দেবতা—[চরম
 লক্ষ্য] শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মা, (অশোচ্যানঘশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে) দ্বিতীয়
 অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি বীজম্) ইহা এই মালামস্ত্রের বীজ,
 (সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে
 প্রথমার্দ্ধ, (ইতি শক্তিঃ) ইহা এই মালামস্ত্রের শক্তি অর্থাৎ অর্থবোধের অল্পকুল
 যোগ্যতা, (অহং স্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের
 ৬৬ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি কীলকম্) ইহা এই মালামস্ত্রের কীলক

* অর্গল ।

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ন চৈনং
 ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেত্তোহয়মদাহোহয়ম-
 ক্লেত্তোহশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ ববুট। নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্বাপুরচলোহয়ং
 সনাতন ইতি কবচায় হং। পশ্চ মে পার্শ্ব রূপানি শতশোহথসহস্রণ ইতি
 নেত্রত্রয়ায় বৌবট। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চেতি করতল-
 পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় কট। ইতি অঙ্গভাসঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ।

অর্থাৎ উপসংহাররূপ চরম বিষয়। (নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ)
 দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের প্রথমার্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
 নমঃ) উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। (ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
 ন শোষয়তি মারুতঃ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ, (ইতি)
 এই মন্ত্রের দ্বারা (তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয় স্পর্শ
 করিবে (অচ্ছেত্তোহয়মদাহোহয়মক্লেত্তোহশোষ্য এব চ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪
 শ্লোকের প্রথমার্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (মধ্যমাভ্যাং ববুট) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা
 মধ্যমাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্বাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ) দ্বিতীয়
 অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (অনামিকাভ্যাং হং)
 অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অনামিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (পশ্চ মে পার্শ্ব রূপানি শতশোহথ
 সহস্রণঃ) একাদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের প্রথমার্ধ, (ইতি) এই মন্ত্র দ্বারা
 (কনিষ্ঠাভ্যাং বৌবট) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (নানাবিধানি
 দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ) একাদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ, (ইতি)
 এই মন্ত্রদ্বারা (করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় কট) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা
 বাম করতল বেষ্টন করিয়া ঐ করতলে আঘাত করিবে। ইতি করভাস।

(নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ) ২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের
 প্রথমার্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (হৃদয়ায় নমঃ) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও
 অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা বন্ধ, (ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ) ২য়

অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (শিরসে স্বাহা) দক্ষিণ
 হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক, (অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়মক্লেতোহশোম্ভ এব
 চ) ২য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (শিখায়ৈ বযট্)
 দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থান, (নিত্যঃ সর্বগতঃ স্বাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ) ২য়
 অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (কবচায় হং) দক্ষিণ
 হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা বামবাহু এবং বাম হস্তের সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণবাহু,
 (পশু মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রণঃ) ১১ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ,
 (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (নেত্রত্রয়ায় বোষট্) দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও
 অনামিকা দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসামূল স্পর্শ করিবে। নানাবিধানি দিব্যানি
 নানাবর্ণাকৃতানি চ) ১১ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্র দ্বারা
 (করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্) দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল
 বেষ্টন করিয়া ঐ করতলে আঘাত করিবে। ইতি অঙ্গমাস. (শ্রীকৃষ্ণশ্রীত্যাথপাঠে
 বিনিয়োগঃ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতির জন্ম গীতাপাঠকর্মে এই করাদিষ্ঠাস প্রযুক্ত হয়।

অর্থ-ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং

ব্যাসেন গ্রথিতাঃ পুরাণমুনিনা মধ্যমহাভারতম্ ।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী

মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদেষিণীম্ ॥১॥

নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রেনৈত্র ।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্জালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥

শ্রীগীতার ধ্যান

১। অর্থঃ। (অর্থ) হে মাতঃ (ভগবদগীতে) ভগবদগীতে। (স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক (পার্থায় প্রতিবোধিতাং) অর্জুনকে প্রতিবুদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞাপিত (মধ্যমহাভারতম্) মহাভারতের মধ্যে (পুরাণমুনিনা) প্রাচীন মহর্ষি (ব্যাসেন) বেদব্যাসকর্তৃক (গ্রথিতাং) সুসজ্জিতা (ভবদেষিণীম্) পুনর্জন্মনিবারিণী (অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্) অদ্বৈতরস্রস্বত-রূপ অমৃতবর্ষিণী, (অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্) অষ্টাদশাধ্যায়রূপিণী; (ভগবতীং) সর্বৈক-স্বর্ধ্যশালিনী (ত্বাং) আপনাকে (অনুসন্দধামি) আমি অনুক্ষণ চিন্তা করি।

২। অর্থঃ। (ফুল্লারবিন্দায়তপত্রেনৈত্র) প্রস্তুত পত্রের বিস্তৃত পর্ণের ত্রায় চক্ষুঃবিশিষ্ট, (বিশালবুদ্ধে) মহামতি (ব্যাস) ব্যাসদেব! (তে) আপনাকে (নমঃ অস্তু) প্রণাম করা হউক অর্থাৎ প্রণাম করি, (যেন ত্বয়া) যে আপনার দ্বারা (ভারততৈলপূর্ণঃ) মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ (জ্ঞানময়ঃ) জ্ঞানময় (প্রদীপঃ) প্রদীপ (প্রজ্জালিতঃ) প্রজ্জালিত হইয়াছে।

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতহুহে নমঃ ॥৩॥

সর্বোপনিষদো গাবো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সূধীভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥

বহুদেবসুতং দেবং কংসচানুরমর্দনং ।

দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদগুরুম্ ॥৫॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা ।

শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।

অশ্বখামবিকর্ণধোরমকরা দুৰ্য্যোধনাবর্তিনী

সোভীর্ণা খলু পাণ্ডবে রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥৬॥

৩। অর্থঃ । (প্রপন্নপারিজাতায়) শরণাগতের কল্লবৃক্ষ (তোত্রবেত্রৈক-
পাণয়ে) পশুতাড়ন বেত্রদণ্ডদ্বারা শোভিতহস্ত (জ্ঞানমুদ্রায়) তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাগ্র-
মিলিত জ্ঞানমুদ্রাধারী (গীতামৃতহুহে) গীতারূপ সূধাদোহনকর্তা (কৃষ্ণায় নমঃ)
শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ।

৪। অর্থঃ । (সর্বোপনিষদঃ) উপনিষৎসমূহ (গাবঃ) গাভীসদৃশ,
(গোপালনন্দনঃ) গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ (দোন্ধা) গাভী-দোহনকর্তা, (পার্থঃ বৎসঃ)
কুন্তীপুত্র অর্জুন বৎসসদৃশ, (দুগ্ধং) দুগ্ধ (মহৎ গীতামৃতং) সর্বশাস্ত্রসারভূত গীতা-
রূপ অমৃত, (ভোক্তা) পানকর্তা (সূধীঃ) দীর্ঘ বিবেকী ব্যক্তি ।

৫। অর্থঃ । (বহুদেবসুতং) বহুদেবের পুত্র (কংসচানুরমর্দনম্) কংস
ও চানুরহস্তা (দেবকীপরমানন্দং) দেবকীর পরমানন্দপ্রদ (দেবং) দীপ্তিমান্
(জগদগুরুম্) জগদগুরু (কৃষ্ণং) শ্রীকৃষ্ণকে (বন্দে) আমি বন্দনা করি ।

পারার্শব্যচঃ সরোজমলং গীতার্গগন্ধোৎকটং
 নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ ।
 লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
 ভূয়ান্তারতপক্ষজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (ভীষ্মজ্ঞোণতট) যে রণনদীর ভীষ্ম ও জ্ঞোণ উভয় তীর,
 (জয়দ্রথজলা) জয়দ্রথ বাহার জল, (গান্ধারনীলোৎপলা) গান্ধাররাজ শকুনি
 বাহাতে নীলপদ্মঃ (শল্যাগ্রাহবতী) মদ্রাধিপতি শল্যা বাহাতে কুন্তীর, (কৃপেণ
 বহনী) কৃপাচার্য বাহার স্রোত, (কর্ণেণ বেলাকুলা) কর্ণ বাহার বেলাভূমি,
 (অশ্বখামবিকর্ণবোরমকরা) অশ্বখামা ও বিকর্ণ বাহার ভয়ঙ্কর মকর, (দুৰ্য্যোধনা-
 বর্তিনী) দুৰ্য্যোধন যে নদীতে আবর্ত অর্থাৎ ঘূর্ণী, (সা রণনদী) সেই রণনদী
 (পাণ্ডবৈঃ খলু) পাণ্ডবগণ (উত্তীর্ণা) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; (কৈবর্তকঃ কেশবঃ)
 যে রণনদী উত্তীর্ণ হইবার কর্ণধার কেশব ।

৭। অর্থঃ। (অমলং) সর্ববিধ দোষশূন্য, (গীতার্গগন্ধোৎকটং) গীতার
 প্রতিপাদ্য বিষয়রূপ স্বগন্ধবিশিষ্ট, (নানাখ্যানককেশরং) নানাবিধ সংকথারূপ
 কেশরসংযুক্ত, (হরিকথাসম্বোধনাবোধিতং) ভগবানের জ্ঞানগর্ভ উপদেশরূপ সৌর-
 কিরণ দ্বারা উদ্বোধিত, (লোকে) জগতে (অহরহঃ) প্রতিদিন (সজ্জনষট্পদৈঃ)
 সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ কর্তৃক (মুদা) আনন্দের সহিত (পেপীয়মানং) পুনঃ পুনঃ
 পীত (কলিমলপ্রধ্বংসি) কলিকালজাত পাপনাশক, (পারার্শব্যচঃ সরোজং)
 বেদব্যাঙ্গের বাক্যরূপ সরোবরে জাত (ভারতপক্ষজং) মহাভারতরূপ পদ্ম (নঃ)
 আমাদের (শ্রেয়সে) মঙ্গলের নিমিত্ত (ভূয়াৎ) হউক ।

মুকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
 যৎকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮॥
 যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুষন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
 বেদৈঃ সান্নপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
 ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
 যন্তান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (যৎকুপা) ষাঁহার অল্পগ্রহ (মুকং) বোবাকে (বাচালং
 কৰোতি) বাচাল করে, (পঙ্গুং) গতিশক্তিহীন খণ্ডকে (গিরিং লজ্জয়তে) শূৰ্বত
 অভিক্রম করায়, (তং) সেই (পরমানন্দমাধবং) পরমানন্দমনমুষ্টি মাধবকে
 (বন্দে) আমি বন্দনা করি ।

৯। অর্থঃ। (ব্রহ্মা) ব্রহ্মা, (বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ) বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু
 (দিব্যৈঃ স্তবৈঃ) উৎকৃষ্ট স্তবসমূহ দ্বারা (যং) ষাঁহাকে (স্তুষন্তি) স্তব করেন,
 (সামগাঃ) সামগায়কগণ (সান্নপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ) ব্যাকরণাদি অঙ্গ,
 পদপাঠক্রম ও উপনিষৎসহকৃত বেদসমূহদ্বারা (যং) ষাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া
 (গায়ন্তি) গান করেন, (যোগিনঃ) যোগিগণ (ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা)
 ধ্যাননিবিষ্ট তদগতচিত্তদ্বারা (যং) ষাঁহাকে (পশ্যন্তি) অল্পভব করেন, (সুরা-
 সুরগণাঃ) দেব ও দৈত্যগণ (যন্ত) ষাঁহার (অন্তং) সীমা (ন বিদুঃ) জানেন
 না, (তস্মৈ দেবায় নমঃ) সেই অনন্তদেবকে আমি প্রণাম করি ।

ॐ ধ্যেয়ং সদা পরিভবন্নমভীক্টদোহং
 তীর্থাম্পদং শিববিরিক্ষিনুতং শরণ্যং ।
 ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাক্ষিপোতং
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥
 ত্যক্ত্বা হৃদ্যন্ত্যজস্বরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
 ধর্ম্মিষ্ঠে আর্ধ্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
 মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমব্রথাবদ
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥২॥

১। অর্থঃ। (প্রণতপাল) হে শরণাগতপালক! (মহাপুরুষ) হে
 মহাপুরুষ! (সদা ধ্যেয়ং) সর্বদা চিন্তনীয়, (পরিভবন্নম্) অমঙ্গলনাশক,
 (অভীক্টদোহং) বাহ্যাপূর্ণকারী (তীর্থাম্পদং) তীর্থস্বরূপ (শিববিরিক্ষিনুতং)
 শিব ও ব্রহ্মাকর্তৃক পূজিত (শরণ্যং) আশ্রয়নীয়, (ভৃত্যার্তিহং) ভক্তহঃস্বহারী,
 (ভবাক্ষিপোতং) সংসারসমুদ্রতরণে নৌকাস্বরূপ (তে চরণারবিন্দং) ভবদায়
 পাদপদ্ম (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

২। অর্থঃ। (মহাপুরুষ) হে মহাপুরুষ! (ধর্ম্মিষ্ঠে) ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। (যৎ)
 যে আপনি (আর্ধ্যবচসা) পিতৃবাক্যে (হৃদ্যন্ত্যজস্বরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং) হৃদ্যন্ত্য
 দেববাহিত রাজৈশ্বর্য (ত্যাক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (অরণ্যং অগাং) বনে গিয়া-
 ছিলেন, (দয়িতয়া) সীতার (দৈপ্সিতং) অভিলষিত (মায়ামৃগং) মায়ামৃগের
 (অব্রথাবৎ) অনুসরণ করিয়াছিলেন, [সেই] (তে) আপনার (চরণারবিন্দং)
 চরণপদ্ম (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

শ্রীমৎ উদ্ভমানন্দস্বামী প্রণীত ও অনুদিত কয়েকখানি গ্রন্থ

১। স্বামী উদ্ভমানন্দ—বাঁধাই ২৥০, আবাঁধা ২১

২। পাগল গুরুর পাগল চেলী

গুরু শিষ্যের প্রণোত্তরচ্ছলে ব্রহ্ম, মায়া ও অপরাপ্রকৃতি এবং পরাপ্রকৃতি, পরমাত্মা ও ব্রহ্মযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গ্রন্থে সুন্দর যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সরলভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য ১।০ আনা।

৩। স্তোত্রমালা

এই গ্রন্থে শ্রীমৎ উদ্ভমানন্দ স্বামী কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি স্তোত্র অবয়বমুখী বদান্তবাদসহ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজি কর্তৃক বিরচিত কতকগুলি ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতও পরিশিষ্টে সংযোগ করা হইয়াছে। মূল্য ২১

৪। অষ্টাবক্রসংহিতা

(মহর্ষি অষ্টাবক্রবিরচিত অষ্টাবক্র সংহিতার সাংখ্য বদান্তবাদ ও পঞ্চানুবাদ)

এই সংহিতায় বেদান্তের তাৎপর্ষ্য তত্ত্ব নিহিত আছে। মূল্য ১।০ আনা

৫। দিশে পাগলা—১৥০

৬। আরতি—১১

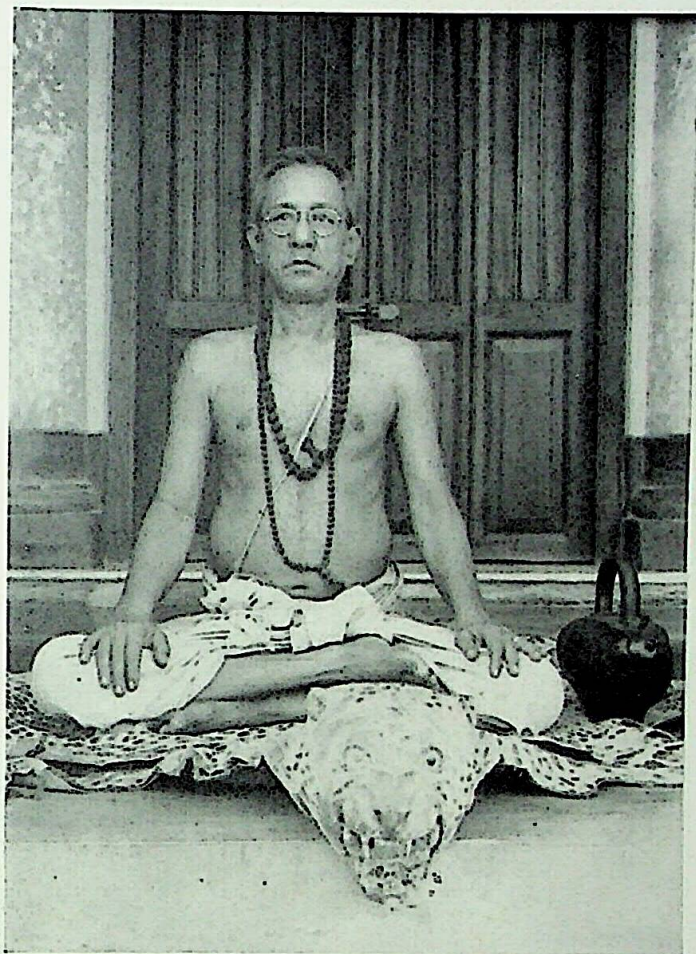
৭। দেবমতি—৩

ইহা একখানি অত্যাম্ব্য ঘটনাপূর্ণ ধর্মমূলক পঞ্চাঙ্গ নাটক। মূল্য ১।০ আনা

গ্রন্থ কয়েকখানি প্রাপ্তির ঠিকানা

মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্ভাশ্রম—ডুমুরদহ, জেলা—ভগলী



স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী
(আশ্রমার্চ্য)



8

LIBRARY

No.

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুনবিবাদযোগঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধৰ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্কৃত সঞ্জয় ॥১॥

১। অর্থঃ। (ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ) ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, (সঞ্জয়) হে সঞ্জয়। (ধৰ্মক্ষেত্রে) ধৰ্মভূমি (কুরুক্ষেত্রে) কুরুরাজের তপশ্রায় স্থান কুরুক্ষেত্রে (যুযুৎসবঃ) যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প (মামকাঃ) আমার পক্ষীয় বীরগণ (পাণ্ডবাঃ চ এব) ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ (সমবেতাঃ) উপস্থিত হইয়া (কিং অকুর্কৃত) কিরূপে যুদ্ধ করিলেন ।

১। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধৰ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প আমার ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ।

যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন দশ দিন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে । সঞ্জয় ঐ সময়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বেদব্যাস-প্রদত্ত দিব্যনেত্র ও দিব্যকর্ণপ্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত

শ্রীমন্তগবদগীতা

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

২। অর্থঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (তদ) তখন (পাণ্ডবানীকং) পাণ্ডবসৈন্যকে (ব্যুঢ়ং) ব্যাহিত (দৃষ্ট্বা তু) দেখিয়া [ভীতচিত্তে] (রাজা দুৰ্য্যোধনঃ) রাজা দুৰ্য্যোধন (আচার্য্যঃ উপসঙ্গম্য) আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া (বচনং অব্রবীৎ) কহিলেন।—

ঘটনা। আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছিলেন। দশম দিনের পর সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধের বর্ণনা ও প্রসঙ্গতঃ অৰ্জ্জুনের প্রশ্ন ও উত্তর-সম্বিত গীতাশাস্ত্র বর্ণনা করেন।

কুরুক্ষেত্রে ধৰ্ম্মক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, বেদে দুইটি কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। একটি অবিমুক্তাশ্ব ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্থানভূত ব্রহ্মসদন কুরুক্ষেত্র বা বারাগসী, যেখানে জীবের প্রাণত্যাগকালে ভগবান্ রুদ্র তারকব্রহ্ম নাম দিয়া জীবকে মোক্ষদান করেন। অত্র কুরুক্ষেত্র দেবযজ্ঞন ধৰ্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রনামে কৰ্ম্মকাণ্ডে প্রসিদ্ধ। এই কুরুদেশান্তর্গত কুরুক্ষেত্রেই যুদ্ধ হইয়াছিল। মৃতরাং ধৰ্ম্মক্ষেত্র বলাতে ইহা ব্রহ্মসদন কুরুক্ষেত্র হইতে পৃথক, ইহাই দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র মহামুনি বেদব্যাসের নিকট তাঁহার পুত্রদের নিধন হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই ধৰ্ম্মাধর্মের পরীক্ষা হইবে এবং ধৰ্ম্মপক্ষই নিশ্চয় জয়লাভ করিবে; কারণ “যতো কৃকন্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ”।

২। সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যাহিত দেখিয়া রাজা দুৰ্য্যোধন জ্যোতিষ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।—

পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুম্ ।
 ব্যুঢ়াং ক্রপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥
 অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

৩। অর্থঃ। (আচার্য্য) হে আচার্য্য! (তব) আপনার (ধীমতা) বুদ্ধিমান্ (শিষ্যেণ ক্রপদপুত্রেণ) শিষ্য ক্রপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা (ব্যুঢ়াং) ব্যাহাভাবে সজ্জিত (পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতাং চমুম্) পাণ্ডবগণের এই মহাসৈন্য (পত্র) অবলোকন করুন।

৪-৬। অর্থঃ। (অত্র) পাণ্ডবসৈন্যमध्ये (যুধি) যুদ্ধে (ভীমার্জ্জুনসমাঃ) ভীমার্জ্জুনের স্তায় (মহেশ্বাসাঃ) মহাধনুর্দ্ধারী (শূরাঃ) বহুবীর [সক্তি] উপস্থিত। (মহারথঃ) মহারথ (যুযুধানঃ) সাত্যকি (বিরাটঃ চ) এবং বিরাট, (ক্রপদঃ চ)

৩। হে আচার্য্য! দেখুন আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য ক্রপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা বাহিত পাণ্ডবগণের এই মহাসৈন্য বিরূপ সজ্জিত হইয়াছে।

৪-৬। পাণ্ডবসৈন্যमध्ये যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের স্তায় মহাধনুর্দ্ধারী

* সাত্যকি—ইনি বহুবংশীয় বীর এবং শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য। ইনি একাকী অসংখ্য কুরুসৈন্যमध्ये গিয়া অর্জ্জুনের সাহায্য আনিয়াছিলেন। ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। চেকিতান—বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি। কাশীরাজ—রাজা অভিজিৎ। পুরুজিৎ—কুন্তিভোজের পুত্র। কুন্তিভোজ—কুন্তি ইহার পালিতা বত্তা। শৈব্য—শিবদেশের রাজা। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—পাণ্ডবগণের পুত্রদ্বয়।

শ্রীমন্তগবদগীতা

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়ক। মম সৈন্ত্যন্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবামি তে ॥৭॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

ও ঋপদ; (বীর্ঘ্যবান্) বীর্ঘ্যবান্ (ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশীরাজঃ চ)
 ধৃষ্টকেতু চেকিতান ও কাশীরাজ, (নরপুঙ্গবঃ) নরশ্রেষ্ঠ (পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ)
 পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ (শৈব্যাঃ চ) ও শৈব্যা, (বিক্রান্তঃ) পরাক্রান্ত
 (যুধামন্যুঃ) যুধামন্যু (বীর্ঘ্যবান্ উত্তমোজাঃ চ) এবং বীর্ঘ্যবান্ উত্তমোজা,
 (সৌভদ্রঃ দ্রোপদেয়াঃ চ) স্বভদ্রানন্দন ও দ্রোপদীর পুত্রগণ [সন্তি] উপস্থিত ।
 (সর্কে এব) ইহারা সকলেই (মহারথঃ) মহারথ ।

৭। অর্থঃ। (দ্বিজোত্তম) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! (অস্মাকং তু) আমাদের
 সৈন্ত্যমধ্যেও (যে) ঐহারা (বিশিষ্টাঃ) প্রধান (মম সৈন্ত্যন্ত নায়কাঃ)
 সেনানায়ক (তান্) তাঁহাদিগকে (নিবোধ) অবগত হউন। (তে) আপনার
 (সংজ্ঞার্থঃ) অবগতির নিমিত্ত (তান্) তাঁহাদের নাম (ব্রবামি) নিবেদন
 করিতেছি ।

৮—২। অর্থঃ। (ভবান্) আপনি, (ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ) ভীষ্ম ও কর্ণ,
 (সমিতিজ্ঞয়ঃ) সমরবিজয়ী (কৃপাঃ) কৃপাচার্য্য (চ) এবং (অশ্বখামা) অশ্বখামা।

বহুবীর উপস্থিত । ঐ দেখুন সাত্যকি, বিরাটরাজ, ঋপদরাজ, বীর্ঘ্যবান্ ধৃষ্টকেতু,
 চেকিতান ও কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্যা, যুধামন্যু, উত্তমোজা,
 স্বভদ্রানন্দন ও দ্রোপদীর পুত্রগণ উপস্থিত । ইহারা সকলেই মহাবিক্রমশালী
 শ্রেষ্ঠ মহারথ ।

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদের সৈন্ত্যমধ্যেও ঐহারা প্রধান তাঁহাদিগকেও
 অবগত হউন। আমার সেনানায়কগণের নাম নিবেদন করিতেছি ।

৮—২। আপনি স্বয়ং, পিতামহ ভীষ্মদেব, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য,
 Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

প্রথমোধ্যায়ঃ

৫

অন্ত্রে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানানশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অপর্যাপ্তং তদস্ম্যাকং বলং ভীমভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেবাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীমমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥১১॥

(বিবর্ণঃ চ) বিবর্ণ, (সৌমদন্তিঃ) সৌমদন্তপুত্র ভূশিপ্রবা (জয়দ্রথঃ) জয়দ্রথ
(মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ) আমার জন্তু জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প (অন্ত্রে চ) আরও
(বহবঃ) বহুসংখ্যক (নানানশস্ত্রপ্রহরণাঃ) নানাবিধ শস্ত্র ও প্রহরণবিশিষ্ট (শূরাঃ)
বীরগণ [উপস্থিত] । (সর্বে) ইহারা সকলেই (যুদ্ধবিশারদাঃ) যুদ্ধবিশারদ ।

১০ । অর্থঃ । (ভীমাভিরক্ষিতং) ভীমকর্তৃ করক্ষিত থাকিয়াও (অস্মাং)
আমাদের (তৎ বলং) সৈন্তগণকে (অপর্যাপ্তং) হীনবল, (তু) কিন্তু
(এতেবাং) পাণ্ডবগণের (ভীমাভিরক্ষিতং) ভীমকর্তৃক রক্ষিত (ইদং বলং)
এই সৈন্তগণকে (পর্যাপ্তং) অধিকতর বলসম্পন্ন [জ্ঞান হইতেছে] ।

১১ । অর্থঃ । (সর্বেষু চ অয়নেষু) সমস্ত ব্যূহদ্বারে (যথাভাগং) নিজ নিজ
নির্দিষ্ট স্থানে (অবস্থিতাঃ) অবস্থিত হইয়া (ভবন্তুঃ সর্বে) আপনারা সকলে
(ভীমঃ এব) ভীমদেবকে বিশেষরূপে (অভিরক্ষন্তু) রক্ষা করিতে যত্নবান হউন ।

অর্থতামা, বিবর্ণ, সৌমদন্তপুত্র ভূশিপ্রবা, জয়দ্রথ এবং আমার জন্তু জীবনত্যাগে
কৃতসঙ্কল্প যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আরও বহুসংখ্যক বীর উপস্থিত ।

১০ । ভীমরক্ষিত থাকিয়াও আমাদের সৈন্তগণকে যেন হীনবল, আর
ভীমরক্ষিত হইয়াও পাণ্ডবসৈন্যগণকে অধিকতর বলসম্পন্ন জ্ঞান হইতেছে ।

১১ । এক্ষণে আপনারা সকলে বিভাগমত নিজ নিজ ব্যূহদ্বারে স্থিত
হইয়া সেনাপতি ভীমদেবকে রক্ষা করিতে যত্নবান হউন ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনদ্বোচ্চৈঃ শঙ্খং দদ্বৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥
 ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহন্যন্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥১৩॥
 ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ুর্ভূক্তে মহতি শ্রুতেনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদ্বাতুঃ ॥১৪॥

১২। অর্থঃ। (প্রতাপবান্) প্রতাপশালী (কুরুবুদ্ধঃ) কুরুকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (পিতামহঃ) পিতামহ ভীষ্মদেব, (তস্য) হৃষ্যোধনের (হর্ষং সংজনয়ন্) আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত (উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য) উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিয়া (শঙ্খং দদ্বৌ) শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ।

১৩। অর্থঃ। (ততঃ) তদনন্তর (শঙ্খাঃ চ ভের্যাঃ চ পণবানকগোমুখাঃ) শঙ্খ, ভেরী, মুদঙ্গ, ঢকা ও রণশৃঙ্গাদি রণবাদ্য (সহস্রা এব) তৎক্ষণাৎ (অভাহন্যন্ত) বাজিয়া উঠিল ; (সঃ শব্দঃ) সেই মিলিত শব্দ (তুমুলঃ অভবৎ) অতি ভীষণ হইল ।

১৪। অর্থঃ। (ততঃ) প্রতিপক্ষের রণবাদ্য ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া

১২। অনন্তর রাজা হৃষ্যোধনের আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য মহাপ্রতাপ-
 শালী, কুরুকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পিতামহ ভীষ্মদেব উচ্চ সিংহনাদ
 করিয়া নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ।

১৩। সেনাপতি ভীষ্মদেবের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুরুসৈন্যমধ্যে
 মহোৎসাহে শঙ্খ, ভেরী, মুদঙ্গ, রণশৃঙ্গ ও ঢকাদি রণবাদ্য সকল এমন বেগে
 বাজিয়া উঠিল যে সেই মিলিত শব্দ অতি ভীষণ হইল ।

১৪। প্রতিপক্ষের রণবাদ্য ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্বেতাশ্রিত মহারথ
 আক্রান্ত শ্রীভগবান্ ও অর্জুন নিজ নিজ অপ্রাকৃত শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ।

পাঞ্চজন্মং হ্রবীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ হ্রঘোষমণিপুৎসকৌ ॥১৬॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিষ্ণাপরাজিতঃ ॥১৭॥

ক্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

(পৌণ্ড্রঃ হ্রৈঃ যুক্তে) খেতাশ্বযুক্ত (মহতি স্তম্ভনে) মহারথে (স্থিতৌ) আকৃত
(মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব) ত্রীভগবান্ ও অর্জুন (দ্রিব্যৌ শঙ্খৌ) অপ্রাকৃত
শঙ্খদ্বয় (প্রদত্ত) ধ্বনিত করিলেন ।

১৫—১৬। অর্থঃ। (হ্রবীকেশঃ) ত্রীভগবান্ (পাঞ্চজন্মং) পাঞ্চজন্মনামক
শঙ্খ, (ধনঞ্জয়ঃ) ধনঞ্জয় (দেবদত্তং) দেবদত্তনামক শঙ্খ, (ভীমকর্ণা) ভীষণকর্ণা
(বৃকোদরঃ) ভীমসেন (মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং) পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ, (কুন্তীপুত্রঃ)
রাজা যুধিষ্ঠিরঃ) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির (অনন্তবিজয়ং) অনন্তবিজয়নামক,
(নকুলঃ সহদেবঃ চ) নকুল ও সহদেব (হ্রঘোষমণিপুৎসকৌ) হ্রঘোষ ও
মণিপুৎসকনামক শঙ্খদ্বয় (দধুঃ) বাদিত করিলেন ।

১৭—১৮। অর্থঃ। (পৃথিবীপতে) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! (পরমেষ্ঠাসঃ
মহাধনুর্ধরঃ) (কাশ্যঃ চ) কাশীরাজ, (মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ) মহারথ

১৫—১৬। ত্রীভগবান্ পাঞ্চজন্মনামক, ধনঞ্জয় দেবদত্তনামক ও ভীষণকর্ণা
ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়নামক,
নকুল হ্রঘোষনামক, ও সহদেব মণিপুৎসকনামক শঙ্খ বাদিত করিলেন ।

১৭—১৮। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজেয় সাত্যকি, ক্রপদরাজ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ,

শ্রীমত্তগবদগীতা

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

নভঃ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

শিখণ্ডী, ষ্টেটসম্যান ও বিরাটরাজ, (অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ ক্রপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ) অপরাজেয় সাত্যকি, ক্রপদরাজ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ) মহাবীর সূভদ্রানন্দন অভিমন্যু (সর্কশঃ) ইহার সকলেই (পৃথক্ পৃথক্) নিজ নিজ পৃথক্ (শস্ত্রান্) শস্ত্র (দধুঃ) ধনিত করিলেন।

১৯। অর্থঃ। (সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ) পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের মহান্ শস্ত্রধ্বনি (নভঃ চ) নভোমণ্ডল (পৃথিবীং চ এব) এবং পৃথিবীমণ্ডল (অভ্যনুনাদয়ন্) ভীষণ প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া (ধার্তরাষ্ট্রাণাং) আপনার পুত্রগণের (হৃদয়ানি) হৃদয় (ব্যদারয়ৎ) বিদীর্ণ অর্থাৎ কম্পিত করিল।

২০। অর্থঃ। (মহীপতে) হে মহারাজ! (অথ) অনন্তর (কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ) কপিধ্বজ মহাবীর অর্জুন (ধার্তরাষ্ট্রান্) আপনার পুত্রদিগকে (ব্যবস্থিতান্) যুদ্ধার্থ প্রস্তুত (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে) অস্ত্রনিক্ষেপে

মহাবীর সূভদ্রানন্দন অভিমন্যু ইত্যাদি মহারথগণ সকলেই নিজ নিজশস্ত্র ধনিত করিলেন।

১৯। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের মহান্ শস্ত্রধ্বনি পৃথিবীমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ভীষণ প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণিত করিয়া যেন আপনার পুত্রগণের ও তাঁহাদের পক্ষীয় বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

২০। হে মহারাজ! কপিধ্বজ মহাবীর অর্জুন, আপনার পুত্রগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। ধনু উত্তোলন-পূর্বক শ্রীভগবান্কে কহিলেন।—

অৰ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োৰ্মধ্যে রথং স্থাপয় মেচ্ছ্যত ॥২১॥

বাবদেতান্মিরীক্ষেহং বোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।

কৈৰ্ম্ময়া সহ বোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥

যোঃশ্রুমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রশ্চ দুৰ্ব্বুদ্ধৈৰ্যুদ্ধৈ প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥২৩॥

প্রবৃত্ত হইয়া (ধনুঃ উত্তম্য) ধনু উত্তোলন করিয়া (তদা) তখন (হ্রবীকেশং)
শ্রীভগবান্কে (ইদং বাক্যং আহ) এই কথা বলিলেন ।—

২১। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন বলিলেন, (অচ্যুত) হে অচ্যুত !
(উভয়োঃ সেনাভ্যোঃ মধ্যে) উভয় সৈন্তের মধ্যস্থলে (মে রথং) আমার রথ
(স্থাপয়) স্থাপন করুন ।

২২। অর্থঃ। (বাবৎ) বতক্ষণ (অহম্) আমি (এতান্) এই সমস্ত
(বোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্) যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীৰগণকে (নিরীক্ষে)
দেখিয়া লই, (অগ্নিন্ রণসমুদ্যমে) এই যুদ্ধব্যাপারে (কৈঃ সহ) কাহাদের
সহিত (ময়া বোদ্ধব্যম্) আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, [ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়
সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন] ।

২৩। অর্থঃ। (অত্র যুদ্ধে) এই যুদ্ধে (দুৰ্ব্বুদ্ধৈঃ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রশ্চ) দুৰ্ব্বুদ্ধি
দুর্যোধনের (প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ) মদলাকাজ্ঞী (যে এতে) কাহার (সমাগতাঃ)

২১। অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় সৈন্তের ঠিক মধ্যস্থলে আমার
রথ স্থাপন করুন ।

২২। বতক্ষণ না আমি দেখিয়া লই যুদ্ধের জ্ঞাত কোন কোন বীর
উপস্থিত এবং আমাকেই বা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ততক্ষণ উভয়
সৈন্তের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন ।

২৩। এই যুদ্ধে দুৰ্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের মদলাকাজ্ঞী হইয়া কোন কোন
বীরপুরুষ যুদ্ধকামনায় উপস্থিত, তাহাও দেখিয়া লই ।

শ্রীমত্তগবদগীতা

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
 ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
 উবাচ পার্থ পঠৈতান্ সমবেতান্ কুরানিতি ॥২৫॥
 তত্রাপশুং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা
 শ্বশুরান্ স্নহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

উপস্থিত, (ষোড়শায়াণান্) যুদ্ধকাম্যো [তান্] সেই বীরগণকে (অহম্) আমি (অবেক্ষে) দেখিয়া লই।

২৪—২৫। অর্থঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (ভারত) হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র! (গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ) অর্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া (হৃষীকেশঃ) শ্রীভগবান্ (উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে) উভয় সেনার মধ্যে (ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ) ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে (সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ) এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে (রথোত্তমম্) দিব্যরথ (স্থাপয়িত্বা) স্থাপন করিয়া, (পার্থ) হে অর্জুন! (এতান্ সমবেতান্) এই সমবেত (কুরান্) কুরুসৈন্তগণকে (পশু) দর্শন কর, (ইতি উবাচ) এই কথা বলিলেন।

২৬। অর্থঃ। (তত্র) তথায় (পার্থঃ) অর্জুন (উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি)

২৪—২৫। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! জিতনিদ্র অর্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ উভয় সৈন্তের মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে রথশ্রেষ্ঠ কপিধ্বজকে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, হে অর্জুন! এই সমগ্র কুরুসৈন্ত দর্শন কর।

২৬। অর্জুন দেখিলেন, তথায় উভয়পক্ষীয় সৈন্তমধ্যে পিতৃব্যগণ,

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধুবন্থিতান্ ।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিধীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবন্থিতান্ ।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং সংশ্রুতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥২৯॥

উভয়শক্ষীয় সৈন্তের মধ্যে (স্থিতান্) উপস্থিত (পিতৃনৃ) পিতৃব্যগণ (অথ) এবং (পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃনৃ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সর্বান্ শস্ত্রবান্ স্বহৃদঃ চ) পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শস্ত্রগণ, মিত্রগণ ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণকে (অপশ্রুৎ) দেখিতে পাইলেন ।

২৭। অর্থঃ । (সঃ কৌন্তেয়ঃ) অৰ্জুন (তান্ সৰ্বান্) সেই সকল (বন্ধূন্) আত্মীয়বর্গকে (অবন্থিতান্) যুদ্ধার্থ উপস্থিত (সমীক্ষ্য) দেখিয়া (পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ) স্নেহার্দ্ৰচিত্তে (বিষাদন্) বিলাপ করিতে করিতে (ইদং অব্রবীৎ) ইঙ্গ বলিলেন ।—

২৮-২৯। অর্থঃ । (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ ! (ইমান্) এই সকল (যুযুৎসূন্) যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক (স্বজনান্) আত্মীয়গণকে পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শস্ত্রগণ, মিত্রগণ এবং হিতাকাঙ্ক্ষীগণ উপস্থিত রহিয়াছেন ।

২৭। অৰ্জুন এই আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া দয়ার্দ্ৰচিত্তে বিলাপ করিতে করিতে ইহা কহিলেন ।—

২৮-২৯। অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধের জন্য উপস্থিত এই সকল আত্মীয়কে দেখিয়া আমার শরীর কম্পিত, মুখ শুষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও

ন চ শক্ৰোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থানি চ ॥৩১॥

(সমবস্থিতান্) উপস্থিত (দৃষ্ট্ৱা) দেখিয়া (মম) আমার (গাত্ৰাণি) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
(সীদন্তি) শিথিল হইতেছে, (মুখং চ) মুখ (পরিশুশ্র্যতি) শুদ্ধ হইতেছে ।
(মে) আমার (শরীরে) শরীরে (বেপথুঃ চ) কম্প (রোমহর্ষঃ চ জায়তে) ও
রোমাঞ্চ হইতেছে । (হস্তাং) হস্ত হইতে (গাণ্ডীবং) গাণ্ডীব (সংস্রতে) খসিয়া
পড়িতেছে (ত্বচ্ চ এব) এবং গাজচর্ম্ম (পরিদহতে) যেন জলিয়া যাইতেছে ।

৩০। অর্থঃ। (কেশব) হে কেশব ! (অবস্থাভুং) [আমি] স্থির
হইতে (ন শক্ৰামি) পারিতেছি না, (মে) আমার (মনঃ চ) মন (ভ্রমতি
ইব) যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে (বিপরীতানি নিমিত্তানি চ) এবং দুর্লক্ষণ সকল
(পশ্যামি) দেখিতেছি ।

৩১। অর্থঃ। (আহবে) এই যুদ্ধে (স্বজনং) আত্মীয়গণকে (হস্তা)
বিনাশ করিয়া (শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি) কি মঙ্গল লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি
না । (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ ! (ন বিজয়ং ন রাজ্যং ন চ স্থানি কাঙ্ক্ষে) বিজয়,
রাজ্য এবং স্থান চাহি না ।

রোমাঞ্চিত । হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং গাজচর্ম্ম যেন
জলিয়া যাইতেছে ।

৩০। হে কেশব ! আমার মন যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আমি স্থির
হইতে পারিতেছি না ; আমার নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ।

৩১। হে কৃষ্ণ ! এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া কি মঙ্গললাভ
হইবে বুঝিতে পারিতেছি না । আমি যুদ্ধে জয়লাভকরতঃ রাজ্যস্থ ভোগ
করিতে চাহি না ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজ্জীবিতেন বা ।
 যেষামর্থে কাক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থানি চ ॥৩২॥
 ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণান্ত্যক্তা ধনানি চ ।
 আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
 মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ন হস্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন ॥৩৪॥

৩২-৩৫ । অর্থঃ । (গোবিন্দ) হে গোবিন্দ । (নঃ) আমাদের (রাজ্যেন
 কিং) রাজ্য লইয়া কি হইবে ? (ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং) ভোগ
 লইয়াই বা কি হইবে এবং জীবনধারণেই বা কি ফল ? (যেষাং অর্থে)
 বাহাদেয় জন্ত (নঃ) আমাদের (রাজ্যং ভোগাঃ স্থানি চ কাক্ষিতং)
 রাজ্য, ভোগ ও স্থানের আকাঙ্ক্ষা, (তে ইমে) সেই এই (আচার্য্যাঃ) আচার্যগণ,
 (পিতরঃ) পিতৃগণ, (পুত্রাঃ চ) পুত্রগণ, (তথা এব পিতামহাঃ) পিতামহগণ,
 (মাতুলাঃ) মাতুলগণ, (শ্বশুরাঃ) শ্বশুরগণ, (পৌত্রাঃ) পৌত্রগণ, (শ্যালাঃ)
 শ্যালকগণ (সম্বন্ধিনঃ তথা) এবং আত্মীয়বন্ধুগণ (প্রাণান্ ধনানি চ) জীবনাশা
 ও ধনাশা (ত্যক্তা) পরিত্যাগ করিয়া (যুদ্ধে অবস্থিতাঃ) যুদ্ধের জন্ত অবস্থিত ।
 (মধুসূদন) হে মধুসূদন ! (যতঃ অপি) ইহারা আমাকে বধ করিলেও (এতান্)
 ইহাদিগকে (জৈলোক্যরাজ্যস্য হতোঃ অপি) জৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত

৩২-৩৫ । হে গোবিন্দ ! বাহাদেয় জন্তই রাজ্য, ভোগ ও স্থানের আকাঙ্ক্ষা,
 সেই আচার্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ,
 শ্যালকগণ ও আত্মীয়বন্ধুগণ জীবনাশা ও ধনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্ত
 অবস্থিত । এই আত্মীয়বর্গকে হত্যা করিয়া রাজ্য লইয়া কি হইবে, ভোগ
 লইয়াই বা কি হইবে, জীবনধারণেই বা কি ফল ? হে মধুসূদন ! ইহারা
 আমাকে বধ করিলেও ত্রিলোকের আধিপত্য পাইবার জন্তও ইহাদিগকে বিনষ্ট

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ব হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন ॥৩৫॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।*

তস্মান্মার্বা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা স্তুখিনঃ স্তাম মাধব ॥৩৬॥

ইহলেও (হস্তং) বিনষ্ট করিতে (ন ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি না, (নু মহীকৃতে কিং) সামান্য পৃথিবী-রাজ্যের জন্য কি তাঁহাদিগকে বধ করিব ? (জনর্দন) হে জনর্দন ! (ধার্তরাষ্ট্রান্) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে (নিহত্যা) বধ করিয়া (নঃ) আমাদের (কা প্রীতিঃ স্তাং) কি সুখ হইবে ?

৩৬। অর্থঃ। (এতান্) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ (আততায়িনঃ) [অপি] আততায়ী ইহলেও ইহাদিগকে (হত্বা) বধ করিলে (পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ) পাপই আমাদের আশ্রয় করিবে। (তস্মাৎ) অতএব (বয়ং) আমরা (সবান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্) সবান্ধব উহাদিগকে (হস্তম্ ন অর্হাঃ) হত্যা করিতে পারি না। (মাধব) হে মাধব ! (স্বজনং) আত্মীয়দিগকে (হত্বা) হত্যা করিয়া (কথং কি প্রকারে) স্তুখিনঃ স্তাম) সুখী হইব ?

করিতে ইচ্ছা করি না; এই সামান্য পৃথিবী-রাজ্যের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব ? হে জনর্দন ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখলাভ হইবে ?

৩৬। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যদিও আততায়ী অর্থাৎ উহারাই অন্যায় করিয়া আমাদের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, আবার আমাদের হত্যা করিবার জন্য বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত, তথাপি সবান্ধবে উহাদিগকে বধ করিলে আমাদের পাপস্পর্শ করিবে; অতএব উহাদিগকে হত্যা করিতে চাহি না। হে মাধব ! আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব ?

* আততায়ী—গোপনে ও অতর্কিতভাবে হত্যাকারী ও ধনাদি হরণকারী।

যত্তপোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্ম্যাবিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দিন ॥৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥৩৯॥

৩৭-৩৮ । অর্থঃ । (যত্তপি) যদিও (এতে) দুর্ধ্যোথনাদি (লোভোপহতচেতসঃ) লোভে অন্ধ হইয়া (কুলক্ষয়কৃতং দোষং) কুলক্ষয়রূপ ভীষণ পরিণামকে (মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্) এবং আত্মায়হত্যারূপ পাতককে (ন পশ্যন্তি) দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি (জনান্দিন) হে জনান্দিন! (কুলক্ষয়কৃতং দোষং) কুলক্ষয়রূপ মহাদোষকে (প্রপশ্যন্তিঃ) দেখিতে পাইয়াও (অস্মাভিঃ) আমাদের (অস্মাং পাপাং) এই জ্ঞাতিবধরূপ পাপ হইতে (নিবর্তিতুম্) প্রতিনিবৃত্ত হইবার জ্ঞ (কথং) কেন (ন জ্ঞেয়ম্) জ্ঞান না হইবে?

৩৯ । অর্থঃ । (কুলক্ষয়ে) কুলক্ষয় হইলে (সনাতনাঃ) চিরাচরিত (কুলধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্ম (প্রণশ্যন্তি) নষ্ট হয়, (উত) এবং (ধর্ম্মে নষ্টে) কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে (অধর্ম্মঃ) বহুবিধ পাপাচরণ (কুৎসং) সমস্ত (কুলং) কুলকে (অভিভবতি) গ্রাস করে ।

৩৭-৩৮ । যদিও দুর্ধ্যোথনাদি বীরগণ লোভে অন্ধ হইয়া এই কুলক্ষয়রূপ ভীষণ পরিণামকে এবং আত্মায়হত্যারূপ পাতককে দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি হে জনান্দিন! ঐকুলক্ষয়রূপ মহাদোষকে দেখিতে পাইয়াও আমাদের এই জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জ্ঞ কেন জ্ঞান না হইবে?

৩৯ । কুলক্ষয় হইলে প্রাচীন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে বহুবিধ পাপাচরণ সমস্ত কুলকে গ্রাস করে ।

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

শ্রীষু দুষ্টাস্ত বাৰ্হেয় জায়তে বৰ্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলস্থানাং কুলশ্চ চ ।

পতন্তি পিতরো হেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

দোষৈরৈতৈঃ কুলস্থানাং বৰ্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাত্তন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥৪২॥

৪০। অর্থঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (অধর্মাভিভবাং) কুলে পাপাচার প্রবেশ করিলে (কুলস্ত্রিয়ঃ) কুলস্ত্রীগণ (প্রদুষ্যন্তি) দূষিতা হন; (বার্হেয়) হে বার্হেয়! (শ্রীষু দুষ্টাস্ত) কুলস্ত্রীগণ আচারভ্রষ্ট হইলে (বর্ণসঙ্করঃ) বর্ণসঙ্কর (জায়তে) উৎপন্ন হয়।

৪১। অর্থঃ। (সঙ্করঃ) বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি (কুলস্থানাং) কুলনাশিগণের (কুলশ্চ চ) ও কুলের (নরকায় এব) নরকলাভের কারণ। (এবাং হি) কুলনাশকারিগণের (পিতরঃ) পূর্বপুরুষগণ (লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ) পিণ্ডতর্পণাদি প্রাপ্ত না হইয়া (পতন্তি) অধঃপতিত হন।

৪২। অর্থঃ। (কুলস্থানাং) কুলনাশকগণের (এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ) বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সকল দোষে (শাস্বতাঃ)

৪০। হে কৃষ্ণ! কুলে পাপাচার প্রবেশ করিলেই কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হন; হে বার্হেয়! কুলস্ত্রীগণ আচারভ্রষ্টা হইলেই বর্ণসঙ্কর* উৎপন্ন হয়।

৪১। বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি কুলনাশিগণের ও কুলের নরকলাভের কারণ। কুলনাশকারিগণের পূর্বপুরুষগণ পিণ্ডতর্পণাদি প্রাপ্ত না হইয়া অধঃপতিত হন।

৪২। বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সকল দোষে কুলনাশকগণের সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট হইয়া থাকে।

* বিভিন্নবর্ণের স্ত্রীপুরুষমিলনে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥৪৩॥

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

সনাতন (জাতিধর্ম্মাঃ) জাতিধর্ম্ম (কুলধর্ম্মাঃ চ) ও কুলধর্ম্ম (উৎসান্তস্তে)
নষ্ট হইয়া থাকে ।

৪৩। অর্থঃ। (জনাৰ্দ্দন) হে জনাৰ্দ্দন ! (উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং)
কুলধর্ম্মভ্রষ্ট অধর্ম্মচারিগণের (নিয়তং) নিরন্তর (নরকে বাসঃ) নরকে বাস
(ভবতি) হয়, (ইতি অনুশুশ্রম) এইরূপ শুনিয়াছি ।

৪৪। অর্থঃ। (অহোবত) অহো ! কি দুঃখের বিষয় ! (বয়ঃ) আমরা
(মহাপাপং কর্ত্তুং) মহাপাপ করিবার জন্য (ব্যবসিতাঃ) কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ;
(যৎ) যেহেতু (রাজ্যস্থখলোভেন) তুচ্ছ রাজ্যস্থখ লাভের জন্য (স্বজনং)
আত্মীয়গণকে (হস্তং) বিনাশ করিতে (উদ্যতাঃ) প্রস্তুত হইয়াছি ।

৪৫। অর্থঃ। (যদি) যদি (শস্ত্রপাণয়ঃ) অস্ত্রধারী (ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) বিপক্ষগণ
(অশস্ত্রং অপ্রতীকারং মাং) অস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতীকারে বিরত থাকিলে

৪৩। হে জনাৰ্দ্দন ! এইরূপ শুনিয়াছি যে, কুলধর্ম্মভ্রষ্ট অধর্ম্মচারিগণকে
নিরন্তর নরকে বাস করিতে হয় ।

৪৪। অহো ! কি দুঃখের বিষয় ! আমরা কি মহাপাপ করিবার
জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ; যেহেতু তুচ্ছ রাজ্যস্থখলাভের জন্য আত্মীয়গণকে
বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ।

৪৫। আমি অস্ত্রত্যাগকরতঃ প্রতীকারে বিরত থাকিলে এই অস্ত্রধারী
বিপক্ষগণ যদি আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি মঙ্গলের বিষয়ই হয় !

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविश॥

विश्रज्य शरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বাণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

আমাকে (রণে) যুদ্ধে (হত্যা) হত্যা করে, (তৎ) তাহা হইলে (মে) আমার
(ক্ষেমভরণ) বিশেষ মঙ্গলের বিষয় (ভবেৎ) হয় ।

৪৬। অস্থয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (অর্জুনঃ) অর্জুন (এবং
উক্ত্বা।) এইরূপ বলিয়া (সংখ্যে) যুদ্ধস্থলে (শরং চাপং) ধনুর্বাণ (বিশ্রজ্য)
পরিত্যাগপূর্বক (শোকসংবিগ্নমানসঃ) শোকবিমুচ্যচিত্তে (রথোপস্থে) রথোপরি
(উপাविश) উপবিষ্ট হইলেন ।

৪৬। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! শোকবিমুচ্যচিত্ত মহাবীর অর্জুন এই
সকল বাক্য বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্বাণ পরিত্যাগকরতঃ রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ ।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়া বিষ্ণুশ্রুতপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যজুষ্টমশ্বর্গ্যমকীর্তীকরমর্জ্জুন ॥২॥

১। অর্থঃ । (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (মধুসূদনঃ) শ্রীভগবান্ (তথা কৃপয়া বিষ্ণুঃ) সেইরূপ করুণরসার্দ্রচিত্ত (অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্) গলদশ্লোচন (বিষীদন্তঃ) বিষাদগ্রস্ত (তম্) অর্জুনকে (ইদং বাক্যং উবাচ) এই বাক্য বলিলেন ।—

২। অর্থঃ । (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অর্জুন) হে অর্জুন ! (কুতঃ) কোথা হইতে (বিষমে) এই মহা সঙ্কটকালে (অনার্যজুষ্টঃ) আর্ধ্যগণের অযোগ্য, (অশ্বর্গ্যং) স্বর্গগতিরোধক, (অকীর্তীকরং) অশঙ্কর (ইদং) এই (কশ্মলং) বুদ্ধিবিপর্যয় (জা) তোমাতে (সমুপস্থিতম্) উপস্থিত হইল ?

১। সঞ্জয় কহিলেন, তখন গলদশ্লোচন, করুণরসার্দ্রচিত্ত, বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীভগবান্ কহিলেন ।—

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! এই মহাসঙ্কটকালে আর্ধ্যগণের

ক্লেব্যং মান্সগমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপপদ্যতে ।

ক্ষুদ্ৰং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যক্তে দ্ৰোণেতি পরস্তপ ॥ ৩ ॥

অৰ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

৩। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (ক্লেব্যং) নিকীর্ণা ক্লোভাব (মান্সগমঃ) প্রাপ্ত হইও না, (ত্বয়ি) তোমার পক্ষে (এতং) ইহা (ন উপপদ্যতে) একান্ত অযোগ্য। (পরস্তপ) হে পরস্তপ অৰ্জুন! (ক্ষুদ্ৰং) হীন (হৃদয়দৌৰ্বল্যং) হৃদয়দৌৰ্বল্য (ত্যক্তা) পরিত্যাগ করিয়া (উভিঃ) উখিত হও।

৪। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (অবিসূদন মধুসূদন) হে শত্রুহস্তা মধুসূদন! (সংখ্যে) যুদ্ধে (অহং) আমি (কথং) কি প্রকারে (পূজার্হো) পূজা পাইবার যোগ্য (ভীষ্মঃ দ্রোণঃ চ) ভীষ্ম ও দ্রোণকে (ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি) অস্ত্রঘাত করিব?

অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক, অবশেষর এই বুদ্ধিবিপর্যায় কোথা হইতে তোমাতে উপস্থিত হইল?

৩। হে পার্থ! ভীক্সনোচিত অবসন্নভাবের অধীন হইও না, ইহা তোমার মত বীরপুরুষের একান্ত অযোগ্য। হে পরস্তপ অৰ্জুন! এই হীন হৃদয়দৌৰ্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উখিত হও।

৪। অৰ্জুন কহিলেন, হে শত্রুহস্তা মধুসূদন! যে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ সর্বদা আমাদের পূজা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদিগের শরীরে কি প্রকারে অস্ত্রঘাত করিব?

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্
 শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে ।
 হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব
 ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥৫॥
 ন চৈতদ্বিদ্যাঃ কতরম্নো গরীয়ে
 যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েম্মুঃ ।
 যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
 স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

৫। অর্থঃ। (মহানুভাবান্) উদারচেতা (গুরুন্) গুরুজনদিগকে (অহত্বা)
 বধ না করিয়া (হি) নিশ্চয় (ইহলোকে) ইহলোকে (ভৈক্ষ্যং অপি ভোক্তুং)
 ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্বাহও (শ্রেয়ঃ) শ্রেষ্ঠ । (তু) কিন্তু (গুরুন্ হত্বা) গুরুজন
 হত্যাধারা (ইহ) জগতে (রুধিরপ্রদিক্তান্) শোণিতলিপ্ত (অর্থকামান্ ভোগান্
 ভুঞ্জীয় এব) অর্থকামাত্মক ভোগ উপভোগ করিতে ইহবে ।

৬। অর্থঃ। (নঃ) আমাদের (কতরম্) কোন্টি (গরীয়ে) শ্রেয়স্কর (এতৎ
 চ ন বিদ্যাঃ) ইহাও জানি না, (যৎ বা) যদি (জয়েম) আমরাই জয়লাভ করি
 (বা) কিংবা (যদি) যদি (নঃ জয়েম্মুঃ) আমাদেরিগকে জয় করে । (যান্)
 বাহাদিগকে (হত্বা) হনন করিয়া (ন জিজীবিষামঃ) বাচিতে চাহি না, (তে এব
 ধার্তরাষ্ট্রাঃ) সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই (প্রমুখে) সম্মুখে (অবস্থিতাঃ) উপস্থিত ।

৫। বাহাদিগকে মহৎ বলিয়া স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে, সেই গুরুজনদিগকে
 বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্বাহও শ্রেষ্ঠ । গুরুজনহত্যাধারা
 শোণিতলিপ্ত কামার্থভোগ কি স্থণিত ব্যাপার ।

৬। এই যুদ্ধে আমরাই জয়লাভ করি বা উহারাই জয়লাভ করুক
 ইহাতে গৌরবের বিষয় যে কোন্টি তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
 পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংস্কৃতেভ্যঃ ।
 যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে
 শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥
 ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুত্বাদ্
 যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
 অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
 রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

৭। অর্থঃ। (কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ) মোহাভিভূত (ধর্মসংস্কৃতেভ্যঃ)
 ধর্মজ্ঞানহীন [অংঃ] আমি (ত্বাং) আপনাকে (পৃচ্ছামি) জিজ্ঞাসা করিতেছি,
 (যং) বাহ্য (নিশ্চিতম্) নিশ্চিতই (শ্রেয়ঃ) শ্রেয়োজনক (ত্বাং) হইবে, (তং)
 তাহা (মে) আমাকে (ক্রহি) বলুন। (অংঃ) আমি (তে) আপনার (শিষ্যঃ)
 শিষ্য, (ত্বাং প্রপন্নম্) আপনার শরণাগত (মাং) আমাকে (শাধি) উপদেশ দিন।

৮। অর্থঃ। (ভূমৌ) পৃথিবীতে (বসপত্নং) নিকটক (স্বদ্ধং) সমৃদ্ধিশালী
 (রাজ্যং) রাজ্য (চ) এবং (সুরাণাং আধিপত্যং) স্বর্গের আধিপত্য (অবাপ্য

বাহ্যাদিগকে হনন করিলে আপনাদিগকেও হত বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই ধৃতরাষ্ট্র-
 পুত্রগণই সম্মুখে উপস্থিত।

৭। হে কৃষ্ণ! অস্বীয়গণ নিহত হইলে আমার জীবনে কি প্রয়োজন,
 এইরূপ চিন্তা আমার ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ববকে অভিভূত করিতেছে। ইহাদিগকে
 বধ করিয়া রাজ্যভোগ করা কিংবা পূর্ববৎ বনে বাস করা, ইহাদের মধ্যে
 কোনটি ধর্ম, এই বিষয়ে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। আমি অন্য হইতে
 আপনার শরণাগত শিষ্য হইলাম; বাহ্য নিশ্চিত শ্রেয়োজনক, আমাকে সেই
 উপদেশ দান করুন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ শুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।

ন যোৎস্র ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষীং বভূব হ ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োঃ মধ্যে বিবীদন্তুমিদং বচঃ ॥১০॥

অপি) পাইলেও (মম) আমার (যৎ) যে প্রয়োজনক কর্ম (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের (উচ্ছোষণং) সন্তাপক (শোকং) শোক (অপমুদ্যাং) অপনয়ন করে, [তৎ] তাহা (ন হি প্রপ্ত্যামি) সত্যই দেখিতে পাইতেছি না ।

৯ । অর্থঃ । (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (পরন্তপঃ) শক্রন্দম (শুড়াকেশঃ) জিতনিম্ন ধনঞ্জয় (হৃষীকেশঃ গোবিন্দঃ) শ্রীভগবান্কে (এবং উক্তা) পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া (ন যোৎস্র) যুদ্ধ করিব না (ইতি উক্তা) এই নিবেদন জানাইয়া (তুষীং বভূব হ) নীরব হইলেন ।

১০ । অর্থঃ । (ভারত) হে ভারত ! (হৃষীকেশঃ) শ্রীভগবান্ (প্রহসন্নিব) যেন হাসিতে হাসিতে (উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে) উভয়পক্ষীয় সৈন্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত (বিবীদন্তম্) বিবাদগ্রস্ত (তং) অর্জুনকে (ইদং) বক্ষ্যমাণ (বচঃ) বাক্য (উবাচ) কহিলেন ।

৮ । সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকেই বাহাতে বিকল করিয়াছে, আমার এই মনো-বিকারের প্রতিকারোপায় আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । নিষ্কটক পৃথিবী-রাজ্য কিংবা স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার এই সমস্ত হৃদয় শান্ত হইবে না ।

৯ । সঞ্জয় কহিলেন, শক্রন্দম বীর ধনঞ্জয় শ্রীভগবান্কে পূর্বোক্ত বাক্য সকল বলিয়া “যুদ্ধ করিব না” এই নিবেদন জানাইয়া নীরবে উপবিষ্ট থাকিলেন ।

১০ । হে ভারত ! তখন শ্রীভগবান্ উভয়পক্ষীয় সৈন্তের মধ্যস্থলে স্থিত বিবাদগ্রস্ত অর্জুনকে হাসিতে হাসিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানহুশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসূনুগতাসূশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

১১। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু কহিলেন, (স্বং) তুমি (অশোচ্যান্) শোকের অযোগ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া (অহুশোচঃ) অনুশোচনা করিতেছ, (চ) এবং (প্রজ্ঞাবাদান্) প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ বচনানি— পণ্ডিতোচিত বাক্য (ভাষসে) বলিতেছ, ['কিন্তু] (পণ্ডিতাঃ) যথার্থ জ্ঞানিগণ ('গতাসূনু') মৃত (চ) বা (অগতাসূনু) জীবিত ব্যক্তিগণের জন্ত (ন অনুশোচন্তি) শোক করেন না।

১১। শ্রীভগবানু বলিলেন, যে সকল বিষয়ের জন্ত শোক হইতেই পারে না, তুমি সেই সকলের জন্ত শোক করিতেছ, আর যেন কত জ্ঞানগুৰু কথাই বলিতেছ; কিন্তু যাহারা যথার্থ জ্ঞানী তাহারা মৃত বা জীবিত, কাহারও জন্ত শোক করেন না। অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানিও তুমি যে সমস্ত বাক্য বলিলে, তাহা জ্ঞানিজনসম্মত বাক্য নহে, এই সকল বাক্য সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বদর্শী অধ্যাত্মজ্ঞানিগণের হৃদয়ে এই সকল অজ্ঞানজনিত শোকহর্ষাদি প্রবেশ করিতেই পারে না। সাধারণ অজ্ঞান লোকেই হৃদয়ে "আমার পুত্র মরিল, কন্যা পীড়িতা, পত্নী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, খণ্ডর দারিদ্র্য-পীড়িত," ইত্যাকার মায়াময় কারণপরম্পরা উদ্ভিত হইয়া হৃদয়কে বিচলিত করে। কিন্তু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিতগণের হৃদয়ে অজ্ঞানজনিত এই সকল কারণের প্রবেশলাভই নাই। এই সকল বাক্য তোমার মত পাণ্ডিত্যভিমानी মূর্খগণেরই উপযুক্ত। মূর্খ পণ্ডিতগণের বাক্য শুনিয়া তোমার হৃদয়ে যে ধারণা জন্মিয়া আছে, তদনুসারে তুমি বাক্য বলিয়াছ, এবং মনে করিতেছ "আমি জ্ঞানিজনসম্মত বাক্য সকলই প্রয়োগ করিতেছি"। কিন্তু জানিয়া রাখ, এই সকল বাক্য জ্ঞানিজনসম্মত নহে। তুমি শোকের যে সকল কারণ দর্শাইলে, তাহা এই জ্ঞান-

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্কে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্দীর্যন্তত্র ন মুহতি ॥১৩॥

১২। অর্থঃ। (অহং) আমি (জাতু) কখনও (ন আসং) ছিলাম না, (এব তু ন) তাহা নহে, (ত্বং) তুমি (ন আসীঃ) ছিলে না, [এব তু] (ন) তাহা নহে, (ইমে জনাধিপাঃ) এই রাজগণ (ন আসন্) ছিলেন না, [এব তু] (ন) তাহাও নহে। (অতঃপরং) এই দেহনাশের পর (সর্কে বয়ম্) আমরা সকলে (ন ভবিষ্যামঃ) থাকিব না, (এব চ ন) তাহাও নহে।

১৩। অর্থঃ। (যথা) যেমন (দেহিনঃ) জীবের (অস্মিন্ দেহে) এই দেহে (কৌমারং যৌবনং জরা) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থান্তর হয়,

দৃষ্টিতে অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি মাত্র, এবং “আমি মরিব, অমুক মরিবে” এ সকল বাক্য প্রলাপবৎ। যদি বল “কেন একথা বলিতেহ? আমি কি মরিব না? উহার কি মরিবে না?” তাহার উত্তরে বলি, যত্না যে কি, তাহাই তুমি বুঝিতে পার নাই। যত্নাটা কিছুই নহে।

১২। আমি যে পূর্বে ছিলাম না, তাহা নহে, তুমি যে ছিলে না, তাহাও নহে, এবং এই রাজগণ ছিলেন না, এমনও নহে। আবার আমরা সকলেই পরেও যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলেই পূর্বেও ছিলাম, এখনও আছি এবং পরেও থাকিব। ইহা হইতেই বুঝি লও যে, যত্নাটা কিছুই নহে। যদি যত্নার পরেও বিদ্যমান থাকিব, তাহা হইলে এ যত্নাটা রত্নালয়ের পট-পরিবর্তন মাত্র। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে—“এ যত্নাবারা তাহা হইলে কি হয়?” তাহার উত্তরে শুন।

১৩। দেহাভিমানীর অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’ ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহংরূপী

মাত্রাস্পর্শাস্তু কোন্তেয় শীতোষ্ণস্বদুঃখদাঃ ।

অগম্যাপ্যিনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

(তথা) সেইরূপ (দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ) অত্র শরীর গ্রহণও আর একটি অবস্থান্তর-
বিশেষ । (তত্র) দেহের নাশ ও উৎপত্তিতে (ধীরঃ) জ্ঞানী (ন মুহুতি)
মুগ্ধ হন না ।

১৪। অর্থঃ। (কোন্তেয়) হে কোন্তেয় ! (মাত্রাস্পর্শাঃ তু) মীষন্তে
আন্তিঃ শব্দাদয়ঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়ানি, ভাসাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সহ সংযোগাঃ,
—শব্দাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগই (শীতোষ্ণস্বদুঃখদাঃ) শীত,
উষ্ণ, স্বপ্ন ও দুঃখরূপ দ্বন্দের জনক । (তে) তাহার। (অগম্যাপ্যিনঃ) উৎপত্তি
ও বিনাশশীল, [অতএব] (অনিত্যাঃ) অনিত্য । (ভারত) হে ভারত !
(তান্) তাহাদিগকে (তিতিক্ষস্ব) সহ্য কর ।

জীবভাবের (৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিশদভাবে এই
জীবভাব ও আত্মভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।) এই শরীরেই যেমন বাল্য, যৌবন
ও জরারূপ অবস্থান্তর হয়, অত্র শরীর গ্রহণও তেমনি আর একটি অবস্থান্তর
মাত্র । জ্ঞানী ব্যক্তি এই কারণে অধ্যাত্মদৃষ্টিচ্যুত হন না । তাহা হইলে দেখ,
মৃত্যুদ্বারা নূতন কলেবর লাভমাত্র, ক্ষতি কিছুই হয় না । ‘আমি এই শরীর’
ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত জীবভাব, এই শরীরের কৃশভাজ্ঞ আপনাকে কৃশ, স্থূলভাজ্ঞ
আপনাকে স্থূল, ব্যাধিজ্ঞ আপনাকে রুগ্ন, স্বাস্থ্যজ্ঞ আপনাকে স্বস্থ, ইত্যাদি
নানা প্রকারে আপনাকে কল্পিত করিয়া তজ্জনিত স্বদুঃখাদি ভোগ করে মাত্র ।
কিন্তু যখন নির্মল আধ্যাত্মতত্ত্ব সদগুরুর উপদেশদ্বারা হৃদয়ে স্মৃতিত হয় এবং
সাধনদ্বারা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া যায়, তখন শরীরমুক্ত বিমল আত্ম-
স্বরূপ স্মৃতিমধ্যে সতত দেদীপ্যমান থাকিয়া স্বদুঃখাদির দ্বন্দ্ব হৃদয়কে বিচলিত
হইতে দেয় না, কিন্তু বাহ্যদেব এ জ্ঞান নাই অর্থাৎ শরীরের পরিণামাহুসারে

আপনারও পরিণাম বাহাদের স্বভঃসিদ্ধ ধারণা, সেই দেহাভিমানৌ অজ্ঞান ব্যক্তি-
গণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, বালাঘৌ নরুপ পরিণাম
লাভের জন্ত যখন শোক উপস্থিত হয় না, তখন নূতন শরীরগ্রহণের জন্তই বা
শোক উপস্থিত হয় কেন? উহাও একটি অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি ব্যতীত কিছুই নহে।
ইহার নিমিত্ত শোক উপস্থিত হয় কেন? সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব যে কেন উপস্থিত
হয়, তাহার কারণ বলিতেছি।

১৪। হে কৌন্তেয়! পঞ্চতন্ত্রাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয়ের সহিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে সঘর্ষ, অর্থাৎ কর্ণদ্বারা শ্রবণ, ত্বকদ্বারা স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা দর্শন,
জিহ্বাদ্বারা আশ্বাদন ও নাসিকাদ্বারা আত্মাপরূপ বিষয়স্পর্শই শীতোষ্ণাদি
সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বোৎপত্তির কারণ। এই দ্বন্দ্বপ্রাপ্তির যেমন উৎপত্তি
আছে, তেমনি নাশও আছে, অতএব ইহারা অনিত্য। ইহাদিগকে সন্ম
করিতে অর্থাৎ সুখ উপস্থিত হইলে মোহিত হইয়া কিংবা দুঃখ উপস্থিত
হইলে বিষাদগ্রস্ত হইয়া, আত্মপথ হইতে বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে
অভ্যাস কর।

বর্ণভূগাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভূত হয়।
এই শব্দস্পর্শাদি এক এক প্রকার জ্ঞানব্যতীত কিছুই নহে। জগতে বাহা কিছু
আছে, সমস্তই এই বিষয়পঞ্চের অন্তর্গত; এই পঞ্চব্যতীত জগতে ভোগ্য আর
কিছুই নাই। যে ভোগই কল্পনা কর না, এই পঞ্চের অন্তর্ভূত বটেই। জগতের
সুখ বা দুঃখের ভোগ এই বিষয়পঞ্চকে লইয়াই হয়। শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি
ব্যতীত সুখ বা দুঃখ কি প্রকারে তোমাতে উপস্থিত হইবে? সৃষ্টিকালে
নিদ্রাবৃত্তি যখন তোমার সহিত ঐ বিষয়পঞ্চের সঘর্ষ কিছুক্ষণের জন্ত রুদ্ধ করিয়া
দেয়, তখন তোমাতে সুখ বা দুঃখ থাকে কি? জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে উহাদের
অস্তিত্ব তোমার নিকটে থাকে বটে, কিন্তু সৃষ্টিকালে থাকে না। ইহাদ্বারাই
বুঝা যাইতেছে যে, সুখ বা দুঃখভোগের সহিত সঘর্ষ, নিত্য সঘর্ষ নহে। যদি

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।

সমদুঃখস্বখং ধীরং সোহমৃতত্মায় কল্পতে ॥১৫॥

১৫। অর্থঃ। (পুরুষর্ষভ) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! (এতে) ইহারা (যং হি সমদুঃখস্বখং ধীরং পুরুষং) স্বখে ও দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন যে ধীর পুরুষকে সত্যই (ন ব্যথয়ন্তি) বিচলিত করিতে না পারে, (সঃ) সেই পুরুষই (অমৃতত্মায় কল্পতে) মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন।

ঐ সম্বন্ধ নিত্য হইত, তাহা হইলে স্মৃশ্তিকালেও তোমাতে উহারা থাকিত ; কিন্তু তাহা ত থাকে না।

স্বখদুঃখের সহিত তোমার সম্বন্ধ নিত্য নহে, অনিত্য সম্বন্ধ। আজ বাহাতে স্বখ, কাল তাহাতেই দুঃখ ; আবার আজ বাহাতে দুঃখ, কাল তাহাতেই স্বখ আসিতে পারে। এই অনিত্য স্বখের ও দুঃখের জ্ঞাত বিচলিত হইও না। তুমি উহাদের অতীত নিত্যপদার্থ এবং আপনার তত্ত্ব না জানাহেতুই আপনাকে শরীরবিশ্বাসে উহাদের আক্রমণে বিচলিত হইয়া পড়' ; কিন্তু বাহার নিজস্বরূপজ্ঞান স্থির আছে, তিনি উহাদের সহিত সম্বন্ধকে অবিদ্যাজনিত মিথ্যা বলিয়া চক্ষু লহ না।

অবিদ্যা কি ? জীৱন্মুদয়স্থিতা মায়। এই মায়ার দুইটি গুণ—আবরণ ও বিক্ষেপ। যদ্বারা বস্তুর স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে, তাহাই আবরণ ও যদ্বারা বস্তুর সেই স্বরূপ অন্ত আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহাই বিক্ষেপ। যেমন—অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম উপস্থিত হয়। সে ভ্রম একটী নয়, দুইটী। অন্ধকারের আবরণে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে না পারাই আবরণজনিত প্রথম ভ্রম, আর রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করাই বিক্ষেপজনিত দ্বিতীয় ভ্রম। ভ্রম বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয় না। বস্তুর স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। তেমন আমি বস্তুচৈতন্যরূপী আত্মা, কিন্তু অবিদ্যার আবরণগুণে আমার স্বরূপকে চাক্ষু

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সত্যঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তত্ত্বনয়োস্তুত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

১৬। অর্থঃ । (অসত্যঃ) পরিণামী পদার্থের (ভাবঃ) সত্তা (ন বিদ্বতে) নাই, (সত্যঃ) অপরিণামী পদার্থের (অভাবঃ) অভাব (ন বিদ্বতে) নাই । (তত্ত্বদর্শিভিঃ তু) তত্ত্বদর্শিগণই (অনয়োঃ উভয়োঃ অপি) এ উভয়েরই (অন্তঃ) সিদ্ধান্ত (দৃষ্টঃ) স্থির করিয়াছেন ।

বাখিয়াছে, অর্থাৎ আমাকে চিনিতে দিতেছে না যে—আমি কি । আমার বিক্ষেপশুণে আমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে যে, আমি এই শরীর ও এই সমস্তই আমার ইত্যাদি ।

১৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে যে জ্ঞানী পুরুষকে বিচলিত করিতে না পারে, সুখদুঃখে হৃদয়ের সাম্যরক্ষণক্ষম সেই পুরুষই পরমস্বাভাবকরতঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিব্রাজ্য পান । (ঐহাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা—এ দ্বন্দ্বভাব মিথ্যা) ।

১৬। তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ ঐহারা সদগুরু উপদেশানুসারে বেদান্তনির্দিষ্ট অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচারপূর্বক হৃদয়দ্বন্দ্ব করিয়া সাধনদ্বারা সেই জ্ঞানকে সংশয়রহিত করিয়াছেন, সেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন স্বার্থ পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন যে, অসত্যের (পরিণামী পদার্থসমূহের) কোন ভাবই নাই, এবং সত্যের (অপরিণামী আত্মার বা ব্রহ্মের) কখনও অভাব নাই ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যের কখনও অভাব নাই ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু অসত্যের ভাব নাই, এ কথাটা তাৎপর্য্য কি ? জগতের সমস্ত পদার্থই তা অসৎ অর্থাৎ পরিণামী ; কিন্তু ইহাদের কোন ভাবই নাই কেন ? ইহার উত্তর এই যে, জাগতিক সকল পদার্থই পরিণামী, অর্থাৎ প্রতি পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে হয় হ্রাসের দিকে নতুবা বৃদ্ধির দিকে ধাবমান হইতেছে নিশ্চয় । সে পরিবর্তনসাধনী গতির স্রোত নিষেধের জন্তও রুদ্ধ নহে । যখন প্রত্যেক পদার্থই

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহঁতি ॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নীত্যসৌভাগ্যঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

১৭। অর্থঃ। (যেন) ষাহার দ্বারা (ইদং সৰ্বং) এই সমস্ত বিশ্ব (ততং) ব্যাপ্ত (তং তু) তাঁহাকেই (অবিনাশি) বিনাশমুক্তরূপে (বিদ্ধি) জান । (কশ্চিৎ) কেহই (অস্ত অব্যয়স্য) এই অব্যয় পদার্থের (বিনাশং কৰ্ত্তুং) বিনাশ করিতে (ন অৰ্হতি) পারে না ।

১৮। অর্থঃ। (নীত্যস্ত) অপরিণামী (অনাশিনঃ) অবিনশ্বর (অপ্রমেয়স্ত) ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাভীত (শরীরিণঃ) আত্মার (ইমে দেহাঃ) এই সমস্ত স্থল দেহ (অন্তবন্তঃ) বিনাশশীল (উক্তাঃ) কথিত হইয়াছে । (ভারত) হে অৰ্জুন ! (তস্মাৎ) অতএব (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর ।

এইরূপ পরিণামী, তখন জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার কোন্ অবস্থাকে ধরিয়া বলিতে পারা যায় যে, ইহার এই ভাব ? কারণ বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই তাহার ভাবান্তর ঘটয়াছে নিশ্চয় । তাহা হইলেই দেখ, চাক্ষুষদৃষ্টিতে ষাহাকে ভাব-বিশিষ্ট দেখিতেছি, জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার ভাব নাই । পরিণামমুক্ত কোন পদার্থই জগতে নাই । এক আত্মা বা ব্রহ্মই পরিণামমুক্ত ।

১৭। যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিনাশমুক্তরূপে জান । কাহারও সাধ্য নাই যে, এই অব্যয় পদার্থের বিনাশসাধন করিতে পারে ।

উক্ত অব্যয় পদার্থই আত্মারূপে আমাতে, তোমাতে এবং সকলেতেই বিস্তারিত রহিয়াছেন । আত্মাই সকলের সত্যসত্তা । এ জীবাত্মান, অর্থাৎ "আমি এই শরীর" ইত্যাকার জ্ঞান অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিমাত্র । সেইজন্মই ভগবান্ জীব ও আত্মার অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া এই শ্লোক বলিতেছেন । যিনি পরম পুরুষ ব্রহ্ম বা ভগবান্, তিনিই আত্মারূপে তোমাতে বিরাজ করিতেছেন ।

ব এনং বেত্তি হস্তারং ঘটনং মন্যতে হতম্ ।

উত্তৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥১৯॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমাণে শরীরে ॥২০॥

১৯। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (এনং) এই আত্মাকে (হস্তারং) হস্তা বলিয়া (বেত্তি) জ্ঞানেন (যঃ চ) এবং যিনি (এনং) এই আত্মাকে (হতং) হত (মন্ততে) মনে করেন, (তৌ উত্তৌ) [এব] তাঁহারা উভয়েই (ন বিজানীতঃ) এই আত্মার বিষয় কিছুই বুঝেন না, [যস্মাৎ] যেহেতু (অয়ং ন হস্তি) এই আত্মা স্বরূপতঃ কাহাকেও মারেন না (ন হন্ততে) বা নিহত হন না ।

২০। অর্থঃ। (অয়ং) এই আত্মা (কদাচিৎ) কখনও (ন জায়তে) জন্মান না [ন] (বা ত্রিয়তে) মরেনও না ; (ন ভূত্বা) পূর্বে না থাকিয়া (ভূয়ঃ ভবিতা ন) পুনর্বার থাকিবেন ইহা নহে, (বা) অথবা (ভূত্বা) পূর্বে থাকিয়া (ভূয়ঃ) কখনও আবার (ন ভবিতা ন) থাকিবেন না তাহাও নহে ; [অতএব] (অতঃ) জন্মবহিত, (নিত্যঃ) নিত্য, (শাস্ততঃ) ক্ষয়বিক্ষীণ, (পুরাণঃ) অনাদি (অয়ম্ আত্মা) এই আত্মা (শরীরে হন্তমাণে) শরীরের নাশে (ন হন্ততে) বিনষ্ট হন না ।

তাঁহাকে বিনাশ করে এমন সাধ্য কার ? এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, 'তাঁহা হইলে নাশ হয় কাহার ?' তাঁহার উত্তর শুন ।

১৮। সেই অপরিণামী, অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাতীত আত্মা এই যে মিথ্যা শরীরকে আশ্রয় করিয়া বহিয়াছেন, সেই শরীররূপ ঘটাকারেরই নাশ হয় । অতএব তুমি নিরুদ্দিগ্ধচিত্তে যুক্ত কর ।

ঘটের বাহিরে ও অন্তরে সমভাবে বিদ্যমান আকাশের যেমন ঘটের নাশে কোন পরিণাম অর্থাৎ ভাবান্তরই হয় না, তেমনি এই শরীরের অন্তরেও বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান আত্মারও এই শরীরের নাশে কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজ্ঞমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্ধ্যানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥২২॥

২১। অর্থঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (এনং) এই আত্মাকে (অজ্ঞং) জ্ঞানশূন্য (অব্যয়ং) ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত (অবিনাশিনং) বিনাশরহিত (নিত্যং) অতএব নিত্য বলিয়া (বেদ) জানেন, (পার্থ) হে পার্থ ! (সঃ পুরুষঃ) সেই ব্যক্তি (কথং) কি প্রকারে (কং ঘাতয়তি) কাহাকে হত করাইবেন [বা] (কং হস্তি) কাহাকেই বা হত করিবেন ।

২২। অর্থঃ। (নরঃ) মানব (যথা) যেমন (জীর্ণানি বাসাংসি) জীর্ণ বস্ত্র (বিহায়) পরিত্যাগ করতঃ (অপরাণি) অপর (নবানি) নূতন বস্ত্র (গৃহ্নাতি) পরিধান করে, (তথা) তদ্রূপ (দেহী) অহংজ্ঞানরূপী জীব (জীর্ণানি শরীরানি) জীর্ণ শরীর (বিহায়) ত্যাগ করিয়া (অধ্যানি নবানি সংঘাতি) অল্প নূতন শরীর গ্রহণ করে ।

১৯। এই আত্মাকে যিনি হত ও যিনি হস্তা মনে করেন, তাঁহার উভয়েই এই আত্মার বিষয় কিছুই বুঝেন না। ইনি মরেনও না—মারেনও না।

২০। এই আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না কিংবা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীনও নহেন। ইনি জন্মরহিত, অবিকারী, সততই সমভাবী এবং অনাদি। শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না।

২১। যিনি এই আত্মার অজ্ঞ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী স্বরূপ পরিজ্ঞাত, হে পার্থ ! তিনি কি প্রকারে কাহাকে হত করিবেন বা করাইবেন ? অর্থাৎ তাঁহাতে এই অবিচ্ছিন্ন শরীরভিমান না থাকা হেতু তিনি সকলকেই শরীরাতীত

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

২৩। অর্থঃ। (শস্ত্রাণি) অস্ত্রসমূহ (এনং) এই আত্মাকে (ন ছিন্দন্তি) ছেদন করিতে পারে না, (পাবকঃ) অগ্নি (এনং) ইহাকে (ন দহতি) দহন করিতে পারে না, (আপঃ) জল (এনং) ইহাকে (ন ক্লেদয়ন্তি) বিগলিত করিতে পারে না (মারুতঃ চ) এবং বায়ু (ন শোষয়তি) শুষ্ক করিতে পারে না ।

২৪। অর্থঃ। (অঃম্) এই আত্মা (অচ্ছেদ্যঃ) অচ্ছেদ্য, (অয়ম্ অদাহঃ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ) অদাহ, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, (অয়ং) এই আত্মা (নিত্যঃ) অবিনাশী, (সর্বগতঃ) সর্বব্যাপী, (স্থাপুঃ) অবিকারী, (অচলঃ) পরমাণুবৎ চঞ্চল নহে, (সনাতনঃ) অনাদি ।

আত্মারূপে দেখিতেছেন ; স্তবরাং শরীরের নাশে আত্মার নাশ, এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তি তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না ।

২২। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগকরতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহী (‘আমি এই শরীর’ ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহংজ্ঞানরূপী জীব, ৭ম অধ্যায় ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ) তদ্রূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অল্প নূতন শরীর গ্রহণ করে। (শরীর বার্তাক্যগ্রযুক্ত বা পীড়ায় জীর্ণ হইয়া থাকে) ।

শরীরান্তিমানো অহংজ্ঞান আপনি যে চৈতন্ত্বস্বরূপ আত্মা ডাহা ভুলিয়া আপনাকে শরীররূপে গ্রহণকরতঃ শরীরের নাশেই আপনার নাশ কল্পনা করে ।

২৩। আত্মা অস্ত্রে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দহন হন না, জলে ক্লিষ্ট হন না কিংবা বায়ুতে শুষ্ক হন না ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

২৫ । অর্থঃ । (অঃ) এই আত্মা (অব্যক্তঃ) অতীন্দ্রিয়, (অয়ম্ অচিন্ত্যঃ) মনের অগোচর, (অয়ম্ অবিকার্যঃ) বিকারপ্রাপ্ত হইবার অযোগ্যরূপে (উচ্যতে) কথিত হন । (তস্মাৎ) অতএব (এনং) এই আত্মাকে (এবং বিদিত্বা) এইরূপ জানিয়া (অনুশোচিতুং ন অর্হসি) তোমার শোক করা উচিত নহে ।

২৬ । অর্থঃ । (অথ চ) দেহাত্মবাদপক্ষে [যদি] (এনং) এই আত্মাকে (নিত্যজাতং) দেহের সহিত নিত্যই জাত (বা) অথবা (নিত্যং মৃতং) দেহের সহিত নিত্যই মৃত বলিয়া (মন্যসে) মনে কর, (মহাবাহো) হে মহাবাহো ! (ত্বং) তুমি (তথাপি) তথাপি (এনং) এই আত্মার জ্ঞা (শোচিতুং ন অর্হসি) শোক করিতে পার না ।

২৪ । সর্বেকরূপ, অপরিণামী, সর্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান, অবিকারী সনাতন আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোধ্য ; যেহেতু তিনি নিরবয়ব ।

২৫ । ষথার্থ জ্ঞানী পণ্ডিতগণ আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং মনের অতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব তুমিও আত্মাকে এইরূপ জানিয়া আর শোকাচ্ছন্ন থাকিও না ।

২৬ । আর যদি তুমি আত্মার এই পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পার, সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত তোমার এইরূপই ধারণা হয় যে, আত্মা কেবলই মরিতেছেন ও জন্মিতেছেন, তাহা হইলেই বা তোমার শোকের কারণ কি ?

জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
 তস্মাদপরিহার্যেহর্থং ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥২৭॥
 অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
 অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥
 আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
 মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
 আশ্চর্য্যবচৈনমন্তঃ শৃণোতি
 শ্রুত্বাপ্যনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

২৭। অর্থঃ। (হি) যেহেতু (জাতস্ত) জন্মিলে (মৃত্যুঃ) মৃত্যু (ধ্রুবঃ) নিশ্চিত (মৃতস্ত চ) এবং মৃত্যুর পরে (জন্ম) জন্ম (ধ্রুবং) নিশ্চিত, (তস্মাৎ) সেইজন্য (অপরিহার্যে অর্থ) অনিবার্য বিষয়ের জন্য (ত্বং) তোমার (শোচিতুং ন অহঁসি) শোক করা কর্তব্য নহে ।

২৮। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (ভূতানি) ভূতসকল (অব্যক্তাদীনি) জন্মিবার পূর্বে কারণাবস্থায় অজ্ঞাত, (ব্যক্তমধ্যানি) জন্মের পর এবং মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞাত, (অব্যক্তনিধনানি এব) নিধনেও অজ্ঞাতই থাকে ; (তত্র) তাহা হইলে তাহাদের সেই অবশুভাবী অব্যক্ত পরিণামের জন্য (কা পরিদেবনা) শোকই বা কেন ?

২৭। যখন জন্মাইলে মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুর পরে জন্ম নিশ্চিত, তখন এইরূপ অনিবার্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা অকর্তব্য ।

২৮। হে ভারত ! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, নিধনেও অব্যক্ত, মধ্যে কিছু সময় ব্যক্ত মাত্র । তাহা হইলে তাহাদের সেই অবশুভাবী অব্যক্ত পরিণামের জন্য শোকই বা কেন ?

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বশ্চ ভারত ।

তস্মাৎ সর্বানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

২৯। অর্থঃ। (কশ্চিৎ) কেহ (এনং) এই আত্মাকে (আশ্চর্য্যবৎ) আশ্চর্য্যের সহিত (পশ্চতি) দেখেন, (তথৈব চ অতঃ) কেহ বা (আশ্চর্য্যবৎ) সবিস্ময়ে (বদতি) বলেন, (অতঃ চ) কেহ বা (আশ্চর্য্যবৎ) সবিস্ময়ে (শৃণোতি) শ্রবণ করেন। (কশ্চিৎ) আবার কেহ বা (শ্রদ্ধাপি চ) শ্রবণ করিয়া, দেখিয়া ও বলিয়াও (এনং) এই আত্মার তত্ত্ব (ন বেদ) বুঝিতে পারে না।

৩০। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত! (সর্বশ্চ দেহে) সকলের শরীরে (অয়ং দেহী) অবস্থিত এই আত্মা (নিত্যং) সর্বদা (অবধ্যঃ) অবধ্য, (তস্মাৎ) অতএব (ত্বং) তোমার (সর্বানি ভূতানি) ভীষ্মাদি কাহারও উদ্দেশ্যে (শোচিতুং ন মর্হসি) শোক করা উচিত নয়।

ভীষ্মপ্রাণাদির যে শরীর দর্শনকরতঃ তোমার ভ্রম হইতেছে যে, ঐ সকল শরীরকে অস্ত্রাঘাতদ্বারা কি প্রকারে নষ্ট করিব, তাহা তো পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না নিশ্চয়; মধ্যে কয়দিনের জন্ত দেখা বাইতেছে মাত্র। তবে সেজন্ত আবার শোক কি? ঐ সকল শরীর তো নিশ্চয়ই পুনরায় অদৃষ্ট হইবে।

২৯। এই আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যের সহিত দেখেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্বের পর্যালোচনা করেন; কেহবা আশ্চর্য্যের সহিত আত্মার বিষয়ে বলেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন; কেহ বা সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন; আবার কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মার তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না।

৩০। হে অর্জুন! এই সার তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, সকল শরীরেই এক আত্মা নিত্যই অবধ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন; অতএব ভীষ্মাদি কাহারও জন্ত শোক করা অকর্তব্য।

অধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্তং ক্রিয়স্য ন বিদ্বতে ॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং ।

স্থখিনঃ ক্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥৩২॥

৩১। অর্থঃ। (অপি চ) অপিচ (অধর্মং) ক্রোধোচিত ধর্ম (াবেক্ষ্য) পর্যালোচনা করিয়া (বিকম্পিতুং) বিচলিত হইতে (ন অর্হসি) পার না; (হি) যেহেতু (ধর্ম্যাং) ধর্মসম্বন্ধে (যুদ্ধাং) যুদ্ধ অপেক্ষা (ক্রিয়ন্ত) ক্রিয়ের পক্ষে (অন্তং শ্রেয়ঃ) অন্ত শ্রেয়স্বর (ন বিদ্যতে) কিছু নাই ।

৩২। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (স্থখিনঃ ক্রিয়াঃ) ভাগ্যবান্ ক্রিয়গণ (যদৃচ্ছয়া চ) আপনা হইতেই (উপপন্নং) আগত (অপাবৃতং) উদ্ঘাটিত (স্বর্গদ্বারং) স্বর্গের দ্বারস্বরূপ (ঈদৃশং) ঈদৃশ (যুধং) যুদ্ধ (লভন্তে) লাভ করেন ।

৩১। তোমার নিজ ধর্মের দিকে দৃষ্টি করিলেও হৃদয়কে অবিচলিত রাখাই তোমার কর্তব্য। তুমি ক্রিয় বীর, এবং ক্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়স্বরূপ জগতে আর অস্ত্র কিছুই নাই। যদি ইহা তোমার অধর্মযুদ্ধ হইত অর্থাৎ অস্ত্র করিয়া তুমি অস্ত্রের স্বত্বনাশে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার কম্পিত হইবার কথা বটে; কিন্তু এ যুদ্ধ যখন তাহা নহে, অর্থাৎ ত্রায়তঃ তুমি নিজ পৈতৃক স্বত্ব উদ্ধারার্থ যুদ্ধ করিতেছ, তখন ইহা তোমার ধর্মযুদ্ধ, স্বত্বরক্ষা কম্পিত হইবার কারণ নাই ।

৩২। হে অর্জুন! আপনা হইতেই আগত অর্থাৎ যে যুদ্ধের কারণ তুমি স্বয়ং নহ, বাধাশূন্য স্বর্গের দ্বারস্বরূপ—ঈদৃশ ত্রায়যুদ্ধ যে ক্রিয়গণ লাভ করেন, তাহারা ভাগ্যবান্ ।

অথ চেৎ তুমিমং ধর্ম্যাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
 ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্যসি ॥৩৩॥
 অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।
 সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥
 ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
 যেবাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

৩৩। অর্থঃ। (অথ) পক্ষান্তরে, (চেৎ) যদি (ত্বং) তুমি (ইমং) এই (ধর্ম্যাং) ধর্মসম্বত (সংগ্রামং) যুদ্ধ (ন করিষ্যসি) না কর, (ততঃ) তাহা হইলে (স্বধর্ম্যং) ক্ষাত্রধর্ম (চ) এবং (কীর্ত্তিঃ) বশ (হিত্বা) ত্যাগ করিয়া (পাপং অবাপ্যসি) পাপভাগী হইবে।

৩৪। অর্থঃ। (চ) এবং (ভূতানি) সকল লোকেই (তে) তোমার (অব্যয়াম্) অক্ষয় (অকীর্ত্তিঃ অপি) অকীর্ত্তিও (কথয়িষ্যন্তি) ঘোষণা করিবে। (সম্ভাবিতস্ত) সম্মানিত ব্যক্তির (অকীর্ত্তিঃ) অকীর্ত্তি (মরণাৎ চ) মৃত্যু অপেক্ষাও (অতিরিচ্যতে) অধিক।

৩৫। অর্থঃ। (মহারথাঃ) দুর্ঘোধান প্রভৃতি মহারথগণও (ত্বাং) তোমাকে (ভয়াৎ) ভয়ে (রণাৎ উপরতং) যুদ্ধ হইতে বিরত (মংস্যন্তে) মনে করিবেন,

৩৩। যদি তুমি এই ধর্ম্যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম্য হইতে বঞ্চিত হইবে; তোমার বশোহানি ঘটবে এবং কর্ত্তব্যপালন না করা হেতু তুমি পাপভাগী হইবে।

৩৪। সকলেই তোমার নিন্দা করিবে এবং সে নিন্দা বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিবে। লোকসমাজে বাহার আসন বহু উচ্ছে, এরূপ স্মৃতিস্তিতি নোকের অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

অবাচ্যবাদাংশচ বহুন্ বদিস্থান্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

(চ) অপিচ (স্ব) তুমি (যেষাং) ঠাহাদের নিকটে (বহুতঃ ভূত্বা) বিশেষ সম্মানিত ছিলে (লাঘবং যান্ত্রসি) সম্প্রতি [ঠাহাদের নিকট] হীনবীর্যের জ্ঞায় প্রভূত হইবে ।

৩৬ । অর্থঃ । (তব) তোমার (অহিতাঃ) শত্রুগণ (তব) তোমার (সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ) সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া (বহুন্) অনেক প্রকার (অবাচ্যবাদান্ চ) অকথ্য ভাষাও (বদিস্থান্তি) বলিবে । (ততঃ) ইহা অপেক্ষা (দুঃখতরং) অধিকতর দুঃখের বিষয় (কিং নু) আর কি হইতে পারে ?

৩৭ । অর্থঃ । (হতঃ বা) যুদ্ধে হত হইলে (স্বর্গং প্রাপ্স্যসি) স্বর্গ লাভ করিবে, (জিত্বা বা) আর জয়ী হইলে (মহীম্ ভোক্ষ্যসে) রাজ্যভোগ করিবে । (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (তস্মাৎ) অতএব (যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ) যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া (উত্তিষ্ঠ) উত্তিত হও ।

৩৫ । তুমি যে সকল মহারথের নিকটে মহামায়া আছে, ঠাহারা মনে করিবেন তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধে বিরত হইতেছ, সুতরাং ঠাহাদিগের নিকটে তুমি লঘুবীর্য প্রভূত হইবে ।

৩৬ । তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া তোমার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিবে । দেখ, বীরপুরুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

৩৭ । এই যুদ্ধে ক্ষতিকর কিছুই নাই, কারণ যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ, আর জয়ী হইলে রাজ্যলাভ, ইহাই নিশ্চিত কল । অতএব দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ কর ।

স্বথদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥৩৮॥

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥৩৯॥

৩৮। অর্থঃ। (স্বথদুঃখে) স্বথদুঃখে, (লাভালাভৌ) লাভ-অলাভে (জয়াজয়ৌ) জয়পরাজয়ে (সমে কৃত্বা) হর্ষবিষাদরহিত হইয়া (ততঃ) তদনন্তর (যুদ্ধায়) কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করিবার জন্ত (যুজ্যস্ব) উত্তোঙ্গী হও, (এবং) তাহা হইলে (পাপং) হত্যাভিজ্ঞানিত কোন পাপই (ন অবাপ্যসি) তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৩৯। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (সাংখ্যে) অধ্যাত্মজ্ঞানযোগ-সম্বন্ধে (এষা) এই (বুদ্ধিঃ) তত্ত্ববিবেক (তে অভিহিতা) তোমাকে বলিলাম, (তু) অধ্যাত্মজ্ঞানযোগ হইতে পৃথগ্ভূত (যোগে) শাস্ত্রোক্ত পরোক্ষজ্ঞানসহ নিকাম কর্ম্মযোগবিষয়ে (ইমাং) এই বক্ষ্যমান উপদেশ (শৃণু) মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর, (যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ) যে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্ম করিলে (কর্ম্মবন্ধং) কর্ম্মের গুণাগুণভরপ্রাপ্তিরূপ বন্ধন (প্রহাস্তসি) তুমি ত্যাগ করিতে পারিবে।

৩৮। স্বথদুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়পরাজয়াদি বস্তুভাবগুলিতে যদি হৃদয়ের সাম্য রক্ষা করিতে পার অর্থাৎ উভয় প্রকারেই আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত না হও, তাহা হইলে এই যুদ্ধের হত্যাভিজ্ঞানিত কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

৩৯। হে পার্থ! অধ্যাত্মজ্ঞানযোগসম্বন্ধে তোমাকে এই উপদেশ দিলাম। এক্ষণে যোগের অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত পরোক্ষজ্ঞানকে নিকাম কর্ম্মযোগের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া কি প্রকারে সাংসারিক কার্য্যসকল নির্বাহ করিতে হইবে,

নেহাভিক্রমনাশৌহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

অল্পমপ্যশ্চ ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

৪০। অর্থঃ। (ইহ) এই জ্ঞানকর্মযোগে অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা যুক্ত কর্মযোগে (অভিক্রমনাশঃ) সকাম কর্মের দ্বারা আরম্ভের নাশ (ন অস্তি) হয় না, (প্রত্যবায়ঃ) অল্পহানিজন্য কোন পাপই (ন বিদ্যতে) উপস্থিত হইতে পারে না। (অশ্চ ধর্মশ্চ) এই ধর্মের (অল্পমপ্য) অতি অল্পমাত্রও আচরিত হইলে (মহতো ভয়াৎ) সংসারভয় হইতে (ত্রায়তে) পরিত্রাণ করে।

সেই জ্ঞানকর্মযোগের উপদেশ দিতেছি। যে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম করিলে কর্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হইতে হইবে না, তাহা মনোযোগসহ গ্রহণ কর।

৪০। কর্মের সহিত জ্ঞানের সংযোগে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগে সকাম কর্মের দ্বারা আরম্ভের নাশ কিংবা অল্পহানিজন্য কোন প্রত্যবায়ই উপস্থিত হইতে পারে না। এই জ্ঞানযুক্ত কর্মরূপ যে পরমধর্ম, তাহার অল্পমাত্রও আচরিত হইলে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

বুদ্ধিমান্ মহুষ্যাত্মেরই আপনাকে অধিকতর উন্নত করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমি আপনাকে ষেক্রপভাবে গঠিত করিব, আমি তদ্রূপই হইব। আমার জ্ঞান ও কর্মই আমাকে নিশ্চয় গঠিত করিবে। আমি চেষ্টা করিলে আপনাকে পশু করিতে পারি, অশ্বর করিতে পারি, দেবতা করিতে পারি, দেবর্ষি করিতে পারি, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভকরতঃ আপনাকে এই প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত করিতেও পারি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমি জীবশ্রেষ্ঠ মহুষ্য। হৃদয়ে ক্রমা, আর্জ্জব, দয়া, ভোষ, সত্য ও ত্রায়ের বত প্রতিষ্ঠা হইবে, মহুষ্য ততই দেবদেব দিকে অগ্রসর হইবে; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যাদির

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনন্তাশ্চঃবুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

৪১। অর্থঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন! (ইহ) এই জ্ঞানকর্মযোগে (ব্যবসায়াত্মিকা) তত্ত্ববিষয়িনী নিশ্চয়াত্মিকা (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (একা) একমুখী, (চ) কিন্তু (ব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ) সকামকর্মিগণের বুদ্ধি (বহুশাখাঃ) বহুমুখী (হনন্তাঃ চ) ও অসংখ্য।

প্রভাব যত বুদ্ধি পাইবে, মনুষ্য ততই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। ক্ষমার্জ্জবাদি বৃত্তিগণের প্রতিষ্ঠাবুদ্ধিকেই দৈবী গতি, আর কামক্রোধাদির প্রভাব-বুদ্ধিকেই আসুরী গতি বলা যায়। ঐ দৈবী প্রতিষ্ঠার সহিত যদি ভগবন্ত্ত্ব, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেই মনুষ্য আপনাকে দেববিরূপে গঠিত করে। আপনাকে দেববিরূপে গঠিতকরতঃ নির্মল জ্ঞানের সহিত সাংসারিক কর্তব্য পালনকেই ভগবান্ জ্ঞানকর্মযোগ বলিতেছেন। এই যোগের অল্পমাত্রও মহাভয় অর্থাৎ আপনার অধঃপতন হইতে রক্ষা করে। ক্ষমার্জ্জবাদি দেববৃত্তিগুলির প্রতিষ্ঠার হ্রাস ও কামক্রোধাদি আসুরবৃত্তিগুলির প্রভাববুদ্ধিই যজ্ঞস্ত্রের অধঃপতন, এবং ঐ অধঃপতনই মানবজীবনে মহাভয়স্বরূপ।

৪১। হে কুরুনন্দন। নিকাম-জ্ঞানকর্মযোগিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্বদাই একমুখী, আর জ্ঞানহীন সকামকর্মিগণের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্বদাই বহুমুখী ও বহুমুর্ত্তিবিশিষ্ট। জ্ঞানকর্মযোগী সাধকগণ যে কর্ম করুন না, তাঁহাদের জ্ঞান কখনই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাঁহারা কর্তব্যজ্ঞানে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্মই যথা'বশি সম্পন্ন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্লক্ষ্য সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহারা ইন্দ্రిয়গণ হইতে স্বীয় পার্থক্য সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি সততই একমুখী থাকে। আর যে সকল মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান লোক বৈষয়িক অনিত্য স্ত্রের কামনায় নানাপ্রকার বারব্রতাদি সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের বুদ্ধি

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ । :

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

৪২-৪৪। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (অবিপশ্চিতঃ) অধ্যাত্মজ্ঞানহীন (বেদবাদরতাঃ) বৈদিক ফলশ্রুতির পক্ষপাতী, (অন্যং ন অস্তি ইতি বাদিনঃ) “ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই” ইহা যাহারা বলে, (কামাত্মানঃ) কামনাকুলিতচিত্ত, (স্বর্গপরাঃ) স্বর্গপরায়ণ, (জন্মকর্মফলপ্রদাং) জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ (ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকর (ক্রিয়াবিশেষবহলাং) বহুপ্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়াপূর্ণ (যাং ইমাং) যে সকল (পুষ্পিতাং) আপাতঃমণীয় (বাচঃ) বাক্য (প্রবদন্তি) প্রশংসার সহিত বলে, (তয়া অপহৃতচেতসাম্) তাদৃশ বাক্যের দ্বারা মোহিতচিত্ত (ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং) ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত কর্মিগণের (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ) নির্মলা প্রজ্ঞা (সমাধৌ) সমাধীয়তে অগ্নিন্ সর্কমিতি ব্যুৎপত্তা সমাধিরন্তকরণম্—হৃদয়ে (ন বিধীয়তে) উদ্ভাসিত হয় না।

কখনই স্থির নহে। কোন কার্যের ফলেই নির্ভর করিয়া তাহার স্থির থাকিতে পারে না; নিয়তই নানা প্রকার সকাম কর্মের অহুষ্ঠান করে এবং কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

৪২-৪৪। বহুপ্রকার ফলপ্রদ কর্মের ব্যবস্থাপূর্ণ শ্রুতিবাক্যই যাহাদিগের অবলম্বন, মাত্র সকাম কার্যের ব্যবস্থা প্রদানকরতঃ যাহারা বলে যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানহীন, কামনাকুলিতচিত্ত কুপণ্ডিতগণ স্বর্গপ্রাপ্তিকর ও জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ অর্থাৎ “এই ব্রত করিলে

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্ট্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসদ্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজ্ঞানতঃ ॥৪৬॥

৪৫। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (বেদাঃ) কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্য-সকল (ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ) ত্রিগুণাত্মক-বিষয়প্রতিপাদক [ত্বং তু] তুমি কিন্তু (নিষ্ট্রৈগুণ্যঃ) কৰ্ম্মকাণ্ডীয়-ত্রিগুণবিষয়িণী সাকামবুদ্ধিমুক্ত (নির্দ্বন্দ্বঃ) স্তব্ধঃখাদি-দ্বন্দ্ববহিত (নিত্যসদ্বস্থঃ) সদা সদ্ভগুণাশ্রিত (নির্যোগক্ষেমঃ) যোগক্ষেমবহিত হইয়া (আত্মবান্ ভব) পরমার্থস্বরূপে অবস্থিত হইতে চেষ্টা কর ।

৪৬। অর্থঃ। (সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে) [সতি] চতুর্দিক জলমগ্ন হইয়া গেলে (উদপানে) সামান্য জলাশয়ে (যাবান্ অর্থঃ) যতটুকু প্রয়োজন, (বিজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণস্য) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানীর (সর্বেষু বেদেষু) সমস্ত বেদে (তাবান্) ততটুকু (অর্থঃ) প্রয়োজন ।

রাজা বা রাণী হইবে, এই ব্রত করিলে স্বর্গস্থ ভোগ করিতে পারিবে, এই ব্রতের দ্বারা মনোমত পতি বা পত্নীলাভ হইবে”, ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্যপ্রাপ্তিকল্প ব্রহ্মপ্রকার ক্রিয়াপূর্ণ যে সকল শ্রবণরমণীয় ব্যবস্থা প্রদান করে, সেই সকল আপাতমনোহর বাক্যের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি বিপথগামী হইয়াছে, একরূপ কামনাকুলিতচিত্ত মূঢ়গণের হৃদয়ে জীব ও আত্মার ঐক্যরূপ যোগ বা নির্মলা প্রজ্ঞা কখনই উদ্ভাসিত হইতে পারে না ।

৪৫। হে অর্জুন ! কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যসকল ত্রিগুণবিষয়া, অর্থাৎ সাংসারিক ভোগস্বখের হ্রাস, বৃদ্ধি ও স্থিতি লইয়াই তাহাদের সর্বস্ব এবং গুণাতীত আত্মবিজ্ঞানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই নাই । তুমি যদি সংসার-কারাগার হইতে পরিজ্ঞাপ চাও, তাহা হইলে তোমাকে ত্রিগুণবিষয়িণী সাকাম

কৰ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূম্মা তে সঙ্কোহস্তকৰ্মণি ॥৪৭॥

৪৭। অর্থঃ। (তে) তোমার (কৰ্মণি এব) কৰ্মেই মাত্র (অধিকারঃ) অধিকার, (ফলেষু) কৰ্মফলে (কদাচন) কদাপি যেন (মা) [অভূং] কামনা না হয়। (কৰ্মফলহেতুঃ) ফলপ্রাপ্তিকামনায় কৰ্মে প্রবৃত্ত (মা ভূঃ) হইও না। (অকৰ্মণি তু) বিহিত কৰ্মের অকরণেও (তে) তোমার (সঙ্গঃ) আসক্তি (মা অন্ত) যেন না হয়।

বুদ্ধিকে পরিভাগ করিয়া সুখদুঃখের সম্বন্ধ অচঞ্চল হইতে হইবে, এবং বজ্রতমকে অভিভূত করিয়া বিমুক্ত সম্বন্ধপ নির্মল সত্তাতে (সাধনগম্য অবস্থাবিশেষ) আপনার স্থিতি রক্ষাকরতঃ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকামনা ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণেচ্ছাকে বর্জন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তবে তুমি আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মস্থিত হইবে।

৪৬। চতুর্দিক জলমগ্ন হইয়া গেলে সামান্য জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্রেরও ততটুকু প্রয়োজন।

যেমন চারিদিক জলমগ্ন হইয়া গেলে কোন বিশেষ জলাশয়ের অন্বেষণ করিতে হয় না, কারণ সকল জলই একাকার ধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের, অর্থাৎ যিনি সর্বত্রই 'একং অদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মের সত্তাকে বিদ্যমান দেখিতেছেন, তাঁহার আর কৰ্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রাদি দর্শনশ্রবণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি স্বগতাদি সর্বপ্রকার ভেদশূণ্য হইয়া সতত ব্রহ্মময় রহিয়াছে। শাস্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশরূপে বর্ণিত আছে, সেই ব্রহ্মই যখন সতত তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত তখন শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাঁহার আর কি ফললাভ হইবে? ব্রহ্মোপদেশক বা কৰ্মকাণ্ডীয় বাবতীয় শ্রুতি-বাক্য তাঁহার সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অসীম সাগরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

৪৭। কৰ্মেই মাত্র তোমার অধিকার থাকুক, ফল পর্যান্ত যেন না যায়।

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

৪৮। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয় ! (সঙ্গং) কর্তৃত্বাভিমান ও ফলতৃষ্ণা (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ) ফলের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে (সমঃ ভূত্বা) হর্ষবিষাদরহিত হইয়া (যোগস্থঃ) হৃদয়ের সাম্য রক্ষা করিয়া (কৰ্ম্মাণি কুরু) কর্তব্য কর্ম্ম কর ; (সমস্তং) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হৃদয়ের সাম্য-রক্ষাই (যোগঃ উচ্যতে) যোগ বলিয়া কথিত হয় ।

ভোমার কর্ম্মের কারণ যেন ফল না হয় । আবার “কর্ম্ম করিব না” এরূপ সঙ্কল্পও যেন ভোমাতে উপস্থিত না হয় ।

ফললাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবে না, কেবলমাত্র কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইবে । আবার “কর্ম্ম করিব না” এরূপ সঙ্কল্প যেন ভোমাতে উপস্থিত না হয়, কারণ এরূপ সঙ্কল্প মূর্থ ত্যাগাভিমানিগণই করিয়া থাকে । বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও চিত্তমনের দ্বারাই কর্ম্মসকল সম্পন্ন হয় । ইন্দ্রিয় এবং মন উভয়েরই কর্ম্ম রুদ্ধ করিতে না পারিলে আর কর্ম্মত্যাগ ঘটে না । কিন্তু কাহার সাধ্য যে সতত বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণ উভয়েরই কার্য্যকে রুদ্ধ করিয়া রাখে ! বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখিবার ভান করিলেও অন্তঃকরণের কর্ম্ম হইবেই নিশ্চয় । তাহা হইলে সে কর্ম্মরোধের ফল কি ? সেই জন্তই বলিতেছেন কর্ম্মত্যাগের মিথ্যা অভিনয় না দেখাইয়া কর্ম্মের ফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগকরতঃ বিবেকসম্মত কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে ।

৪৮। হে অর্জুন ! যোগস্থ থাকিয়া কর্ম্মব্যাপার নির্বাহ কর । অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করা এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহাই আসুক, তাহাতে হৃদয়ের সাম্যরক্ষার নামই যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ।

দূরেণ হবরং কৰ্ম বুদ্ধ্যিযোগান্ধনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমন্নিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদুক্ষতে ।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

৪৯। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (কৰ্ম) সকামকৰ্ম (বুদ্ধিযোগাৎ) জ্ঞানকৰ্মযোগ হইতে (দূরেণ) বহুদূরে (হি) নিশ্চয়ই (অবরম্) নিকটে [অতএব] (বুদ্ধৌ) জ্ঞানকৰ্মযোগের (শরণং) আশ্রয় (মন্নিচ্ছ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। [যেহেতু] (ফলহেতবঃ) ফলাকাঙ্ক্ষীগণ (কৃপণাঃ) অতি ক্ষুদ্রচেতা।

৫০। অর্থঃ। (ইহ) ইহলোকে (বুদ্ধিযুক্তঃ) সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানকৰ্মযোগী (উভে স্কৃততদুক্ষতে) পাপপুণ্য উভয়ই (জহাতি) পরিত্যাগ করেন। (তস্মাৎ) অতএব (যোগায়) জ্ঞানকৰ্মযোগ আয়ত্ত করিবার জন্য (যুজ্যস্ব) চেষ্টা কর। (কৰ্মসু) কৰ্মে (কৌশলং) কৌশলই (যোগঃ) যোগ বলিয়া কথিত হয়।

সংসারে যে কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেল। তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্তব্যজ্ঞানে করিয়া ফেল। তাহার পর যদি তাহা অসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যে জ্ঞান করা হইল সে ফলপ্রাপ্তি না ঘটিল, তাহা হইলে “হায় হায়! কি সর্বনাশ হইল!” বলিয়া শোকে, কিংবা যদি সিদ্ধ হইল অর্থাৎ যে প্রয়োজনে করা হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি ঘটিল, তাহা হইলে আনন্দে অধীর না হওয়াই জ্ঞানকৰ্মযোগ।

৪৯। হে অৰ্জুন! জ্ঞানকৰ্মযোগ অপেক্ষা সকাম কৰ্ম বহুদূরে নিকটে; তুমি জ্ঞানকৰ্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। বাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কৰ্ম করে, তাহাদের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র।

৫০। এই লোকে সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানকৰ্মযোগী ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করেন অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ব্যাতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্ত চ ॥৫২॥

৫১। অর্থঃ। (বুদ্ধিযুক্তাঃ) সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন (মনীষিণঃ) জ্ঞানিগণ (হি) নিশ্চয়ই (কৰ্মজং) কৰ্মজনিত (ফলং ত্যক্ত্বা) ইষ্টানিষ্টফলত্যাগ দ্বারা (জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ) পুনর্জন্মরহিত জীবন্মুক্ত হইয়া (অনাময়ং পদং) পরমানন্দধন ব্রহ্মপদ (গচ্ছন্তি) প্রাপ্ত হন।

৫২। অর্থঃ। (যদা) যখন (তে) তোমার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (মোহকলিলং) মোহরূপ গহন বনকে (ব্যতিতরিষ্যতি) অতিক্রম করিবে (তদা) সে সময়ে (শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্ত চ) শ্রুত এবং শ্রোতব্য উভয় বিষয়েই (নির্বেদং) বৈরাগ্য (গন্তাসি) উপস্থিত হইবে।

পারে না; অতএব তুমি সেই জ্ঞানকৰ্মযোগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর। জ্ঞানের সহিত কৰ্মের মিশ্রণরক্ষার কোশলই জ্ঞানকৰ্মযোগ।

আসক্তিশূন্য হইয়া মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে কৰ্মসম্পাদন এবং সেই কৰ্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ঈশ্বরাপিতচিত্তে কৰ্ম করাই অর্থাৎ সমস্ত কৰ্মে অন্তর্মুখী আত্মভাব-রক্ষাই জ্ঞানকৰ্মযোগিগণের কৰ্ম করিবার কোশল। ইন্দ্রিয়গণের চাকল্য হইতে আপনার ভগবন্ময়ী স্থিতির রক্ষাই আত্মভাবরক্ষা।

৫১। উক্তপ্রকার অন্তর্মুখী জ্ঞানকৰ্মযোগিগণ, যে কৰ্মফল পুনর্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ, সেই ফল পরিত্যাগকরতঃ মঙ্গলময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন বনকে অতিক্রম করিবে, সে সময়ে তোমার শুনিবার যোগ্যও কিছু থাকিবে না, এবং যাহা শুনিয়াছ, তাহার

শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা তে যদা হ্যাস্ততি নিশ্চলা ।

সমাধাবচনা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি ॥৫৩॥

৫৩। অর্থঃ। (শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা) নানাবিধ শ্রৌতস্মার্ত্ববাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্ষিপ্ত (তে) তোমার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (যদা) যখন (নিশ্চলা) একমুখী হইয়া (সমার্থো) ভগবানে (অচলা) দীপশিখাবৎ অচঞ্চলা (হ্যাস্ততি) থাকিবে, (তদা) তখনই (যোগং অবাপ্যসি) ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ হইবে।

স্মৃতিরক্ষারও প্রয়োজন থাকিবে না। তখন শ্রুত বা শ্রৌতব্য উভয় বিষয়েই তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে।

সংসারক্ষেত্রে ‘আমার আমার’ ইত্যাকার ভ্রান্তিই বন্ধনের কারণ। এই ভ্রম ছুটিয়া গেলেই বন্ধনের কারণও দূর হয়। আমরা যে সকল বস্তুকে ‘আমার’ জ্ঞান করি, তদ্বদৃষ্টিতে দেখিলে তাহার কোনটিই ‘আমার’ নয়। যাহা আমার নহে, তাহাতে ‘আমার’ এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দেওয়াই অবিদ্যার কার্য। অবিদ্যার সেই মহাদুর্গ অর্থাৎ এই মোহরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন কিছু গুনিবারই বা কি প্রয়োজন, এবং যাহা গুনিয়াছি তাহার স্মৃতিরক্ষাই বা কি জ্ঞাত ?

৫৩। তোমার বুদ্ধি পাপ ও পুণ্যফলপ্রকাশক কর্মকাণ্ডীয় নানা প্রকার শাস্ত্রবাক্যসকল নিয়ত শ্রবণ করিয়া নির্মল জ্ঞান হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঐ বুদ্ধি যখন নির্মল অধ্যাত্মজ্ঞানোপদেশের দ্বারা সংশয়রহিত ও একলক্ষ্যবিশিষ্টরূপে ভগবদ্ব্যবস্থী হইবে, এবং পরে অপরোক্ষ অধ্যাত্মসাধনদ্বারা যে মুহূর্ত্তে নিবাত-নিরূপ দীপশিখাবৎ অচঞ্চল হইয়া স্থিরা প্রজ্ঞায় পরিণত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি যোগ অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিবে।

অৰ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মগ্ৰেবান্না তুষ্ঠঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

৫৪। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (কেশব) হে কেশব! (সমাধিস্থস্য) সমাধিতে স্থিত (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) জীবমুক্ত পুরুষের (কা ভাষা) লক্ষণ কি? (স্থিতধীঃ) এবং ঐ ব্যক্তি ব্যবহারদশায় (কিংপ্রভাষেত) কিরূপ বাক্য বলেন, (কিং আসীত) কিরূপে অবস্থান করেন (কিং ব্রজেত) এবং কিরূপ ব্যবহার করেন?

৫৫। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু উত্তর দিলেন, (পার্থ) হে অৰ্জুন! (যদা) যখন (মনোগতান্) হৃদয়স্থ (সর্বান্) সমস্ত (কামান্) ভোগ ও কর্মবাসনা (প্রজহাতি) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, (তদা) তখন (আত্মনি) আপনাতে (আত্মনা) আপনি (তুষ্ঠঃ) সন্তুষ্ট ব্যক্তি (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) সমাধিস্থ জীবমুক্ত অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন।

৫৪। অৰ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যে নির্মালা প্রজ্ঞাতে স্থিতিরূপ পরম-জ্ঞানযোগের উপদেশ আপনি দান করিলেন, যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং সাধনদ্বারা সেই অচঞ্চলা প্রজ্ঞাকে হৃদয়স্থ করিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাস্থিত পুরুষের সমাধি অবস্থার লক্ষণ কি? এবং তাঁহার ব্যবহারদশায় বাক্য, স্থিতি ও গতি কিরূপ?

৫৫। শ্রীভগবানু উত্তর দিলেন, হে অৰ্জুন! আপনি আপনাতে স্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনার বহির্মুখী স্থিতিকে অন্তর্মুখীকরতঃ সাধক যখন এমন

হৃঃখেষুদ্বিগ্নমনাঃ স্ত্রেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমূনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন ঘোষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

৫৬। অর্থঃ । (হৃঃখেষু) হৃঃখে (অহুদ্বিগ্নমনাঃ) অবিচলিতচিত্ত (স্ত্রেষু) স্ত্রে (বিগতস্পৃহঃ) স্পৃহাশূন্য (বীতরাগভয়ক্রোধঃ) আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবর্জিত (মূনিঃ) সন্ন্যাসী (স্থিতধীঃ) ব্যুৎখিত-প্রজ্ঞাস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন ।

৫৭। অর্থঃ । (যঃ) যিনি (সর্বত্র) সর্ববিষয়ে (অনভিস্নেহঃ) মমতা-ভিমানবর্জিত (তৎ তৎ শুভাশুভম্) কোনপ্রকার শুভ বা অশুভ (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইয়া [শুভং] (ন অভিনন্দতি) শুভকে অভিনন্দন করেন না, [অশুভং] (ন ঘোষ্টি) অশুভের প্রতি বিদ্বেষ করেন না, (তস্য) তাঁহারই (প্রজ্ঞা) অন্তর্লক্ষ্য অর্থাৎ স্বরূপবোধ (প্রতিষ্ঠিতা) অবিচলিত ।

তৃপ্তিলাভ করেন যে, কোনপ্রকার ইচ্ছিয়ভোগবাসনাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সকলই অতি হেয়রূপে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাঁহাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বরূপপ্রজ্ঞাতে স্থিত বলা যায় ।

৫৬। হৃঃখসমাগম বা স্ত্রেস্পৃহা বাহার নির্মলা আত্মস্থিতিকে বিচলিত করিতে না পারে, সেই আসক্তি, ক্রোধ ও ভয়বর্জিত স্থিরান্তর্লক্ষ্য সাধক ব্যুৎখিত-প্রজ্ঞাস্থিত বলিয়া কথিত হন ।

৫৭। যিনি সর্বত্রই মমতাভিমানবর্জিত অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেই যিনি 'আমার' জ্ঞান করেন না এবং সাংসারিক কোনপ্রকার শুভ উপস্থিত হইলে 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করেন না, কিংবা কোন অশুভ উপস্থিত হইলে ঘেঘবশতঃ 'তুমি কতক্ষণে দূরীভূত হইবে' এই বাসনাত ব্যাকুলান্বিতকরণ হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্য অবিচলিত ।

যদা সংহরতে চায়াং কুর্শ্মোহিস্তানীব সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥৫৯॥

৫৮। অর্থঃ। (অয়ং চ) এবং এই যোগী (যদ) যখন (কুর্শ্মঃ ঐন্দ্রিয়ানি ইব) কচ্ছপের মস্তকাদি অঙ্গের ত্রায় (সর্ববশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ) সকল বিষয় হইতে (ইন্দ্রিয়ানি) ইন্দ্রিয়সকলে (সংহরতে) প্রত্যাহার করেন, (তদা) তখনই (তস্য) তাঁহার (প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) অবিচলিত ।

৫৯। অর্থঃ। (নিরাহারস্য) ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ কিংবা অনিচ্ছুক (দেহিনঃ) দেহাভিমানী অজ্ঞানব্যক্তির (বিষয়াঃ) বিষয়ানুভব (রসবর্জ্জং) ভোগাসক্তি বাদ দিয়া (বিনিবর্তন্তে) নিবৃত্ত হয়। [কিন্তু] (অশ্র) হিত-প্রজ্ঞের (রসঃ অপি) ভোগাসক্তিও (পরং দৃষ্ট্বা) পরমপুরুষের দর্শনদ্বারা (নিবর্ততে) নিবৃত্ত হয় ।

৫৮। কুর্শ্ম যেমন আপনার মস্তকাদি আপনার মধ্যেই প্রবিষ্ট করাইয়া লয়, সেইরূপ যে সাধক ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষিপ্ত বহিস্পৃখী ভাবকে অন্তস্পৃখী করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি (অন্তর্লক্ষ্য) অবিচলিত ।

৫৯। কোন দেহাভিমানী অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’ ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণরূপ কার্য অবরুদ্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের ভোগানুভবস্তির হ্রাস আদৌ ঘটে না, যেমন ছিল তেমনিই থাকে। কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধকের ভোগবাসনাও সেই পরমপুরুষকে দর্শনজনিত পরমা তৃপ্তিতে বিলীন হইয়া যায় ।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞান হঠাৎযোগের সহিত জ্ঞানবোগের পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এক জন অজ্ঞান ব্যক্তিও প্রাণায়াম আয়ত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের কর্মকে অর্থাৎ কর্ণের শ্রবণ বা চক্ষুর দর্শনাদি ব্যাপারকে

ଯତତୋ ହପି କୌଣ୍ଡେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଚ୍ଚିତଃ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥୀନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଃ ମନଃ ॥୬୦॥

୬୦ । ଅସ୍ୟଃ । (କୌଣ୍ଡେୟ) ହେ କୌଣ୍ଡେୟ ! (ପ୍ରମାଥୀନି) ବଳପୂର୍ବକ
ବିବେକହରଣକାରୀ (ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି) ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ (ଯତତଃ) ସଦୃଶ (ବିପଚ୍ଚିତଃ
ପୁରୁଷସ୍ତ ଅପି) ବିବେକୀ ପୁରୁଷେଷଓ (ମନଃ) ମନକେ (ପ୍ରସଭଃ) ବଳପୂର୍ବକ
(ହରନ୍ତି) ବହିଷ୍କୃତୀ କରିଛା କେଲେ ।

ଅବରୁଦ୍ଧ କରିତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଦ୍ଵାରା କି ଫଳଲାଭ ହେବେ ? ସର୍ପ ଓ ଭେକଗଣ
ତାହାଦେର ସଂସ୍କାରବଶତଃ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମକ୍ରିୟା-ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣେର
କାର୍ଯ୍ୟକେ ନିରୁଦ୍ଧ ରାଧିତେ ପାରେ । ଆମାଦେର ଦେଶେର 'ଭାଲୁମତୀର ବାଞ୍ଜ' ଅନେକେଇ
ଦେଖିଛା ଥାକିବେନ ! ତାହାତେ ଦେଖା ସାୟ ସେ, ଏକଟା ନଞ୍ଜରଜା ଓ ଜ୍ଞାନହୀନା
ଜ୍ଞୀଲୋକ ଏମନଇ ହୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛାଛେ ସେ, ଏକଥାନି ତଲୋୟାରେର
ମୂଳଦେଶ ବା ସ୍ପଷ୍ଟିହାନ ସ୍ପଷ୍ଟିକାୟ ପ୍ରୋଥିତ କରିଛା ତଲୋୟାରଟାକେ ଉଦ୍ଧାଗ୍ରକରତଃ
ତାହାର ହୁନ୍ଦ ଓ ଡୀଲ୍ଲ ଅଗ୍ରଭାଗେର ଉପର ମାଞ୍ଜ ହେତେ ଏକଟି ଯଷ୍ଟିର ଆଶ୍ରୟ ନହେ
ଅନେକକ୍ଷଣ ବସିଛା ଥାକେ ; ତখন ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ଆର୍ଦ୍ଧୋ ଥାକେ ନା । ଆମି ଅଚକ୍ଷେ
ଏକଟି ଡାକାତକେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ସଂଟାକାଳ ସ୍ପଷ୍ଟିକାର ଗର୍ଭେ ପ୍ରୋଥିତ ଥାକିଛା ପରେ
ଅନାୟାସେ ଓଠିୟା ଲାଠି ଓ ତଲୋୟାରେର ଜୀଢ଼ା କରିତେ ଦେଖିଛାଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣେର
କର୍ମରୋଧ କରିତେ ପାରିଲେଇ ସଦି ପରମଗତି ଲାଭ କରିତେ ପାରା ସାୟ, ତାହା
ହେଲେ ଭେକ, ସର୍ପ, ଭାଲୁମତୀ ଓ ସେଇ ଡାକାତେରଓ ତାହା ଲାଭ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ।
କିନ୍ତୁ ଇହା ଅବୌକ୍ତିକ ; ତାହା କখনଇ ହେତେ ପାରେ ନା । ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ,
ଭକ୍ତି ଓ ସାଧନ ବ୍ୟତୀତ ପରିଜାଣଲାଭେର ଉପାୟାନ୍ତର ନାହି । ତାହା ହେଲେ କେବଳମାଞ୍ଜ
ଆମନ, ମୁଢ଼ା ଓ ପ୍ରାଣାୟାମାଦି ସାଧନଦ୍ଵାରା କି ଫଳଲାଭ ହେବେ ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣେର
କର୍ମରୋଧଦ୍ଵାରା ଆପନାତେ ଏକଟା ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଆନୟନ କରିଲେ କି ଭୋଗାସକ୍ତି
ହାସ ପାହିବେ ? କখনଇ ନା ; ସେ ଆସକ୍ତିରସ ସମଭାବେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକିବେ । ସେଇ
ଜନ୍ମଇ ଡଗବାନ ବଳିତେଛେନ ସେ, 'ଆମି ଏହି ଶରୀର' ଇତ୍ୟାକାର ଶାନ୍ତିସୂକ୍ତ

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যস্যোদ্ভিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

৬১। অর্থঃ। (যুক্তঃ) যোগী (তানি সৰ্ব্বাণি) ইন্দ্রিয়সকল (সংযম্য) বশীভূত করিয়া (মৎপরঃ) ভগবদ্ভাবাপ্তিত [সন্] হইয়া (আসীত) অবস্থান করেন। (হি) যেহেতু (যস্য) তাঁহার (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণ (বশে) আয়ত্ত হইয়াছে (তস্য) তাঁহার (প্রজ্ঞা) ভগবন্ময়ী প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) স্থির থাকে।

দেহাভিমानी ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া কি করিবে? তাহার আসক্তিনিগ্রহ কি প্রকারে ঘটবে? অজ্ঞানপৃষ্ঠা ভোগাসক্তি যে প্রবলবেগে প্রবাহিত থাকিল। সেই আসক্তি হইতেই যে তাহার সৰ্ব্বনাশ হইবে। ঐ আসক্তিই তাহাকে পুনর্জন্মগ্রহণে বাধ্য করিবে এবং পুনর্জন্ম ঘটিলেই আবার সেই গুণাশ্রিত কৰ্মফল ও ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। অতএব হে অৰ্জুন! তুমি জ্ঞানযোগের আশ্রয় ছাড়িয়া দেন ঐ সকল অজ্ঞানোচিত কৰ্মে প্রবৃত্ত হইও না। উহাদ্বারা তোমার পরিত্রাণলাভের বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না। তুমি বৈরাগ্যাপূর্ণ হৃদয়ে অবচলিত ভক্তিসহ জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর; নতুবা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। দেহাভিমানযুক্ত জ্ঞানযোগী সাধকগণ ইন্দ্রিয়গণের কৰ্মনিরোধে যত্নবান হন না, তাহারা ইন্দ্রিয়গণের অন্তঃসুখিত্বসাধনেও তৎপর হন না। তাহারা ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে ভগবন্মুখীকরতঃ ইন্দ্রিয়গণকেও অন্তঃসুখী করেন ও নির্মল, প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দের অমৃতধারা পানকরতঃ পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ভোগের মালিঙ্গপূর্ণ বসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাহারা বৃথা ইন্দ্রিয়নিরোধে যত্নবান না হইয়া ভোগাসক্তিকে নিগৃহীত করেন। অতএব হে অৰ্জুন! তুমিও তাহাই কর।

৬০। হে কৌন্তেয়! এই শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গণ অতি প্রবল। যে সকল বিবেকী পুরুষ মনকে অন্তঃসুখী রাখিবার জন্য সতত যত্ন করিতেছেন, ইহারা তাহাদেরও মনকে বলপূর্বক আকর্ষণদ্বারা বহিস্থ রাখিয়া ফেলে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২॥

ক্রোধান্তবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥৬৩॥

৬২-৬৩। অর্থঃ। (বিষয়ান্) বিষয়সকল (ধ্যায়তঃ) চিন্তা করিলে (পুংসঃ) পুরুষের (তেষু) ঐ সকল বিষয়ে (সঙ্গঃ) আসক্তি (উপজায়তে) উদয় হয়, (সঙ্গাৎ) আসক্তি হইতে (কামঃ) কামনা (সংজায়তে) উপস্থিত হয়, (কামাৎ) কামনা হইতেই অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইবার পক্ষে প্রতিকূলতা ঘটিলে (ক্রোধঃ) ক্রোধ (অভিজায়তে) সমাগত হয়। (ক্রোধাৎ) ক্রোধ হইতে (সংমোহঃ) মোহ অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যনিরূপণে অক্ষমতা, (সংমোহাৎ) মোহ হইতে (স্মৃতিবিভ্রমঃ) ভাগবতী স্মৃতি চঞ্চল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়, (স্মৃতিভ্রংশাৎ) ভাগবতী স্মৃতির অভাবহেতু (বুদ্ধিনাশঃ ভবতি) বুদ্ধিশক্তি তামসী গতিকে প্রাপ্ত হয়, (বুদ্ধিনাশাৎ) সাদৃশ্যকী বুদ্ধির অভাবে (প্রণশ্চতি) সাধকের সর্বনাশ হয়।

অধিপতি মনকে ভগবান্মুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্মুখী হইতে হয় বটে; কিন্তু উহারা সততই বহিঃসুখী হইয়া স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সামান্য শৈথিল্য পাইলেই অধিপতি মনকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলে।

৬১। মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তঃসুখীকরতঃ আমার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে যুক্তভাবাপন্ন যোগী উদাসীনভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া বাইতেছেন, সেই জ্ঞানকর্মযোগী সাধকের ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সামান্য কারণেই বহিঃসুখী হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আপনার ভগবান্মুখী প্রজ্ঞাকে স্থির রাখিতে সক্ষম।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিহ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈবোধেয়াত্মা প্রশাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

৬৪। অর্থঃ। (বিধেয়াত্মা) বিজিতচিত্ত ব্যক্তি (তু) কিন্তু (রাগদ্বেষ-
বিমুক্তৈঃ) আসক্তিবিরক্তিবর্জিত (আত্মবশৈঃ) মনোবশীভূত (ইহ্রিয়ৈঃ)
ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা (বিষয়ান্ চরন্) বিষয়ভোগ করিয়াও (প্রশাদং) আত্ম-
প্রসন্নতা (অধিগচ্ছতি) লাভ করেন।

৬২-৬৩। বিষয়চিন্তা অধিকমাত্রায় করিলেই তাহাতে আসক্তি উপস্থিত
হয়। আসক্তি আসিলেই তাহা হইতে ‘আরও হউক, আরও হউক’ ইত্যাকার
কামনা উপস্থিত হয়। কামনা হইতেই অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইবার পক্ষে
প্রতিকূলতা ঘটিলেই ক্রোধের সমাগম হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলেই তাহা হইতে
মোহের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ ক্রোধরূপ অগ্নিনিঃসৃত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া বিবেক-
শক্তি কর্তব্য নির্দেশ করিতে পারে না, সাধক মুগ্ধ হইয়া পড়ে; এই মোহ
হইতে স্মৃতিভ্রম অর্থাৎ সাধকের ভাগবতী স্মৃতি চঞ্চল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়;
ভাগবতী স্মৃতির অভাবহেতু বুদ্ধিশক্তি তামসী গতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেজ
হইয়া পড়ে এবং সাত্বিকী বুদ্ধির অভাবে সাধকের সর্বনাশ হয় (সাধক
অধঃপতন প্রাপ্ত হন)।

৬৪। অধ্যাত্মজ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ব্যাপার
নির্কীহ করেন বটে; কিন্তু তাহাতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুই থাকে না; কর্তব্য
বাহ্য উপস্থিত হয়, অবিচলিতচিত্তে অর্থাৎ আহাধ্যগ্রহণ বা মলমূত্রপরিত্যাগবৎ
তাহা সম্পন্ন করেন। আসক্তি বা বিরক্তি এই উভয় হইতে পৃথক থাকিয়া কর্তব্য
সম্পাদন করিতে করিতে তিনি আত্মপ্রসন্নতা বা চিত্তনৈর্ঘর্য লাভ করেন।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে নিশ্চয়ই আসক্তি উপস্থিত হইবে,
এই আশঙ্কার কথা ভগবান ৬২ শ্লোকে বলিয়াছেন। তাহা হইলে একজন

প্রসাদে সৰ্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্মৃৎ ॥৬৬॥

৬৫ । অর্থঃ । (প্রসাদে) আত্মপ্রসন্নতা লাভ হইলে (অশু) বোগীর (সৰ্ব্বদুঃখানাং) সৰ্ব্বদুঃখের (হানিঃ) আত্যন্তিক নিবৃত্তি (উপজায়তে) ঘটয়া থাকে, (হি) যেহেতু (প্রসন্নচেতসঃ) প্রসন্নচিত্ত বোগীর (বুদ্ধিঃ) নির্মলা বুদ্ধি (আশু) শীঘ্র (পর্য্যবতিষ্ঠতে) আত্মাভিমুখী হইয়া থাকে ।

৬৬ । অর্থঃ । (অযুক্তস্য) অসমাহিতের (বুদ্ধিঃ) নির্মলা বুদ্ধি (নাস্তি) হয় না, (অযুক্তস্য) অসমাহিতের (ভাবনা চ) আত্মাধ্যানও (ন) হয় না, (অভাবয়তঃ) আত্মাধ্যানশূন্য ব্যক্তির (শান্তিঃ ন) শান্তি হয় না, (অশান্তস্য) বাহার শান্তি নাই তাহার (স্মৃৎ কুতঃ) স্মৃৎ কোথায় ?

সংসারযোগী কি প্রকারে সংসারের কর্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারেন । তাহাকে ভাগবতী স্মৃতিরক্ষাসহ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে । কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপার নির্বাহ করিতে হইলেই বিষয়চিন্তা অনিবার্য্য । তাহা হইলে তাহাকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই উক্ত শ্লোকে ভগবান্ উপদেশ করিলেন ।

৬৫ । আত্মপ্রসন্নতা অর্থাৎ চিন্তাশুদ্ধি হইলে সর্বপ্রকার দুঃখের শান্তি অবশ্যই ঘটবে, যেহেতু সেই প্রসন্নচিত্ত সাধকের নির্মলা বুদ্ধি একমুখী হইয়া থাকে ।

৬৬ । যোগযুক্ত হৃদয় ব্যতীত নির্মলা বুদ্ধির অস্তিত্বই নাই এবং অসমাহিত হৃদয়ে আত্মাধ্যানও সম্ভব হয় না । আর যে হৃদয়ে আত্মাধ্যান না হয়, সে হৃদয়ে অবিদ্যানিবৃত্তিজনিত ব্রহ্মত্বৈক্যসাক্ষাৎকাররূপ পরমা শান্তিও নাই । আত্ম-সাক্ষাৎকারশূন্য হৃদয়ে আনন্দ কোথায় ?

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্ননোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥৬৭॥

তস্মাদ্ যশ্চ মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

৬৭। অর্থঃ। (হি) যেহেতু (চরতাং) বিষয়ে বিচরণকারী (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (মনঃ) মন (যং) যে ইন্দ্রিয়ের (অনুবিধীয়তে) অনুগামী হইবে, (তং) সেই ইন্দ্রিয়ই (বায়ুঃ) ঝটিকাবায়ু (আস্তসি নাবম্ ইব) যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে সেইরূপ (যশ্চ) সাধকের (প্রজ্ঞাং) বুদ্ধিকে (হরতি) বহিষ্কৃত করিয়া ফেলে ।

৬৮। অর্থঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো ! (তস্মাৎ) অতএব (যশ্চ) যে সাধকের (ইন্দ্রিয়ানি) ইন্দ্রিয়গণ (ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ) স্ব স্ব বিষয় হইতে (সর্বশঃ) সর্বপ্রকারে (নিগৃহীতানি) প্রত্যাহৃত হইয়া ভগবন্মুখী হইয়াছে, (তস্মাৎ) তাহারই (প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) দৃঢ় ।

৬৭। অজিতচিত্ত ব্যক্তির মন বিষয়ে সঞ্চরণকারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইবে, সেই ইন্দ্রিয়ই প্রবল হইয়া, ঝটিকাবায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ সাধকের প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আকর্ষণকরতঃ বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিবে ।

৬৮। অতএব হে মহাবাহো ! শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ হইতে যিনি ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইয়া মনকে ভগবন্মুখীকরতঃ এক অচঞ্চল ভাবে স্থির করিতে পারেন, তাহারই প্রজ্ঞা দৃঢ় ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্তাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥৬৯॥

৬৯। অর্থঃ । (সর্বভূতানাং) সাধারণ জীবের পক্ষে (যা) বাহা অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞা (নিশা) রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ অজ্ঞাত (তস্তাং) সেই রাত্রিতে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠায় (সংযমী) যোগী (জাগর্তি) জ্ঞানালোকে জাগিয়া থাকেন । (ভূতানি) সাধারণ জীব (যস্তাং) যে বিষয়নিষ্ঠাতে (জাগ্রতি) জাগিয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়ানুভব করে (পশ্যতঃ মূনেঃ) তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর পক্ষে (সা) তাহাই অর্থাৎ বিষয়নিষ্ঠপ্রজ্ঞা (নিশা) রাত্রিবৎ অজ্ঞাত ।

৬৯। সাধারণের পক্ষে বাহা রাত্রি, যোগিগণ তাহাতে জাগ্রত; আর সাধারণ সকলেই বাহাতে জাগ্রত, যোগিগণের তাহাই রাত্রি ।

বিষয় সকল হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইয়া লইয়া ভগবান্মুখী করাই সাধকের যোগরক্ষা । কিন্তু সর্বদা নিবিষ্ট সাধনে মগ্ন থাকা কোন সাধকের পক্ষেই সহজ নহে, বিশেষতঃ সংসারী সাধকের পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার । তাহা হইলে যোগরক্ষার উপায় কি ? উক্ত শ্লোকে ভগবান্ তাহাই নির্দিষ্ট করিলেন । জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে তাঁহার সাংসারিক অল্প কর্তব্যও সম্পন্ন করিতে বাধ্য, তাঁহার অল্প কর্তব্যচুষ্ঠানের সঠিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য যত্নবান্ থাকেন । তাঁহাদের হৃদয়ের অহুরাগ ভগবানের দিকে—
স্তবে না করিলে চলে না, কর্তব্য পালন করিতেই হইবে, এইজন্য কর্তব্যজ্ঞানে অগ্ন্যান্ত কর্তব্যসকল অনাসক্তভাবে সম্পন্ন করেন মাত্র । প্রাণের লক্ষ্য, প্রাণের পিপাসা সেই পরমের প্রতি । সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই সতত জাগ্রত রহিয়াছেন । অল্প সাধারণ লোকে যে বিষয়নিষ্ঠাতে অর্থাৎ ভোগাসক্তিতে জাগ্রত থাকিয়া সর্বদা বিষয়ভোগের উপকরণ সংগ্রহের জুহু ব্যাকুলভাবে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে, সেই বিষয়নিষ্ঠার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই । তাহা তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ । সাংসারিক কর্তব্যসকল করেন বটে ; কিন্তু কেমন যেন আধারে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বৈ

স শান্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

৭০। অর্থঃ। (আপূর্য্যমাণম্) [অপি] নদীসমূহ প্রবেশ করিলেও (অচলপ্রতিষ্ঠং) নিশ্চলভাবে অবস্থিত অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিরহিত (সমুদ্রম্) সমুদ্রের মধ্যে (আপঃ) নদী সকল (যদ্বৎ প্রবিশন্তি) যেমন প্রবিষ্ট হইয়া একাকার লাভ করে, (তদ্বৎ) সেইরূপ (সর্বৈ কামাঃ) ভোগকামনা সকল (যং) ব্রহ্মানন্দপূর্ণ যে যোগীর হৃদয়ে (প্রবিশন্তি) প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, (সঃ) সেই যোগী (শান্তিঃ আশ্নোতি) শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। (কামকামী ন) কামনাকুলিত ব্যক্তি শান্তি পায় না।

৭১। অর্থঃ। [অতএব] (যঃ পুমান্) যে জ্ঞানযোগী পুরুষ (সর্বান্

আধারে, কেমন যেন স্বপ্নকালের কণ্ঠের মত অস্পষ্টভাবে। করিতে হয়, করিতেছেন মাত্র; কিন্তু অন্তরের লক্ষ্য, প্রাণের অহুরাগ—সেই পরম প্রাণনাথের দিকে। অল্প সাধারণের সে ব্রহ্মনিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকাতো তাহা তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মবৎ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বর্ষের প্রকাশ হৃদয়ে না থাকায় অল্প সেদিক তাহাদের পক্ষে অন্ধকারময়।

৭০। হ্রাসবৃদ্ধিরহিত সর্বদাই পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রের মধ্যে নদীসকল প্রবিষ্ট হইয়া যেমন একাকার লাভ করে, তদ্রূপ যে জ্ঞানযোগীর ব্রহ্মানন্দপূর্ণ সমুদ্রবৎ প্রশান্ত হৃদয়ে ভোগকামনারূপ প্রবাহসকল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ হন। কামনাকুলিত হৃদয়ে শান্তিলাভ কখনই হইতে পারে না।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।

স্থিত্বাশ্রামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতাসু শনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে

সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

কামান্) ভোগকামনাসকলকে (বিহার) পরিত্যাগ করিয়া (নিম্পৃহঃ) প্রাপ্ত
ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে স্পৃহাশূন্য, (নির্মমঃ) মমতাবিহীন (নিরহঙ্কারঃ) [ও] কর্তৃত্বা-
ভিমানবর্জিত হইয়া (চরতি) বিষয়বাস্ত্বে বিচরণ করেন, (সঃ) সেই আত্ম-
ভাবীই (শান্তিং অধিগচ্ছতি) শান্তি লাভ করেন ।

৭২। অর্থঃ । (পার্থ) হে পার্থ ! (ব্রাহ্মী স্থিতিঃ) জ্ঞানযোগী সাধকের
ব্রহ্মনিষ্ঠা (এষা) এইরূপ । (এনাং) এই ব্রাহ্মী স্থিতি (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইলে
(ন বিমুহ্যতি) সাধক আর মোহপ্রাপ্ত হন না । (অন্তকালে অপি) শরীরত্যাগ-
কালেও (অশ্রাং) এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে (স্থিত্বা) থাকিতে পারিলে (ব্রহ্ম-
নির্বাণম্) ব্রহ্মনির্বাণরূপ মুক্তি (মুচ্ছতি) প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ।

৭১। যে জ্ঞানযোগী পুরুষ ভোগকামনা সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি বাহার আসক্তি নাই, 'আমি করিতেছি' এবং
'আমার এই সকল' ইত্যাকার ভ্রান্তি বাধাকে চঞ্চল করিতে পারে না, সেই
পুরুষই অর্থাৎ যে সাধক আত্মরূপী পুরুষে আপনার জীবাত্মমানকে ডুবাইতে
পারিয়াছেন, সেই প্রকৃতিমুক্ত আত্মভাবীই শান্তি লাভ করেন ।

৭২। হে অর্জুন ! জ্ঞানযোগী সাধকের ব্রাহ্মী স্থিতি-অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থান
এইরূপ । এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে আর অজ্ঞানাত্ম
হইবার আশঙ্কা থাকে না । ব্রহ্মচর্য্য হইতে সম্যাস-গ্রহণাবধি বাবজীবন বাহার
ব্রাহ্মী স্থিতি রক্ষা করিতে পারেন, তাহাদের ত কথাই নাই, কিন্তু বাহাদের
পূর্বে হইতে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই, যদি তাহারা মৃত্যু-
কালেও ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদেরও ব্রহ্মনির্বাণরূপ
মুক্তিলাভ নিশ্চয় হইবে ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

কৰ্মযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণন্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনাদীন ।

তৎ কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

ব্যামিশ্ৰেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

১। অৰ্জুনঃ । (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (জনাৰ্দ্দন) হে জনাৰ্দ্দন ! (চেৎ) যদি (কৰ্মণঃ) নিকামকৰ্ম্মযোগাৎ—নিকাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা (বুদ্ধিঃ) জ্ঞানযোগ (জ্যায়সী) শ্রেষ্ঠ [ইহাই] (তে) তোমার (মতা) অল্পমোহিতা—অভিপ্রেত, (কেশব) হে কেশব । (তৎ) তাহা হইলে (ঘোরে) হিংসাত্মকে ক্লেশবহলে চ—নিষ্ঠুর ও ক্লেশকর (কৰ্ম্মণি) কৰ্ম্মে (মাং) আমাকে (কিং) কি জন্ত (নিয়োজয়সি) নিযুক্ত করিতেছ ?

২। অৰ্জুনঃ । (ব্যামিশ্ৰেণ এব) সন্দেহোৎপাদকেন এব—কখনও জ্ঞান ও কখনও কৰ্ম্মের প্রশংসাপূর্ণ (বাক্যেন) বাক্যের দ্বারা (মে) আমার (বুদ্ধিং) বুদ্ধিকে (মোহয়সি ইব) যেম কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় করিতেছ । (তৎ) অতএব (একং) জ্ঞান ও কৰ্ম্মের মধ্যে একটি (নিশ্চিত্য) নিশ্চয় করিয়া (বদ) বল, (যেন) যাহা-অহুষ্ঠান করিলে (অহং) আমি (শ্রেয়ঃ) পরম মঙ্গল (আপ্নুয়াম্) পাইতে পারি ।

১। অৰ্জুন কহিলেন, হে জনাৰ্দ্দন, হে কেশব ! যদি তোমার মতে কৰ্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এই যুদ্ধরূপ নিষ্ঠুর কৰ্ম্মে কি জন্ত আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ?

তৃতীয়োধ্যায়ঃ

৬৩

২। কখনও জ্ঞান ও কখনও কৰ্মের প্রশংসাপূর্ণ মিলিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিতেছ। অতএব আমাকে নিশ্চিত করিয়া একটি পন্থা দেখাইয়া দাও, যে পথে চলিলে আমার পরম মঙ্গললাভ ঘটিবে।

শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অর্থ সূচিত করিয়াছেন। বাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ অর্থাৎ পৃথিবীতে ও স্বর্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের জগ্জ লালায়িত, তাহারা বেদের কৰ্মকাণ্ডোক্ত সকাম কৰ্মে আসক্ত হয়। ঐ সমস্ত ভোগ করিতে করিতে যখন জীব কিছুতেই তৃপ্তি পায় না এবং পুনঃ পুনঃ সংসারের অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া অনন্ত দুঃখভোগ করিতে থাকে, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জগ্জ ব্যাকুলভাবে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশক্রমে প্রয়োমার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োমার্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়। তখন তিনি সাধকপদ-বাচ্য হন এবং চিত্তশুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে ফলার্ণব করিয়া বাবতীয় কর্তব্য কৰ্ম তাঁহার ভূত্যবৎ আচরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়া সমস্ত কৃতকৰ্মে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে থাকেন। এই ফলত্যাগ ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগরূপ সাধনই কৰ্মযোগ; ইহার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের যোগ্যতাপ্রাপ্তি। এইরূপ সাধককে যোগী এবং গৌণ সন্ন্যাসী বলা হয়। যখন কৰ্মফলত্যাগ ও কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তখন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট গিয়া তত্ত্বমতাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও মনন করিতে হয়। এই শ্রবণ, মনন ও তৎফলস্বরূপ নিদিধ্যাসনই জ্ঞানযোগ; ইহার পরিণাকে জীবমুক্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি রূপ পরা সিদ্ধি এবং তৎপরে প্রাবন্ধক্ষ্যাস্তে বিদেহমুক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ‘কৰ্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,’ ‘যোগঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্ৱা ধনঞ্জয়,’ ‘ধৰ্ম্ম্যাদি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্তঃ কজ্রিয়স্ত ন বিত্ততে,’ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কৰ্মের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ‘বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদুচ্ছতে,’ ‘সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমতঃ যোগ উচ্যতে’ এবং ‘স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, তাঁহার স্থিতি, গতি ও কার্যাবর্ণনপ্রসঙ্গে শেষ ১৮টি শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

ন কৰ্মণামনারম্ভান্নৈককৰ্ম্যং পুরাবোহস্মুতে ।

ন চ সংশ্রসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

৩। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অনঘ) হে নিপ্পাপ ! (অস্মিন্ লোকে) ইহলোকে (দ্বিবিধা) কৰ্ম ও জ্ঞানরূপ দুই প্রকারের (নিষ্ঠা) স্থিতি (ময়া) মৎকর্তৃক (পুরা) পূর্বাধ্যায়ে (প্রোক্তা) কথিত হইয়াছে—(জ্ঞান-যোগেন) জ্ঞানযোগের দ্বারা (সাংখ্যানাং) আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত নিদিধ্যাসনপরায়ণ সৰ্বভ্যাগী সম্যাসিগণের এবং (কৰ্মযোগেন) অধ্যাত্মলক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাহার অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রাপ্তির উপায়ভূত কর্তব্য কৰ্মদ্বারা (যোগিনাম্) কৰ্মযোগ-গণের [যথাক্রমে পূর্বে ক্ত দ্বিবিধা নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে] ।

৪। অর্থঃ। (পুরুষঃ) মহাত্মা (কৰ্মণাম্) নিকাম কৰ্মযোগের (অনারম্ভাৎ) অনুর্তান না করিয়া (নৈককৰ্ম্যং) ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইতি প্রজ্ঞা—‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা (ন অস্মুতে) প্রাপ্ত হয় না, (চ) নিকাম কৰ্ম বা কৰ্মযোগদ্বারা চিত্তভক্তি না হইলে (সংশ্রসনাৎ এব) কেবলমাত্র কৰ্মভ্যাগ করিলেই (সিদ্ধিং) মোক্ষ (ন সমধিগচ্ছতি) লাভ করিতে পারে না ।

করায় এবং কোন্ অধিকারীকে কৰ্ম ও কোন্ অধিকারীকে জ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলায় অর্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিতেছেন ।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে নিপ্পাপ । পূর্বে আমি তোমাকে দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ় আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত সৰ্বভ্যাগী সম্যাসিগণের জ্ঞান এবং জ্ঞানভূমিকায় আরোহণেচ্ছ কৰ্মযোগিগণের কৰ্মযোগ উল্লেখ করিয়াছি ।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চ গুণৈঃ ॥৫॥

৫। অর্থঃ। (হি) যেহেতু (কশ্চিৎ) কেহই (জাতু) কদাচিৎ (ক্ষণং অপি) ক্ষণকালও (অকর্মকৃৎ) কর্ম না করিয়া (ন তিষ্ঠতি) থাকিতে পারে না, (হি) যেহেতু (প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ) প্রাকৃতৈঃ ত্রিগুণৈঃ—প্রকৃতিজাত গুণে (অবশঃ) অবশ হইয়া (সর্ব্বঃ) সকলেই (কর্ম) কর্ম (কার্য্যতে) করিতে বাধ্য হয়।

৪। নিকাম কর্ম না করিলে নৈকর্ম্যরূপ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের উচ্চতম সীমায় যে এক পরম অচঞ্চলা স্থিতি ব্রহ্মানন্দময় সাধক হৃদয়ে অনুভব করেন, সেই ইন্দ্রিয়কর্মরহিতা ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা কখনই লাভ করিতে পারা যায় না। কামনাপূর্ণহৃদয়ে বাহু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণকরতঃ ‘কর্ম করিব না’ এরূপ সঙ্কল্প করিয়া মাত্র কর্মত্যাগরূপ বৃথা সন্ন্যাসাভিমানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

অনাসক্তির সহিত জ্ঞান, সত্য ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগুলির মর্যাদা রক্ষা করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা ও তৎসহ আপনার ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্যকে স্থির রাখাই কর্মযোগ। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকার ঐরূপেই সাধিত হয়। কামনাপূর্ণহৃদয়ে বাহু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণকরতঃ ‘কর্ম করিব না’ এইরূপ সঙ্কল্প করা প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে ভক্তির সহিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কামনাবর্জনরূপ নৈকর্ম্যপ্রাপ্তিই ঐখ্যার্থ সন্ন্যাস। তিনি সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী। তিনি সর্বত্র সমদর্শী ও সর্বস্থহৃদ; সুতরাং প্রশান্ত-হৃদয়ে সাধ্যাত্মসাধে পরোপকারই তাঁহার কর্তব্য। এইরূপ সাধক যদি সংসারত্যাগী হন, তাহা হইলে তিনি মহাসন্ন্যাসী। এইরূপ মহাসন্ন্যাসীও কর্তব্যপালনরূপ কর্ম করিবেন। তাঁহার কর্তব্য আরও বহুবিধ। ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

৫। কেহই ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতি-গুণে বাধ্য হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কস্ম'যোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (যঃ) যে (বিমূঢ়াত্মা) মূঢ়চিত্ত (কর্মেন্দ্রিয়াণি) কর্মেন্দ্রিয়-সকল (সংযম্য) নিগৃহীত করিয়া (মনসা) মনে মনে (ইন্দ্রিয়ার্থান্) শব্দাদি বিষয়সকলকে (স্মরন্ আস্তে) স্মরণ করিতে থাকে, (সঃ) সে (মিথ্যাচারঃ) কপট (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়।

৭। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন! (যঃ তু) তদিতরো যঃ পুরুষঃ—কিন্তু যিনি (ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে (মনসা) মনের দ্বারা (নিয়ম্য) সংযতকরতঃ (অসক্তঃ) অনাসক্ত হইয়া (কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ) কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা (কস্ম'যোগং) বিহিত কর্ম (আরভতে) অর্হুষ্ঠান করেন, (সঃ) সেই জ্ঞানকর্মযোগী উল্লিখিত মিথ্যাচার ব্যক্তি হইতে (বিশিষ্যতে) শ্রেষ্ঠ।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন, আত্মাণ, শয়ন, গমন, উপবেশন, রেচন, মনন ও নিদ্রাভ্যাসনাদি যাবতীয় ব্যাপারই কর্ম; সুতরাং কর্ম না করিয়া কেহ কখনই থাকিতে পারে না; জ্ঞানকর্মযোগিগণের এবং নৈকর্ষ্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবমুক্ত পুরুষের কর্ম ফলোদ্দেশে না হওয়ায় তাহা অকর্মতুল্য।

৬। ইন্দ্রিয়গণের কার্য রুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে তাহাদের ভোগ চিন্তা করে, সে মূর্খ মিথ্যাচারী। (বাহিরে সন্ন্যাসিবেশধারী, অন্তরে কামনাগুলি মিথ্যা ভ্যাগাভিমাত্রী মূর্খ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই বাক্য বলিলেন)।

নিয়তং কুরু কৰ্ম স্বং কৰ্ম জ্যায়ে। হ্যকৰ্ম্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যদকৰ্ম্মণঃ ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (স্বং) তুমি (নিয়তং) অবশ্যমেব কর্তব্যম্—অবশ্য কর্তব্য (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্ম (কুরু) অহুষ্ঠান কর, (হি) যেহেতু (অকৰ্ম্মণঃ) কৰ্ম্ম না করা অপেক্ষা (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্ম করাই (জ্যায়ে) শ্রেয়ঃ। (অকৰ্ম্মণঃ) সৰ্ব্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে (তে) তোমার (শরীরযাত্রা অপি চ) শরীররক্ষাও (ন প্রসিধ্যৎ) হইবে না।

৯। অর্থঃ। (যজ্ঞার্থাৎ) ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে বিহিত (কৰ্ম্মণঃ) অনৃত্র) কৰ্ম্মব্যতিরেকে নিজ স্বার্থের জন্য কৰ্ম্ম করায় (অয়ং লোকঃ) কৰ্ম্মাধিকারী মনুষ্য (কৰ্ম্মবন্ধনঃ) কৰ্ম্মণা বধ্যতে—কৰ্ম্মবদ্ধ হয়। (কোন্তেয়) হে কোন্তেয়। (মুক্তসঙ্গঃ) অনাসক্তহৃদয়ে (তদর্থং) ভগবৎপ্রীতির জন্য (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্ম (সমাচর) সম্পাদন কর।

৭। হে অর্জুন! কিন্তু যে জ্ঞানকৰ্ম্মযোগী সাধক অন্তরে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কৰ্ম্মসকল সম্পন্ন করেন, বাহিরে নিশ্চেষ্ট—অন্তরে কামনাকুল সন্ন্যাসী অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৮। তুমি নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান কর, যেহেতু কৰ্ম্ম না করা অপেক্ষা কৰ্ম্ম করাই শ্রেয়। একেবারে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীররক্ষাও হইবে না।

ভগবন্তাবের সহিত কৰ্ম্মের মিশ্রণ, রক্ষা করিয়া অনাসক্তহৃদয়ে ছায়া, সত্য ও সারল্যের সহিত কর্তব্যসম্পাদনই নিত্যকৰ্ম্ম। এইরূপ না হইলে সমস্ত কৰ্ম্মই বন্ধনের কারণ হইবে। কৰ্ম্ম না করিলে জীবিকার্জনও হইতে পারে না এবং

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্তিস্বিকামধুক ॥১০॥

১০। অঘঃ। (পুরা) কল্লারন্তে (প্রজাপতিঃ) ব্রহ্মা (সহযজ্ঞাঃ) যজ্ঞাধিকৃতাঃ—যজ্ঞের অধিকারী (প্রজাঃ) মনুষ্যগণকে (সৃষ্টা) সৃষ্টি করিয়া (উবাচ) বলিয়াছিলেন, (অনেন) এই যজ্ঞের দ্বারা (প্রসবিষ্যধ্বঃ) বৃদ্ধিলাভ কর, (এঘঃ যজ্ঞঃ) এই যজ্ঞ (বঃ) তোমাদের (ইষ্টকামধুক) বাঞ্ছিতফলপ্রদ (অন্ত) হউক ।

রোগগ্রস্ত হইয়া শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রোগগ্রস্ত কিংবা অনশনক্লিষ্ট শরীরের দ্বারা কি সংসারকর্ম, কি সাধনকর্ম, কিছুই নির্বাহিত হইতে পারে না। “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্” স্বাস্থ্যরক্ষাই আদি ধর্মাচরণ।

২। হে অর্জুন! যজ্ঞার্থে যে কর্ম, তাহা কর্ম হইলেও বন্ধনের কারণ নয়। তদ্ব্যতীত সমস্ত কর্মই বন্ধনের কারণ। তুমি অনাসক্তহৃদয়ে যজ্ঞকর্ম সম্পাদন কর।

আপনার ভাগবতী স্থিতি অব্যাহত রাখিয়া অনাসক্তহৃদয়ে ত্যজ, সত্য ও সারল্যের সহিত যে কর্মই করা হউক না, তাহাই যজ্ঞ। আর ভগবদ্ভাবকে হারায়ে আসক্তির সহিত বাহা করিবে, তাহাই অযজ্ঞ, এবং তাহাই বন্ধনের কারণ। নির্মল অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত অনাসক্তচিত্তে ভগবদ্ভাবকে হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে যদি যুক্ত করিতে পার, তাহা হইলে এই যুক্তকার্য্যও তোমার যজ্ঞকার্য্যে পরিণত হইবে এবং এই নিষ্কাম যজ্ঞের কোন প্রকার শুভাশুভ ফলই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি ঐরূপে এই যুক্তযজ্ঞ সম্পাদন কর।

১০। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা যজ্ঞের দ্বারাই বৃদ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক।”

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সং ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিভৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥১৩॥

১১। অর্থঃ। (অনেন) এই যজ্ঞের দ্বারা (দেবান্) ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে (ভাবয়ত) পুষ্ট কর, (তে দেবাঃ) সেই দেবগণ (বঃ) তোমাদিগকে (ভাবয়ন্ত) প্রীণয়ন্ত—বাহিতফলদানে প্রীত করুন, (পরম্পরং) পরম্পর (ভাবয়ন্তঃ) আপ্যায়িত করিয়া (পরং শ্রেয়ঃ) অভীষ্ট (অবাপ্স্যথ) লাভ কর।

১২। অর্থঃ। (দেবাঃ) দেবগণ (যজ্ঞভাবিতাঃ) যজ্ঞ-ভূপ্ত হইয়া (বঃ) তোমাদিগকে (ইষ্টান্) বাহিত (ভোগান্) ভোগ্যবস্ত (দাস্তন্তে) দান করিবেন, (হি) যেহেতু (তৈঃ) দেবগণকর্তৃক (দত্তান্) প্রদত্ত ভোগ্য (এভ্যঃ) দেবতাদিগকে (অপ্রদায়) না দিয়া (বঃ) যে (ভুঙ্ক্তে) কেবলমাত্র নিজে ভোগ করে, (সং) সে (স্তেনঃ এব) চোরই।

১৩। অর্থঃ। (যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ) যজ্ঞাবশিষ্টভোজী (সন্তঃ) সংপুরুষগণ (সর্বকিঞ্চিভৈঃ) সর্ব পাপ হইতে (মুচ্যন্তে) বিমুক্ত হন। (তু) কিন্তু (যে পাপাঃ) যে পাপাত্মাগণ (আত্মকারণাং) নিজ ভোগের জন্যই (পচন্তি) রন্ধন করে, (তে) তাহারা (অং) পাপই (ভুঞ্জতে) ভোজন করে।

১১। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে পুষ্ট কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে পুষ্ট করুন। এইরূপে পরম্পরে পরম্পরের শ্রেয়ঃ সাধন করতঃ অভীষ্ট লাভ করিবে।

১২। যজ্ঞভূপ্ত দেবগণ তোমাদিগকে বাহিত ভোগদান করিবেন। সেই দেবদত্ত ভোগ্য তাহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে, সে চোরই।

অনাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্মাদনসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্মো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

১৪। অর্থঃ। (অন্য) ভুক্ত অন্নপানের পরিণাম হইতে (ভূতানি) প্রাণিগণ (ভবন্তি) জন্মে, (পৰ্জ্জন্ম) মেঘ হইতে (অনসম্ভবঃ) অন্নের উৎপত্তি, (যজ্ঞাৎ) যজ্ঞ হইতে (পৰ্জ্জন্মঃ) মেঘ (ভবতি) উৎপন্ন হয়, (যজ্ঞ) যজ্ঞ (কৰ্মসমুদ্ভবঃ) কৰ্ম হইতে উৎপন্ন ।

১৫। অর্থঃ। (কৰ্ম) কৰ্ম (ব্রহ্মোদ্ভবং) বেদ হইতে উৎপন্ন (বিদ্ধি) জানিও, (ব্রহ্ম) বেদ (অক্ষরসমুদ্ভবং) পরমাত্মা হইতে জাত, (তস্মাৎ) অতএব (সৰ্বগতং) সৰ্বগত (ব্রহ্ম) অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা (নিত্যং) সদা (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্) যজ্ঞে বিরাজমান আছেন ।

১৬। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (যঃ) যে পুরুষ (ইহ) সংসারে (এবং) পূর্বোক্তরূপ (প্রবর্তিতং চক্রং) ব্রহ্মপ্রবর্তিত জগচ্চক্রের (ন অনুবর্তয়তি) অনুগামী না হয়, (সঃ) সেই (অঘায়ুঃ) পাপজীবনঃ—পাপী (ইন্দ্রিয়ারামঃ) ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি (মোঘং) বৃথা (জীবতি) জীবন ধারণ করে ।

১৩। এইরূপ যজ্ঞপ্রসাদভোজী সংপুরুষগণ পাপমুক্ত হন। যে পাপাত্মা-গণ কেবল আত্মসেবার্থ পাক করে, তাহারা পাপই ভোজন করে ।

১৪। ভুক্ত অন্ন হইতে জীবশরীরের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি এবং কৰ্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি ।

যন্তাত্মরতিরেব শ্রাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্বতে ॥১৭॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

১৭। অর্থঃ। (তু) কিন্তু (যঃ মানবঃ) যে মানব (আত্মরতিঃ) আত্মনি
এব প্রীতির্ভ্যস্ত ন তু বিষয়েষু—আত্মারাম, (আত্মতৃপ্তঃ) আত্মনি এব তৃপ্তঃ ন তু
অন্নপানাদিষু—আত্মতৃপ্ত (চ) এবং (আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ শ্রাৎ) আত্মনি এব
সন্তুষ্টঃ ন তু বাহ্যার্থলাভেন—আত্মাতেই সন্তোষ লাভ করেন, (তস্য) এমন
আত্মবান্ পুরুষের (কার্যং ন বিদ্বতে) অবশ্যকরণীয় কার্য কিছুই নাই।

১৮। অর্থঃ। (ইহ) জগতে (কৃতেন) কর্মদ্বারা (তস্য) আত্মারাম
ব্যক্তির (অর্থঃ) প্রয়োজন (ন এব) আদৌ নাই, (অকৃতেন) কর্ম না করিলেও
(কশ্চন) কোহপি প্রত্যাবাররূপঃ অর্থঃ—কোন পাপ (ন) নাই। (অস্য)
আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির (সর্বভূতেষু) দেবাদি সর্বজীবের নিকট (কশ্চিৎ) কোন
(অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ) প্রয়োজনসম্বন্ধও (ন) নাই।

১৫। কর্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদের উৎপত্তি অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে;
অতএব সর্বত্র পরিপূর্ণরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে সর্বদাই বিद्यমান।

১৬। হে অর্জুন! সংসারে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা এই চক্রাহবায়ী
আদানপ্রদানরূপ অল্পষ্ঠান না করে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।

১৭। আত্মাতেই বাহার ভালবাসা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে নয়, আত্মাতেই
বাহার তৃপ্তি, অন্নপানাদিতে নয়; আত্মাতেই বাহার তৃষ্টি—পশু, পুত্র, হিরণ্যাদি-
লাভে নয়; এরূপ আত্মবান্ সাধকের অবশ্যই করিতে হইবে, এমন কর্তব্য
কিছুই নাই।

ତସ୍ମାଦସକ୍ତଃ ସତତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମ ସମାଚାର ।

ଅସକ୍ତୋ ହାଚରନ୍ କର୍ମ ପରମାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷଃ ॥୧୯॥

କର୍ମାଣେବ ହି ସଂସିଦ୍ଧିମାସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟଃ ।

ଲୋକସଂଗ୍ରହମେବାପି ସଂପଶ୍ୟନ୍ କର୍ତ୍ତୁମର୍ହସି ॥୨୦॥

୧୯ । ଅର୍ଥ୍ୟଃ । (ତସ୍ମାଂ) ତୁମି ଈଦୃଶ ଜ୍ଞାନୀ ନହ ଅତଏବ (ଅସକ୍ତଃ) ଅନାସକ୍ତ ହইয়া (ସତତଂ) ସର୍ବଦା (କାର୍ଯ୍ୟଂ) ଅବଶ୍ୟକରଣୀୟ (କର୍ମ) ନିତ୍ୟ-ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ (ସମାଚର) ସମ୍ପନ୍ନ କର । (ହି) ସେହେତୁ (ଅସକ୍ତଃ) ଆସକ୍ତି-ରହିତ ହইয়া (କର୍ମ) ବିହିତ କର୍ମ (ଆଚରନ୍) ଅଭ୍ୟାସକାରୀ (ପୁରୁଷଃ) ସାଧକ (ପରଂ) ମୋକ୍ଷ (ଆପ୍ନୋତି) ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ।

୨୦ । ଅର୍ଥ୍ୟଃ । (ଜନକାଦୟଃ) ଜନକାଦି ରାଜର୍ଷିଗଣ (କର୍ମଣା ଏବ ହି) ଜ୍ଞାନ-କର୍ମଯୋଗଦ୍ୱାରାହି (ସଂସିଦ୍ଧିଂ) ଜ୍ଞାନରୂପସିଦ୍ଧିଂ—ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ (ଆସ୍ଥିତାଃ) ଲାଭ କରିଆଛଲେନ; (ଲୋକସଂଗ୍ରହଂ ଏବ) ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଶ୍ରୁତି (ସଂପଶ୍ୟନ୍ ଅପି) ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଯାও (କର୍ତ୍ତୁଂ ଅର୍ହସି) ତୋମାର କର୍ମ କରା ଉଚିତ ।

୧୯ । ଆତ୍ମବାନ୍ ସାଧକେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହି କେନ, ଏହି କ୍ଳୋକେ ବଲିଭେଲେନ ; —ଏହି ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଲେଓ ତାହାତେ ପୁଣ୍ୟକଲ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ଏବଂ କୌନ ବିହିତ କର୍ମ ନା କରିଲେଓ କୌନ ଶ୍ରତ୍ୟବାୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୟ ନା । ଜଗତେର କୌନ ପଦାର୍ଥେର ସହିତହି ତାହାର କୌନ ଶ୍ରୟୋଜନସମ୍ବନ୍ଧ ନାହି ।

ସର୍ବସାକ୍ଷୀ, ସର୍ବକାତୀତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦେ ସିନି ଯଗ୍ନ, ତାହାର ଜଗତେର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହି ବଲିଭେଲେ ହୟ । ବାଧ୍ୟ ହইয়া କରିଭେଲେ ହইବେ ଏମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହାର କି ଆଛେ ? ତବେ ଏହି ବାକ୍ୟେର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ୍ ତାହାର କର୍ମ ନିବେଶ କରିଭେଲେନ ନା ; ତିନି ଈଛା କରିଲେ ସକଲହି କରିତେ ପାରେନ ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাণ্ডমবাণ্ডব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥২২॥

২১। অর্থঃ। (শ্রেষ্ঠঃ) যে যে লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে যে প্রধান ব্যক্তি (যৎ যৎ) বাহা বাহা (আচরতি) আচরণ করেন, (ইভঃ জনঃ) সাধারণ অল্পগত লোকও (তৎ তৎ এব) [আচরতি] তাহারই অনুকরণ করে ; (সঃ) সেই প্রধান ব্যক্তি (যৎ) লৌকিক বা বৈদিক বাহা কিছু (প্রমাণং কুরুতে) প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন, (লোকঃ) লোকে (তৎ অনুবর্ততে) তাহারই অনুসরণ করে ।

২২। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (ত্রিষু লোকেষু) ত্রিলোকে (মে) আমার (কর্তব্যং) কর্তব্য কর্ম্ম (কিঞ্চন) কিছুই (ন অস্তি) নাই, (অনবাণ্ডঃ) অপ্রাপ্ত (অবাণ্ডব্যং) বা প্রাপ্তব্যও (ন) নাই, [তথাপি অহং] তথাপি আমি (কৰ্ম্মণি) কর্ম্মাচ্ছটানে (বৰ্ত্তে এব চ) ব্যাপ্ত থাকি ।

১৯। যেহেতু তুমি পূর্বোক্তরূপ জ্ঞানী নহ, কিন্তু কর্ম্মাধিকারী মুমুক্শু, অতএব তুমি অনাসক্তহৃদয়ে কর্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর। সাধক অনাগতির সহিত কর্ম্ম করিয়া পরম পদ লাভ করেন ।

২০। জনকাদি রাজধিগণ ঐরূপ অনাসক্তভাবে যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াও পূর্ণরূপে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অত্র সাধারণ অজ্ঞান লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্তও তোমার কর্ম্ম করা উচিত ।

২১। জগতে এইরূপ গতানুগতিক নিয়ম আছে যে, শ্রেষ্ঠ লোকে যে প্রকার আচরণ করেন, অত্র সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয় ।

যদি হুং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতদ্রিতঃ ।

মম বন্ধুত্ববর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম্ম চৈদহম্ ।

সঙ্করশ্চ চ কৰ্ত্তা স্যামুপহন্ত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

২৩। অর্থঃ। (যদি) যদি (অহং) আমি (জাতু) কদাচিৎ (অতদ্রিতঃ) আলম্ভশূণ্ণ হইয়া (কৰ্ম্মণি) কৰ্ম্মে (ন বর্তেয়ং) প্রবৃত্ত না থাকি, (পার্থ) হে পার্থ ! (তদা) তাহা হইলে (হি) নিশ্চয়ই (মনুষ্যাঃ) মনুষ্যগণ (মম) [আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া] আমার (বন্ধু) পথ (সৰ্ব্বশঃ) সৰ্ব্বতোভাবে (অহুবর্তন্তে) অহুসরণ করিবে।

২৪। অর্থঃ। (চৎ) যদি (অহং) আমি (কৰ্ম্ম ন কুর্যাম্) কৰ্ম্ম না করি (তাহা হইলে) (ইমে লোকাঃ) এই লোকসমূহ (উৎসীদেয়ুঃ) লোক-
রক্ষার নিমিত্ত কৰ্ম্মের অভাবে উৎসন্ন যাইবে (চ) এবং [আমি] (সঙ্করশ্চ)
ধৰ্ম্মসঙ্কর ও বর্ণসঙ্করেরও (কৰ্ত্তা) প্রবর্তক (শ্চাৎ) হইব; [এইরূপে আমি]
(ইমাঃ প্রজাঃ) বাবতীয় প্রজাকে (উপহন্ত্যামি) বিনষ্ট করিব।

২২। জিহুবনে আমার কর্তব্য কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও
জগতে নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্ম করি।

২৩। আমি যদি অনলসভাবে কৰ্ম্ম না করি, হে পার্থ ! তাহা হইলে
সকল লোকেই আমার অহুসরণ করিবে; কেহ কৰ্ম্ম করিবে না।

২৪। আমি কৰ্ম্ম না করিলে সমস্ত লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে, কারণ
আমি তাহা হইলে জগতের শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিব ও সমস্ত নিয়মই রহিত হইয়া
জীবাদি বাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। অতএব আমার দৃষ্টান্তে
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরও লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম করা কর্তব্য।

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুর্যাৎবিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

২৫। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (কৰ্মণি) কৰ্মফলে (সক্তাঃ) আসক্ত (অবিদ্বাংসঃ) অজ্ঞান ব্যক্তিগণ (যথা) ষেৰূপভাবে (কুৰ্বন্তি) কৰ্ম অকুষ্ঠান করে, (বিদ্বান্) জ্ঞানিগণ (লোকসংগ্রহম্ চিকীৰ্ষুঃ) লোকশিক্ষার জন্য ইচ্ছুক হইয়া (অসক্তঃ সন্) অনাসক্ত হইয়া (তথা কুর্যাৎ) সেইরূপ করিবেন।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি লোকসকল যে মহানিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া স্ব-স্ব নির্দিষ্ট কক্ষে বিচরণ করিতেছে, যে নিয়মশৃঙ্খলে গ্রথিত থাকিয়া সমস্ত লোকেরই সমস্ত জীবগণ নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে অপূৰ্ণ পরিণতিচক্রে ঘুরিতেছে, সেই মহানিয়মশৃঙ্খলকে কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ? কাহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকলেই ধাবমান রহিয়াছে এবং ধাবমান থাকিয়াও নির্দিষ্ট কক্ষ অভিক্রমকরতঃ কেহ কাহারও উপরে আপতিত হইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে পারিতেছে না কেন ? সেই অনন্তশক্তি, বিশ্বতোচ্ছঃ, বিশ্বনিয়ন্তা সমস্তই দেখিতেছেন ও অপূৰ্ণ পরিণতিশৃঙ্খল অব্যাহত রাখিয়া সমস্ত লোকের সমস্ত ব্যাপার যথানিয়মে নির্বাহিত করাইতেছেন। তাঁহারই দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্ম-জ্ঞানই সঙ্করভাবে অর্থাৎ মহা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটতে পার নাহি। তিনি তাঁহার দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্মকে পরিত্যাগ করিবামাত্রই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে এক অচিন্তনীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ক্ষণমধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে লয়প্রাপ্ত করাইবে। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেন ও তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগৎ মহাবিপ্লবভরঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

২৬। অর্থঃ। (কৰ্মসঙ্গিনাম্) কৰ্মফলে আসক্ত (অজ্ঞানাং) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের (বুদ্ধিভেদং) কৰ্মবিষয়ে বুদ্ধিকে বিচলিত (ন জনয়েৎ) করিবেন না। [প্রত্যুত] (বিদ্বান্) জ্ঞানী ব্যক্তি (যুক্তঃ) [সন্] অবহিত থাকিয়া (সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি) সকল কৰ্ম (সমাচরন্) আচরণ করিয়া (যোজয়েৎ) তান্ কৰ্ম-সঙ্গিনঃ কৰ্ম্মাণি প্রযোজয়েৎ—সেই ফলাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদিগকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

২৫। ভোগাসক্ত অজ্ঞান লোকে ভোগলাভার্থ যেমন কৰ্মসকলের অহুষ্ঠান করে, সাধারণের প্রবৃত্তিরক্ষার জন্য অনাসক্ত জ্ঞানিগণ তদ্রূপ কৰ্মের অহুষ্ঠান করিবেন।

২৬। কৰ্মফলাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দেওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সাধকও স্বয়ং কৰ্ম করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

অজ্ঞান ভোগকামিগণের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ আত্মার কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই, এই ধারণা জন্মাইয়া দিলে কোন ফললাভেরই সম্ভাবনা নাই; কারণ নিবৃত্তিপথে স্বাভাবিকী অপ্রবৃত্তির জন্ম ও শক্তির অভাবহেতু তাহারা এই পরম জ্ঞানলাভ করিতেও পারিবে না, অথচ ঐ সকল সকাম যজ্ঞাদির অহুষ্ঠানও করিবে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাদের হৃদয় হইতে সকামা ভক্তি লোপ পাইয়া ভগবানে অবিশ্বাস, পূণ্যজনক কৰ্ম্মে অনহুয়াগ ও ভোগানুকূল যথেষ্টকৰ্ম্মই প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

তদ্বিবিক্তু মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণাগুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

২৭। অর্থঃ। (প্রকৃতেঃ) সম্বন্ধস্তমোগুণাশ্চিকার্যাঃ মায়ায়াঃ—ত্রিগুণাশ্চিকা
মায়াশক্তির (গুণৈঃ) প্রকৃতিকার্যোঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধাদিভিঃ—প্রকৃতির বিকার
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিধারা (সৰ্ব্বশঃ) সৰ্ব্বপ্রকার (কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি)
লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্ম কৃত হয়, [তু] কিন্তু (অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা) ইন্দ্রিয়াদিষু
আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়চেতাঃ—ইন্দ্রিয়াদিতে অকৰ্ত্তা আত্মার আরোপ করায় বিমূঢ়-
চিত্ত ব্যক্তি (অহং) আমি (কৰ্ত্তা) কৰ্ত্তা (ইতি মন্যতে) ইহা মনে করে ।

২৭। ত্রিগুণা প্রকৃতির গুণদ্বারাই কৰ্ম্ম সকল কৃত হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কার-
রূপ ভ্রান্ত অভিমানে আচ্ছন্ন আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়গণ ‘আমি করিতেছি’ ইত্যাকার
ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে। উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্
ইহাই বুঝাইতেছেন যে, জ্ঞানী সাধকগণ কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিলেও তাহাতে
তঁাহাদের কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না। তাঁহারা কৰ্ম্মাভিযানমুক্ত, স্বতরাং
কৰ্ম্ম করিলেও কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।
তঁাহাদের স্থির ধারণা এই যে, “আমি সেই সাক্ষিবরূপ আত্মা, আমি কিছুই
করি না, প্রকৃতিদ্বারাই কৰ্ম্মসকল কৃত হইতেছে; এই ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূল শরীর,
মন, চিত্ত, বিবেক ও অহঙ্কার, এ সমস্তই প্রকৃতি; আমি এ সকলের অত্যন্ত
চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, কেবল অবিচার কুহকে আবদ্ধ হইয়া আমি এই শরীর, আমিই
কৰ্ম্মসকল করিতেছি, ইত্যাকার ভ্রান্তিভ্রালে জড়িত হইয়াছি”। (এই সকল
ব্যাখ্যা পরে করা হইয়াছে)।

প্রকৃতে গুণসংযুতাঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মহু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

২৮। অর্থঃ। (তু) কিন্তু (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (গুণকর্ম্ম-বিভাগ্যোঃ) গুণেভ্যঃ আত্মনঃ বিভাগঃ ন মে কর্ম্মাণি ইতি কর্ম্মভ্যোহপি আত্মনঃ বিভাগঃ, তয়োঃ—আত্মা হইতে গুণ এবং কর্ম্মের পার্থক্যের (তত্ত্ববিৎ) পরিজ্ঞাতা (গুণাঃ) দেহেন্দ্রিয়াদিসত্ত্বাত (গুণেষু) নিজ নিজ প্রয়োজন সাধন-কল্পেই নিজ নিজ কর্ম্মে (বর্ত্তন্তে) প্রবৃত্ত রহিয়াছে, (ন অহং) আত্মা এই ব্যাপারে নিঃসঙ্গ (ইতি মত্বা) ইহা জানিয়া (ন সজ্জতে) গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মে আসক্ত হন না।

২৯। অর্থঃ। (প্রকৃতেঃ) ত্রিগুণাত্মিকার্য্যঃ প্রকৃতেঃ—ত্রিগুণাত্মিকার্য্য মায়্যা-শক্তির (গুণসংযুতাঃ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ মনুষ্যগণ (গুণকর্ম্মহু) দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং ব্যাপারেণ—দেহেন্দ্রিয়াধিকৃত কর্ম্মসকলে (সজ্জন্তে) কর্তৃত্বাভিমান করে, (কৃৎস্নবিদ্) বিবেকী (তান্) কর্ম্মে আসক্ত (অকৃৎস্নবিদঃ) অল্পজ্ঞ (মন্দান্) মন্দমতিগণকে (ন বিচালয়েৎ) কর্ম্মবিষয়ে ভ্রম্বা হইতে ভ্রমোপদেশের দ্বারা বিচলিত করিবেন না।

২৮। হে মহাবাহো! অন্তর্গত গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানযোগী সাধকগণ, অর্থাৎ যাহারা বুঝিয়াছেন যে ত্রিগুণ কি, সেই ত্রিগুণা মহাশক্তি প্রকৃতিরূপে জগতে বিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, সমস্ত জগতই, এমন কি এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণও সেই মহাশক্তিরই বিকাশমাত্র, এই শরীরের সহিত আত্ম-স্বরূপের পার্থক্য কিরূপ, এবং সেই স্বরূপারস্থিতি সাধনদ্বারা অপরোক্ষভাবে যাহাদের হৃদয়স্থ, এমন স্বজ্ঞান সাধকগণ “এই ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই” এই স্থিরজ্ঞানদ্বারা কর্তৃত্বাভিমান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে সমর্থ হন।

ময়ি সৰ্বানি কৰ্ম্মানি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহসুনয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥৩১॥

৩০। অর্থঃ। (অধ্যাত্মচেতসা) 'ঈশ্বরের ভূতাবৎ কৰ্ম্ম করিতেছি' এই বুদ্ধিতে (সৰ্বানি কৰ্ম্মানি) সমস্ত কৰ্ম্ম (ময়ি) পরমেশ্বরে (সংন্যস্ত) সমর্পণ করিয়া (নিরাশীঃ) নিকাম (নির্মমঃ) মমতাশূন্য (ভূত্বা) হইয়া (বিগতজ্বরঃ) বিগতসন্তাপ [সন্] হইয়া (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর।

৩১। অর্থঃ। (যে মানবাঃ) যে মহুষ্যগণ (শ্রদ্ধাবন্তঃ) শাস্ত্র এবং গুরু-বাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক (অনন্যস্তঃ) 'অত্যন্ত দুঃখাত্মক কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন' বলিয়া আমার [ভগবানের] প্রতি দোষারোপ না করিয়া (মে) আমার (ইদং) এই পূর্বোক্ত (মতং) অভিপ্রায় (নিত্যং) সৰ্বদা (অনুতিষ্ঠন্তি) অনুসরণ করেন, (তে অপি) :তাহারাও (কৰ্ম্মভিঃ) ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মরূপ বন্ধন হইতে (মুচ্যন্তে) মুক্তিলাভ করেন।

২৯। প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধচিত্ত অজ্ঞান লোকে ইন্দ্রিয়কৃত কৰ্ম্মসকলকে 'আমি করিতেছি' এইরূপ অভিমান করে। সেই মন্ববুদ্ধিগণকে জ্ঞানিগণ তষোপদেশের দ্বারা কৰ্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা হইতে বিচলিত করিবেন না।

৩০। 'আমি অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরের ভূতাবৎ কৰ্ম্ম করিতেছি' এই বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অর্পণকরতঃ মমতাভিমান ('আমার, আমার' ইত্যাকার ভ্রম), আসক্তি ও চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।

৩১। আমার বাক্যে ঋগ্বৈদ্যের ঘেববুদ্ধি নাই এবং আমার বাক্যে ঋগ্বৈদ্যের স্থির বিশ্বাস, এরূপ জ্ঞানবান্ লোকে আমার উপদেশানুসারে কৰ্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন ও কৰ্ম্মসকলের শুভাশুভ ফলকর্তৃক আক্রান্ত হন না।

যে হেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বম্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

৩২। অর্থঃ। (যে) বাহারা (তু) কিন্তু (মে) আমার (এতং) পূর্বোক্ত (মতং) মতকে (অভ্যাসুয়ন্তঃ) নিন্দা করিয়া (ন) অনুতিষ্ঠন্তি (তাহা) অনুষ্ঠান করে না, (অচেতসঃ) জড়বুদ্ধিসম্পন্ন (তান্) তাদৃশ মানবদিগকে (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্) অধ্যাত্মজ্ঞানবিহীন (নষ্টান্) পুরুষার্থবিশিষ্টান্—অধঃপতিত (বিদ্ধি) জানিও ।

৩৩। অর্থঃ। (জ্ঞানবান্ অপি) জ্ঞানীও (স্বম্যাঃ) নিজ (প্রকৃতেঃ) পূর্বকৃত-ধর্মার্থাদিসংস্কারঃ বর্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ—বর্তমান জন্মে কলোন্মুখ, পূর্বজন্মের ধর্মার্থাদিসংস্কারের (সদৃশং) অল্পরূপ (চেষ্টতে) কর্ম করে, (ভূতানি) সকল জীবই (প্রকৃতিং) পূর্বোক্ত সংস্কাররূপ স্বভাবের (যান্তি) অনুসরণ করে, (নিগ্রহঃ) প্রকৃতির কার্য নিরোধ করিবার চেষ্টা (কিং করিষ্যতি) নিজ নিজ স্বভাবানুগামী ব্যক্তিগণের কি করিতে পারে ?

৩২। আমার এই বাক্যের প্রতি বিবেচনাপ্রাপ্ত হইয়া বাহারা বাক্যানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান না করে, স্থির জানিও তাহাদের কোন জ্ঞানই হয় নাই এবং অধ্যাত্মতাব তাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের সমস্তই নিষ্ফল ।

বৃথা ত্যাগাভিমানে মূর্থ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ ‘ষেষবুদ্ধি’র উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিহীন, অপকজ্ঞানী অথচ ‘আমি জ্ঞানী’ এইরূপ অভিমানযুক্ত কুজ্ঞান সন্ন্যাসিগণ এইরূপ অভিমান করে যে, ‘আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, আবার কর্মে প্রবৃত্ত হইব কেন ?’ এ সকল বাক্য অপ্রদেয় ।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বৈবৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োঁন বশমাগচ্ছেত্তৌ হস্য পরিপস্থিনৌ ॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বসুখিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ ॥৩৫॥

৩৪। অর্থঃ। (ইন্দ্রিয়স্ত ইন্দ্রিয়স্ত) সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (অর্থে) শব্দাদি বিষয়ে (রাগদ্বৈবৌ) ইষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে আসক্তি ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে বিরক্তি (ব্যবস্থিতৌ) অবশ্য উপস্থিত হয়, (তয়োঁন) সেই আসক্তি ও বিরক্তির (বশং ন আগচ্ছেৎ) অধীন না হওয়াই কর্তব্য। (তৌ হি) এই আসক্তি ও বিরক্তিই (অন্য) মুমুক্ষু সাধকের (পরিপস্থিনৌ) শ্রেয়োমার্গের মহাশত্রু।

৩৫। অর্থঃ। (স্ব-অসুখিতাৎ) সর্বদুঃসুখরূপে সম্পাদিত (পরধর্মাৎ) অপি) পরধর্ম অপেক্ষা (বিগুণঃ) অদ্ব্যহীনঃ—কিঞ্চিৎ অদ্ব্যহীন হইলেও (স্বধর্মঃ) নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ, (স্বধর্মে) নিজ প্রকৃতিগত ধর্মাসুষ্ঠানে (নিধনং) যত্নাও (শ্রেয়ঃ) মঙ্গলজনক, (পরধর্মঃ) প্রকৃতিবিরুদ্ধ ধর্ম (ভয়াবহঃ) ভয়ঙ্কর।

৩৬। প্রকৃতি অর্থাৎ বর্তমান জন্মে ফলোন্মুখ পূর্ব পূর্ব জন্মের ধর্মাদি নংস্কার এতই বলবান্ যে, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য হন। সকল জীবই নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত; তাহা হইলে এই প্রকৃতিকে কি প্রকারে নিগৃহীত করিতে পারা যায়? উক্ত শ্লোকে এই সংশয় উঠাইয়া পরশ্লোকে মীমাংসা করিতেছেন।

৩৪। ইন্দ্রিয় সকলের ভোগ্য বিষয়মধ্যে কোনটিতে আনুগতি ও কোনটিতে বিরক্তি অবশ্যই উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐ আনুগতি ও বিরক্তি এই নিবৃত্তিপথের সাধকের মহাশত্রু। উহাদিগের বশীভূত না হওয়াই বিশেষ কর্তব্য।

প্রকৃতির কার্য রুদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, কারণ একটিকে রুদ্ধ করিতে গেলে আর একটা প্রবল হইবে নিশ্চয়। সুতরাং জ্ঞানবান্, প্রকৃতির সহিত কলহ করিয়া আপনাতে অশান্তি আনয়ন করিতে যান না; তিনি ভোগ-

অৰ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্পি বাৰ্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

৩৬। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন; (বার্ষেয়) হে বৃষ্ণিকুলভাত কৃষ্ণ! (অথ) জানিতে ইচ্ছা করি (অয়ং পুরুষঃ) জ্ঞানবোগ্য আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক জীব (কেন প্রযুক্তঃ) কাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া (অনিচ্ছন্পি) পাপাচরণে প্রবৃত্তি না থাকিলেও (বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ) বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া (পাপং চরতি) পাপাচরণ করে।

কামনার অল্পকুল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তিকে দূর করিয়া ভোগ্য বিষয় ভোগ করেন। আসক্তি ও বিরক্তি না থাকা-হেতু সমস্ত ভোগ্য বিষয় বখাপ্রাপ্তরূপে ভোগ করিয়াও তিনি সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৩৫। স্বন্দররূপে অল্পাশ্রিত পরধর্ম অপেক্ষা নিজধর্ম দোষযুক্ত হইলেও শ্রেষ্ঠ । নিজধর্মে থাকিয়া শরীরভ্যাগও মদলজনক, কিন্তু পরধর্ম ভয়ঙ্কর।

ভগবদুক্ত নিজধর্ম ও পরধর্ম কি? সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত ভেদকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ যে একথা বলেন নাই, তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপরায়ণ সংকীর্ণচেতা অন্ধ মূঢ়গণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির ধারণা এই যে, আপনার প্রকৃতাভিযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানই নিজধর্ম ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানই পরধর্মরূপে উক্ত হইয়াছে। অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ পুনরায় এই বাক্য বলিয়াছেন এবং তাহার পাঠ এইরূপ—

“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুষ্টিতঃ ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ক্সাপ্নোতি কিঞ্চিদ ॥”

ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ‘স্বভাবনিয়তং’ কর্ম্মকেই ভগবান্ স্বধর্ম বলিতেছেন। একজন অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহার হৃদয় সংসারও চাহে এবং ভগবান্কেও চাহে। তাহার প্রকৃতি পত্নীপুত্রাদি

আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিয়াই সংসার-সম্মাসিক্রমে সাধনপথে অগ্রসর হইতে চায় । কিন্তু তিনি যদি কোন কারণবশতঃ অর্থাৎ কামক্রোধাদি কোন রিপূর উত্তেজনার বিরত হইয়া সম্মাস অবলম্বনকরতঃ সংসার ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মগ্রহণরূপ দোবাশ্রয় অবশ্যই ঘটিল । তিনি বলপূর্বক স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, অথচ সংসারভোগানুভূতি তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিল ; এরূপ অবস্থায় তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী । সংসার পরিত্যাগ করিয়াও হস্তত তাঁহাকে অবৈধ উপায়ে ভোগকামনা চরিতার্থ করিয়া আশ্রমব্যভিচারী হইতে হইল । তিনি না গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিলেন, না সম্মাসধর্ম রক্ষা করিতে পারিলেন । এইরূপ অবস্থায় তাঁহার ভাগবতী সিদ্ধি লাভ ভোঁ ঘটিলই না, অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্রম-ব্যভিচাররূপ পাপগ্রস্ত হইতে হইল । কিন্তু তিনি যদি সংসার ত্যাগ না করিয়া সদৃশপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীতকরতঃ ভগবানের উপদেশানুযায়ী কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হ্রস্বের সাম্যরক্ষা ও ভোগের অন্তকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি পরিত্যাগকরতঃ কর্তব্যমাত্র পালন করিয়া বাইতেন, তাহা হইলে আত্মোন্নতি সাধনদ্বারা চরমে পরমা ভাগবতী গতি লাভ করিতেন সন্দেহ নাই ।

পক্ষান্তরে অন্য একজন সাধকের পূর্বজন্মার্জিত কর্ম ও সাধনের ফলে এ জীবনে বাল্যাবধিই সংসারের দিকে বিরক্তি, ভোগবিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবানে-প্রগাঢ় রতি উপস্থিত হইয়াছে এবং পূর্বজীবনের সংস্কারফলে সংসারকে এক ভীষণ জালাময় কারাগার বলিয়া তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে ; এরূপ অবস্থায় ঐ ধর্মার্থ সম্মাসীকে কোনপ্রকারে বাধ্য হইয়া যদি দারপরিগ্রহকরতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মগ্রহণরূপ দোষ আশ্রয় করিল ; ইহাতে তিনি কোনপ্রকারেই ক্ষেয়োলাভ করিতে পারিবেন না । এই সংসার ভোগের প্রতি তাঁহার প্রকৃতিগত বিরক্তি প্রবলা, অথচ তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনিচ্ছার সহিত সমস্ত কর্ম করিতে হইতেছে ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অবসন্ন হইয়া ভ্রষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই । স্বভাবতঃই যিনি সম্মাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসারগ্রহণ অধঃপতনেরই হেতু ব্যতীত কিছুই নহে ।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপা বিদ্ব্যানমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

৩৭। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু কহিলেন, (রজোগুণসমুদ্ভবঃ) রজোগুণ হইতে উৎপন্ন (মহাশনঃ) মহৎ অণনং যন্ত সঃ, দুস্প্রবোধরঃ— তৃপ্তিরহিত (মহাপাপা) মহা উগ্র (এষঃ কামঃ) এই কাম (এষঃ ক্রোধঃ) কামঃ কেনচিত্ প্রতীহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে—এই কামই প্রতীহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়, এবং এই ক্রোধ। (ইহ) মোক্ষমার্গে (এনং) পূর্বোক্ত কাম বা ক্রোধকেই (বৈরিণং বিদ্ধি) মহাশত্রু বলিয়া জানিবে।

অর্জুনেরও পাছে ঐরূপ দোষ উপস্থিত হয় সেইজন্য ভগবানু সাবধান করিতেছেন যে, 'দেখিও পরধর্মগ্রহণরূপ ভয়ঙ্কর দোষ যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়। তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি সংসারের দিকে, রাজ্যলাভের জন্তই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ, অথচ হঠাৎ স্বজনধ্বংসরূপ একটা ক্ষণিক আতঙ্ক উদ্ভূত হইয়া তোমাকে বিহ্বল করিয়াছে মাত্র। তাহাতেই তুমি যুদ্ধ না করিয়া বনগমন ও ভৈক্ষ্য-আশ্রম গ্রহণ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু স্থির জানিও সেটা তোমার নিজধর্ম নহে, পরধর্ম। প্রকৃতির স্বভাববিন্ধ গতির বিরুদ্ধে কণ্ঠ করিলেই অধঃপতিত হইবে। অগ্রে সংসার-সন্ন্যাসী হও, পরে সমর হইলে মহাসন্ন্যাসী হইতে পারিবে। এখন স্থিরচিত্তে যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন কর।

৩৬। অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, হে কৃষ্ণ! ইচ্ছা না থাকিলেও কোন্ বৃত্তিদ্বারা বলপূর্বক চালিত হইয়া লোকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

৩৭। শ্রীভগবানু উত্তর দিলেন, রজোগুণসমুৎপন্ন মহা উগ্র ও দুস্প্রবোধর কাম, বাহ্য প্রতীহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়, তাহাই ঐরূপ করে। উহাকে মহাপাপ শত্রুরূপে জানিবে।

ধূমেনাভ্রিয়তে বহ্নিৰ্থাদর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনাবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥৩৮॥

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুস্পুরেণানলেন চ ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্ত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

৩৮ । অর্থঃ । (যথা) যেমন (বহ্নিঃ) অগ্নি (ধূমেন) ধূমের দ্বারা (আভ্রিয়তে) আবৃত থাকে, (যথা) যেমন (আদর্শঃ) দর্পণ (মলেন চ) মলদ্বারা আবৃত থাকে, (যথা) যেমন (গৰ্ভঃ) গৰ্ভস্থ শিশু (উন্মেন) জরায়ুদ্বারা (আবৃত্তং) আবৃত থাকে, (তথা) সেইরূপ (তেন) পূর্বোক্ত কামের দ্বারা (ইদং) সাত্ত্বিকং জ্ঞানং—সাত্ত্বিক জ্ঞান (আবৃত্তম্) আচ্ছন্ন থাকে ।

৩৯ । অর্থঃ । (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানীর (এতেন নিত্যবৈরিণা) এই চিরশত্রু (কামরূপেণ) কামরূপ (দুস্পুরেণ) দুস্পুরোদর (অনলেন চ) হৃৎখতাপহেতুস্বাৎ অনলভূল্যেন—সম্ভাপক অগ্নিদ্বারা (জ্ঞানং আবৃত্তং) জ্ঞান আবৃত হয় ।

৪০ । অর্থঃ । (ইন্দ্রিয়াণি) কর্শেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ, (মনঃ) মন, (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (অন্ত) কামের (অধিষ্ঠানং) আশ্রয় (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয় । (এতঃ) কাম (এতৈঃ) ইহাদেবই সাহায্যে (জ্ঞানং) জ্ঞান (আবৃত্ত্য) আচ্ছাদন করিয়া (দেহিনং) দেহাভিমানী জীবকে (বিমোহয়তি) আত্মজ্ঞান-বিমুখ করে ।

৩৮ । অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা, দর্পণ যেরূপ মলদ্বারা ও গৰ্ভ যেরূপ জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে, এই সাত্ত্বিক জ্ঞানও তদ্রূপ কামনাদ্বারাই আচ্ছন্ন থাকে ।

৩৯ । হে কৌন্তেয় ! এই দুস্পুরোদর অনলশিখাবৎ কাম জ্ঞানিগণের এমন ভয়ঙ্কর শত্রু যে, ইহা তাঁহাদের জ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । পরিণামে
Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

তস্মাদ্ভিমিদ্ভিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্বভ ।

পাপুনাং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

ইন্দ্ৰিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্ৰিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধিৰ্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥৪২॥

৪১। অর্থঃ। (ভরতর্বভ) হে অর্জুন ! (তস্মাৎ) যেহেতু ইন্দ্ৰিয়গণই কামের আশ্রয় অতএব (ত্বম্) তুমি (আদৌ) অগ্রে (ইন্দ্ৰিয়ানি) ইন্দ্ৰিয়গণকে (নিয়ম্য) সংযত করিয়া (জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং) পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞাননাশকারী (এনং পাপুনাং) এই মহাপাপরূপী কামকে (হি) অবশ্যই (প্রজহি) প্রকটরূপে বিনাশ কর ।

৪২। অর্থঃ। (ইন্দ্ৰিয়ানি) ইন্দ্ৰিয়গণ) পরানি) স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তরস্থ বলিয়া শ্রেষ্ঠ, (ইন্দ্ৰিয়েভ্যঃ) ইন্দ্ৰিয়গণ অপেক্ষা (মনঃ) মন (পরং) তৎপ্রবর্তকত্বাৎ শ্রেষ্ঠ—ইন্দ্ৰিয়নিগের প্রবর্তক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, (মনসঃ তু) মন অপেক্ষাও (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (পরা) শ্রেষ্ঠ, (আহঃ) ইহা পণ্ডিত-গণ বলেন ; (যঃ তু) কিন্তু যিনি (বুদ্ধেঃ পরতঃ) তৎসাক্ষিৎবেন অবস্থিতঃ সর্বাস্তরঃ—সেই বুদ্ধিও সাক্ষিরূপে বিরাজমান, (সঃ) তিনিই আত্মা ।

দুঃখপ্রদ হইলেও অজ্ঞানের নিকট এই কাম ভোগকালে মিত্র বলিয়া প্রতীত হয় ।

৪০। ইন্দ্ৰিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামাগ্নির অধিষ্ঠানক্ষেত্র । ইহাদিগের সাহায্যেই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া এই শত্রু দেহাভিমানী জীবগণকে মোহিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিমুখ করে ।

৪১। হে অর্জুন ! যেহেতু ইন্দ্ৰিয়গণই কামের আশ্রয়, অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্ৰিয়গণের বেগকে সংযত করিয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী মহাপাপ কামকে বিনাশ কর ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্ত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রং মহাবাহো কামরূপং দুৰাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

৪৩। অর্থঃ । (মহাবাহো) হে মহাবীর । (এবং) এইরূপে (বুদ্ধেঃ)
বুদ্ধি হইতে (পরম্ বুদ্ধা) শ্রেষ্ঠ আত্মার স্বরূপ জানিয়া (আত্মনা) বুদ্ধির দ্বারা
(আত্মানং) মনকে (সংসৃত্ত্য) সম্যক্ প্রকারে স্থির করিয়া (কামরূপং) কামরূপ
(দুৰাসদং) দুর্জয় (শত্রং) মহাশত্রুকে (জহি) নাশ কর ।

৪২। স্থূল ও জড় বাহ্য দেহ হইতে নৃশ্ব ও অন্তরন্ব ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ
অপেক্ষা তাহাদিগের প্রবর্তক মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ
বলেন । এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধিরও সাক্ষিরূপে যিনি বিরাজমান,
তিনিই আত্মা ।

৪৩। হে মহাবীর ! এইরূপে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ—সর্বাখার সর্বসাক্ষিরূপে
যিনি বিরাজিত, তাহাকে জানিয়া অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা
বুদ্ধিদ্বারা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে সংবৃত্ত করিয়া আপনাকে অন্তর্মুখীকরতঃ এই
কামরূপ মহাশত্রুকে নাশ কর ।

No.

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

চতুর্থোধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিঙ্কৃকবেহব্রবীৎ ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

১। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অহং) আমি (ইমং) পূর্বোক্ত এই (অব্যয়ং) অনাদি (যোগং) জ্ঞানকর্মযোগ (বিবস্বতে) সূর্য্যকে (প্রোক্তবান্) সৃষ্টির প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম, (বিবস্বান্) সূর্য্য (মনবে) মনুনাথক নিজপুত্রকে (প্রাহ) বলিয়াছিলেন, (মনুঃ) বৈবস্বত মনু (ইঙ্কৃকবে) ইঙ্কৃকুনাথক নিজপুত্রকে (ব্রবীৎ) বলিয়াছিলেন ।

২। অর্থঃ। (এবং) এই প্রকারে (পরম্পরাপ্রাপ্তং) বংশপরম্পরাক্রমে (ইমং) এই যোগ (রাজর্ষয়ঃ) রাজর্ষিগণ (বিদুঃ) জানিতেন । (পরন্তপ) হে শক্রনাশন ! (ইহ) ইহলোকে (মহতা কালেন) দীর্ঘকালসহকারে (সঃ যোগঃ) সেই জ্ঞানকর্মযোগ (নষ্টঃ) বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়াছে ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই যে জ্ঞানকর্মযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগের প্রাপ্তির উপায়ভূত-কর্মযোগ তোমাকে উপদেশ করিলাম, এই অব্যয় অর্থাৎ মোক্ষফল-দায়ক যোগ পূর্বে সৃষ্টির আদিতে আমি সূর্য্যকে বলি ; তাহার পর সূর্য্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু আবার স্বপুত্র ইঙ্কৃককে বলিয়াছিলেন ।

স এবায়ং ময়া তেহ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতুতমম্ ॥৩॥

অৰ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

৩। অর্থঃ। [অং] ভূমি (মে) আমার (ভক্তঃ) ভক্ত (সখা চ অসি)
এবং সখা, (ইতি) এই জন্ত (অয়ং) এই (সঃ) সেই (পুরাতনঃ) প্রাচীন
(যোগঃ) জ্ঞানকর্মরূপ যোগ (অত্) অত (ময়া) আমি (তে এব) তোমাকেই
(প্রোক্তঃ) বলিলাম, (হি) যেহেতু (এতৎ) এই জ্ঞান (উত্তমং রহস্যং) অতীব
গোপনীয় ।

৪। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন বলিলেন, (ভবতঃ) আপনার
(জন্ম) বহুদেবগৃহে জন্ম (অপরং) অল্পকালীন—পরবর্তী সময়ে, (বিবস্বতঃ)
সূর্যের (জন্ম) জন্ম (পরং) পূর্ব—পূর্ববর্তী সময়ে, (ইতি) এই রহস্য (ত্বং)
ভূমি (আদৌ) সৃষ্টির প্রারম্ভে (প্রোক্তবান্) বলিয়াছিলে, (এতৎ) ইহা (কথং)
কিভাবে (বিজানীয়াং) জানিব ?

২। হে শক্রনাশন মহাবীর ! এইরূপে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ বংশপরম্পরাক্রমিক
উপদেশদ্বারা এই যোগ পর পর অংগত হন । (জ্ঞানমিশ্রিত কর্মযোগ অবলম্বন
করিয়াই ক্ষত্রিয় রাজস্রবর্গের মধ্যে অনেকেই আপনাকে রাজর্ষিরূপে গঠিত
করিয়া নির্মল জ্ঞানের সহিত সংসার ও অধ্যাত্মসাধন উভয় ব্যাপারই সম্পাদন-
করতঃ মুক্তিপথের অধিকারী হইয়াছিলেন) । কিন্তু হে বীর ! সর্বনাশকারী
কালশক্তিদ্বারা সেই পুরম জ্ঞানকর্মযোগ অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে ।

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
 তান্মহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পৱন্তপ ॥৫॥
 অজোহপি সন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
 প্রকৃতিং স্বাগধিষ্ঠায় সম্ভবাগ্যাত্মমায়রা ॥৬॥

৫। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু কহিলেন, (অর্জুন) হে অর্জুন! (মে) আমার (তব চ) এবং তোমার (বহুনি) বহু (জন্মানি) জন্ম (ব্যতীতানি) অতীত হইয়াছে, (অহং) সর্বজ্ঞত্বাং—সর্বজ্ঞ বলিয়া আমি (তানি সৰ্ব্বাণি) সেই সমস্ত জন্মের কথা (বেদ) অবগত আছি, [কিন্তু] (পৱন্তপ) হে পৱন্তপ! (ত্বং) তুমি [অবিজ্ঞাবৃত্তত্বাং] যোগমাগ্ধ্র্য বলিয়া (ন বেথ) জান না।

৬। অর্থঃ। (অজঃ) জন্মরহিত (অপি সন্) হইয়াও, (অব্যাত্মা) অপরিণামী (অপি সন্) হইয়াও, (ভূতানাং) জীবনমূহের (ঈশ্বরঃ) নিয়ামক [অপি সন্] হইয়াও (আত্মমায়রা) নিজ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা (স্বাং) স্বকীয় (প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়) আনন্দস্বরূপা প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই (সম্ভবামি) দেহরূপে সজ্জত হই।

৩। হে অর্জুন! তুমি আমার ভক্ত ও সখা; সেইজন্যই এই প্রাচীন যোগতত্ত্ব তোমাকে অল্প উপদেশ দিলাম। এই তত্ত্বই সংসারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও হৃদয়ের গুপ্ত ধন।

৪। অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সূর্য্যের জন্মের বহু পয়ে তোমার জন্ম; অথচ তুমি বলিতেছ 'আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম'; এ বহুত্ব যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার ব্যাপার কি, অগ্রে তাহাই আমাকে বল।

যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হুঙ্কৃতান্ ।

ধৰ্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

৭। অর্থঃ। (ভারত) হে অৰ্জুন ! (যদা যদা) যখনই (ধৰ্মস্য) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণস্থ ধৰ্মস্থ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্মের (গ্লানিঃ) অবনতি [তথা] এবং (অধৰ্মস্য অধর্মের) অভ্যুত্থানং (আধিক্য) ভবতি উপস্থিত হয়, (তদা) তখনই (অহং) আমি (আত্মানং) আপনাকে) সৃজামি) সৃজিত করি।

৮। অর্থঃ। (সাধুনাং) সংপথাবলম্বিদিগের (পরিভ্রাণায়) পরিভ্রাণের জন্য (চ) এবং (হুঙ্কৃতান্) হুঙ্কৃতলোকের (বিনাশায়) নিঃসংসার হুঙ্কৃত [তথা] এবং (ধৰ্মসংস্থাপনার্থায়) পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত (যুগে যুগে) প্রতিযুগে (সম্ভবামি) অবতীর্ণ হই।

৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পরম্পদ অৰ্জুন ! আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে, আমি সৰ্ব্বজ্ঞ বলিয়া, সে সমস্তই অবগত আছি ; কিন্তু তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ (বোগমায়াচ্ছন্ন হইয়া ভুলিয়া গিয়াছ) ।

৬। আমি স্রষ্টাভীত, অপরিণামী এবং আত্মরূপে সৰ্ব্বভূতেই বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়া বা ইচ্ছাশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ আপনাই আনন্দস্বরূপা প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই দেহবিশিষ্টের দ্বারা প্রভীত হই।

ভগবানের নিজ প্রকৃতি কি ? আনন্দই ভগবানের প্রকৃতি। ত্রিবিধ দুঃখই স্বাভাবিক স্পর্শ করিতে পারে না, সেই সন্তাপমুক্তা শাস্তিময়ী প্রকৃতি আনন্দ-স্বরূপা। যদিও ভগবান্ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিপুল সমৃদ্ধিতে আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে নীলা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দস্বরূপা গুণাভীতা পরমা প্রকৃতি স্বধূঃখাদির দ্বন্দ্ব আদৌ মালিন্যগ্রস্ত হন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥৯৥

৯। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (যঃ) যিনি (মে) আমার (এবং) উল্লিখিত (দিব্যং) অলৌকিক (জন্ম) জন্ম (কৰ্ম চ) এবং কৰ্ম (তত্ত্বতঃ) সম্যকরূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (দেহং) দেহ (তাত্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (পুনঃ জন্ম) পুনর্জন্ম (ন এতি) প্রাপ্ত হন না, (মাং এতি) সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

৭। হে অর্জুন ! যখনই জগতে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অবনতি ও অধর্মের উন্নতি উপস্থিত হয়, তখনই আমি আপনাকে সজ্জিত করি, অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণকরতঃ জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করি ।

৮। সংলোকের পরিভ্রাণ, দুষ্টলোকের শাসন ও ধর্ম-সংস্কারের জন্মই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

৯। হে অর্জুন ! আমার অলৌকিক জন্ম ও কর্মের বিষয় যিনি তত্ত্বের সহিত পরিজ্ঞাত, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; তিনি দেহত্যাগান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

ভগবানের এ কথার তাৎপর্য্য কি ? ভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণকরতঃ দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এই সংবাদই কি ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব ? ইহা জানিলেই কি আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না ? এই জ্ঞানদ্বারাই কি ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া বাইবে ? তাহা হইলে হিন্দুধর্মাবলম্বী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তো মুক্তিলাভ করিবে । এ সংবাদ কে না জানে ? ভগবানের ‘তত্ত্বতঃ’ শব্দ প্রয়োগের মর্ম উহা নহে, এ তত্ত্ব অতি গভীর তত্ত্ব । ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জানিতে হইলেই অগ্রে তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ কি, তাঁহার স্থিতি কিরূপ, তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধ কি প্রকার, এসকল

বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে হইবে। যখন বেদান্তনির্দিষ্ট বিচারদ্বারা পরোক্ষ-ভাবে বুঝিতে পারা গেল যে, সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ, তিনি আমাতে তোমাতে এবং জগতের সর্বত্রই এক অবিভীয়া আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, আমার সহিত এবং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই প্রকার, এবং পরে অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা অপারোক্ষভাবে সেই ভাগবতী স্থিতি স্পষ্টতঃ আমার হৃদয়ে অনুভূত হইল, তখন ভগবানের স্থিতির তত্ত্ব কথঞ্চিৎ আমাতে প্রকাশ পাইল। তাহার পর তাঁহার জন্মের তত্ত্ব ও কর্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ভগবান্ আত্মরূপে সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত জগতের অসংখ্য লোকে একই সময়ে অসংখ্য লীলামুষ্টি ধারণকরতঃ লোকহিতকর অসংখ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন; তাহাতে তাঁহার স্বরূপাবস্থিতির অর্থাৎ যে সচ্চিদানন্দমুষ্টিতে তিনি সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান, সেই পরমাত্মস্বরূপের কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই; তিনি একই মুহূর্ত্তেই সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই প্রকাশিত, তাঁহার স্বকৃত কোন কর্মকলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি যে মুহূর্ত্তে কর্তা, সেই মুহূর্ত্তেই অকর্তা; যে মুহূর্ত্তে ভোক্তা, সেই মুহূর্ত্তেই অভোক্তা। এই সকল ভগবত্ত্বের মহিমা উত্তমরূপে যে সাধকের হৃদগত হইবে, তিনিই ভগবানের জন্মের ও কর্মের তত্ত্ব স্থির বুঝিতে পারিয়া পরিজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সৎগুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ যিনি ঐ সকল তত্ত্ব স্বন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনদৃষ্টির বলে ভগবান্কে অন্তরে ও বাহিরে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, সেই যোগীই ঐ সকল তত্ত্বকে বুঝিতে পারিবার অধিকারী। “যে ভগবান্ নিরাকার অব্যক্তস্বরূপ, তিনি আবার কি প্রকারে মানবশরীর ধারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র নগণ্য বালুকণাবৎ এই পৃথিবীতে লীলা করিতে আসিবেন?” ইত্যাদি সংশয় ও অবিশ্বাস সেই সকল লোকের হৃদয়ে উদ্ভিত হয়, যাহারা ভগবানের মহিমা সম্যক্ৰূপে অবগত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অসম্ভবত্ব ও অবিশ্বাসকে অনয়ন করিয়া তাঁহারা ভগবানের মহিমাকে স্বর্ক করেন মাত্র। তাঁহারা রাজসী দৃষ্টিতে মাতৃঘা শক্তির তুলনায় সেই ঐশী শক্তির সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া মহা ভ্রমে পতিত হন, সন্দেহ নাই। যাহাকে

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মানুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্ডাবমাগতাঃ ॥১০॥

১০। অর্থঃ। (বীতরাগভয়ক্রোধাঃ) আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত (মন্ময়াঃ) আমাতেই, একাগ্রচিত্ত (মাং উপাশ্রিতাঃ) মদাশ্রিত (বহবঃ) অনেকেই (জ্ঞানতপসা) জ্ঞানময় তপস্শার দ্বারা (পূতাঃ) নিঃশ্ললহৃদয় হইয়া (মন্ডাবমাগতাঃ) মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

সর্বশক্তিমান্ স্বীকার করিতেছি, তাঁহার কর্ণের সন্মুখে “ইহা সম্ভব এবং ইহা অসম্ভব”, এইরূপ সীমানির্দেশ আবার কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবান্ কি তাঁহার অনন্তব্যাপী অসীম স্থিতিকে গুটাইয়া লইয়া দেবকীর গর্ভে ভ্রূণরূপে প্রবেশ করিলেন? তাহা নহে; সে ‘একম্ অদ্বিতীয়ম্’ ব্রহ্মস্বরূপ সমভাবেই চিরকাল বিদ্যমান। সে অপরিণামী পরমেশ্বের ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। চিরকাল সমভাবেই বিরাজিত। সে স্বরূপ যেমন ছিল তেমনই রহিল, অথচ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ এই অনন্ত বিশ্বের সেই অভুতবর্ণা মহানাট্যকার সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদিরূপে দৃশ্যমান এই অগণ্য রচনায়ে একই মুহূর্ত্তে যেমন অসংখ্য মূর্ত্তিতে অভিনয় করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেও তেমনই অভিনয় করিতেছেন, ইহাতে আখার বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? ইহাই তো তাঁহার ঐশী মহিমা। আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল ও এই নগণ্য পৃথিবীর একটি বালুকণা তাঁহার দৃষ্টিতে একই প্রকার। যে বিদ্যাভিমानी আমি একটি ক্ষুদ্র মসীবিন্দুরও সর্বত্র একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দৃষ্টিরক্ষণে অক্ষম, সেই মুঢ় আমি—যিনি এই চরাচর বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দর্শন করিতেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টি হইতে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্র পাক্ষেপ পর্য্যন্ত অগোচর থাকিতে পায় না—তাঁহারই শক্তির ও কর্ণের সম্ভাবনা, অসম্ভাবনা বিচার করিতে যাই; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে?

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তুথৈব ভজাগ্যহম্ ।

মম বত্সানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥১১॥

১১। অর্থঃ। (যে) যাহারা (যথা) যে ভাবে, সকামেই হউক বা নিকামেই হউক, (মাং) সৰ্ব্বভাবের অতীত হইয়াও সৰ্ব্বভাবের একমাত্র আধারভূত আমাকে (প্রপদ্যন্তে) উপাসনা করে, (তান্) তাহাদিগকে (তথা এব) সেইরূপেই অর্থাৎ অভিমত কল প্রদান করিয়া (অহং) আমি (ভজামি) অহুগৃহীত করি। (পার্থ) হে পার্থ! (মনুষ্যাঃ) মনুষ্যাগণ (সৰ্ব্বশঃ) সৰ্ব্বপ্রকারেই (মম) আমার (বত্সানু) পথ (অনুবর্তন্তে) অনুসরণ করে।

১০। জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা নির্মলহৃদয়, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত বহু সাধক অপরোক্ষ অধ্যাত্ম সাধনদ্বারা আমাতে স্থিত ও ক্রমে ক্রমে আমি মগ্ন হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১। যাহারা যে ভাবে আমাকে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করে, আমি তাহাদের নিকটে সেই ভাবেই উদ্ভিত হই। হে পার্থ! লোকসকল সৰ্ব্বপ্রকারে আমার পন্থারই অনুসরণ করে।

যাহারা যেভাবে ভগবানের উপাসনা করে, ভগবান্ তাহাদের নিকটে তজ্জপ, অর্থাৎ তিনি সাকারভাবীর নিকটে সাকার, নিরাকার-ভাবীর নিকটে নিরাকার আত্মভাবীর নিকটে আত্মা, বিশ্বভাবীর নিকটে বিশ্ব, দেবভাবীর নিকটে দেবতা ও প্রতীমাভাবীর নিকটে প্রতীমা। তিনি সৰ্ব্বভাবের অতীত হইয়াও সৰ্ব্বভাবেরই একমাত্র আধার। অতএব যাহারা তাহাকে যে ভাবে গ্রহণ করে, তিনি তাহাদের নিকটে তাহাই এবং সেইরূপ কসই তাহারা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের উক্তবাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে সকাম বা নিকাম, স্থূল বা সূক্ষ্ম, আত্মা বা দেবতা, যে ভাবেই হউক ভগবান্কে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করিলে সকলেরই সেই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ এক ফলই লাভ হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। সেইজন্তই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “যে যথা

কাজ্জলন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥১২॥

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

১২। অর্থঃ। (কৰ্ম্মণাং) কৰ্ম্মে (সিদ্ধিং) সিদ্ধি (কাজ্জলন্তঃ) আকাজল করিয়া (ইহ) নরলোকে [মনুষ্যগণ] (দেবতাঃ) ইন্দ্রাদিদেবতাঃ ন তু সাক্ষাৎ মাম্—সাক্ষাৎ আমাকে ভজনা না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে (যজন্তে) আরাধনা করে। (হি) যেহেতু (মানুষে লোকে) পৃথিবীতে (কৰ্ম্মজা) কৰ্ম্মজনিত (সিদ্ধিঃ) ফল (ক্ষিপ্ৰং) শীঘ্র (ভবতি) হয়।

১৩। অর্থঃ। (ময়া) আমার দ্বারা (গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ) গুণানাং সত্ত্বরজ-সত্তমসাং কৰ্ম্মণাং শমদমশৌৰ্য্যতেজোবাণিজ্যশুক্রবাদীনাং বিভাগৈঃ—সত্ত্বরজসত্তমো-গুণের নানাধিক্যবশতঃ ও শমদমাদি কৰ্ম্মের পার্থক্যবশতঃ (চাতুৰ্বৰ্ণ্যং) ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় (সৃষ্টং) সৃষ্ট হইয়াছে। (তস্য) এই বর্ণাদি সৃষ্টিব্যাপারের (কৰ্ত্তারং) অপি) কৰ্ত্তা হইলেও (অকৰ্ত্তারং) আসক্তিরাহিত্যে কৰ্ত্তৃত্ববিহীন—আসক্তি না থাকাতে কৰ্ত্তৃত্বরহিত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় (অব্যয়ং) আসক্তিরাহিত্যে বৈষম্য-শূন্য—এবং বৈষম্যশূন্য বলিয়া (মাং) আমাকে (বিদ্বি) জানিবে।

ভাঃসুখা” অর্থাৎ যে যেক্রপ, সে তদ্রূপ পায়। মূল পদার্থ এক হইলেও যেমন বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার ভাবে পরিণত হয় ও বিভিন্নপ্রকার ফলোৎপাদন করে, ইহাও তদ্রূপ। ভোগপিপাস্ব সকাম সাধকের হৃদয়ের ভাবানুযায়ী ভগবান্ ইন্দ্রাদি দেবতারূপে অর্চিত হইয়া কৰ্ম্মানুরূপ ভোগফল প্রদান করেন, আবার নিকাম আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের হৃদয়ে নির্মলা প্রজ্ঞারূপে প্রজ্জলিত হইয়া জীবভাবের সহিত আত্মভাবের মিলনরূপ যোগসিদ্ধি দান করেন।

১২। এই জগতে দেবতাগণের পূজা অর্থাৎ সকাম বারব্রতাদি কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান তাহারাই করে, বাহারা কৰ্ম্মের সিদ্ধিরূপ ভোগফল পাইবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ; যেহেতু পৃথিবীতে ঐ সকল সকাম কৰ্ম্মের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

১৩। পৃথিবীতে কেহ সকামভাবে ও কেহ নিষ্কামভাবে আমার আরাধনা করে, তাহার কারণ গুণ ও কৰ্ম্মের বৈষম্য । এই গুণ ও তদনুরূপ কৰ্ম্মের বিভাগানুসারে চারি প্রকার বর্ণনিৰ্দ্ধাচনপ্রথা আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু সৃষ্টি করিয়াও আমি কিছুই করি নাই এবং আমি কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম ও ক্রিয়ার অতীত, এই তত্ত্ব অবগত হও ।

চারি প্রকার বর্ণবিভাগ বৈষ্ণব গুণকৰ্ম্মানুসারে নিৰ্দ্ধাচিত হওয়া উচিত তাহা অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবদ্বক্তৃত্তে প্রকাশ পাইবে ; যথা—শম, দম, তপশ্চা, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আন্তিকা, এই সকল গুণ যাহার স্বভাবগত—তিনিই ব্রাহ্মণ । শৌৰ্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে ভয়শূন্যতা, দান ও ভগবন্তাব যাহাতে আছে—তিনিই ক্ষত্রিয় । কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য যাহার কৰ্ম্ম—তিনিই বৈশ্য এবং দাসত্ব যাহার উপজীবিকা—তিনিই শূদ্র । এই গুণকৰ্ম্মানুসারী বর্ণবিভাগপ্রথা, ভগবান বলিতেছেন, “আমিই করিয়াছি” । তিনি কিরূপে করিলেন ? তিনি জ্ঞানমূৰ্ত্তিতে যে সকল আধারে বিদ্যমান, সেই সকল জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন সমাজস্থাপনিতৃণ সময়োপযোগী শৃঙ্খলারক্ষার্থ এই বর্ণবিভাগপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, নতুবা ভগবান স্বয়ং কাহাকেও উচ্চ ও কাহাকেও নীচরূপে সৃষ্টি করেন নাই । সেইজন্যই ভগবান বলিলেন, “আমাকে অকৰ্ত্তারূপে কৰ্ত্তা বলিয়া জ্ঞান” । সেই পরমপুরুষের তিন মূৰ্ত্তি—জ্ঞানমূৰ্ত্তি, বিজ্ঞানমূৰ্ত্তি ও চিন্মূৰ্ত্তি । জ্ঞান-মূৰ্ত্তিতে এই চরাচর বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন ও সমস্ত লোকেই উপযুক্ত আধারসমূহে স্মরিত হইয়া লোকহিতকর নানাপ্রকার কৰ্ম্মের উদ্ভাবন করেন । ব্যাস, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ তাঁহার এক এক উজ্জলতর মূৰ্ত্তি বা বিভূতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-মূৰ্ত্তিই তাঁহার অতুলনীয় উজ্জলতম মহাবিভূতি বা মহা অবতার । শ্রীষ্ট, মহেশ্বর,

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন্ স বধ্যতে ॥১৪॥

১৪। অর্থঃ। (কৰ্ম্মাণি) বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কৰ্ম্ম (মাং) আমাকে (ন লিম্পন্তি) স্পর্শ করিতে পারে না, (কৰ্ম্মফলে) কৰ্ম্মের ফলে (মে) আমার (স্পৃহা) তৃষ্ণা (ন) নাই, (ইতি) এইরূপ (যঃ) যিনি (মাম্) আমাকে (অভিজানাতি) জানেন, (সঃ) তিনি (কৰ্ম্মভিন্ স বধ্যতে) “মম নির্লেপ-কারণং নিরহঙ্কারত্বনিষ্পৃহত্বাদিকং” জানতঃ তত্শ্যাপি অহঙ্কারশৈথিল্যাৎ সৌহৃদি-কৰ্ম্মজনিতৈঃ বন্ধনৈঃ ন বধ্যতে—“আমি নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার ও নিষ্পৃহ” ইহা জানিয়া নিজ অহঙ্কারাদির লোপ হওয়া হেতু কৰ্ম্মদ্বারা বাধ্য হন না।

চৈতন্তদেব, শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ, ইহারও তাঁহারই বিভূতি এবং আমাদের সকলেরই প্রণম্য মহাপুরুষ। ভগবান্ জ্ঞানমূর্তিতে ঐক্য এক এক উপযুক্ত আধারে স্মৃতিত হইয়া মহৎ মহৎ কৰ্ম্মসকল সম্পন্ন করেন। যেমন এই সৃষ্টি-ব্যাপার তাঁহার মায়িক লীলা ব্যতীত কিছুই নহে, তেমনই ঐক্য এক এক আধারে তাঁহার জ্ঞানময় বিকাশও তাঁহার লীলামাত্র। এখন তাঁহার বিজ্ঞান-মূর্তি কিরূপ? তিনি যে মূর্তিতে সঙ্কণ্ণাশ্রিত ভক্তিমান্ সাধকের হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আপনার নির্খল সত্তাকে প্রকাশিতকরতঃ জীবভাবে আত্মভাবে মিলিত করেন, মহাযোগিগ্রাহ সেই শাস্তিময় মধুর ভাবই তাঁহার বিজ্ঞানমূর্তি; আর সত্তত চিৎস্বরূপে অর্থাৎ অহংতত্ত্বেরও অন্তরালে সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই একমাত্র অপরিণামী সাক্ষিস্বরূপে যে আত্মা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান, তাহাই তাঁহার চিন্মূর্তি। তাঁহার জ্ঞানমূর্তি রাজসমায়াত্রিতা, বিজ্ঞানমূর্তি সাত্বিকমায়াত্রিতা এবং চিন্মূর্তি মায়াত্রীত ‘একম্ অদ্বিতীয়ম্’।

১৪। কৰ্ম্মসকল আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কৰ্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। আমাকে এইরূপ যিনি জানেন, তিনি কৰ্ম্মজালে বদ্ধ হন না।

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্ষুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাদ্ভং পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্ব মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬॥

১৫। অর্থঃ। (এবং) এইরূপ (জ্ঞাত্ব) জানিয়া (পূৰ্বেঃ) পূৰ্ব্ববর্তী (মুমুক্ষুভিঃ অপি) মুক্তিলাভেচ্ছু জ্ঞানকৰ্মযোগী সাধকগণও (কৰ্ম কৃতং) কর্তব্য-কৰ্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। (তস্মাদ্ভং) অতএব (ত্বং) তুমি (পূৰ্বেঃ) জনকাদি সাধকগণের (পূৰ্ব্বতরং) পূৰ্ব পূৰ্ব যুগে (কৃতং) কৃত (কৰ্ম এব) কৰ্মই (কুরু) অহুসরণ কর।

“ভগবান্কে কৰ্মসকল স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি ফলস্পৃহামুক্ত” ইহা জানিলে আমাকে কৰ্মবদ্ধ হইতে হইবে না কেন? “তিনি মুক্ত” ইহা জানিলেই আমি মুক্ত হইব কেন? ইহার কারণ এই যে, যিনি ভগবান্কে বুঝিতে পারিবেন, তিনি আপনাকেও বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ই আত্মরূপে আমাতে বিদ্যমান, আমার এই জীবাভিমান অবিজ্ঞানিত ভ্রান্তি মাত্র; আমি সেই নির্মল আত্মা ও সৰ্বপ্রকার কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত, এই পরম আত্মজ্ঞান স্বাধাতে স্ফুরিত হইবে, তিনিই কৰ্মবদ্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। নতুবা “ভগবান্ অকর্তা বটে; কিন্তু আমি এই শরীর ও দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও গমনাদি ইন্দ্রিয়কৃত কৰ্মসকল আমিই করিতেছি” ইত্যাকার ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞানদ্বারা কখনই কৰ্মবদ্ধন ছিন্ন হইতে পারে না।

১৬। পূৰ্ব্ববর্তী মুক্তিলাভেচ্ছু জ্ঞানকৰ্মযোগী সাধকগণও ঐরূপ নির্মল জ্ঞানের উপর সমস্ত কর্তব্যই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমি সেই জ্ঞান-কৰ্মযোগী সাধকগণের নংপন্থার অহুসরণকরতঃ কর্তব্যকৰ্ম সম্পাদন কর।

কৰ্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ ॥১৭॥

১৬। অর্থঃ। (কিং কৰ্ম) কৰ্মপদবাচ্য কি, (কিং অকৰ্ম) অকৰ্মপদ-
বাচ্য কি, (ইতি অত্র) এই বিষয়ে (কবয়ঃ অপি) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও
(মোহিতাঃ) ছরবগম্যস্তাং নির্ণয়িতুং মোহং গতাঃ—দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্ধারণে
অশক্ত হন। (তৎ) অতএব (তে) তোমাকে (কৰ্ম) কৰ্মসম্বন্ধে (প্রবক্ষ্যামি)
উপদেশ দিতেছি, (যং) যাহা (জ্ঞাত্বা) জানিলে (অন্তত্ভাং) অন্তত সংসার-
পাশ হইতে (মোক্ষাসে) মুক্ত হইবে।

১৭। অর্থঃ। (হি) যেহেতু (কৰ্মণঃ অপি) শাস্ত্রবিহিতস্ত বিবেকানু-
মোদিতস্ত চ অতুষ্ঠানস্ত—শাস্ত্রবিহিত ও বিবেকানুমোদিত কৰ্মের সম্বন্ধেও
(বোদ্ধব্যং) বুঝিবার বিষয় [অস্তি] আছে, (বিকৰ্মণঃ চ) শাস্ত্রনিষিদ্ধস্ত
অতুষ্ঠানস্ত—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কৰ্মের ভিতরেও (বোদ্ধব্যং) বুঝিবার বিষয় কিছু
[অস্তি] আছে, (অকৰ্মণঃ চ) লোকপ্রসিদ্ধস্ত তুষ্ণীভাবস্ত ফলোৎপত্তিশূন্যস্ত
কৰ্মণঃ বা—কৰ্ম না করিয়া থাকার সম্বন্ধেও কিংবা ফলোৎপত্তিশূন্য কৰ্মসম্বন্ধেও
(বোদ্ধব্যং) বুঝিবার আবশ্যকতা [অস্তি] আছে। [কারণ] (কৰ্মণঃ)
কৰ্মের (গতিঃ) তত্ত্ব (গহনা) দুর্জ্ঞেয়।

১৬। কৰ্ম কি এবং অকৰ্মই বা কি তাহা নিরূপণ করিতে বুদ্ধিমান্
লোকেরও ভ্রম উপস্থিত হয়। সেইজন্য কৰ্তব্যকৰ্মসম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ
দিতেছি, যদ্ব্যযায়ী কৰ্মাচরণ করিলে অন্তত সংসারপাশ ছিন্ন হইবে।

১৭। কৰ্ম কি, বিকৰ্ম কি এবং অকৰ্মই বা কাহাকে বলে, ইহাদের তত্ত্ব
উত্তমরূপে অবগত হওয়া উচিত, কারণ কৰ্মের গতি বুঝিতে পারা বড় কঠিন
ব্যাপার।

অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানবহৃদয়ে বিবেকরূপী একটি ঐশী শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ শক্তি প্রতি কৰ্ম্মেই জানাইয়া দেয় 'ইহা কর্তব্য' ও 'ইহা অকর্তব্য' অর্থাৎ 'ইহা ত্রায়' ও 'ইহা অত্রায়'। সেই শক্তিনিদ্দিষ্ট অর্থাৎ ত্রায়ানুমোদিত ও শাস্ত্রসম্মত কৰ্ম্মই 'কৰ্ম্ম' অর্থাৎ কর্তব্য। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যদি মতানৈক্য থাকে, তাহা হইলে স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ঐ শক্তিই বলিয়া দেয় কোনটি গ্রাহ্য ও কোনটি অগ্রাহ্য। ঐ শক্তি এবং শাস্ত্রের বিধানি যে কৰ্ম্মের অনুমোদন করে না, তাহাই বিকৰ্ম্ম অর্থাৎ অকর্তব্য। "সাধারণ লোকে ইহা করিতেছে অতএব ইহাই কর্তব্য, এবং সাধারণ লোকে ইহা করে না অতএব ইহা অকর্তব্য" এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টান্তানুযায়ী ধারণার বশবর্তী হইয়া কৰ্ম্ম করা গড়্‌ডলিকাপ্রবাহবৎ তামসিক অন্ধকরণ ব্যতীত কিছুই নহে। "সকলেই করিতেছে, অতএব আমিও না করিব কেন?" এইরূপ কৰ্ম্মানুবৃত্তি এবং "সকলে করিতেছে না, আমিই বা করিব কেন?" এইরূপ কৰ্ম্মনিবৃত্তি অজ্ঞানোচ্ছন্ন অন্ধ লোকেরই শোভা পায়; ইহা বিবেকবান্ পুরুষের কর্তব্য নহে। তাহাকে সকল বিষয়েই শাস্ত্র ও বিবেকের সাহায্য লইয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করিতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্র-বাক্যের মথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য কি, তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। বিবেক-সাহায্যে সেই বাক্যের মর্থ উদ্ঘাটন করিতে হইবে ও স্থান, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ তাহা গ্রাহ্য কি ত্যাগ্য তাহা স্থির করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

“কেবলং শাস্ত্রমাত্রিত্য ন কর্তব্যাবিনির্গমঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥”

কেবল শাস্ত্রবাক্য হইলেই হইবে না, যুক্তিপূর্ণ বিচারদ্বারা সেই বাক্য গ্রাহ্য কি ত্যাগ্য, তাহা স্থির করিতে হইবে। ঐরূপ না করিয়া অযৌক্তিক বাক্যকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। যাহা বিচারসম্মত নহে, তাহা গ্রহণ করা মূঢ়ের

কার্য্য। অতএব বিবেকান্বমোদিত ও শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্যই ‘কর্ম্ম’ ও যাহা বিবেক ও শাস্ত্রসম্মত নহে তাহাই ‘বিকর্ম্ম’।

এইবার দেখিতে হইতেছে অকর্ম্ম কি? যাহা কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম নহে, অর্থাৎ যাহার ফলোৎপত্তি হয় না, তাহাই ‘অকর্ম্ম’। কর্ত্তব্যভিমানরহিত নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মযোগীগণের দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় কর্ম্মই অকর্ম্ম। বীজের যদি আদৌ অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি না থাকে, তাহা হইলে বীজ হইলেও যেমন তাহা অবীজ, সেইরূপ যে সকল কর্ম্মের শুভাশুভ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্যরূপ গোণফল কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেই সকল কর্ম্মই ‘অকর্ম্ম’। কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না কেন? না, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা; ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা। নির্ম্মলা ব্রাহ্মী স্থিতি যাহার হৃদয়স্থ, যিনি দেহাভিমানমুক্ত, ভোগাসক্তি যাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি যে কর্ম্মই করুন—সমস্তই ‘অকর্ম্ম’। ধাত্তের বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, কিন্তু বলিতে পার—কিটি কাহার গুণ? বীজধাত্তের মধ্যে ততুল আছে এবং সেই ততুল তুষ নামক একটি আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন। এখন বল দেখি, ঐ অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি তুষের গুণ কি ততুলের গুণ? তুষবর্জিত ততুল ও ততুলবর্জিত তুষ, উভয়ই নিষ্ফল। যদি ততুলকে একবার তুষমুক্তকরতঃ পুনরায় তুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বপন কর, তাহা হইলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। কারণ যে আঠার দ্বারা ততুল ও তুষ যুক্ত ছিল, তাহা নষ্ট হওয়াতে তুষ ও ততুলের যোগ ছিন্ন হইয়াছে। এখন ঐ অঙ্কুরোৎপত্তির জ্ঞান যেমন তুষ, ততুল ও ঐ উভয়ের যোগরক্ষক আঠার প্রয়োজন, তদ্রূপ কর্ম্মের শুভাশুভ গোণ ফলোৎপত্তির পক্ষে অহংজ্ঞানরূপী ততুল, শরীরভিমানরূপী তুষ ও ভোগাসক্তিরূপ আঠা, এই তিনের যোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এখন দেখ, যে অধ্যাত্মসাধক সাধনদ্বারা আপনাকে এই শরীরভিমানরূপ আবরণ হইতে পৃথক করিয়া আবরণের মধ্যে রহিয়াছেন মাত্র এবং যাহা হইতে ভোগাসক্তিরূপ আঠা গুচ্ছ হইয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কৃত কোন কর্ম্মের অঙ্কুর কি নির্গত হইতে পারে? তাহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই ‘অকর্ম্ম’।

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্চোদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্নমুযোষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ॥১৮॥

যস্য সৰ্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবৰ্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকৰ্ম্মাণং তমাহ্ণঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (কৰ্ম্মণি) লোকপ্রসিদ্ধেবু দেহেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারেবু—লোকপ্রসিদ্ধ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চেষ্টামাত্রে (অকৰ্ম্ম) আত্মনি কৰ্ম্মাভাবং—আত্মার নির্লিপ্ত ভাব (চ) এবং (অকৰ্ম্মণি) লোকপ্রসিদ্ধে তুষ্টান্তাবে—লোকে যাহাকে চুপ করিয়া থাকে বলে তাহাতে (যঃ) যিনি (কৰ্ম্ম) অন্তরেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারং—মনের সঙ্কল্পাদি ব্যাপার (পশ্চৎ) দেখিয়া থাকেন, (সঃ) তিনি (মহুযোষু) মহুষ্যের মধ্যে (বুদ্ধিমান্) বিবেকী, (সঃ) তিনি (কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ) সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও (যুক্তঃ) মহাযোগী ।

১৯। অর্থঃ। (যস্য) যাহার (সৰ্ব্বে) সকল (সমারম্ভাঃ) কৰ্ম্মারম্ভই (কামসংকল্পবৰ্জিতাঃ) কামনা ও তৎকারণভূত সংকল্পবৰ্জিত, (জ্ঞানাগ্নিদন্ধ-কৰ্ম্মাণং) জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাহার শুভাশুভ কৰ্ম্ম দন্ধ হইয়াছে, (তং) এমন ব্যক্তিকে (বুধাঃ) ব্রহ্মবিদ জ্ঞানিগণ (পণ্ডিতং আহঃ) পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ।

১৮। যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখেন, মহুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি মহাযোগী ।

কৰ্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করিলে সমস্ত কৰ্ম্মই অকৰ্ম্ম । যে জ্ঞানকৰ্ম্মযোগী সাধক, জগতের সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে একটি অপূৰ্ণ অচঞ্চলস্থিত্রে গ্রথিত বহিয়াছে, তাহাতেই আপনার স্থিতিরক্ষাকরতঃ সমস্ত কৰ্ম্মই ইন্দ্রিয়কৃত দেখেন, এবং “আমি কৰ্ম্ম করিব না” এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সঙ্কল্পসহ ইন্দ্রিয়গণের কৰ্ম্মকে রুদ্ধ করিবার মিথ্যা অভিনয়কে সঙ্কল্পজনিত কৰ্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনিই কৰ্ম্মে

ত্যাক্ত্বা কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥২০॥

২০। অবয়বঃ। (সঃ) তিনি (কৰ্মফলাসঙ্গং) কৰ্ম ও তৎফলে আসক্তি (ত্যাক্ত্বা) ত্যাগকরতঃ (নিত্যতৃপ্তঃ) বিষয়াকাজ্জারহিত আত্মতৃপ্ত, (নিরাশ্রয়ঃ) শরীরভিমানমুক্ত, (কৰ্মণি) কৰ্মে (অভিপ্রবৃত্তঃ অপি) প্রবৃত্ত হইলেও [জ্ঞানান্নিদগ্ধকৰ্মত্বাৎ] জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা কৰ্ম দগ্ধ হওয়ায় (ন এব কিঞ্চিং কৰোতি) কিছুই করেন না।

অবশ্ম ও অকৰ্মে অর্থাৎ কৰ্ম না করিবার বুঝা সঙ্কল্পে কৰ্ম দর্শন করেন। “কৰ্ম করিব না” এইরূপ সঙ্কল্পই যে কৰ্ম।

১১। বাহ্যার সমস্ত কৰ্মারম্ভই কামনাময়-সঙ্কল্পবর্জিত এবং জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা বাহ্যার কৰ্মসকল (ভূষ্ট বীজবৎ) দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানজনসম্মত পণ্ডিত।

পরোক্ষজ্ঞানার্জনকরতঃ সেই জ্ঞানকে যদি কৰ্মের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারা যায়, যদি কৰ্মরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্বময়ী প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পরিপাক স্তম্ভরূপে হইতেই পারে না; শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও জ্ঞান বটে; কিন্তু কয়জন শাস্ত্রপণ্ডিতকে সেই জ্ঞানানুযায়ী কৰ্ম করিতে দেখা যায়? তাঁহারা বাক্যে যে প্রকার জ্ঞানের আলোচনা করেন, কৰ্ম করিবার সময় সেই জ্ঞানানুযায়ী আচরণ কয়জন করিতে পারেন? অথবা কৰ্ম করিবার সময়, সাধারণ অজ্ঞান লোকের গ্রাম, কাম-কোথাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া অত্যাশঙ্কচিত্তে গ্রাম, সত্য ও সারল্যের মর্যাদা অতিক্রম-করতঃ আপনার ভোগানুবৃত্তির পথকে পরিত্যক্ত করেন। তাহা হইলে একরূপ জ্ঞানলাভের ফল কি? যে বৈরাগ্য

নিরাশীৰ্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্মাপ্নোতি কিম্বিষম্ ॥২১॥

বদৃচ্ছালাভসম্ভবৌ দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

২১। অর্থঃ। (নিরাশীঃ) নিষ্কাম, (যতচিত্তাত্মা) সংযতচিত্তদেহ, (ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ) ভোগোপকরণবস্ত্রসমূহ পরিত্যাগপূৰ্বক (কেবলং) কেবলমাত্র (শারীরং) শরীরদ্বারা কৃত কিংবা জীবনযাত্রানিৰ্বাহজন্য কৃত (কৰ্ম) কৰ্ম (কুৰ্ব্বন) করিয়াও [জ্ঞানী] (কিম্বিষম্) পাপ এবং পুণ্যরূপ বন্ধন (ন আপ্নোতি) প্রাপ্ত হন না।

২২। অর্থঃ। (বদৃচ্ছালাভসম্ভবৌ) যথাপ্রাপ্তেই সম্ভব, (দ্বন্দ্বাতীতঃ) সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে অবিচলিতলক্ষ্য, (বিমৎসরঃ) মদমাৎসৰ্যাদিমুক্ত, (সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ) সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই সমবুদ্ধিসম্পন্ন অৰ্থাৎ অচঞ্চল [জ্ঞানী] (কৃত্বাপি) কৰ্ম করিয়াও (ন নিবধ্যতে) আবদ্ধ হন না।

ও ভগবন্তুক্তি জ্ঞানার্জ্জনের অমৃতময় ফল, সে ফললাভে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঞ্চিত ; সুতরাং নিবৃত্তি পথের সাধনাদি করিতে তাঁহাদের ইচ্ছাই হয় না। মোহজালে জড়িত হইয়া অস্ত্রান্ত সাধারণ অজ্ঞান লোকে যেরূপ আসক্তির সহিত ধনাৰ্জ্জন ও পরিবার পোষণের জন্য স্বার্থান্ধভাবে কৰ্ম করে তাঁহারাও তাহাই করেন। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া, সেই অধ্যয়নকে মাত্র অর্থোপার্জ্জনের উপায়ে পরিণত করিলেই পণ্ডিত হয় না। বাহ্য জ্ঞান অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংশয়রহিত ও কৰ্মের সহিত যুক্ত হইয়া সফলীকৃত, তিনিই স্বার্থ পণ্ডিত।

২০। যিনি শরীরাত্মমানমুক্ত হইয়া এবং ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মতৃপ্ত বা আত্মারাম হইয়াছেন, তিনি কৰ্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না। সাধনদ্বারা যিনি স্থির বুঝিয়াছেন যে, আপনার নির্মল, নিষ্ক্রিয় সত্তা কিরূপ, তিনি

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥২৪॥

২৩। অর্থঃ। (গতসদশ) ভোগাসক্তিবজ্জিত (মুক্তশ) আসক্তি, বিরক্তি ও মোহরহিত (জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ) জ্ঞানপ্রসাদপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের (যজ্ঞায় আচরতঃ) ব্রহ্মবজ্জ বা জ্ঞানবজ্জের নিগমিত আচরিত (সমগ্রং কৰ্ম) অগ্রেণ ফলেন সহ সমগ্রং, ঈদৃশং কৰ্ম—ফলের সহিত সমস্ত কৰ্মই (প্রবিলীয়তে) জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয় ।

২৪। অর্থঃ। (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (অর্পণং) জুহুঃ—অর্পণপাত্র, (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (হবিঃ) ঘৃত, (ব্রহ্মাগ্নৌ) অগ্নিরপি ব্রহ্ম এব তন্মিন্—ব্রহ্মাগ্নিতে (ব্রহ্মণা) ব্রহ্মরূপ হোতার দ্বারা (হতং) হোমক্রিয়া অহুষ্ঠিত হয়, (তেন) এইরূপ (ব্রহ্ম-কৰ্মসমাধিনা) ব্রহ্মকৰ্মণি সমাধিঃ চিঠৈকাগ্র্যং যশ্চ তেন—ব্রহ্মরূপ বস্ত্রে একাগ্র-চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি (ব্রহ্ম এব) ব্রহ্মই (গন্তব্যম্) প্রাপ্ত হন ।

সমস্ত কৰ্মই মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়কৃত দেখেন । “আমি করিতেছি” ইত্যাকার ভ্রান্তি তাঁহাতে অধিকক্ষণ স্থান পায় না ।

২৫। যিনি নিকাম, বাহার স্থূল শরীর সংযত এবং অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ অন্তর্মুখী, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা বাহার স্ফুতির মধ্যে সতত দেদীপ্যমান, যিনি সর্বপ্রকার পত্তিগ্রহমুক্ত, অর্থাৎ মাত্র দেহরক্ষার প্রয়োজনের জন্য বদৃচ্ছাপ্রাপ্ত দ্রব্য ব্যতীত ভোগের উপকরণসমূহের সংগ্রহকে যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানকৰ্ম-যোগীর দ্বারা বাহ্য কিছু কৃত হয় সে সমস্ত কৰ্মই শরীরের । মাত্র শরীরের দ্বারা কৃত কৰ্মের কোন ফল তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া মলিন করিতে পারে না ।*

* পক্ষান্তরে যোগীরাষ্ট সর্বকৰ্মত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে শরীরবাত্মনির্বাহের জন্য মাত্র ভিক্ষাটনাদি এবং বাতাবিক কৰ্ম করিলেও বিহিত কৰ্মের অকরণজনিত দোষ হয় না ।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যাপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনৌদ্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

২৫। অর্থঃ। (অপরে যোগিনঃ) কৰ্ম্মযোগিগণ (দৈবং এব যজ্ঞং) দেবতোদেশুকং এব যজ্ঞং—ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ (পর্য্যাপাসতে) অকুষ্ঠান করেন, (অপরে) জ্ঞানিগণ (ব্রহ্মাণ্যৌ) ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (যজ্ঞেন) নিরুপাধিক-রূপেণ আত্মনা ঘটাকাশমিব মহাকাশে উপাধিগ্রহণে—ঘটাকাশের উপাধিনাশে মহাকাশে বিলীন হওয়ার ত্রায় নিরুপাধিক আত্মার দ্বারা (যজ্ঞং) সোপাধিকং জীবভাবং—সোপাধিক জীবভাবকে (উপজুহ্বতি) প্রবিলাপয়ন্তি—বিলীন করেন।

২৬। অর্থঃ। (অন্তে) প্রত্যাহারপরায়ণাঃ—ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া তাহাদের চিত্তাহরূপ আকারপ্রাপ্তি—প্রত্যাহার, এইরূপ প্রত্যাহারপরায়ণ যোগিগণ (শ্রোত্রাদীনৌ ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলকে (সংযমাগ্নিষু) ধ্যানধারণাসমাধিষু—ধ্যানধারণাসমাধিরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে (জুহ্বতি) স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরন্তি—নিজ নিজ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত

২২। ঐরূপ জ্ঞানকৰ্ম্মযোগিগণ যথাপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট অর্থাৎ আরও হউক আরও হউক এরূপ কামনা তাঁহাদের থাকে না; তাঁহারা সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে অবিচলিতলজ্জা, মদমাৎসর্যাদিমুক্ত, কৰ্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বাহাই ঘটুক তাহাতে অচঞ্চল; হুতরাং কৰ্ম্মফলকর্ত্তৃক আবদ্ধ হন না।

২৩। বাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ নির্মল জ্ঞানময়, এরূপ ভোগাসক্তিবর্জিত, মূলতঃ যোগীর লোকস্থিতি বা দেহরক্ষার্থ সমস্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞময় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞাবপূর্ণ, সে যজ্ঞকৰ্ম্মের পাপ বা পুণ্যরূপ ফলোৎপত্তি হয় না; হুতরাং তাহা অকৰ্ম্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়।

সর্বগীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

করেন । (অগ্নে) সম্প্রজাতসমাধিতঃ ব্যুখিতাঃ যোগিনঃ—সম্প্রজাত সমাধি হইতে ব্যুখিত যোগিগণ (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) শব্দ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে (ইন্দ্রিয়গ্নিবু) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে (জুহ্বতি) বিলাপয়ন্তি অর্থাৎ স্পৃহাশূন্যত্বেন অনন্তসাধারণং বিষয়গ্রহণং কুর্বন্তি—লয় করেন অর্থাৎ অনাসক্ত-ভাবে বিষয়গ্রহণ করেন ।

২৭। অর্থঃ । (অপরে) ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবাদিগণ (সর্বগীন্দ্রিয়কর্মাণি) জ্ঞান ও কর্মে ইন্দ্রিয়সকল মন ও বুদ্ধি (চ) এবং (প্রাণকর্মাণি) পঞ্চপ্রাণকে (জ্ঞানদীপিতে) জ্ঞানং ব্রহ্মঐক্যসাক্ষাৎকারঃ তেন অবিদ্যা তৎকার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে অত্যন্তোজ্জ্বলীকৃতে—আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকারদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি-বশতঃ স্বয়ংপ্রকাশিত (আত্মসংযমযোগাগ্নৌ) অসম্প্রজাতে সমাধৌ—অসম্প্রজাত বা নির্বীজ সমাধিতে (জুহ্বতি) প্রবিলাপয়ন্তি—বিলীন করেন ।

২৪। অর্পণ অর্থাৎ শ্রবাদি আহুতিপাত্র এবং মন্ত্র ব্রহ্মই, যুত ব্রহ্মই, অগ্নি ব্রহ্মই, হোমকর্ত্তাও ব্রহ্মই ; হুতরাং আহুতিও ব্রহ্মই । এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের অর্থাৎ “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” এই ভেদমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ফল । ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ ।

২৫। কর্মযোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ যুত, অগ্নি, সমিধ, কুশাদি দ্রব্যময় উপকরণদ্বারা দেবোদ্দেশে বহির্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন (১) । আবার কেহ বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ যজ্ঞকে অর্থাৎ জীবাভিমানরূপ অহঙ্কারকে আহুতি দেন অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তায় মগ্ন করিয়া ফেলেন (২) ।

২৬। কেহ কেহ কর্ণভগাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের কর্মকে প্রত্যাহত করেন ।

দ্রব্যযজ্ঞান্তপোষজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

২৮। অর্থঃ । [কেচিৎ] কোন কোন মুমুক্শু জ্ঞানকর্মযোগী (দ্রব্যযজ্ঞাঃ) নিকামভাবে স্মার্তকর্মপরায়ণ হইয়া থাকেন, [কেচিৎ] কোন কোন মুমুক্শু (তপোযজ্ঞাঃ) কৃচ্ছ্র চাত্মায়ণাদি ব্রতরূপ তপশ্চাপরায়ণ হইয়া থাকেন, (তথা অপরে) অত্র মুমুক্শুগণ (যোগযজ্ঞাঃ) ঈশ্বরপ্রণিধানাত্মকভক্তিরূপযোগযজ্ঞপরায়ণাঃ—ভক্তিযোগপরায়ণ, (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ) স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ—স্বাধ্যায়-যজ্ঞপরায়ণ ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ অর্থাৎ [কেহ কেহ] প্রণবাদি জপ ও বেদাধ্যয়নাদি স্বাধ্যায়যজ্ঞ করেন এবং [কেহ কেহ] শাস্ত্রার্থবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানরূপ জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করেন । [অপরে] অন্যান্য (যতয়ঃ) যোগিগণ (সংশিতব্রতাঃ) অহিংসাদিব্রতপরায়ণ ।

ইহা পাতঞ্জলোক্ত প্রত্যাহারপূর্বক লয়সমাধি বা সম্প্রজাতসমাধিরূপ যজ্ঞ (৩) । কেহ কেহ শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহে শব্দাদি বিষয়সকলকে অনাসক্তভাবে নিক্ষিপ্ত করেন অর্থাৎ ভোগ করেন । ইহা লয়সমাধি হইতে বুখান অবস্থায় ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়-আহুতিরূপ যজ্ঞ (৪) ।

২৭। কেহ কেহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকেই জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দান করেন ।

এই যজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণের জ্ঞানযজ্ঞ বা বাধপূর্বক বুখানরহিত পাতঞ্জলোক্ত ধারণা ধ্যান হইতে জাত অসম্প্রজাতসমাধিরূপ জ্ঞানযজ্ঞ (৫) । অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রবাহকে অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অন্তর্মুখীকরতঃ মনের সঙ্কলনবিবলরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ, প্রাণবায়ুর অন্তর্গমন ও বহির্গমন এবং কণ্ঠস্রোতাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দস্পর্শাদি বিষয়গ্রহণ, এই তিন প্রকার চাক্ষুশ্যকে এক অপূর্ব অচক্ষুশ্চাভাবে পরিণত করিয়া

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥৩০॥

২৯-৩০ । অর্থঃ । (তথা) এবং (অপরে) অত্র যোগীগণ (প্রাণং) প্রাণ-
বায়ু (অপানে) অপানবায়ুতে (জুহ্বতি) আহুতি দেন অর্থাৎ পূরকাখ্য প্রথম-
কুন্তক করেন [কেচিং] কেহ (অপানং) অপানবায়ুকে (প্রাণে) প্রাণবায়ুতে
[জুহ্বতি] আহুতি দেন অর্থাৎ রেচকাখ্য দ্বিতীয় কুন্তক করেন, [অপরে] কেহ
(প্রাণাপানগতী রুদ্ধা) শ্বাস-প্রশ্বাস দুইভয়ের গতি রোধ করিয়া (প্রাণায়াম-
পরায়ণাঃ) প্রাণায়ামপরায়ণ অর্থাৎ কেবলী নামক তৃতীয়কুন্তকপরায়ণ [ভবন্তি]
হইয়া থাকেন । (অপরে) অপর যোগীগণ (নিয়তাহারাঃ) পরিমিতাহারসম্পন্ন
হইয়া (প্রাণান্) প্রাণনামক বায়ুকে (প্রাণেষু) একীভূত পঞ্চবায়ুতে (জুহ্বতি)
আহুতি দেন অর্থাৎ লয় করেন ।

মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ঐক্যসাধনই আত্মসংযমরূপ যোগাশ্রম। পাছে কাহারও
এই ভ্রম হয় যে, এই সংযমযোগ ও হঠযোগ একই; সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ
ভগবান্ “জ্ঞানদীপিতে” একটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা প্রাণায়ামের কুন্তক-
ক্রিয়াদ্বারা আপনাতে একটা অজ্ঞান অবস্থা আনয়নরূপ অজ্ঞানসমাধি নহে, ইহা
জ্ঞানসমাধি। যে সাধক সৎগুরুর নিকট হইতে বেদান্তনিদ্দিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ
করিয়া, তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়াছেন, যাহার হৃদয়
হইতে শরীরাত্মিকরূপ জীবভ্রান্তি অপস্থত, যিনি একমু অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তাকে
আপনার আত্মরূপে দর্শন করিয়াছেন, পরম জ্ঞানদীপ্ত সংযমের ফলস্বরূপ
শান্তিময় ব্রাহ্মী স্থিতিতে যাহার জীবভাব ডুবিয়া গিয়াছে এবং যাহার প্রজ্ঞা
মৈবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ স্থিরভাবে জলিতেছে, সেই ব্রহ্মতৃপ্ত অসম্প্রজাত-
যোগসিদ্ধই জ্ঞানসমাধিমগ্ন। ইহাই ব্যুত্থানবহিত নির্বীজ সমাধি।

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টায়ুতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩১॥

নায়াং লৌকোহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩২॥

৩১-৩২ । অর্থঃ । (এতে) ইহারা (সর্বৈ অপি)-সকলেই (যজ্ঞবিদঃ) যজ্ঞবিৎ (যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ) যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয়করতঃ (যজ্ঞশিষ্টায়ুতভূজঃ) যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃতময় ফলভোগ করিয়া [সম্বৎসরজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেন] চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা (সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি) অর্চিরাদিমার্গে ক্রমমুক্ত হইয়া সগুণব্রহ্ম লাভ করেন । (কুরুসত্তম) হে অর্জুন ! (অবজ্ঞস্ত) যজ্ঞহীন ব্যক্তির (অয়ং লোকঃ) ইহলোকই (ন অস্তি) নাই, (অন্তঃ কুতঃ) সাধনসাধ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অন্ত্রলোক কোথায় ?

২৮ । উক্তপ্রকারে কেহ ব্রহ্মময় যজ্ঞ (৬), কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপোময় যজ্ঞ (৭), কেহ ষোগময় যজ্ঞ (৮) অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসনাদি ষোগাদ্বারা ঈশ্বরপ্রাণধানরূপ যজ্ঞ, বেদান্তনির্দিষ্ট পরোক্ষজ্ঞানলাভরূপ স্বাধ্যায়যজ্ঞ (৯), পরোক্ষজ্ঞানলাভের পর তাহাকে অপরোক্ষসাধনদ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টাকরারূপ জ্ঞানযজ্ঞ (১০), পাতঞ্জলোক্ত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যমপঞ্চকের সর্বজ্ঞাতি, সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বপ্রয়োজনে অব্যাহতভাবে অল্পষ্ঠানরূপ সার্বভৌম সংশিতব্রতযজ্ঞ অহুষ্ঠান করেন (১১) ।

২৯-৩০ । আবার বায়ুসাধকগণের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন, কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অগ্নিবায়ুর আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ প্রাণাপান উভয় বায়ুকেই রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করেন । কোন কোন সংযমী পরিমিতাহারসম্পন্ন হইয়া প্রাণবায়ুকে প্রাণেই আহুতি দেন । ইহাই প্রাণায়াম যজ্ঞ (১২) ।

৩১-৩২ । এইরূপে সমস্ত যজ্ঞবিৎ যজ্ঞিকগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয়করতঃ যজ্ঞের শেষ অমৃতময় ফলভোগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিমার্গে

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণে মুখে ।

কর্শ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩৩॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।

সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৪॥

৩৩। অর্থঃ। (ব্রহ্মণঃ মুখে) বেদে (এবং) এইরূপ (বহুবিধাঃ) বহু-প্রকার (যজ্ঞাঃ) যজ্ঞ (বিততাঃ) বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, (তান্) সেই (সর্বান্) সকলকে (কর্শ্মজান্) শরীর, মন ও বাক্যজাত বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (এবং) আত্মার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ (জ্ঞাত্বা) জানিলে (বিমোক্ষ্যসে) সম্যক্ দর্শনদ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

৩৪। অর্থঃ। (পরন্তপ) হে পরন্তপ! (দ্রব্যময়াং) দ্রব্যং বাহ্যং আভ্যন্তরঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিঃ, তৎসাধ্যাং দ্রব্যময়াং—দ্রব্যাদ্বারা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা নিষ্পাদ্য (যজ্ঞাং) পূর্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞভিন্ন সকল প্রকার যজ্ঞ হইতে (জ্ঞানযজ্ঞঃ) নিঃশেষবায়নঃ কায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মকঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ—শরীর, বাক্য ও মনের প্রবৃত্তির আত্যন্তিক উপশমরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ (শ্রেয়ান্) প্রশস্ততর। [যতঃ] যেহেতু (পার্থ) হে পার্থ! (সর্বং) সকল (কর্শ্ম) কর্ম্মই (জ্ঞানে) ব্রহ্মজ্ঞানের (পরিসমাপ্যতে) অন্তর্ভূত হইয়া যায়।

সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। হে অর্জুন! যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকই নাই, সাধনসাধ্য অত্র লোকের কথা কি?

যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিক কে? যজ্ঞের স্বার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভোগকামনা নহে, ভগবান্‌ই যজ্ঞের সর্বস্ব এবং ভাগবতী গতি লাভই হৃদয়ের সাস্বিকী আকাঙ্ক্ষা। এইরূপে যিনি যজ্ঞক্রিয়া করেন, তিনিই পাপমুক্ত হন। জ্ঞানযজ্ঞেরই অবশিষ্ট অমৃতফল, জীবভাবের সহিত ব্রহ্মানন্দের ঐক্যসাধন। ভাগবতী রতি

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্তদশিনঃ ॥৩৫॥

৩৫। অর্থঃ । (তং) ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় (বিদ্ধি) জানিতে হইবে । [কথং ইতি আহ] তাহা কিরূপ ? (প্রণিপাতেন) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, (পরি-প্রশ্নেন) বন্ধন, মোক্ষ, বিত্তা ও অবিত্তাবিষয়ে প্রশ্ন (সেবয়া) এবং সেবাধারা অভিমুখীভূত হইয়া (তত্তদশিনঃ) প্রত্যক্ষদর্শী (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানিগণ (তে) তোমাতে (জ্ঞানং) পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানের (উপদেক্ষ্যন্তি) উপদেশ দিবেন ।

অর্থাৎ ভগবানের দিকে হৃদয়ের আভাবিকী আত্মরক্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই যজ্ঞ ; এইরূপ যজ্ঞ না করিয়া কেবল ভোগলাগসা চরিতার্থ করিবার জন্ত যাহা কিছু করা হয়, সে সমস্তই অযজ্ঞ বা অপযজ্ঞ । ঐরূপ যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও শান্তি নাই ।

৩৬। বেদে এইরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । সে সমস্ত যজ্ঞই কর্মজাত অর্থাৎ শরীর, মন ও বাক্যধারা সম্পন্ন হয় । আত্মাধারা কিছুই কৃত হয় না, আত্মা সদা মুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষিবরূপে সমভাবে বিद्यমান ; এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পরিভ্রাণ লাভ করিবে ।

৩৭। হে শত্রুস্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহা জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়স্থ ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইয়া সমস্ত কর্মই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না ।

৩৮। যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়, সেই পরম জ্ঞানলাভের উপায় কি ? জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সদৃশকর আবশ্যক । সেই সদৃশক প্রকার এবং কি উপায়েই বা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—

জ্ঞানী অর্থাৎ বেদান্তনির্দিষ্ট সারতত্ত্ব বিচারদ্বারা যাহার অধিগত হইয়াছে এবং ঐ তত্ত্বই যে স্বার্থ অম্ব্যাত্তত্ব, ইহাতে যাহার কোন সংশয় নাই এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন এবং তত্ত্বদর্শী সদগুরু নির্বাচনকরতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রণয় করিলেই অর্থাৎ আপনার সংশয়ের বিষয় জ্ঞাত করিলেই তিনি সেই পরম জ্ঞানের উপদেশ তোমাকে দান করিবেন ।

কেবল পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেই হইবে না, কারণ শাস্ত্রপারদর্শী ব্রহ্মবাক্য-কুশল এমন বহু পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাহারা বিচারদ্বারা “ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছি” এইরূপ অভিমান করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । তাঁহাদের পরোক্ষজ্ঞান বাক্যমাত্রেরই পর্য্যবসিত, কারণ জ্ঞেয়বস্তুকে তাঁহারা কখনও দেখেন নাই ও তাহার আশ্বাদ গ্রহণও করেন নাই । যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে সংসারাসক্তি তাঁহাদের এত প্রবলা থাকিবে কেন এবং সাধারণ বিষয়কোট মোহাচ্ছন্ন লোকের শ্রায়, কেবলমাত্র অর্থার্জ্জনে ও আত্মীয়পোষণেই বা নিযুক্ত থাকিবেন কেন ? তাহা হইলে সংসারের প্রতি নিশ্চয়ই বৈরাগ্য উপস্থিত হইত ও অধ্যাত্মসাধনে রত থাকিয়া, মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ সমস্ত কর্ম নির্বাহ করিতেন । তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা অপরোক্ষরূপে সিদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা দর্শীবৎ । দর্শী যেমন বহু রসকে আলোড়ন করে বটে, কিন্তু কখনও তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, ইহারাও তদ্রূপ । ইহারাও ব্রহ্মরস লইয়া আলোচনা করেন বটে, কিন্তু কখনও সে রসকে আশ্বাদন করেন না । ব্রহ্মবিষয়ে ইহাদের যে জ্ঞান, তাহা অসিদ্ধ বা নিষ্ফল জ্ঞান মাত্র । সেই-জন্মই ইহাদের মধ্যে নির্মলা ভগবন্তক্তির ক্ষুদ্রণ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না । যৎসামান্য যাহা কচিং দেখা যায়, তাহা সন্ধ্যা ও সমুদ্র । পাছে কেহ ঐরূপ বাক্যসর্বস্ব পণ্ডিতকে ‘জ্ঞানী’ অর্থে গ্রহণ করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ পুনরায় “তত্ত্বদর্শী” এই বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন । তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যাহারা অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা ভগবান্কে অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শন করিয়া সেই পরমানন্দময় ভগবদ্রসে পুষ্ট হইতেছেন এবং সেই নির্মল ব্রহ্মানন্দের নিকটে সমস্ত বিষয়ভোগরসকেই

যজ্ঞাত্মা ন পুনর্যোহিমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্ত্রশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তাত্ত্বন্থো ময়ি ॥৩৬॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তুরিয়ামি ॥৩৭॥

৩৬। অম্বয়ঃ। (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব! (যং জ্ঞাত্মা) যে জ্ঞান লাভ করিয়া (পুনঃ) পুনর্বার (এবং) এইরূপ (মোহং) মমতাভিমান (ন যাস্তসি) প্রাপ্ত হইবে না, (অপি চ) প্রত্যুত (যেন) যে জ্ঞানের দ্বারা (ভূতানি) আত্ম-স্বপ্নপূর্ণ্যন্ত জীব ও জড়সমূহকে (আত্মনি) নিজ আত্মায় (অথ) অসি—এবং (ময়ি) সর্বাত্মপরমেশ্বরে (অশেষেণ) সম্পূর্ণরূপে (দ্রক্ষ্যসি) দেখিতে পাইবে।

অতি তুচ্ছ বলিয়া বাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, সেই অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন সাধকই “তত্ত্বদর্শী”।

বাঁহার প্রকৃতই নিবৃত্তিপথের পথিক হইবার জন্য ইচ্ছুক অর্থাৎ এই সংসারের ভোগকামনা অপেক্ষা ভাগবতী শান্তিলাভের জন্যই বাঁহাদের হৃদয় অধিক ব্যাকুল, তাঁহার অনুসন্ধানকরতঃ এরূপ “তত্ত্বদর্শী” সদগুরু নির্বাচন করিবেন ও তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণিপাত ও সেবাধারা সন্তুষ্টকরতঃ তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিবেন ও তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কেবলমাত্র পরিচর্যা করাই গুরুসেবা নহে, গুরুদত্ত উপদেশানুসারে আপনাকে প্রস্তুত করা ও গুরুবাক্যে স্থির বিশ্বাস রাখাই প্রধান গুরুসেবা। ইহাতে গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, এত আর কিছুতেই নহে এবং এরূপ দৃঢ় ভক্তিমান শিষ্যই অধিক মাত্রায় গুরুপ্রসাদ ও আশিস লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এইজন্যই শাস্ত্রে উপদেশ আছে যে, সদগুরুদেবকে কখনও মহত্ব জ্ঞান করিবে না, গুরুমূর্তি ভগবানেরই সাকার বিকাশ; এই বিশ্বাসি স্থির রাখিবে এবং তাঁহার বহিরাচরণ-সম্বন্ধে কখনও ভালমন্দ বিচার করিবে না। স্বয়ং স্বল্পজ্ঞান শিষ্য হইয়া, সেই

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৮॥

৩৭। অর্থঃ। (৫৭) যদি (সৰ্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি) সকল পাপী অপেক্ষাও (পাপকৃত্তন) অতিশয় পাপী (অসি) হও [তথাপি] (জ্ঞানপ্রবেশে) এব) জ্ঞানরূপ তরণিযোগে (সৰ্বং বুজিনং) সৰ্বপ্রকার পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র ((সমুদ্রিয়াসি) উত্তীর্ণ হইবে।

৩৮। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন! (যথা) যেমন (সমিদ্ধঃ) সম্যক প্রজ্জলিত (অগ্নিঃ) অগ্নি (এধাংসি) কাষ্ঠরাশি (ভস্মসাৎ কুরুতে) ভস্মসাৎ করে, (তথা) তদ্রূপ (জ্ঞানাগ্নিঃ) জ্ঞানরূপ অগ্নি (সৰ্বকৰ্ম্মাণি) সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে (ভস্মসাৎ কুরুতে) ভস্মসাৎ করে।

মহাজ্ঞানের বাহুক্রিয়ার কি সমালোচনা করিবে? জ্ঞানমূর্তি সদগুরুদেব, ব্রাহ্মণ-কক্রিয়াদি কোন বর্ণাশ্রমগত নহেন, তিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ। ঐরূপ ব্রহ্মানন্দময় পুরুষ, যে জাতিই হউন না—তিনিই ষথার্থ সদগুরু ও সৰ্বপ্রণম্য।

৩৬। হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তোমার ঐরূপ ‘আমার আমার’ ব্রাহ্মি থাকিবে না এবং অনন্তপ্রকারের যাবতীয় ভূতমূর্তি তোমার আত্মাতে স্তব্ধবাং আমাতেই প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। কারণ আমিই তোমার আত্মাস্বরূপ। (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)

৩৭। যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অতিশয় পাপীও হও, তথাপি সদগুরু-প্রদত্ত জ্ঞানরূপ তরণিযোগে সৰ্বপ্রকার পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

৩৮। হে অর্জুন! প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কোন কর্ম্মকলই সম্যকজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি আপনার

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৯॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৪০॥

৩৯। অর্থঃ! (ইহ) এই জগতে (জ্ঞানেন সদৃশং) জ্ঞানের মত (পবিত্রং) পবিত্র (ন হি বিদ্যতে) কিছুই নাই, (কালেন) যথাকালে (যোগসংসিদ্ধঃ) যোগসিদ্ধ হইয়া (স্বয়ং) নিজেই (আত্মনি) নিজ অন্তঃকরণে (তৎ) অধ্যাত্মজ্ঞান (বিন্দতি) লাভ করিবেন।

৪০। অর্থঃ! (শ্রদ্ধাবান্) গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী (তৎপরঃ) জ্ঞানের উপায় গুরুসেবাতে সর্বদায়ুক্ত (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি (জ্ঞানং) জ্ঞান (লভতে) লাভ করেন। (জ্ঞানং) জ্ঞান (লব্ধ্বা) লাভ করিয়া (অচিরেণ) নীঘ্নই (পরাং শান্তিং) মোক্ষ (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হন।

নির্মল সভাতে স্থির থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকৃত সমস্ত তরঙ্গোৎক্ষেপরূপ ভাবচাক্ষুস্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। সম্যক্ জ্ঞান হইলে সমস্ত কৰ্ম্মের বীজভূত কর্তৃত্বাভিমান-রূপ অজ্ঞানের নাশে তাঁহার সঞ্চিত এবং জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ইহজন্মকৃত সমস্ত শুভাশুভ কৰ্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। প্রারম্ভ কেবলমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ জ্ঞানের পর ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম হইতেই পারে না। লোকদৃষ্টিতে তিনি কৰ্ম্ম করিতেছেন মনে হইলেও কর্তৃত্বাভিমান না থাকায় তাহা ইন্দ্রিয়গণেরই কৰ্ম্ম হইয়া থাকে।

৩৯। এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র (নির্মলকর) আর কিছুই নাই। কালসহকারে অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্মযোগ ও সমাধিযোগের দ্বারা সিদ্ধ হইলে সাধক আপনাতেই সেই পবিত্র জ্ঞান আপনি উপলব্ধি করেন।

অজ্ঞশ্চাত্ৰাদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্মৃৎ সংশয়াত্মনঃ ॥৪১॥

যোগসংযুক্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবল্লন্তি ধনঞ্জয় ॥৪২॥

৪১। অর্থঃ। [পক্ষান্তরে] (অজ্ঞঃ চ) শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, (অশ্রদ্ধানঃ) গুরু ও বেদান্তবাক্যে অবিশ্বাসী (চ) এবং (সংশয়াত্মা) সংশয়াকুল ব্যক্তি (বিনশ্চতি) পুরুষার্থভ্রষ্ট হয়। (সংশয়াত্মনঃ) সন্দ্বিগ্ধচিত্তের (ন অয়ং লোকঃ অস্তি) ইহলোকও নাই, (ন পরঃ) পরলোকও নাই, (স্মৃৎ ন) স্মৃৎও নাই।

৪২। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (যোগসংযুক্তকৰ্ম্মাণং) জ্ঞানকৰ্ম্ম-যোগের দ্বারা নৈকৰ্ম্মাসিদ্ধি লাভ করিলে (জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্) গুরুপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানসংশয় ও কৰ্ম্মসংশয় সমাক্ ছিন্ন হইলে (আত্মবন্তম্) বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত ও শমদমাদিনস্পন্ন সাধককে (কৰ্ম্মাণি) ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম (ন নিবল্লন্তি) বন্ধন করিতে পারে না।

৪০। এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে, এই দ্বন্দ্বকে ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন। সদগুরু এবং বেদান্তবাক্যে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও সৰ্ব্বতোভাবে সদগুরুর আত্মগত্যই যে সাধকের প্রধান কৰ্ম্ম, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সংযতমনা, সেই সাধকই ঐরূপ নির্মল জ্ঞানলাভকরতঃ শীঘ্র মোক্ষরূপ শান্তিপ্রাপ্তির অধিকারী হন।

৪১। শাস্ত্র এবং সদগুরুপ্রদত্ত উপদেশবর্জিত, গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস-হীন এবং সন্দেহাকুল লোকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহারা যত চেষ্টাই করুক না কেন, উন্নতি তো হইবেই না, অধিকন্তু তাহাদের অধঃপতনরূপ বিনাশপ্রাপ্তি

তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিদ্বৈনং সংশয়ং যোগমতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

৪৩। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (তস্মাৎ) অতএব (অজ্ঞানসমুত্তং) অজ্ঞানজাত (হৃৎস্থং) হৃদয়ের (এনং) এই (সংশয়ং) সন্দেহ (জ্ঞানাসিনা) জ্ঞানরূপ অসিদ্ধারা (ছিদ্বা) ছিন্ন করিয়া (যোগং) ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত কর্মযোগ (অতিষ্ঠ) অহুষ্ঠান করিবার জন্ত (উত্তিষ্ঠ) উদ্ভুক্ত হও ।

অনিবার্য। ইহাদের মধ্যে সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ। ঐরূপ হত-ভাগ্যের ইহকালও নাই, পরকালও নাই; তাহার হৃদয়ে শান্তিও নাই, স্থখও নাই। ইহজন্মে বা পরজন্মে কুত্ৰাপি সে মুঢ় স্থখলাভ করিতে পারিবে না; তাহার জীবন মহাদুঃখময় হইবে।

৪২। বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত ও শমদমাদিসম্পন্ন যে সাধকের গুরুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বারা সন্দেহাহতকার নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মা দেখ বা অন্ত কিছু, অন্ত কিছু হইলে তিনি বিভূ বা অবিভূ, বিভূ হইলে তিনি কর্তা বা অকর্তা, অকর্তা হইলে তিনি এক বা অনেক, এক হইলে তিনি সগুণ বা নিগুণ ইত্যাদি জ্ঞানসংশয় এবং সেই আত্মাকে লাভ করিতে হইলে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি, ইহার কোনটির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, এই কর্মসংশয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে এবং জ্ঞানকর্মযোগদ্বারা যিনি ভগবানে সমস্ত কর্মফল অর্পণ করিয়াছেন, এমন সাধক কোন কর্মফলেই আবদ্ধ হন না।

৪৩। অতএব হে অর্জুন। গুরুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা তোমার অজ্ঞানজাত সমস্ত সংশয়শাসকে ছিন্নকরতঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত জ্ঞানকর্মযোগশ্রমে আপনাকে ক্রমে ক্রমে উন্নীত কর।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

কৰ্মসংক্রাসযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

সংক্রাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছেয় এতয়োৱেকং তন্মে ক্রহি স্থনিশ্চিতম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সংক্রাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্মসংক্রাসাৎ কৰ্মযোগৌ বিশিষ্যতে ॥২॥

১। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ ! (কৰ্মণাং সংক্রাসং) কৰ্মের ত্যাগ [বখসিষ্য] বলিয়া (পুনঃ) পুনরায় (যোগং চ) কৰ্মযোগ করিতেও (শংসসি) বলিতেছ, (এতয়োঃ) আলোক ও অন্ধকারের শ্রায় পরস্পরবিরুদ্ধ কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মাহুষ্ঠানের মধ্যে (যৎ) যেটা (মে) আমার পক্ষে (শ্রেয়ঃ) শ্রেয়স্কর, (তৎ একং) সেইটা (স্থনিশ্চিতং) নিশ্চয় করিয়া (ক্রহি) বল ।

২। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু কহিলেন, (সংক্রাসঃ) কৰ্মত্যাগ (কৰ্মযোগঃ চ) ও কৰ্মযোগ (উভৌ) উভয়েই (নিঃশ্রেয়সকরৌ) মোক্ষহেতু, (তু) কিন্তু (তয়োঃ) সন্মাস ও কৰ্মযোগ মধ্যে (কৰ্মসংক্রাসাৎ) অবৈবাগ্যসহকারে কৃত কৰ্মত্যাগ অপেক্ষা (কৰ্মযোগঃ) জ্ঞানকৰ্মযোগ (বিশিষ্যতে) উৎকৃষ্ট ।

১। অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্মের ত্যাগ ও কৰ্মযোগ উভয়েই বলিলে, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বল ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্জতি ।

নির্ঘন্দো হি মহাবাহো স্তুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথখালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিবিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

৩। অর্থঃ । (মহাবাহো) হে মহাবাহো ! (যঃ) যে জ্ঞানকর্মযোগী (ন দ্বেষ্টি) অন্তঃপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, (ন কাজ্জতি) গুণলাভে স্পৃহা করেন না, (সঃ) তাঁহাকে (নিত্যসন্ন্যাসী) কর্মাহুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী (জ্ঞেয়ঃ) বলিয়াই জানিবে । (হি) যেহেতু [তিনি] (নির্ঘন্দঃ) স্তুখদুঃখরহিত হইয়া (বন্ধাৎ) কর্মবন্ধন হইতে (স্তুখং) অনায়াসে (প্রমুচ্যতে) পরিত্রাণ লাভ করেন ।

৪। অর্থঃ । (বালাঃ) অবिवেকিগণ (সাংখ্যযোগৌ) জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ (পৃথক্) পরস্পরবিরুদ্ধ (প্রবদন্তি) বলিয়া থাকে, (পণ্ডিতাঃ) বিবেকিগণ (ন) তাহা বলেন না । [হি] যেহেতু (একম্ অপি) মোক্ষশ্র সাংখ্য পারম্পর্য্যেণ চ সাধনভূতয়োঃ সাংখ্যযোগয়োঃ একমপি—সাক্ষাৎ এবং পরস্পরাক্রমে মোক্ষসাধন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে একটীতে (সম্যক্ আস্থিতঃ) সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন হইলে (উভয়োঃ) জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের (ফলম্) ফল (বিবিন্দতে) প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

২। ভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জুন ! কর্মের ত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ বটে, কিন্তু তথাপি কর্মের ত্যাগ অপেক্ষা জ্ঞানকর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ।

ভগবানের এ কথার মর্ম এই যে, অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ে প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞান লাভকরতঃ সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনকর্মসহ বাহিরের কর্তব্যপালনরূপ কর্মও করিয়া যাইতে হইবে । কর্তব্য কি, এবং কিরূপ জ্ঞানযোগের সহিত তাহা পালন করিয়া চলিতে হইবে, তাহা পূর্বে ছই অধ্যায়ের ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে । বৃত্তক্ষণ পর্য্যন্ত না জ্ঞানকর্মযোগী সাধকের হৃদয়ে উৎকট বৈরাগ্য-

সহ প্রবলা ভাগবতী রত্নির স্রোত স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রবাহিত হইয়া সংসার-বীজকে ভাসাইয়া না দিতেছে, ভগবদ্ভাবে হৃদয় সর্বদা পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞা প্রজ্বলিত থাক। হেতু নির্মল ভগবদানন্দের মানকতার ঘোর এমন লাগিয়া রহিয়াছে যে, কর্তব্য-কর্তব্যানুরূপণ ও তাহার পালন অসাধ্যপ্রায় হইয়া না উঠিয়াছে এবং আপনাকে বহির্মুখ করিতে অত্যন্ত কাতরতা না আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্মসন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবে অবলম্বন করা উচিত নহে। অধিকারী না হইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবে মিথ্যা অভিনয় করিতে গেলে, বিপরীত ফলোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। সেইজন্যই ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, যদিও নিবৃত্তিপথের শেষফল সন্ন্যাসই বটে, এবং সন্ন্যাস ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনাই নাই, কিন্তু 'সেই সন্ন্যাসকে গ্রহণ করিয়াছি' এই বৃথা অভিমান করিয়া কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস এই সাধনপথের স্বয়মাগত সুখাময় পরিণাম অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে মহাযোগের ফলস্বরূপ ভগবদ্ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত। জ্ঞানকর্মযোগ করিতে করিতেই একদিন সন্ন্যাসী হইবে নিশ্চয়। এখন হইতে কর্মত্যাগ করিতে গিয়া আপনার সর্বনাশ করিও না। জ্ঞানময় কর্তব্যপালন করিয়া চলিতে থাক, ঐ কর্মযোগের মধ্যেই সন্ন্যাস আছে।

৩। হে অর্জুন! যে জ্ঞানকর্মযোগী সাধক ভোগসম্বন্ধীয় শুভলাভে স্পৃহামুক্ত, অন্তর্ভাগে বিবেচ্যবাহিত, স্থখে দুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য, সেই সাধক সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিরূপে অর্থাৎ গোণসন্ন্যাসিরূপে বিরাজমান। তিনি অক্লেশেই কর্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪। বালকবৎ অজ্ঞান লোকেই বলে যে জ্ঞান ও যোগ পৃথক, যথার্থ জ্ঞানবান্ লোকে তাহা বলেন না। কারণ উভয়ের মধ্যে একটাতে পারদর্শী হইলেই উভয়ের ফলই আয়ত্ত হয়।

সন্ন্যাস ও কর্মের কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ "জ্ঞান ও যোগ একই" একথা বলিলেন কেন? সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই "জ্ঞান" ও কর্মকে লক্ষ্য করিয়াই কি "যোগ" বলিলেন? তাহা হইলে সন্ন্যাস ও জ্ঞান এবং কর্ম ও যোগ কি একই?

নিশ্চয়ই এক। যতক্ষণ না তত্ত্ববিচারদ্বারা আপনাকে শরীরাত্তিমান হইতে মুক্ত ও আত্মরূপে জানিতে পারা যায়, ততক্ষণ জ্ঞানই স্থির নহে। শরীরাত্তিমান অপস্থত হইলে, কৰ্ম্মাত্তিমান কি প্রকারে দাঁড়াইবে? ইন্দ্রিয়গণ, মন ও চিত্ত ইহারাই ত কৰ্ম্ম করে, কিন্তু অহঙ্কাররূপী অতিমান অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘটাকার্য-কারিত অহংজ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদিকৃত কৰ্ম্মসকলকে আপনাই কৃত এবং এই শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে কুণ বা স্থূল, সুবা বা বৃক্ষ, রূপ বা সূক্ষ্ম, ইত্যাকারে গ্রহণকরতঃ কৰ্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া, ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ ভ্রমগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তত্ত্ববিচারদ্বারা যখন সমস্ত জ্ঞানের সাক্ষরূপ অকর্ত্তা ও অপরিণামী আত্মরূপে আপনাকে বুঝিতে পারা যায়, তখনই শরীরাত্তিমানের সহিত যাবতীয় কৰ্ম্মাত্তিমান মিথ্যারূপে পরিত্যক্ত হয়; এই শরীরাত্তিমান ও কৰ্ম্মাত্তিমান-তাগই যথার্থ সন্ন্যাস বা পূর্ণ ত্যাগ। তাহা হইলেই দেখ—জ্ঞান ও সন্ন্যাস এক কি না? এখন দেখা যাউক, সন্ন্যাস বা জ্ঞান এবং কৰ্ম্ম বা যোগ এক কি প্রকারে? তত্ত্ববিচারদ্বারা ঐ যে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল, উহাতেই জ্ঞান পূর্ণ হইল না, কারণ তখনও উহার অপরোক্ষ সিদ্ধিরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বাইসে নাই। “আমি ইহা নহি” অর্থাৎ “আমি শরীরের অতীত অস্ত কিছু এবং তাহার নাম আত্মা” এবং বিচারদ্বারা দেখিতেছি, “আমার কৰ্ম্মাত্তিমান মিথ্যামাত্র” ইত্যাকার একটা দোলায়মান ধারণা আমাতে দাঁড়াইয়াছে মাত্র, কিন্তু পদে পদে মোহ আসিয়া সেই লাস্ত্র অতিমানজালে আমাকে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহমূহঃ “আমি অমুক, আমার এই সমস্ত” ইত্যাকার ভ্রম আমাতে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমি এইমাত্র বুঝিয়াছি যে “আমি ইহা নহি,” কিন্তু আমি কি, সে স্বরূপাবগতি সাক্ষাৎভাবে আমাতে স্মৃতিত হয় নাই। অধ্যাত্মসাধন ব্যতীত সে অপরোক্ষানুভূতি আমাতে উপস্থিত হইতেই পারে না। সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে আপনাকে উন্নীতকরতঃ যখন আত্মরূপী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারা যাইবে, তখনই কৰ্ম্মাত্তিমান স্বতঃসিদ্ধরূপে আমা হইতে খসিয়া পড়িবে। যতক্ষণ না বুঝিতেছি “আমি এই” ততক্ষণ “আমি ইহা নহি” এ ধারণা স্থির নহে।

যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥৫॥

৫। অর্থঃ। (সাংখ্যোঃ) জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ (যৎ স্থানং) মোক্ষাখ্য যে পদ (প্রাপ্যতে) প্রাপ্ত হন, (যোগৈঃ অপি) কৰ্মনিষ্ঠ যোগিগণও (তৎ) তাহা (গম্যতে) পাইয়া থাকেন। [অতএব] (যঃ) যিনি (সাংখ্যং চ যোগং চ) জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগ (একং) ফলসাম্যং একং—ফলসাম্যাহেতু একই (পশ্চতি) দেখেন, (সঃ) তিনিই (পশ্চতি) যথার্থ দেখিয়া থাকেন।

যতক্ষণ আমার স্বরূপের সাক্ষ্য প্রতীতি, সাধনরূপ অধ্যাত্মকৰ্মদ্বারা আমাতে উপস্থিত না হইতেছে, ততক্ষণ সিদ্ধ জ্ঞান বা শরীরাত্মমানত্যাগরূপ যথার্থ সন্ন্যাস আমাতে স্মৃতি হইতেছে না। এখন দেখ, এই অধ্যাত্ম সাধনও কৰ্ম কি না, এবং এই সাধনকর্মের শেষ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগ ও শরীরাত্মমানত্যাগরূপ সন্ন্যাস এক কি না। তাহা হইলেই বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, সন্ন্যাস ও কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ এই চারিই এক। যিনি যথার্থ সন্ন্যাসী তিনিই যথার্থ জ্ঞানী; যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ যোগী এবং যিনি যথার্থ যোগী, তিনিই যথার্থ কৰ্মী। ঐরূপ মহাজ্ঞান সন্ন্যাসী সাধককেও প্রারম্ভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই শরীরেই থাকিয়া স্তম্ভঃস্থের ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ করিতে হইবে; স্তম্ভঃ সেই কাল পর্যন্ত তিনি জ্ঞানকৰ্মযোগাশ্রয়ে কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন মাত্র। তাঁহার জ্ঞানও ব্রহ্মময়, কৰ্মও ব্রহ্মময়, যোগও ব্রহ্মময় এবং তাঁহার জ্ঞানের ফলও বাহ্য, কর্মের ফলও তাহাই।

৫। জ্ঞানিগণের প্রাপ্তব্য স্থান অর্থাৎ শান্তিময় পরম অবস্থা ও যোগিগণের প্রাপ্তব্য স্থান একই। অতএব যিনি জ্ঞানকে ও যোগকে ফলতঃ একই দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ বা সন্ন্যাস ও কৰ্ম, বাহ্যর জ্ঞানদৃষ্টিতে সমান তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতান্নভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো ! (অযোগতঃ) চিত্তশুদ্ধিকারকং
কর্মযোগং বিনা—চিত্তশুদ্ধিকারক কর্মযোগ ব্যতিরেকে (সংশ্রাসঃ) সন্ন্যাসযোগ
(তু) কিস্ত (দুঃখং) কষ্টে (আপ্তুং) [শক্যঃ] পাওয়া যায়। (যোগযুক্তঃ)
কর্মযোগপরায়ণ (মুনিঃ) মনস্বী ব্যক্তি [জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা] জ্ঞানলাভ করিয়া
(ন চিরেণ) শীঘ্র (ব্রহ্ম) যোক্শবরূপ ব্রহ্ম (অধিগচ্ছতি) লাভ করেন।

৭। অর্থঃ। (যোগযুক্তঃ) যোগযুক্ত, (বিশুদ্ধাত্মা) বিশুদ্ধচিত্ত,
(বিজিতাত্মা) দেহাভিমানমুক্ত, (জিতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয়, (সর্বভূতান্নভূতাত্মা)
সর্বভূতে আত্মদর্শী ব্যক্তি (কুর্বন্নপি) কর্ম করিয়াও (ন লিপ্যতে) তাহাতে
লিপ্ত হন না।

৬। হে অর্জুন ! কর্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া 'কর্ম করিব না' এইরূপ
সঙ্কল্পসহ বাহ্য সন্ন্যাসগ্রহণ বা নিষ্কেটভাবাবলম্বনের বুধা অভিনয় দুঃখময় হয়।
আর যে স্থিরাস্তর্লক্ষ্য 'জ্ঞানকর্মযোগী' অকর্তারূপে সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়া যান,
তিনিও মুনিপদবাচ্য এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন,
তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। যে সাধক বিজিতাত্মা অর্থাৎ শরীরভিমানরূপ মালিন্যমুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা
অর্থাৎ অধিকাংশ সময় আপনার অন্তর্মুখী স্থিতিরক্ষণে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ
বাহ্য ইন্দ্রিয়গণও নির্মল অন্তর্দৃষ্টির সহিত জড়িত থাকিয়া নিবৃত্তিমুখী রহিয়াছে,
যোগযুক্ত অর্থাৎ আপনার অধ্যাত্মলক্ষ্য স্থির রাখিয়া যিনি সমস্ত কর্ম করিবাব

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত তত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বনশ্চন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥

প্রলপন্ বিস্মজন্ গৃহ্নন্ নিমিষন্নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥১০॥

৮-৯। অর্থঃ। (তত্ববিৎ) তত্ববিৎ যোগী (যুক্তঃ) [সন্] আত্মায় সমাহিত থাকিয়া (পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিহ্বন, অশ্বন, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিস্মজন্, গৃহ্নন্, উন্মিষন্, নিমিষন্ অপি) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আত্মাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রালাভ, শ্বাসগ্রহণ, বাক্যকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করিয়াও (ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞান ও কৰ্ম্মেজিয়সমূহই (ইন্দ্রিয়ার্থেষু) নিজ নিজ বিষয়ে (বর্তন্তে) প্রবৃত্ত রহিয়াছে, (ইতি ধারয়ন্) ইহা স্থির জানিয়া [আমি] (কিঞ্চিৎ এব) কিছুই (ন করোমি) করি না, (ইতি মন্তেত) ইহা জানেন ।

১০। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (ব্রহ্মণি) পরমেশ্বরে (আধায়) কৰ্ম্মফল অর্পণ করিয়া (সঙ্গং) মোক্ষফলেও আসক্তি (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (কৰ্ম্মাণি) কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম (করোতি) করেন, (সঃ) তিনি (অন্তসা) জলের দ্বারা (পদ্মপত্রম্ ইব) পদ্মপত্র যেমন [লিপ্ত হয় না, সেইরূপ] (পাপেন) পাপ ও পুণ্যদ্বারা (ন লিপ্যতে) লিপ্ত হন না ।

অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং সৰ্বভূতেই আত্মারূপী ভগবান্কে যিনি অবিচ্ছেদে বিভ্রমান দেখিতেছেন, এরূপ জ্ঞানকৰ্ম্মযোগী সমস্ত কৰ্ম্মই করেন বটে, কিন্তু কোন কিছুই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই ।

৮-৯। ঐরূপ জ্ঞানকৰ্ম্মযোগী সাধক, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আত্মাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস-সম্পাদন, বাক্যকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও

নিম্নলিখিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্মকে ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিমাত্র জানিয়া, “আমি কিছুই করি না।” এই জ্ঞানকে স্থির রাখেন।

১০। যে জ্ঞানকর্মযোগী সাধক ফলের সহিত কর্মার্ণবকরতঃ ব্রহ্মে আপনার স্থিতি রক্ষা করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগানন্দের পরমা স্মৃতিকে সততই আগ্রহ রাখিয়া অনাসক্তহৃদয়ে কর্ম করিয়া যান, পদ্যপত্র যেমন উপরিস্থিত জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি শরীরদ্বারা কৃত কর্মজ্ঞান পাপলিপ্ত হন না। তিনি শরীর হইতে নিম্ন স্বাতন্ত্র্য সর্বদাই রক্ষা করিতেছেন; হৃদয়াং পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

এই কর্মার্ণব কি প্রকার? ব্যবস্থাসাধারণভিত্তিগণের আধুনিক প্রথাহুসারে “এই কর্মের সমস্ত ফল ত্রীকুণ্ডে অর্পিত হউক” এই বাক্য মুখে বলিলেই কি কর্ম ভগবানে অর্পিত হইবে? তাঁহারা ভগবৎবাক্যের অর্থ ঐরূপ বুঝিয়া বাক্যদ্বারাই কর্মার্ণব সম্পন্ন করিয়া দেন। আমি আহার করিয়া মুখে বলিলাম, “আমার আহারের ফল তুমি লও” আর অমনি তোমার উদর পূর্ণ হইল, এরূপ অর্থোক্তিক বাক্য ভগবান বলেন নাই। মুখে বলিলেই যদি ভগবানে কর্মফল অর্পিত হইত তাহা হইলে কাহাকেও আর কর্মফলভোগী হইতে হইত না, সকলেই ঐরূপ শূন্যগর্ভ বাক্য মুখে উচ্চারণমাত্র করিয়া পরিজ্ঞান পাইত। বাহ্য হউক, ভগবানে কর্মার্ণব অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে নির্মলজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবানকে হৃদে মূর্তিতে অর্থাৎ সর্বভূতেই আত্মরূপে বিস্তারিত, এক, অবিভীষ, অখণ্ড, গুণমুক্ত মূর্তি এবং চরাচর বিশ্বরূপে প্রকাশমান প্রপঞ্চরূপ সগুণমূর্তিতে অভ্যাসদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন, বাহ্য স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই ভাগবতী স্মৃতিবিজড়িত, তিনি বাহ্যতঃ বাহ্যই করুন, বাহ্যই বলুন, অন্তরে ভেদবুদ্ধি :না থাকাতে তাঁহার সমস্তই ভগবত্ত্ব। তিনি সর্বত্র ভগবানে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তহৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কর্মই “ব্রহ্মার্ণবঃ ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মায়ৈ ব্রহ্মণা হতঃ” রূপে নির্বাহিত হয়। এইরূপ সাধকেরই ভগবানে কর্মার্ণব হইয়া থাকে, নতুবা বাক্যে মাত্র ত্রীকুণ্ডে অর্পণমাত্র বলিলেই কর্মার্ণব হয় না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিদ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

১১। অর্থঃ। (যোগিনঃ) যোগিগণ (সঙ্গং) ফলাসক্তি ও মমতাভিমান (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (আত্মশুদ্ধয়ে) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত [কেবলেন] আত্মাধ্যাসশূন্য—দেহে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (কায়েন) দেহদ্বারা, [কেবলেন] মনে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (মনসা) মনদ্বারা, [কেবলয়া] বুদ্ধিতে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (বুদ্ধ্যা) বুদ্ধিদ্বারা, (কেবলৈঃ) ইন্দ্রিয়ে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (কৰ্ম কুৰ্বন্তি) কৰ্ম করেন ।

১২। অর্থঃ। (যুক্তঃ) কর্তৃত্বাভিমানশূন্য ও শ্রীভগবানে ফলসমর্পণকারী যোগী (কৰ্মফলং) কৰ্মফল (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (নৈষ্ঠিকী) নিষ্ঠায়াং ভবাং—কৰ্মসংগ্রাসনিষ্ঠালব্ধ (শান্তিং) মোক্ষ (আশ্নোতি) প্রাপ্ত হন । (অযুক্তঃ) কলাকাজ্ঞা ব্যক্তি (কামকারেণ) করণং কারঃ, কামশ্চ কারঃ কামকারঃ তেন, কামপ্রেরিততয়া—কামপ্রেরণায় (ফলে) কৰ্মফলে (সন্তো) আসক্ত হইয়া (নিবধ্যতে) বন্ধনপ্রাপ্ত হয় ।

১১। জ্ঞানকৰ্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জগ্ন অনাসক্তহৃদয়ে কর্তৃত্বাভিমানচ্যুত হইয়া শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে মমতাবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র উহাদিগের দ্বারা কৰ্ম করেন ।

১২। যুক্ত সাধক, অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত, ও ব্রাহ্মী স্থিতি ধাঁহার স্মৃতি-মধ্যে সতত জাগরুক, এমন জ্ঞানকৰ্মযোগী অনাসক্তহৃদয়ে কৰ্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং সৰ্বকৰ্মসম্মাস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে উপজাত মোক্ষ প্রাপ্ত হন; আর ফলাসক্তচিত্ত অজ্ঞান লোকে কামের প্রেরণায় কৰ্মফলে আসক্ত হইয়া অশান্তি ও বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় ।

সর্বকর্মাণি মনসা সংগ্ৰহান্তে স্মৃৎ বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ষন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪॥

১৩। অর্থঃ। (বশী) নিকাম কর্মের কলে জ্ঞানারূঢ় আত্মদর্শী (দেহী) দেহাভিমানশূন্য দেহী (মনসা) বিবেকদ্বারা (সর্বকর্মাণি সংগ্ৰহ) সর্বপ্রকার কর্মসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া (ন এব কুর্ষন্ন) আত্মনি সমবেতং কর্তৃত্বং দূরীকৃষন্ন—আত্মার সমবেত কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া (ন কারয়ন্) ন চ ক্রিয়ান্ত প্রবর্তয়ন্—এবং ইন্দ্রিয়দিগকে কর্মে প্রবর্তিত না করিয়া (নবদ্বারে) নবদ্বারবিশিষ্ট (পুরে) দেহরূপ গৃহে (স্মৃৎ) স্মৃতে (আন্তে) প্রারব্ধকর্ম পর্য্যন্ত বাস করেন।

১৪। অর্থঃ। (প্রভুঃ) দেহেন্দ্রিয়াণাং স্বামী অসঙ্গঃ সাক্ষী আত্মা—দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি নির্লিপ্ত সাক্ষী আত্মা (লোকস্ত) দেহাভিমানিনঃ জীবন্ত

১৩। আপনার অন্তর্লক্ষ্যকে সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার অভ্যাসে সিদ্ধ, কিন্তু প্রারব্ধকর্ম না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র, এমন জ্ঞানারূঢ়, আত্মদর্শী, দেহাভিমানশূন্য দেহী বিবেকদ্বারা সর্বপ্রকার কর্মসংকল্প পরিত্যাগকরতঃ এই নবদ্বারবিশিষ্ট (কর্ণরজ্জ্বদ্বয়, নাশারজ্জ্বদ্বয়, নেত্ররজ্জ্বদ্বয়, মুখ-বিবর, পায়ু ও উপস্থ) গৃহে বাস করেন। তিনি স্বয়ং ও কিছুই করেন না বা ইন্দ্রিয়বর্গের কর্মের প্রবর্তকও হন না। ইহাই নিকাম কর্মযোগের মধুময় ফল।

এইরূপ জ্ঞানী এই শরীররূপ গৃহে বাস করিয়া আছেন মাত্র। গৃহের সহিত গৃহবাসী লোকের যেমন লিপ্তি থাকে না অর্থাৎ কেহই যেমন মনে করে না যে “আমি এই গৃহ”, তদ্রূপ সেই জ্ঞানীরও এই শরীররূপ গৃহের সহিত কোন লিপ্তি থাকে না এবং “আমি এই শরীর” ইত্যাকার ভ্রান্তি না থাকা হেতু এই শরীর-দ্বারা কৃত কোন কর্মেই তাঁহার কর্তৃত্বাভিমানও থাকিতে পারে না।

নাদত্তে কশ্চচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

—দেহাভিমानी জীবের (কর্তৃত্বং ন স্বজ্জতি) প্রযোজককর্ত্তা ন ভবতি—‘তুমি কর’ এইরূপ আদেশ দিয়া কার্যের প্রবর্তক হন না, (কৰ্ম্মাণি ন) [স্বজ্জতি] স্বয়মপি কৰ্ম্মাণি ন করোতি—নিজেও কৰ্ম্মকর্ত্তা হন না, (কৰ্ম্মফলসংযোগং ন) [স্বজ্জতি] কৰ্ম্মকৃতবতঃ দেহাদেঃ তৎফলসম্বন্ধং ন জনয়তি, নাপি স্বয়ং ভুঙ্ক্তে—কৰ্ম্মকর্ত্তা দেহ ও অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন করেন না বা নিজেও ভোগ করেন না, (তু) কিন্তু (স্বভাবঃ) ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া—প্রকৃতিই (প্রবর্ততে) প্রবৃত্তা নিবৃত্তা চ ভবতি—স্বয়ং প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয় ।

১৫। অর্থঃ। (বিভুঃ) অসঙ্গ সাক্ষী আত্মা (কশ্চচিৎ) দেহাভিমানী জীবের (পাপং ন আদত্তে) পাপ গ্রহণ করেন না, (স্কৃতং চ এব) পুণ্যও (ন) [আদত্তে] গ্রহণ করেন না। (অজ্ঞানেন) মিথ্যা অহংজ্ঞানদ্বারা (জ্ঞানং) বিবেকবিজ্ঞান (আবৃতং) আচ্ছন্ন থাকে, (তেন) সেইজন্য (জন্তবঃ) দেহাভিমানী সংসারী জীব (মুহুন্তি) মোহগ্রস্ত হয় ।

১৬। অর্থঃ। (তু) কিন্তু (যেষাং) যে সকল সাধকের (তৎ অজ্ঞানং) পূৰ্ব্বোক্ত অজ্ঞান (আত্মনঃ জ্ঞানেন) পরমাত্মার নির্বিকল্প সাক্ষাৎকারদ্বারা (নাশিতং) নষ্ট হইয়াছে, (তেষাং) তাঁহাদের [তৎ] সেই (আদিত্যবৎ জ্ঞানং) আদিত্যবৎ সৰ্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান (তৎ পরম্) সেই পরমার্থ বস্তু (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করে ।

১৪। প্রভু (দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি নির্লিপ্ত সাক্ষী আত্মা) কাহাকেও কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না কিংবা কাহারও কর্ত্তৃভাভিমান বা কৰ্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ কিছুই স্থাপি করেন না, স্বভাব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দৈব মায়াই সমস্ত করে।

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তমিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধুতকল্মষাঃ ॥১৭॥

১৭। অর্থঃ। (তদবুদ্ধয়ঃ) বাহাদের বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, (তদাত্মানঃ) বাহারা ব্রহ্ম হইতে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়াছেন, (তমিষ্ঠাঃ) বাহারা সর্বকৰ্মসম্যাস করিয়া ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছেন, (তংপরায়ণাঃ) বাহাদের ব্রহ্মই পরমগতি, (জ্ঞাননিধুতকল্মষাঃ) পূর্বোক্তজ্ঞানের দ্বারা বাহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য্য পাপপুণ্য বিনিবৃত্ত হইয়াছে, [তে] তাঁহারা (অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি) মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সংসারে আর আসিতে হয় না ।

আত্মা কিছুই করেন না, স্বভাবই করে। অজ্ঞান লোকের স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজভাব কি? নিজভাব “আমি এই শরীর”। ঐ দেহাভিমান হইতেই দেহদ্বারা কৃত কৰ্মসকলে “আমি করিতেছি” ইত্যাকার কর্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হয়। ঐ কর্তৃত্বাভিমান হইতেই প্রয়োজনের উৎপত্তি, প্রয়োজন হইতে কৰ্মের উৎপত্তি এবং কৰ্ম হইতে ফলের উৎপত্তি হয়।

১৫। বিভূ (আত্মা) কাহারও পাপ বা পুণ্য কিছুই দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই জীবগণ ভ্রমে পতিত হয়।

অহংকাররূপী জীবাভিমান, “আমি এই শরীর” ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্ম, যে কর্তৃত্বাভিমান করে, সেই কর্তৃত্বাভিমানকৃত কৰ্মজাত কোন পাপ বা পুণ্যরূপ ফলই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্বসাক্ষী, সর্বাধার এবং নিঃশিন্ধ অকর্তা। এই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই ঐ জীবাভিমান “আমি এই শরীর; শয়ন, গমন ও উপবেশনাদি আমিই করিতেছি; আমার এই সমস্ত আত্মীয়বর্গ ও খনসম্পত্তি, আমি কি প্রকারে ভোগপ্রাচুর্য্য প্রাপ্ত হইব” ইত্যাকার মোহজালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ও হুঃখ ভোগ করে। (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।)

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রঙ্কণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (পণ্ডিতাঃ) পণ্ডিতগণ (বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে) বিদ্বান্ ও বিনয়সম্পন্ন (ব্রাহ্মণে) ব্রাহ্মণে (গবি হস্তিনি শুনি চ এব স্বপাকে চ) গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল প্রভৃতি সর্বত্র (সমদর্শিনঃ) অভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন করেন।

১৯। অর্থঃ। (যেষাং) যাহাদের (মনঃ) অন্তঃকরণ (সাম্যে) ভেদাভেদশূন্য সমভাবে (স্থিতং) অবস্থান করে, (তৈঃ) সেই সমদর্শিগণ (ইহ এব) এই শরীরে থাকিয়াই অর্থাৎ জীবদ্ধশাতেই (সর্গঃ) পুনর্জন্ম (জিতঃ) নিবারণ করেন। (হি) যেহেতু (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (নির্দোষং) রাগদ্বেষাদির গন্ধশূন্য [সুতরাং] (সমং) প্রতি শরীরেই এক, (তস্মাৎ) সেইহেতু (তে) তাঁহারা (ভ্রঙ্কণি) ভ্রঞ্জেই (স্থিতাঃ) অবস্থিতি করেন।

১৬। কিন্তু পরমাত্মার নিষ্কল্ল অর্থাৎ নির্বিশেষ সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা যে ভাগ্যবানের অজ্ঞানাদ্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার সেই জ্ঞান, স্বর্ঘ্য যেমন রাজ্যের অধিকারকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ অবিজ্ঞার অধিকারকে বিনষ্ট করিয়া সেই পরমার্থ বস্তুকে প্রকাশিত করে।

১৭। জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য্য পাপপুণ্য বিনষ্ট হইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধি পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহারা ব্রহ্ম হইতে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাহারা সর্বদর্শসংগ্ৰাস করিয়া ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছেন, যাহাদের ব্রহ্মই পরমগতি এরূপ সন্ন্যাসিগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১৮। জীবন্তু জ্ঞানিগণ বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। বাহ্য প্রকৃতির প্রতি যাহাদের লক্ষ্য নাই, সর্বভূতস্ব আত্মাতেই যাহাদের অন্তর্লক্ষ্য স্থির রহিয়াছে, সুতরাং বৈষম্যরূপ ভেদবুদ্ধি যাহাদের নাই, তাঁহারা পণ্ডিত।

১২। যে যোগিগণের মন সাম্যে স্থিত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানমুক্ত, তাঁহারা এই শরীরে থাকিয়াই সংসারজরী অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। কারণ ভেদরূপ ঘোষরহিত নির্মল সমভাবই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রাহ্মী স্থিতিতেই তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে যে জাতিই হউক, সকলেরই স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেই সাম্যস্থিত যোগী হওয়া যায় না ; এই সাম্যস্থিতিরক্ষা কঠিন ব্যাপার, এবং নির্মল অধ্যাত্মসাধনের শাস্তিময় মহা পরিণাম। এই জগতের সমস্ত ভাবই অসম অর্থাৎ ভেদযুক্ত। ভেদরহিত কিছুই জগতে নাই। যেমন একগাছি কেশ, উহা কি ভেদমুক্ত ? না, উহাতেও ভেদ লক্ষিত হইতেছে। ভেদ তিন প্রকার ; স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। বাহ্যতে জাতিগত ঐক্যও নাই, তাহাই বিজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতির সহিত ধাতু পাষাণাদির ভেদ। একজাতীয় হইলেও পদম্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতীয় হইয়াও আত্ম, কাঁটাল, নাগিকেল ইত্যাদি। আর একটি বস্তুর মধ্যেই যে সকল ভাবপার্থক্য রহিয়াছে, তাহাই স্বগত ভেদ, যেমন একগাছি কেশ, উহাতেও স্বগত ভেদ অর্থাৎ উহার কোনস্থান মূল, কোনস্থান শূঙ্গ, কোনস্থান কঠিন, কোনস্থান কোমল, কোনস্থান কৃষ্ণবর্ণ, কোনস্থান শিথল বা শ্বেতবর্ণ, কোনস্থান মূল ও কোনস্থান অগ্রভাগ ইত্যাদি ভাবপার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বহিদৃষ্টিতে উহা একটা পদার্থ হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা এক নহে, কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র। বাহ্যতে দ্বিতীয় কোন ভাবই লক্ষিত হয় না, তাহাই বার্থক্য এক। ঐ এক জগতে নাই, জগতে বাহ্য কিছু আছে, সমস্তই কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র। দ্বিতীয় কোন ভাবই বাহ্যতে নাই, তিনি জগতের অতীত, 'একং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' বা আত্মা। জগতের সমস্ত একই 'সদ্বিতীয়ং একং' আর ব্রহ্মই 'অদ্বিতীয়ং একং'। ঐ একই সমস্ত জগতের আত্মারূপে সমভাবে বিত্তমান রহিয়াছেন। জগতের বাবতীয় চঞ্চলভাবই ঐ অচঞ্চল সাম্যস্থিরে গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সাম্যস্থিরকে গ্রহণ করিতে মহাসাধনের প্রয়োজন। জ্ঞানযোগী

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুটো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

২০। অর্থঃ। (ব্রহ্মণি) ব্রহ্মে (স্থিতঃ) অবস্থিত (স্থিরবুদ্ধিঃ) অচঞ্চল-
বুদ্ধি (অসংযুটঃ) শরীরভিমানমুক্ত (ব্রহ্মবিৎ) ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (প্রিয়ং প্রাপ্য)
প্রিয়সমাগমে (ন প্রহৃষ্যেৎ) আনন্দিত হন না, (অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য) অণ্ডত
সমাগমেও (ন উদ্বিজ্যেৎ) উদ্বিগ্ন হন না ।

২১। অর্থঃ। (বাহুস্পর্শেষু) শব্দাদি বাহু বিষয়ে (অসক্তাত্মা) ইন্দ্রিয়-
সম্বন্ধবিবর্তিত [সাধন অবস্থায় চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে কিংবা স্ন্যস্তির
সময়ে] (আত্মনি) আনন্দময়ে প্রাপ্তে আত্মনি—সুখপ্ত প্রাপ্ত আত্মায় (যৎ)
যে (সুখং) সুখ (বিন্দতি) [ক্ষণিকভাবে] লাভ করেন, (সঃ) পূর্বোক্ত
(ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা) ব্রহ্মবিৎ [তৎ] (সুখং) সেই সুখই (অক্ষয়ং) অক্ষয়-
ভাবে (অশ্নুতে) অশ্বভব করেন ।

মহাসাধকগণ যখন উচ্চতম অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা আপনাদিগকে ঐরূপ সমভাবে
সংযুক্ত করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত পরমানন্দে যগ্ন হন । ঐ সাম্যে
স্থিতিজনিত পরমানন্দের স্মৃতি, সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের
হৃদয়ে এমন গভীরভাবে বসিয়া যায় যে, তাঁহাদের সেই স্মৃতি সকল সময়েই
জাগ্রত থাকে, এবং সেই অপূর্ব সমভাবই যে আপনাদের স্বরূপ তাহাতে আর
বিস্মৃতি উপস্থিত হইতে পারে না ।

২০। শরীরভিমানমুক্ত, অচঞ্চলবুদ্ধি, ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত, ব্রহ্মজ্ঞ
জীবমুক্ত প্রিয়সমাগমজনিত আনন্দে কিংবা অণ্ডভাগমজনিত দুঃখে চঞ্চল
হইয়া পরমভাব হইতে ভ্রষ্ট হন না ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আন্তস্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেবু রমতে বুধঃ ॥২২॥

শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্ত্রী নরঃ ॥২৩॥

২২। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়। (যে) যে সকল (ভোগাঃ) ভোগ (সংস্পর্শজাঃ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্য, (তে) তাহারা (হি) নিশ্চয়ই (দুঃখযোনয়ঃ এব) দুঃখোৎপাদক [তথা] এবং (আন্তস্তবন্তঃ) উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট, (বুধঃ) জ্ঞানী (তেবু) সে সকলে (ন রমতে) তৃপ্ত হন না।

২৩। অর্থঃ। (যঃ) যে সাধক (শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্) মরণের পূর্বে (ইহ এব) এই শরীরে থাকিয়াই (কামক্রোধোদ্ভবং) কাম এবং ক্রোধ হইতে উদ্ভূত (বেগং) বেগকে (সোঢ়ুং) সহ করিতে (শক্লোতি) সমর্থ হন, (সঃ নরঃ) তিনিই (যুক্তঃ) যোগযুক্ত, (সঃ স্ত্রী) তিনিই এই জগতে স্ত্রী।

২১। সাধন-অবস্থায় চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে উপশমজনিত আনন্দ অন্তরে অনুভূত হয় এবং সুস্থিতিভঙ্গের পরও সুস্থিতিকালের বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগবর্জিত ঐরূপ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে; ঐ উভয় আনন্দই ক্ষণিক বা অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্মযোগযুক্ত জীবযুক্ত ঐ আনন্দ অক্ষয়ভাবেই ভোগ করিয়া থাকেন।

২২। বিষয়ভোগজনিত যে সুখ, তাহার পরিণাম দুঃখময়, তাহাদের আরম্ভ এবং শেষ আছে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী; জ্ঞানিগণ ঐ অকিঞ্চিৎকর সুখে মুগ্ধ হন না।

২৩। এই জগ্রে শরীরধারণরূপ বন্ধন হইতে পরিজ্ঞানলাভের পূর্বে, মৃত-দেহ যেমন কামক্রোধের বেগকে সহ করিতে পারে* সেইরূপ, যে সাধক জীবিতাবস্থাতেই কামক্রোধের বেগকে সহ করিবার অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি যথার্থ যোগযুক্ত সাধক, এবং তিনিই স্ত্রী।

* প্রাণে গতে যথা দেহঃ স্থখদুঃখে ন বিন্দতি ।

তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ । ইতি বশিষ্ঠঃ ।

যোহন্তঃস্থখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুখ্যঃ ক্লীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নবৈধা যতাত্মনাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

২৪। অর্থঃ। (যঃ) যাহার (অন্তঃস্থখঃ) স্থখ অন্তর্মুখ, (অন্তরারামঃ) অন্তঃ আত্মত্বে ন তু স্ত্রাদিবিষয়ে বাহ্যস্থখসাধনে আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যন্ত্ৰ
সং—আরাম অর্থাৎ ক্রীড়া অন্তর্মুখ (তথা) এবং (যঃ) যাহার (অন্তর্জ্যোতিঃ
এব) প্রকাশ অন্তর্মুখ, (সঃ যোগী) সেই যোগী (ব্রহ্মভূত সন্) ব্রহ্মসদৃশ হইয়া
(ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি) ক্রমে ব্রহ্মই হইয়া যান।

২৫। অর্থঃ। (ক্লীণকল্মষাঃ) অভিমানাদিমালিন্মুক্ত, (ছিন্নবৈধাঃ)
সংশয়রহিত, (যতাত্মনাঃ) স্থিরাস্তর্লব্ধ্য (ঋষয়ঃ) তত্ত্বদর্শিগণ (সর্বভূতহিতে
রতাঃ) [সন্তঃ] সর্বভূতে হিংসাশূন্য হইয়া (ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে) ব্রহ্মনির্বাণ
লাভ করেন।

২৬। অর্থঃ। (কামক্রোধবিযুক্তানাং) কামক্রোধমুক্ত, (যতচেতসাং)
সংযতচিত্ত, (বিদিতাত্মনাং) আত্মজ্ঞ (যতীনাং) যোগিগণের (অভিতঃ)
জীবদশাতে এবং দেহত্যাগান্তে এই উভয় অবস্থাতেই (ব্রহ্মনির্বাণং) ব্রহ্ম-
নির্বাণ (বর্ততে) বিস্তমান থাকে।

২৪। যাহার স্থখ অন্তর্মুখ, আরাম অন্তর্মুখ ও প্রকাশ অন্তর্মুখ, জীবিতা-
বস্থাতেই এইরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

২৫। দেহাভিমানরূপমালিন্মুক্ত, সংশয়রহিত, স্থিরাস্তর্লব্ধ্য ও সর্বভূতে
হৃদস্তাবাপন্ন ঋষিগণই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যং চক্ষুশ্চ বাস্তব্রে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্নির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

২৭-২৮। অর্থঃ। (যঃ) যে (মুনিঃ) মুনি (বাহান্ স্পর্শান্) রূপরস-
গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়পঞ্চকে (বহিঃ কৃত্বা) মন হইতে বাহির করিয়া,
(চক্ষুঃ চ এব) চক্ষুকেও (ভ্রুবোঃ) অন্তরে কৃত্বা) ভ্রমধ্যে স্থাপিত করিয়া,
[তথা] এবং (নাসাভ্যন্তরচারিণৌ) নাসিকার অভ্যন্তরচারী (প্রাণাপানৌ)
সমৌ কৃত্বা) প্রাণ এবং অপানবায়ুকে ন্যূনাধিক্যবর্জিত করিয়া অর্থাৎ কেবলই
কুস্তক করিয়া, (যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযতকরতঃ (মোক্ষ-
পরায়ণঃ) মোক্ষপরায়ণ হইয়া, (বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ) কামনা, ভয় ও ক্রোধাদি-
রহিত হন, (সঃ সদা মুক্তঃ এব) তাঁহাকে সদা মুক্ত বলিয়াই জানিবে।

২৬। কামক্রোধমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ যোগিগণ এই শরীরে থাকিয়াই
ব্রহ্মনির্বাণ ভোগ করেন; শরীর ত্যাগের পরে যে ঐ নির্বাণ লাভ করিবেন,
তাঁহাতে আর সংশয় কি?

২৭-২৮। পূর্ব শ্লোক কয়েকটিতে সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের সম্যগুমুক্তি
কথিত হইয়াছে, কিন্তু কর্মযোগী ঈশ্বরার্চিত কর্মদ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি
ও সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বক মোক্ষলাভ করেন; এই তিনটি শ্লোকে উক্ত কর্মযোগীর
সম্যগ্‌দর্শনলাভের অন্তরঙ্গ সাধনভূত ধ্যানযোগ সূত্রিত হইয়াছে। ইহাই ষষ্ঠ
অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

ভ্রমধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ এবং অপানবায়ুকে
অতি ধীরগতিকরতঃ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া
ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি একাকারে পরিণত হইয়া যে

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কৰ্মসংহাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

২৯। অর্থঃ। [পূৰ্বোক্ত যোগী] (যজ্ঞতপসাং) সকল যজ্ঞ ও সকল
তপস্ত্যার (ভোক্তারং) ফলভোক্তা, (সৰ্বলোকমহেশ্বরং) সৰ্বভূতেশ্বর, (সৰ্ব-
ভূতানাং) সকল জীবের (সুহৃদং) সুহৃদরূপে (মাং) আমাকে (জ্ঞাত্বা)
অবগত হইয়া (শান্তিঃ মুচ্ছতি) মোক্ষ লাভ করেন ।]

সংযমরূপ যোগ প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থায় যোগীর যোগানন্দমগ্নহৃদয়ে কামনা,
ভয় বা ক্রোধাদি কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অবস্থাকে যে মোক্ষ-
পরাধেণ যোগী সৰ্বদা হৃদয়স্থ করিয়া সাধন করেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেও
মুক্তই রহিয়াছেন।

সাধককে মোক্ষপরাধ হইতে হইবে। অন্তর ভোগপরাধ থাকিলে, সাধন
করিলেও ফল হইবে না। সেইজন্তই ভগবান্ “মোক্ষপরাধঃ” শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন। এই অশান্তিপূর্ণ জালাময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে,
ভাগবতী শান্তিলাভের জন্ত হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হয় না, এবং সেই বৈরাগ্যপূর্ণ
প্রাণের ব্যাকুলতাসহ সাধন না করিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাধন করিলে সাধনের
স্বার্থ ফল কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

২৯। উক্ত কৰ্মযোগী আমাকে উক্ত প্রকার সকল যজ্ঞ ও সকল তপস্ত্যার
কৰ্ত্তা এবং ফলভোক্তা, সৰ্বভূতেশ্বর ও সৰ্বসুহৃদরূপে অবগত হইয়া শান্তি
অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাপ্তিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিৰ্ চাক্রিয়ঃ ॥১॥

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুৰ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংন্যস্তসঙ্কল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

১। অর্থঃ । (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (যঃ) যে সাধক (কৰ্মফলং অনাপ্তিতঃ) কৰ্মফলে তৃষ্ণারহিত হইয়া (কাৰ্য্যং কৰ্ম) কৰ্তব্যঃ নিত্য কৰ্ম (করোতি) সম্পাদন করেন, (সঃ চ) তিনিই (সন্ন্যাসী) সন্ন্যাসী (যোগী চ) এবং তিনিই যোগী । (ন নিরগ্নিঃ) বেদোক্ত অগ্নিহোত্ৰাদি নিত্যকৰ্মবিহীন হইলেই (চ) এবং (ন অক্রিয়ঃ) অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্তকৰ্মপরিত্যাগী হইলেই সন্ন্যাসী ও যোগী হয় না ।

২। অর্থঃ । (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব ! (যং) যাহাকে (সন্ন্যাসম্ ইতি) সন্ন্যাস (প্রাহুঃ) বলা হয়, (তং) তাহাকে (যোগং) যোগ বলিয়াও (বিদ্ধি) জানিবে, (হি) যেহেতু (অসংন্যস্তসঙ্কল্লঃ) ফলসঙ্কল্লসন্ন্যাস ব্যতিরেকে (কশ্চন) কেহই (যোগী ন ভবতি) যোগী হয় না ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, কৰ্মফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি কৰ্তব্য কৰ্ম সম্পন্ন করিয়া বান মাত্র, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী ; নতুবা বেদোক্ত

আরুৰুক্ষোমু'নৈৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুঢ়স্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

৩। অর্থঃ। (যোগং) ধ্যানযোগে (আরুৰুক্ষোঃ) আরোহণেচ্ছ (মুনেঃ) কৰ্ম্মফলসন্ন্যাসী মূনির (কৰ্ম্ম) ফলনিরপেক্ষ কৰ্ম্মযোগ (কারণং) ধ্যানলাভের প্রতি বহিরঙ্গ সাধন (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়। (যোগারুঢ়স্ত) ধ্যানযোগে অবস্থাতুং শক্তস্ত—ধ্যানযোগে অবস্থিত থাকিতে সমর্থ (তস্ত এব) সেই মূনিরই (শমঃ) সৰ্বসংকল্পত্যাগরূপ শমভাব (কারণং) যোগারুঢ় ভাবের প্রতি অন্তরঙ্গ সাধন (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়।

নিত্যকৰ্ম্মবিহীন হইলেই এবং অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্তকৰ্ম্মপরিচ্যাপ্ত হইলেই সন্ন্যাসী ও যোগী হয় না।*

২। হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাহাই যোগ, এই তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা কর। দেখ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পরূপ ভরদ পরিভ্যক্ত না হয়, ততক্ষণ যোগ হইতেই পারে না। ফলনিরপেক্ষ হইয়া কৰ্ম্ম করাই কৰ্ম্মের কোণল এবং তাহাই যোগ।

মনের চাঞ্চল্যরূপ ক্রিয়া পরিভ্যক্ত না হইলে সে অচঞ্চল পরমভাব আশিতেই পারে না, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে ত্যাগ সেই মুহূর্ত্তেই যোগ। ইহাই সন্ন্যাস ও যোগের ফলিতার্থ।

৩। ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছ মূনির যোগের অর্থাৎ নিবৃত্তিমুখী বৈরাগ্য-মুলা শুভ ইচ্ছার উদয়, সদ্গুরুলাভ ও সেই সদ্গুরুদেবপ্রদত্ত উপদেশদ্বারা জ্ঞান-লাভকরতঃ তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীতকরণরূপ মঙ্গলময় সংযোগের কারণ কৰ্ম্ম (প্রারব্ধ ও ক্রিয়ামাণ), এবং যোগারুঢ় মূনির, অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চল পরমভাবে বাঁহার অন্তর-বাহির এক হইয়া গিয়াছে, সেই সাধকের, সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস বা শাস্তিই, যোগারুঢ় অবস্থার স্থিতির কারণ।

* ফলনিরপেক্ষ শ্রোত ও স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম সন্ন্যাস ও যোগের সাধনভূত বলিয়া সৌপভাবে ঐ সায়িক ও সক্রিয় সাধকগণ সন্ন্যাসী ও যোগী নামে পরিচিত হইতে পারেন।

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুযজ্জতে । ৭

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

৪। অবয়বঃ। (যদা হি) যখনই (ইন্দ্রিয়ার্থেষু) শব্দাদি বিষয়ে (কর্মস্ব) [চ] এবং সমস্ত কর্মে (ন অনুযজ্জতে) কর্তব্যব্যোধ করেন না, (তদা) তখনই (সঃ) সেই (সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী) সর্বকর্ম ও তৎফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ব্যক্তি (যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে) যোগারূঢ় নামে পরিচিত হন।

যোগে আরোহণেচ্ছ সাধককেও ভগবান্ মুনিশব্দে অভিহিত করিলেন, এবং কর্মকেই তাঁহার শুভ যোগলাভের কারণরূপে নির্দিষ্ট করিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সংকর্ম ও সংসদের ফলেই বৈরাগ্যমূলা নিবৃত্তিরূপা শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, অর্থাৎ ত্রিতাপতপ্ত সংসারের জালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শান্তিময়ের ক্রোড়ে উঠিতে অভ্যস্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তখন আপনা হইতেই প্রাণের এমন একটা ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কিছুই ভাল লাগে না; কেবল ভগবানের দিকেই হৃদয়ের গতিশ্রোত প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে। পূর্বজীবনের সংসদ ও সাধুসেবার ফলে, সদগুরুলাভেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; সেই শুভ অদৃষ্টই সদগুরুর সহিত মিলিত করিয়া দেয়, এবং গুরুভক্তি ও গুরুসেবাবারা গুরুদত্ত জ্ঞানপ্রসাদলাভ ও তৎপ্রদর্শিত সাধনকর্মে প্রবৃত্ত হইবার শুভসংযোগ প্রদান করে। ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি অনাসক্তি, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি না আসিলে, অধ্যাত্মসাধনপথে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। 'কিন্তু এগুলি সমস্তই পূর্বজীবনের শুভ-কর্মের ফলব্যাভীত কিছুই নহে। আবার উক্ত নিবৃত্তিপথের সাধনাদি ব্যাপার সমস্তও কর্ম। তাহা হইলেই দেখ, যোগারোহণেচ্ছ মুনির ঐরূপ যে সমস্ত শুভ সংযোগঘটন, তাহার কারণ কর্ম কি না। ভোগস্ব্থের প্রতি অনাসক্তি, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য, ভাগবতী রতির ক্ষুরণ, সদগুরুলাভ, এবং সাধনাদি সমস্তই যে কর্মরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ইহাতে আর সংশয় কি ?

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
 আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥
 বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
 অনাত্মনস্ত শত্রুশ্চে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

৫। অর্থঃ। (আত্মনা) বিবেকযুক্তেন মনসা—কর্মা ও তৎফলসম্বল্লবহিত মনদ্বারা অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনদ্বারা (আত্মানম্) সংসারসমুদ্রে নিমগ্নং স্বং জীবং—সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন নিজ জীবরূপী আত্মাকে অর্থাৎ অহংকর্তারূপী আত্মাকে (উদ্ধরেৎ) যোগাক্রান্ততাম্ আপাদয়েৎ—যোগাক্রান্ত করিবে [যেহেতু যোগাক্রান্ত আত্মাই অনর্থসঙ্কুল সংসারসাগর হইতে উদ্ধৃত হন]। (আত্মানং ন অবসাদয়েৎ) নতু বিবেকযুক্তেন মনসা আত্মানং সংসারসমুদ্রে মজ্জয়েৎ—কিন্তু জীবরূপী আত্মাকে কর্ম ও তৎফলাসক্ত মনদ্বারা সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন করিবে না, (হি) যেহেতু (আত্মা এব) জীব নিজেই (আত্মনঃ) নিজের (বন্ধুঃ) হিতকারী অর্থাৎ সংসাররূপ বন্ধনমোচনের হেতু, [তথা] (আত্মা এব) নিজেই (আত্মনঃ) নিজের (রিপুঃ) অহিতকারী অর্থাৎ সংসারকাংগারে প্রবেশের হেতুও হইয়া থাকে।

৬। অর্থঃ। (যেন) যে ব্যক্তি (আত্মনা এব) বিবেকযুক্ত বুদ্ধিদ্বারাই (আত্মা) মনসহ পঞ্চেন্দ্রিয়গণ (জিতঃ) জয় করিতে পারিয়াছেন, (তস্য) সেই ব্যক্তির (আত্মা) বিবেকযুক্ত বুদ্ধিই (আত্মনঃ বন্ধুঃ) নিজের বন্ধু, (তু) কিন্তু (অনাত্মনঃ) অভিজ্ঞেন্দ্রিয় ব্যক্তির (আত্মা এব) ঐ আত্মাই আবার (শত্রুবৎ শত্রুশ্চে) বাহ্যশত্রুর ত্রায় (বর্তেত) আচরণ করে।

আবার যখন যোগাক্রান্ত হইলেন, অর্থাৎ সাধনপথে ক্রমে উন্নীত হইয়া ব্রহ্ম-সম্পর্শরূপ যোগ যে কি তাহাঃহৃদয়দ্বন্দ্ব করিলেন, তখন সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস বা ব্রাহ্মী শাস্তিই তাহার অর্থাৎ যোগাক্রান্ত অবস্থায় স্থিতির কারণস্বরূপ হয়।

জিতান্ননঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

৭। অর্থঃ । (জিতান্ননঃ) জিতেজিয় (প্রশান্তস্ত) প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে (শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ (তথা) এবং (মানাপমানয়োঃ) স্তুতি ও নিন্দায় (আত্মা) চিত্ত (পরং সমাহিতঃ) সম্যকরূপে অবিচলিত থাকে অর্থাৎ তিনি আপনার আত্মভাবকে স্থির রাখিতে সমর্থ হন ।

৪। যখন ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকলের সহিত ও শরীরের কৃত কর্মের সহিত সাধকের লিপ্তি থাকে না এবং মনেরও সঙ্কল্পরূপ চাঞ্চল্য পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাঁহার যোগারূঢ় অবস্থা বলা যায় ।

৫। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে উদ্ধার অর্থাৎ শরীরাত্মিমান হইতে মুক্ত করিতে হইবে ; আপনাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না (অর্থাৎ সাধনের ফল যেন সাত্বিক থাকে, তামস না হয় । নিরুৎসাহ, আলস্য ও বিষন্নতাদিমুক্ত যে এক প্রকার শুভভাব সাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাধককে ক্রমে সকল বিষয়েই অকর্ষণ্য করিয়া ফেলে, পাছে সেই সর্বনাশী তমোভাব কর্তৃক আক্রান্ত হন, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ অর্জুনকে সাবধান করিতেছেন যে ,দেখিও যেন অবসাদরূপ তামস ভাবগ্রস্ত হইও না ; তাহা হইলে কিছুই করিতে পারিবে না, সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে) ; যেহেতু আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু ।

৬। যিনি আপনি আপনাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধি-প্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ ভোগস্পৃহাকে বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষমা, আর্জব, দয়া, ভাষ সত্য ও ত্রায়কে অবলম্বনকরতঃ অনাসক্তভাবে কর্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতেছেন, সেই আত্মতৃপ্ত সাধক আপনিই আপনার বন্ধু ; আর যে ব্যক্তি তাহা পারেন নাই অর্থাৎ যে বিষয়মুগ্ধ মুঢ় ব্যক্তি ভোগস্পৃহার কুহকে পড়িয়া, কেবলমাত্র 'আমার আমার' এই ভ্রান্তিভালে আপনাকে অনবরত জড়িত করিতেছে এবং

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 যুক্ত ইতু্যচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
 স্নহ্নিমিত্রায়ুর্দাসীনমধ্যস্থদেহ্যবন্ধুযু ।
 সাধুধ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা) শাস্ত্রোক্ত উপদেশজনিত পরোক্ষ জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের অপরোক্ষভাবে অনুভবরূপ বিজ্ঞানদ্বারা যাহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, (কূটস্থঃ) যিনি স্থির, (বিজিতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয়, (সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ) লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাহার সমান জ্ঞান, [তাদৃশ] (যোগী) যোগীই (যুক্তঃ) যোগারূঢ় অর্থাৎ সম্পূর্ণজ্ঞানসমাধিমান্ (ইতি উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

৯। অর্থঃ। (স্নহ্ন-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দেহ্য-বন্ধুযু) স্নহ্ন—প্রত্যুপকার পাইবার আশাশূন্য উপকারী, মিত্র—স্নেহবশতঃ উপকারী, অরি—শত্রু, উদাসীন—পক্ষপাতশূন্য মধ্যস্থ—বিরুদ্ধপক্ষদ্বয়ের হিতৈষী, দেহ্যঃ—অপ্রিয়, বন্ধু এতেষু—আত্মীয়বর্গে, (সাধুযু) সাধু ব্যক্তিতে (অপি চ পাপেষু) এবং অসাধু ব্যক্তিতেও (সমবুদ্ধিঃ) যিনি সমদর্শী অর্থাৎ কে কি করিতেছে তাবিয়া যিনি বিচলিত নহেন [তিনিই] (বিশিষ্যতে) বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

ছিন্নিবার্ধ্য বিষয়ভোগতৃষ্ণাকে ভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত, অবিচ্ছিন্না গতিতে যে প্রকারেই হউক কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই অমূল্য আয়ুষ্কাল অপব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি সাধনপথে প্রবিষ্ট হইয়াও আপনাকে ভ্রমোভাবাক্রান্ত হইতে দিয়া অবসন্নহৃদয়ে কি সাধনকর্তব্য, কি অনাগ্র কর্তব্য, সকল বিষয়েই আপনাকে অক্ষম করিয়া অধোগতি লাভ করিতেছে, সে ব্যক্তি আপনাই আপনার শত্রু।

৭। প্রশান্তহৃদয় জিতাত্মা অর্থাৎ যিনি আপনাকে উক্তপ্রকার সাত্ত্বিক শান্তিপূর্ণ সংযত ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, সেই শান্তহৃদয় যোগী

শ্রীতোকাদিরূপ স্মৃত্বঃখের স্বন্দে, কিংবা মান ও অপমানরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ দ্বাত-
প্রতিঘাতে আপনায় চিন্তকে সম্যক্রূপে অবিলম্বিত রাখিতে অর্থাৎ আপনায়
আত্মভাবে স্থির রাখিতে সমর্থ।

৮। জ্ঞান (বিচারদ্বারা অজ্ঞিত পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (সাধনদ্বারা
অসংশয়িতরূপে হৃদয়ত স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা যিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া-
ছেন, বাহার ইন্দ্রিয়গণ সংযত, সামান্য একধণ্ড প্রস্তুতকে ও কাঞ্চনকে যিনি
সমানই দেখেন, এবং কূটস্থভাব (সাম্যস্থিত অচঞ্চল আত্মভাব) বাহার হৃদয়ে
সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, তিনিই যুক্ত যোগী।

৯। স্মৃত্ব (প্রত্যাশকার পাইবার আশাশূন্য উপকারী), মিত্র (স্নেহবশতঃ
উপকারী), অরি (শত্রু), উদাসীন (যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন), মধ্যস্থ
(বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে শান্ত করিয়া যিনি বিবাদ মিটাইয়া দেন), দ্বৈশ্ব
(অসচ্চরিত্রজ্ঞ স্বপাণোদ্য), বন্ধু (জাত্যাতি আত্মীয়বর্গ), সাধু (ভক্ত অধ্যাত্ম-
জ্ঞানী) ও পাপী, এই সকলে যিনি সমদর্শী, তিনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে অধিকাংশ সাধকই প্রায় এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন
যে, তাঁহারা ভগবন্তুক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান্ সাধকের প্রতি সর্বাপেক্ষা
সন্তুষ্ট, বাহার সাধক নহেন বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র ও হৃদয়বান্ তাঁহাদের প্রতি
অর্দ্ধসন্তুষ্ট এবং বাহার আত্ম-প্রকৃতিসম্পন্ন ও অসচ্চরিত্র, তাহাদের প্রতি
অসন্তুষ্ট। যদিও এইরূপ ভাবই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বটে, তথাপি অধ্যাত্ম-
পথের উচ্চতম সীমায় উপনীত মহাসাধকের ভাব আরও উন্নত। সেইজন্যই
ভগবান্ বলিতেছেন, যে সাধকের উক্তপ্রকার বৈষম্যভাবও নাই, অর্থাৎ প্রকৃতির
প্রতি বহির্লক্ষ্য না থাকা হেতু, কিংবা থাকিলেও, 'এ সকলই প্রকৃতির লীলা,
আত্মার সহিত এ সকল বৈষম্যের কোন সম্বন্ধই নাই, এক আত্মা সর্বত্র সমভাবে
বিস্তারিত রহিয়াছেন,' ইত্যাকার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে সতত জাগ্রত থাকা
হেতু, সকলের প্রতি যিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনং রহসি স্থিতঃ ।
 একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
 তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্টিয়াসনে যুঞ্জ্যাদযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

১০। অর্থঃ। (যোগী) আরোহণেচ্ছুক ধ্যানযোগী (রহসি স্থিতঃ) নির্জন স্থানে থাকিয়া (একাকী) পরিজনত্যাগী, (যতচিত্তাত্মা) সংযতচিত্ত ও সংযত-দেহ, (নিরাশীঃ) বিতৃষ্ণ, (অপরিগ্রহঃ) ভোগসাধন সামগ্রীতে ও তাহাদের অর্জনে আসক্তিরহিত [সন্] হইয়া (আত্মানং) অন্তঃকরণকে (সততং যুঞ্জীত) সর্বদা সমাহিত করিবেন।

১১-১২। অর্থঃ। (শুচৌ দেশে), পবিত্রস্থানে (আত্মনঃ) নিজের (ন অতি উচ্ছ্রিতং) অনতি উচ্চ, (ন অতি নীচং) অনতিশয় নিম্ন, চৈলাজিন-কুশোত্তরং) ক্রমাগত কুশ, অজিন ও বস্ত্রদ্বারা রচিত (স্থিরং আসনং) নিশ্চল আসন (প্রতিষ্ঠাপ্য) স্থাপনা করিয়া, (তত্র আসনে) সেই আসনে (উপবিশ্টি) বসিয়া, (মনঃ একাগ্রং কৃৎস্না) মন একাগ্রকরতঃ (যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ) চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসংযমকারী [যোগী] (আত্মবিশুদ্ধয়ে) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত (যোগং যুঞ্জ্যাত) সমাধি অভ্যাস করিবে।

১০। অধ্যাত্ম যোগী বাধাবর্জিতস্থানে আসনকরতঃ অসাধক সঙ্গ ও বিষয়-ভোগবাসনা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া সংযতাস্তঃকরণে অধ্যাত্মসাধনে নিযুক্ত হইবেন।

১১-১২। সংযতাস্তঃকরণ যোগী পবিত্রস্থানে অর্থাৎ যে স্থানে দুর্গন্ধ বা আবর্জনাাদি না থাকিবে এরূপ পরিচ্ছন্ন স্থানে প্রথমে কুশ, তাহার উপরে যুগচর্ম

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

১৩-১৪ । অর্থঃ । (কায়শিরোগ্রীবং) শরীর, মস্তক ও গ্রীবা (সমং) সরলভাবে (অচলং) স্থির (ধারয়ন্) রাখিয়া, (স্থিরঃ) নিশ্চল হইয়া, (স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্) নিজ নাসিকাগ্রের সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া, অত্মদিকে না চাহিয়া, (প্রশান্তাত্মা) প্রশান্তহৃদয়, (বিগতভীঃ) ভয়-মুক্ত, (ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ) ব্রহ্মচর্য্যব্রতে রত, (মচ্ছিত্তঃ) মদগতচিত্ত, (মৎ-পরঃ) মৎপরায়ণ যুগ্মান যোগী (যুক্তঃ) সমাহিত হইয়া (মনঃ সংযম্য আসীত) মন সংযতকরতঃ অবস্থান করিবেন ।

ও তাহার উপরে একখণ্ড বস্ত্র পাতিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নিম্ন আপনার নিশ্চল যোগাসন প্রস্তুত করিবেন, এবং সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ, ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে একের দিকে অর্থাৎ যে ভেদমুক্ত অচঞ্চল সম্মুখে সমস্ত জাগতিক চঞ্চল ভাবই গ্রথিত রহিয়াছে সেই শাস্তিময় ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিবেন । এই অধ্যাত্ম সাধন-দ্বারা আত্মবিমুক্তি অর্থাৎ জীবাভিমানরাহিত্য উপস্থিত হইবে ।

১৩-১৪ । শরীর, গ্রীবা ও মস্তক ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া নিজ নাসাগ্রের সম্মুখে একপে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন যেন তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয় । তাহার পর ভয়মুক্ত প্রশান্তহৃদয়ে গুরুশ্রবাদিরূপ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যুগ্মান বা আকরুক্ষু যোগী আমাতে অর্থাৎ ভগদানে অহঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অচঞ্চলভাবে স্থাপনকরতঃ ভগবৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ।

যুগ্মেন্বেং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

১৫। অর্থঃ। (এবং) পূর্বেকৃতপ্রকারে (নিয়তমানসঃ) অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা সংযতচেতা [সন্] হইয়া (সদা আত্মানং) সর্বদাই মনকে (যুগ্মন্ একাগ্র করিয়া (যোগী) যোগী (মৎসংস্থাং) আমার স্বরূপে অবস্থিতিরূপা (নির্বাণপরমাং) পরম নির্বাণময়ী (শান্তিং অধিগচ্ছতি) বিপ্রাপ্তি প্রাপ্ত হন।

১৫। সংযতমনা সাধক এইরূপে সাধন করিতে করিতে আমাতে স্থিতিরূপা নির্বাণময়ী পরমা শান্তি ভোগের অধিকারী হইবেন।

উক্ত কয়টি শ্লোকে ভগবান্ সাধনবিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম যে কি, সদগুরুরূপা ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। স্বয়ং অল্পমানদ্বারা, কিংবা কোন অনভিজ্ঞ লোকের উপদেশানুসারে ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। এ ব্রহ্মসাধন অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। আবার যে মহাত্মগণ এই সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারা সহজে এই অপূর্ব বিদ্যা কাহাকেও দান করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মধ্যে কচিং কেহ, নিতান্ত ভক্তিম্যান্ ও গুরুসেবাপরায়ণ উপযুক্ত আধার পাইলে অতি সাবধানে ইহা দান করেন। এ অপূর্ব ব্রহ্মসাধন অতি গুপ্তধন এবং একাল পর্য্যন্ত মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা আসনমুদ্রাদি-অভ্যাস, প্রাণায়ামক্রিয়া, জপাদিকরণ কিংবা কুণ্ডলিনী শক্তিকে চক্রে চক্রে উত্তোলনরূপ ষট্চক্রভেদদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা পঞ্চ মকার সাধনও নহে; ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগ এবং হৃদয়ের অতি গুপ্ত ধন। সদগুরুরূপা ব্যতীত ইহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। সেইজন্যই ভগবান্ পূর্বেই চতুর্থাধ্যায়ে সদগুরুলাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং এই অধ্যায়ে বাহ্য উপদেশ করিলেন, তাহা সদগুরু ব্যতীত কে বুঝাইয়া দিবে? সদগুরু লাভকরতঃ তৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে এ পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ কুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনগ্নতঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলশ্চ জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্ঠশ্চ কর্ণম্হ ।

যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মশ্চেবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥১৮॥

১৬। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন । (অতি অন্ততঃ) অতি ভোজন-
শীলের (ন যোগঃ অস্তি) যোগ হয় না, (একান্তঃ অনগ্নতঃ চ) একান্তরূপে
অনশনশীলেরও (ন) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না, (অতি স্বপ্নশীলশ্চ চ) অতিশয়
নিদ্রালুরও (ন) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না, (চ) এবং (জাগ্রতঃ) অতিমাত্রায়
জাগরণশীলেরও (ন এব) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না ।

১৭। অর্থঃ। (যুক্তাহারবিহারশ্চ) পরিমিত আহার ও বিহারকারী,
(কর্ণম্হ যুক্তচেষ্ঠশ্চ) কর্ণে পরিমিত চেষ্ঠাযুক্ত, (যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ) পরিমিত নিদ্রা
ও জাগরণশীল যোগীর (যোগঃ দুঃখহা ভবতি) যোগ সর্বদুঃখহারী হয় ।

১৮। অর্থঃ। (যদা) যখন (বিনিয়তং চিত্তং) বিষয়নিচয় ও ইন্দ্রিয়াদির
বৃত্তিনিচয় হইতে ব্যাবৃত্ত বা প্রত্যাহত শুদ্ধ চিত্ত (আত্মনি এব) কূটস্থপুরুষরূপ
আত্মাতেই বা দ্রষ্টার স্বরূপমাত্রেই (অবতিষ্ঠতে) অবস্থিতি করে, (তদা) তখন
(সর্বকামেভ্যঃ) সর্বপ্রকার বিষয় হইতে (নিঃস্পৃহঃ) বিতৃষ্ণ [যোগী] (যুক্তঃ
ইতি উচ্যতে) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত বা সমাহিত বলিয়া কথিত হন ।

১৬। হে অর্জুন ! সাবধান ! এই যোগসাধনাত্ম্যাস, পূর্ণমাত্রায় ভোজন
করিলে হয় না, অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিলেও হয় না । যে ব্যক্তি অতিরিক্ত
নিদ্রা যায়, তাহার হয় না ; আবার বাহার নিদ্রা প্রয়োজনাত্মরূপ হয় না,
তাহারও হয় না ।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেপ্ততে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতে যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশুন্নাত্মনি তুশ্রতি ॥২০॥

১৯। অর্থঃ। (যথা) যেমন (নিবাতস্থঃ) বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানে অবস্থিত, (দীপঃ) প্রদীপ (ন ইন্ধতে) চক্ষুঃ হইয়া না, (আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতে) আত্মবিষয়ক সমাধির অহুষ্ঠানকারী (যতচিত্তস্ত যোগিনঃ) সংযতচিত্ত যোগীর (সো) ঐ (উপমা) দৃষ্টান্ত (স্মৃতা) যোগীগণের অভিমত ।

২০। অর্থঃ। (যত্র) যে অবস্থায় (যোগসেবয়া) যোগধারণা করিতে করিতে তাহার দ্বারা (নিরুদ্ধং) নিরুদ্ধ (চিত্তং) চিত্ত (উপরমতে) আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয়, (যত্র চ এব) এবং যে অবস্থায় [দ্রষ্টা] (আত্মনা) মাত্র আত্মনিষ্ঠবুদ্ধিধারা (আত্মানং) আপনার জীবভাবকে (আত্মনি) আপনাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে (পশুন্) দেখিয়া (তুশ্রতি) অক্ষয় আনন্দলাভ করেন,—

১৭। বাঁহার আহারবিহার পরিমিত, যিনি উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করেন, নিদ্রাও বাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নহে, তাঁহারই সাধনাভাস সুখজনক ও সফল ।

১৮। সর্বপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ যখন ভোগকামনা হইতে বিমূখ হইয়া আত্মানন্দে মগ্ন হয়, তখনই সাধক ব্রহ্মে যুক্ত ।

১৯। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংযতহৃদয় যোগীর অন্তর্ভাব বা আত্মস্থিতি ঠিক যেন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা ।

২০। ঐক্লপ সাধনদ্বারা চিত্তবৃত্তি যখন অচঞ্চলা শান্তিলাভ করে, যখন অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আপনার জীবভাবকে স্বরূপস্থ (পরমাত্মা হইতে অভিন্ন) দেখিয়া পরমশান্তিময়ী ভূমির উদয় হয়,—

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতচলতি তদ্বৃত্তঃ ॥২১॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্বতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥

তং বিতাদুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

ন নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিবলচেতসা ॥২৩॥

২১। অর্থঃ। (যত্র) যে অবস্থায় [যোগী] (বুদ্ধিগ্রাহ্যং) দ্রষ্টার স্বরূপনিষ্ঠ বুদ্ধিধারাই জ্ঞেয় (অতীন্দ্রিয়ং) গুণাতীত, (আত্যস্তিকং) নিরবচ্ছিন্ন (যং সুখং) যে এক উত্তম নিত্য আনন্দস্থ, (তং বেত্তি) তাহা অল্পভব করেন [যত্র চ] এবং (যে অবস্থায়) (স্থিতঃ) অবস্থিত (অয়ং) যোগী (তদ্বৃত্তঃ) আত্মস্থিতি হইতে (ন চ এব চলতি) বিচলিত হন না,—

২২। অর্থঃ। (যং লব্ধ্বা) যে আত্মানন্দলাভের পর (অপরং লাভং) অল্প কোন লাভকে (ততঃ) তাহা হইতে (অধিকং ন মন্বতে) অধিক বলিয়া জ্ঞান করেন না, (যস্মিন্ স্থিতঃ) যে আত্মানন্দে অবস্থান করিলে (গুরুণাপি দুঃখেন) স্ত্রীপুত্রাদির বিরোগাদিরূপ গুরুতর দুঃখেও (ন বিচাল্যতে) বিচলিত হন না,—

২৩। অর্থঃ। (তং দুঃখসংযোগবিরোগং) দুঃখের আত্যস্তিক সম্বন্ধবজ্জিত ঐ যোগাবস্থাকেই (যোগসংজ্ঞিতং বিজ্ঞাতং) যোগ নামে অভিহিত বলিয়া জানিবে (নির্বিবলচেতসা) দুঃখবুদ্ধ্য প্রযত্নশৈথিল্য নির্বোধ, তদ্রহিতেন চেতসা—কষ্ট-সাধ্য বলিয়া শৈথিল্যরহিতচিত্তে (সঃ যোগঃ) ঐ অসম্প্রজাত সমাধিরূপ যোগ (নিশ্চয়েন) অবশ্যই (যোক্তব্যঃ) যমনিয়মাদির দ্বারা অহুষ্ঠেয় ।

২১। যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত, নির্গলবুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যস্তিক সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং যে আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত হইতে চাহেন না,—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যজত্ব। সৰ্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪॥

শর্টনৈঃ শর্টনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

২৪। অর্থঃ। (সংকল্পপ্রভবান্) সংকল্পপ্রসূত (সর্বান্ কামান্) কামনান্ সকলকে (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (ত্যজত্ব।) পরিত্যাগ করিয়া (মনসা এব) আসক্তিশূন্য মনের দ্বারা (ইন্দ্রিয়গ্রামং) বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে (সমস্ততঃ) সর্ব বিষয় হইতে (বিনিয়ম্য) প্রত্যাহত করিয়া—

২৫। অর্থঃ। (ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা) যোগধারণাশক্তিযুক্ত। বুদ্ধির সাহায্যে (শর্টনৈঃ শর্টনৈঃ) দীর্ঘে দীর্ঘে (উপরমেৎ) আত্মভিন্ন সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিবে, (মনঃ) বিবেকযুক্ত মনকে (আত্মসংস্থং কৃত্বা) আত্মায় স্থাপিত করিয়া (কিঞ্চিদপি) কোনও বিষয়ের (ন চিন্তয়েৎ) চিন্তা করিবে না।

২২। যে আত্মানন্দলাভ হইলে অত্ৰ কোন লাভকেই তাহার অধিক বলিয়া জ্ঞান হয় না, গুরুতর দুঃখও অর্থাৎ পুত্রপত্নীবিয়োগাদিরূপ দুঃখ যে অবস্থাকে চঞ্চল করিতে পারে না,—

২৩। একেবারে দুঃখের সম্বন্ধবর্জিত ঐ যোগাবস্থাকে বুঝিবার জন্য উৎসাহ-পূর্ণহৃদয়ে যোগসাধনে রত হওয়া প্রত্যেক বিবেকবান্ ব্যক্তিরই কর্তব্য।

২৪-২৫। মনের সংকল্পপ্রসূত কামনাসকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া (কারণ ভোগাসক্তি প্রবলা থাকিলে, এ নিবৃত্তিপথের সাধনদ্বারাও বিশেষ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই) মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়বিমুখ করিয়া (মনকে ভগবন্তুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্তুখী হইতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয় বহন করে মাত্র, মনই বিষয় সকলের গ্রহণকর্তা। সুতরাং মন গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম বৃথা হইয়া যায়।) ধারণাশক্তিযুক্ত। বুদ্ধির

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং স্নখমুক্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

২৬। অর্থঃ। (চঞ্চলং) ক্রিয়ামীল [স্বতরাং] (স্থিরং) স্থির (মনঃ) মন (যতঃ যতঃ) যে যে বিষয়ে (নিশ্চরতি) গমন করে, (ততঃ ততঃ) সেই সেই বিষয় হইতে (নিয়ম্য) ধরিয়া আনিয়া (এতৎ) এই মনকে (আত্মনি এব) আত্মাতেই (বশং নয়েৎ) সংযত করিবে।

২৭। অর্থঃ। (প্রশান্তমনসং) সংযতমনা, (শান্তরজসং) রাজসভাবরূপ কলঙ্কমুক্ত, (অকল্মষং) লয়হেতুতমোশূণ্য—চিন্তনয়হেতু নিজা ও অবিবেকাদি মোহশূণ্য, (ব্রহ্মভূতং) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত (এনং হি যোগিনং) এই যোগীকেই (উত্তমং স্নখং উপৈতি) পূর্বোক্ত আত্যন্তিক পরম স্নখ আশ্রয় করে।

সাহায্যে ধীরে ধীরে উপরমের দিকে অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চলা শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার পর মনকে আত্মাহু অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগস্থ করিতে পারিলেই সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ প্রশমিত হইবে।

হৃদয় বৈরাগ্যপূর্ণ, মন অন্তর্মুখ, স্বতরাং তৎসহ ইন্দ্রিয়গণও অন্তর্মুখ, ব্রহ্ম-ধারণাময়ী বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে অচঞ্চলা শান্তিতে পরিণতা; সমস্ত জগৎব্যবহী ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিয়াছে; এরূপ অবস্থায় আর কি চিন্তাতরঙ্গ বিদ্যমান থাকিবে? কিছুই না। এই চিন্তারহিত পরমাবস্থাই চিন্তামণিসংস্পর্শরূপ স্নখাময় যোগ।

২৬। স্থির মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে মুহূর্হঃ পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য। স্বতরাং সাধনকালেও মন উপরমের দিকে সহজে বাইতে চাহিবে না; সামান্য শৈথিল্য পাইলেই আপনার বিচরণক্ষেত্র

যুঞ্জনেবং সদান্নানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

স্বথেন ব্রহ্মসংস্পর্শমিত্যন্তং স্ত্রুথমগ্নুতে ॥২৮॥

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

১৮। অর্থঃ । (এবং) পূর্বোক্ত প্রকারে (সদা) সর্বদা (আত্মানং) মনকে (যুজ্জন্) পরমাত্মায় সংযুক্ত করিতে করিতে (যোগী) সাধক (বিগতকল্মষঃ) রক্তঃ ও তমোরূপ মালিন্তরহিত [সন্] হইয়া (স্বথেন) অনায়াসে (ব্রহ্মসংস্পর্শং) ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত (অত্যন্তং) সর্বোত্তম (স্ত্রুথং) স্ত্রুথ (অগ্নুতে) ভোগ করেন ।

২৯। অর্থঃ । (যোগযুক্তাত্মা) ব্রহ্মযোগযুক্ত যোগী (সর্বত্র সমদর্শনঃ) [সন্] সর্বত্র সমদর্শী হইয়া (আত্মানং) পরমাত্মাকেই (সর্বভূতস্বং) সর্বভূতে অবস্থিত (চ) এবং (আত্মনি) পরমাত্মাতেই (সর্বভূতানি) সর্বভূতকে (ঈক্ষতে) অন্বেষণ করেন ।

বিষয়পক্ষে লক্ষ্য দিয়া পড়িবেই পড়িবে । স্বতরাং সাধককে উহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ভগবান্ এই শ্লোকে তাহাই উপদেশ করিতেছেন ।

চঞ্চল মন যেখানেই বাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সাধনপথে চালিত করিবে । পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতেই মন স্থির হইয়া বশে আসিবে ।

২৭। সংযতমনা, যজ্ঞোভাবযুক্ত, নির্মলান্তঃকরণ, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধক সর্বোত্তম আনন্দের অধিকারী হন ।

২৮। পূর্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে করিতে মালিন্তরহিত অর্থাৎ জীবাতিমানযুক্ত সাধক অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত ভোগ করিতে থাকেন ।

ইহা উচ্চতম সাধনাবস্থায় প্রাপ্য একটা শান্তিপূর্ণ পরমানন্দময় আত্মভাব । অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ আপনাকে এক অপূর্ণ অচঞ্চল

যো মাং পশ্চতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্চতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্চতি ॥৩০॥

৩০। অর্থঃ। (যঃ) যে যোগী (সর্বত্র) সর্বত্র (মাং) পরমাত্মা আমাকেই (পশ্চতি) দেখেন (চ) এবং (সর্বঃ) সকল ভূতকে (ময়ি) পরমাত্মাতেই (পশ্চতি) দেখেন, (তস্ম) তাঁহার নিকটে (অহং) পরমাত্মা আমি (ন প্রণশ্যামি) অদৃশ্য থাকি না (চ) এবং (সঃ) তিনিও (মে) আমার (ন প্রণশ্চতি) অস্ত্রবলে থাকেন না।

সমভাবে স্থাপিত করাও বাহা, এই ব্রহ্মসংস্পর্শলাভও তাহাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়গণ লইয়াই জগৎ, এবং আমাদের জ্ঞানও ঐ বিষয়গণ লইয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঐ বিষয়গণও চঞ্চল, আমাদের জ্ঞানও চঞ্চল। এই জ্ঞানকে অচঞ্চল ভাবে পরিণত করিতে হইলে সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে এক অপূর্ব অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেই সমরূপী ব্রহ্ম বা আত্মাতে ইহাকে স্পর্শ করাইতে হইবে এবং সেই ব্রহ্মসংস্পর্শই শান্তি। ইহা অজ্ঞান অবস্থা নহে, জ্ঞানেরই এক পরমানন্দপূর্ণ শান্তিময় পরিণাম মাত্র। সমরূপী শান্তিশীতল চিদানন্দকে স্পর্শ করিবামাত্রই এই অহং, অং ও তৎরূপ ত্রিবিধজুড়িত জ্ঞানায়িত তরঙ্গময়ী বহুমুখী শিখা নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া এক অদ্ভুত আনন্দপূর্ণ শান্তিময়ী প্রভায় পরিণত হয়। ইহাই ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অমৃত। সাধক এই শরীরে থাকিয়াই এই পরম নির্মল যোগানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

২১। সর্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ যিনি সমস্ত জাগতিক পদার্থেই সমরূপী এক অখণ্ড আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত যোগী সর্বভূতে পরমাত্মাকেই অর্থাৎ আত্মবরূপকেই এবং পরমাত্মাতেই অর্থাৎ আত্মবরূপেই সর্বভূতকে দর্শন করেন।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৩১॥

৩১। অর্থঃ। (যঃ)-যে যোগী (সর্বভূতস্থিতং) সর্বভূতস্থ (মাং) আমাকে (একত্বং আস্থিতঃ) অভিন্নরূপে অবধারণপূর্বক (ভজতি) ভজনা করেন, (সঃ যোগী) সেই যোগী (সর্বথা বর্তমানঃ অপি) যে অবস্থাতেই থাকুন না (ময়ি) আমাতেই (বর্ততে) বিরাজ করেন।

উত্তম লোহপিও যেমন অগ্নিময় হইয়া অগ্নিগোলকে পরিণত হয়, সাম্যস্থিত যুক্ত যোগীর জীবাতিমানমুক্ত আত্মস্বরূপও তদ্রূপ ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। তখন কোথায় বা 'আমি'-জ্ঞান, কোথায় বা 'তুমি'-জ্ঞান, আর কোথায় বা 'জগৎ'-জ্ঞান! সমস্তই অখণ্ড, পরিপূর্ণ, এক ব্রহ্মসাগরের ডুবিয়া একাকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং তখন সর্বভূতই আত্মময় এবং আত্মা সর্বভূতময়।

৩০। যে যোগী সর্বত্র পরমাত্মা আমাকেই এবং সমস্ত আমাতেই বিরাজিত দেখিতেছেন, তিনিও আমার সন্মুখস্থ এবং আমিও তাঁহার সন্মুখস্থিত।

দর্পণে মুখদর্শনকালে যেমন উভয় মুখই উভয়ের সন্মুখস্থিত এবং উভয়েই উভয়কে সমভাবে দেখিতেছেন, যুক্ত যোগীর ব্রহ্মদর্শনও তদ্রূপ। এ সকল ব্যাপার সদৃশপ্রদর্শিত সাধনের দ্বারা স্বয়ংবেদ্য।

৩১। 'তৎ' পদের লক্ষ্যীভূত পরমাত্মা আমাকে অপরোক্ষভাবে সর্বভূতস্থিত জানিয়া যোগী 'তৎ'পদলক্ষ্য জীবাত্মাকে আমার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপেই অবস্থান করেন। তিনি ব্যাখ্যাতদশায় প্রারব্ধশেষে যে অবস্থাতেই থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি ও কৰ্ম্মাদি যেমনই হউক না, তিনি জীবমুক্ত অবস্থায় আমাতেই বিরাজ করিতেছেন।

আত্মোপমেয়ং সর্বত্র সমং পশ্চাতি যোহর্জুন ।

স্বখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

অর্জুন উবাচ

যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্মাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

৩২। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (যঃ) যে যোগী (আত্মোপমেয়ং) আপনার স্থিতি-অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরমানন্দময় এক অচল ভাবে আপনার স্থিতি রক্ষা করিতেছেন, সেই ভাবে আদর্শ করিয়া (সর্বত্র) সর্বত্র (সমং) সমরূপ ব্রহ্মকে (পশ্চাতি) বিদ্যমান দেখেন [এবং] (স্বখং বা যদি বা দুঃখং) [ভবতু] বাহিরে স্বখভোগই হউক বা দুঃখভোগই হউক তাহাতে অবিচলিত থাকেন, (সঃ) সেই (যোগী) যোগী (পরমঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ (মতঃ) বলিয়া আমার মত ।

৩৩। অর্থঃ। (অর্জুনঃ উবাচ) অর্জুন কহিলেন, (মধুসূদন) হে মধুসূদন ! (ত্বা) আপনি (সাম্যেন) সর্বভূতে এক আত্মদর্শনরূপ (অয়ং যঃ যোগঃ) এই যে যোগ (প্রোক্তঃ) কহিলেন, (এতস্ম) এই যোগের (স্থিরাং) অচঞ্চলা (স্থিতিং) স্থিতি (চঞ্চলত্বাৎ) মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ (অহং) আমি (ন পশ্যামি) দেখিতেছি না ।

৩২। যে যোগযুক্ত সাধক আপনাকে উক্ত প্রকারে সমরূপ একস্থিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি আপনার স্থিতি-অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরমানন্দময় এক অচল ভাবে আপনার স্থিতিরক্ষা করিতেছেন, সেই ভাবে আদর্শ করিয়া সর্বত্র সমরূপ ব্রহ্মকে বিদ্যমান দেখিতেছেন, বাহিরে স্বখভোগই হউক বা দুঃখভোগই হউক, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না ; কারণ তাঁহার অন্তরে স্বখদুঃখরূপ

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তূহকরম্ ॥৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥৩৫॥

৩৪। অম্বয়ঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (হি) যেহেতু (মনঃ) মন (চঞ্চলং) স্বভাবতঃ চঞ্চল, (প্রমাথি) শরীর ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিরও বিকোভকারী, (বলবৎ) মহাবীগবান্, (দৃঢ়ং) দুঃশ্ছেত্ত, (অহং) আমি (তস্ম) সেই মনের (নিগ্রহং) নিরোধ (বায়োঃ ইব) বায়ুর ন্যায় (স্তূহকরং) দুঃসাধ্য (মন্ত্রে) মনে করি।

৩৫। অম্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (মহাবাহো) হে মহাবীর! (মনঃ) মন (দুনিগ্রহং) দুর্বশ (চলং) চঞ্চল [এতৎ] ইহাতে (অসংশয়ং) সন্দেহ নাই; (তু) কিন্তু (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ) অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়েরই দ্বারা [এই মনকে] (গৃহতে) বশীভূত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিতে পারা যায়।

দ্বন্দ্বের অতীত পরম নির্খল এক ব্রহ্মভাব সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে; হে অর্জুন! এইরূপ যোগীই শ্রেষ্ঠ।

৩৩। অর্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! সাম্যে অর্থাৎ সমরূপী এক, অচঞ্চল সূত্রে আপনার স্থিতিরক্ষারূপ যে যোগতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, মনের চঞ্চলভাজন্ত তাহাতে স্থির থাকা তো অতি কঠিন।

৩৪। হে কৃষ্ণ! মন অতি চঞ্চল, মহাভগবান্, দুর্বশ ও একাগ্রতাবিনাশী; বায়ুর গতিরোধ করা যে রূপ দুঃস্ব, এই মনকে আয়ত্ত করাও তেমনই দুঃসাধ্য।

অসংযতান্না যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহবাশ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অৰ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

৩৬। অর্থঃ। (অসংযতান্না) অসংযতহৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তির (যোগঃ) যোগ (দুপ্রাপঃ) দুপ্রাপ্য (ইতি) ইহা (মে) আমার (মতিঃ) নিশ্চিত অভিপ্রায়, (তু) কিন্তু (বশ্যান্না) অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বাঁহার মন নিগৃহীত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি (উপায়তঃ) শাস্ত্র ও গুরু-উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে (যততা) চেষ্টা করিলে (অবাশ্তুঃ শক্যঃ) লাভ করিতে পারেন।

৩৭। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ। (শ্রদ্ধয়া উপেতঃ) যোগমার্গে বিশ্বাসসম্পন্ন [অথচ] (অযতিঃ) অনবধানতাবশতঃ ঐহিক ও পারত্রিক সুখে মুগ্ধ হইয়া (যোগাৎ চলিতমানসঃ) যোগলব্ধ সাধক (যোগসংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য) যোগসিদ্ধি অর্থাৎ যোগফল সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া (কাং গতিং) কি গতি (গচ্ছতি) প্রাপ্ত হইবে?

৩৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে মহাবীর। মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়! হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য থাকে, তাহা হইলে অভ্যাসদ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যায়।

৩৬। অসংযতহৃদয়ে যোগলাভ হইতেই পারে না, ইহা আমার নিশ্চিত অভিপ্রায়; কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ বহির্মুখরূপে চঞ্চল থাকিলে, এক-স্বরূপ ব্রহ্মভাব তাহাতে প্রতিবিম্বিতই হইবে না। সংযতহৃদয়ে (যে হৃদয় ব্রহ্মমুখী হইয়া স্থির হইয়াছে) উপায়ানুসারে যত্ন করিলে অর্থাৎ সদগুরুপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যোগকে লাভ করা যায়।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্রুতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্মশেষতঃ ।

ত্বদন্তঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

৩৮। অম্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (বিমূঢ়ঃ) বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, (ব্রহ্মণঃ পথি) ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গে অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স মার্গে (অপ্রতিষ্ঠঃ) অবস্থিতি লাভ করিতে না পারিয়া (উভয়বিভ্রষ্টঃ) ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখ হইতে ভ্রষ্ট [অতএব] (বিমূঢ়ঃ) বিচ্যুত হইয়া (ছিন্না-ভ্রমিব) ছিন্ন মেঘের মত [ঐ সাধক] (কচ্চিং ন নশ্রুতি) নষ্ট হয় না কি?

৩৯। অম্বয়ঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (মে) আমার (এতৎ সংশয়ং) এই সন্দেহ (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (ছেত্তুং) নিরাকৃত করিতে (অর্হসি) আপনিই যোগ্য, (হি) যেহেতু (অন্ত সংশয়ঃ) এই সংশয়ের (ছেত্তা) ছেদনকারী (ত্বদন্তঃ) আপনি ব্যতীত (ন উপপদ্যতে) কেহই হইতে পারে না।

৩৭। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! সদগুরুপ্রদত্ত অধ্যাত্ম জ্ঞানার্জন ও সাধনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কিন্তু উপযুক্ত যত্নাভাবে মনের চাঞ্চল্যবশতঃ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে আপনায় জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া ব্রহ্ম-কারাকারিত্ব লাভ করিতে পারেন নাট, এমন ভ্রষ্ট সাধকের কি গতি লাভ হইবে?

৩৮। হে মহাবাহো! সংসার ও মুক্তি এই দুই হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া অর্থাৎ সংসারাসক্তি ও সকাম কাম্যাহুষ্ঠান না থাকাজ্ঞান সংসারপথ হইতে এবং সাধন পূর্ণ না হইতেই, কোন প্রবল বাধা বা শৈথিল্যহেতু ব্রহ্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই ব্রহ্মপথভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইবেন না?

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্রে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্গুৰ্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিষ্মা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টৌহভিজায়তে ॥৪১॥

৪০। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (পার্থ) হে অর্জুন! (তন্ত্ৰ) সেই যোগভ্রষ্ট সাধকের (ইহ এব) ইহলোকে (বিনাশঃ ন বিদ্যতে) অধোগতি নাই [এবং] (অমৃত) পরলোকেও (ন) নাই অর্থাৎ বিনাশ নাই, (তাত) হে বৎস! (হি) নিশ্চয়ই (কল্যাণকৃৎ) ত্রেয়োহুষ্ঠান-কারী (কশ্চিৎ) কোন ব্যক্তি (দুর্গতিং) অধোগতি (ন গচ্ছতি) লাভ করেন না ।

৪১। অর্থঃ। (যোগভ্রষ্টঃ) যোগভ্রষ্ট সাধক (পুণ্যকৃতাং) সাকামপুণ্যকর্ম-কারিগণের (লোকান্) বৃহস্পত্যাদি লোক (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইয়া (শাশ্বতীঃ সমাঃ) বহুবৎসরধাবৎ (উবিষ্মা) বাসকরতঃ (শুচীনাং) পবিত্র (শ্রীমতাং) ধনবান্ ব্যক্তিগণের (গেহে) গৃহে (অভিজায়তে) জন্মগ্রহণ করেন ।

৩৯। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় বিশেষভাবে নিরাকৃত করিয়া দিন। হে সর্বকর্ত্ত! আপনি ব্যতীত এ সংশয়চ্ছেদ আর কে করিবে?

৪০। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাঁহার বিনাশ নাই। নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলময় পথের পথিককে কখনই অধোগতি লাভ করিতে হয় না।

৪১। এই মঙ্গলময় যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট সাধক বহু বৎসর ধাবৎ পুণ্যকর্ম-গণের প্রাপ্য লোকে বাসকরতঃ পুনরায় এই পৃথিবীতে, পবিত্র শ্রীমান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতদ্বি তুল্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্ ॥৪২॥

৪২। অম্বয়ঃ। (অথবা) পক্ষান্তরে [যোগভ্রষ্ট] (ধীমতাং) জ্ঞানবিজ্ঞান-
যুক্ত (যোগিনাং এব) যোগীগণেরই (কুলে) কুলে (ভবতি) জন্ম লাভ করেন,
(ইদৃশং) এইরূপ (যং জন্ম) যে জন্ম (এতং হি) তাহাই (লোকে)
পৃথিবীতে (তুল্লভতরম্) অত্যন্ত তুল্লভ ।

৪২। অথবা জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত যোগীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ; তবে যোগীর
ঔরসে জন্মগ্রহণ অত্যন্ত তুল্লভ ।*

* এই নিবৃত্তিপথের ভ্রষ্টসাধকগণ এই শরীর ত্যাগান্তে পুণ্যকর্ষিগণের প্রাপ্য
লোকে কিছুকাল বাসকরতঃ পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন, ইহাও শ্রীভগবানের
অভিযুক্তি। তাহা হইলে পুণ্যকর্ষিগণের প্রাপ্য লোক কোনটী এবং কিরূপ পুণ্য-
কর্ষিগণ তাহা প্রাপ্ত হন ? আমরা পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবকে সকাভরে প্রণাম
করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি জানিতে ইচ্ছা করায় তিনি যাহা
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রীগুরুদেব বলেন,
“শাস্ত্রে আমি এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিযুক্ত নির্দেশ দেখিতে পাই নাই এবং আনন্দের
মত মূর্খের শাস্ত্রদর্শনই বা কতটুকু ? তবে তোমাদিগকে আমি এ সম্বন্ধে যাহা
বলিতেছি, তাহা আমার নিজের স্থির ধারণাপ্রসূত—তাহাতে সন্দেহ নাই।
আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, আমরা যে সৌরজগতের অধীন, ইহার মধ্যে
বৃহস্পতিলোকই আমাদের সৌরজগতের পুণ্যকর্ষিগণের প্রাপ্য স্বর্গলোক। পৃথিবী,
জুক্র, শনৈশ্চরাদি গ্রহলোকসকলের পুণ্যকর্ষিগণ ঐ বৃহস্পতিলোকে পুণ্যানুযায়ি-
কাল বাসকরতঃ পুনরায় সেই সেই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। বৃহস্পতিলোক
পৃথিবীগ্রহ হইতে প্রায় সহস্রগুণ বৃহত্তর, যোগশোকমুক্ত ও অনায়াসলভ্য বহু-
প্রকার ভোগস্বখে পরিপূর্ণ। এই সৌরজগদন্তর্গত সমস্ত লোকের পুণ্যকর্ষিগণ

স্বাহাই এই বৃহস্পতিলোক পূর্ণ এবং বহুবিধ অচিস্তিতপূৰ্ণ ভোগস্বথের উপাদান-
সকল তাঁহাদিগকে বিনোদিত করিবার জন্য সৰ্বদা প্রস্তুত থাকে। এই বৃহস্পতি-
লোক কোন্ শ্রেণীর পুণ্যকৰ্ম্মিগণ প্রাপ্ত হন ? সাধ্বিক পুণ্যকৰ্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাহারা
শ্রায়, সত্য ও সারল্যের সহিত সাংসারিক কৰ্ত্তব্যপালন এবং সামর্থ্যানুসারে
উপযুক্তক্ষেত্রে জলাশয়প্রতিষ্ঠা, পথনিৰ্ম্মাণ, আতুরাশ্রম ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন এবং
দীনদরিদ্রগণকে যথাসাধ্য সাহায্য ও অন্নদানাদিরূপ লোকহিতকর নানাশ্রমকার
মঙ্গলময় কৰ্ম্মসকলের অহুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান লাভকরতঃ নিবৃত্তি-
মুখ সাধনপথে আদৌ আগ্রসর হন নাই, সেই সকল ব্যক্তিই বৃহস্পতিলোকে গমন
করেন। ইহারাই প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সাধ্বিক পুণ্যকৰ্ম্মী। দ্বিতীয় শ্রেণীর
রাজস পুণ্যকৰ্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাহারা এই সংসারে কামক্রোধলোভাদি আশ্রয়বৃত্তি-
দ্বারা তাড়িত হইয়া শ্রায়, সত্য ও সারল্য হইতে বিচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু
লোকহিতকর কৰ্ম্মাহুষ্ঠান বা পরোপকারাদি না করিয়া মাত্র নিজ ভোগফল-
কামনার বারব্রতপূজাদি সকাম কৰ্ম্মসকলের অহুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উক্ত
বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন না; এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণকরতঃ কিছু অধিক
পরিমাণে সদ্ধতিশালী হইয়া অন্ত সাধারণের মত স্বথঃস্থ ভোগ করেন মাত্র।
আর তৃতীয় শ্রেণীর পুণ্যাভিমাত্রী তামস কৰ্ম্মিগণ অর্থাৎ যে সকল মূঢ় শ্রায়, সত্য
ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া নিজ নিজ ভোগেচ্ছা পূরণ
করিবার জন্য পশুবৎ যথেষ্ট ব্যবহার করে ও স্বার্থসাধনস্থলে যাহাদিগের নিকটে
কিছুই অকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেই সকল পশু মাত্র ঐশ্বর্য্য দেখাইবার
ও নাম কিনিবার জন্য যে সকল শ্রদ্ধাহীন, অশ্রদ্ধহীন বজ্রকার্য্যের অহুষ্ঠান (যেমন
বারোয়ারির দেবপূজা বা বৃথা হত্যাপূর্ণ আধুনিক অধিকাংশ কালীপূজা, শীতলা-
পূজা ও মনসাপূজাদিরূপ পুণ্যকৰ্ম্মের অভিনয়) করে, সে সমস্তই তামস
পুণ্যাভিমান মাত্র। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যমাংসসহ বেখ্যাসন্তোষ, পূজা
যেমনই হউক বা না হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিমার সম্ভ্রাট
যেন উৎকৃষ্ট হয় এবং খেমটা নাচ ও যাত্রাভিনয় যেন কোন প্রকারে মন্দ না হয়,

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

৪৩। অর্থঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন! (তত্র) পূর্বোক্ত দ্বিবিধ জন্মে (পৌর্বদেহিকং) পূর্বজন্মোৎপন্ন (তং) সেই (বুদ্ধিসংযোগং) ব্রহ্মজ্ঞান-যোগ (লভতে) লাভ করেন, (ততঃ চ) তদনন্তর (সংসিদ্ধৌ) সিদ্ধিলাভের দিকে (ভূয়ঃ) পুনরায় (যততে) চেষ্টা করিতে থাকেন।

৪৩। হে কুরুনন্দন। এই লোকে পবিত্র ধনিবংশে কিংবা যোগিবংশে জন্মগ্রহণকরতঃ সেই পূর্বজীবনের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যতদূর জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনপথের যে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান ও সাধনোন্নতি সহজেই প্রাপ্ত হন এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

অনাথ কান্দালগণকে দূর করিয়া অর্থশালী, উচ্চপদস্থ বা চাটুকারগণকে ভোজন করাইবার সাগ্রহ চেষ্টা, ইত্যাকার কর্মসকল পুণ্যানুষ্ঠানের মহা পাপময় অভিনয় মাত্র। ইহার ফল অধোগতিলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাক্ সে কথা; এখন দেখ, এই নিবৃত্তিমূল অধ্যাত্মসাধন হইতে ভ্রষ্ট সাধকগণ, সাত্বিক পুণ্যকর্মিগণের প্রাপ্য উক্ত বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহারা নিবৃত্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন না। বৃহস্পতিলোকে গমনকরতঃ নানা প্রকার স্বথভোগ করিতে লাগিলেন এবং পরে এই পৃথিবীলোকে আগমন করিয়া পবিত্র শ্রীমান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।—ইতি প্রকাশক।

পূর্বভাষ্যেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সং ।

জিজ্ঞাস্তুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥৪৪॥

৪৪ । অবশঃ । (তেন এব) সেই (পূর্বভাষ্যেন) পূর্বজীবনের অভ্যাস-
দ্বারা (অবশঃ অপি) ইচ্ছা না থাকিলেও (সং) সেই যোগভ্রষ্ট সাধক (হ্রিয়তে)
আকৃষ্ট হন, (যোগস্ত জিজ্ঞাস্তুঃ অপি) পূর্বজন্মে যোগমার্গে প্রবৃত্তমাত্র হইলেও
(শব্দব্রহ্ম) বর্তমান জন্মে বেদোক্ত কৰ্মকাণ্ডজনিত ফল (অতিবর্ততে) অতিক্রম
করেন ।

৪৪ । তাহার পূর্বজীবনের অভ্যাস তাঁহাকে বাধ্য করিয়া অবশভাবে
অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনের দিকে টানিয়া লইয়া যায় । পূর্বজন্মে নিত্যানিত্যবস্তু-
বিরেকাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়াতে অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়াতে
বর্তমান জন্মে আর তাঁহাদিগকে ঐগুলি লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হয় না
এবং শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ কৰ্মকাণ্ডোক্ত ফলসকলের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র স্পৃহা
থাকে না ।

যে সকল সাধক নিজাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট
শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসনাদি জ্ঞানসাধনে অর্থাৎ বেদোক্ত সপ্ত জ্ঞানভূমিতে *
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি প্রথম
চারি ভূমির কোন ভূমিতে যত্নের শিথিলতা প্রযুক্ত, দেহনাশহেতু বা ভোগবাসনার
লেশ থাকার জন্ত যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে যোগফল মোকলাভ
না হওয়ায় এবং কাম্যকৰ্ম্মত্যাগনিবন্ধন স্বর্গাদিলাভে বঞ্চিত হওয়ায়

* বেদে সপ্তজ্ঞানভূমির উল্লেখ আছে । নিত্যানিত্যবস্তুবিরেক, ইহামূহ-
ফলভোগবিরাগ, শমাদি বটসম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও
উপরতি) ও মুমুক্শু, এই সাধনচতুষ্টয়ই শুভেচ্ছা নামী প্রথম জ্ঞানভূমি ।
তদনন্তর গুরুসমীপে গমন করিয়া শ্রবণমননাত্মক বেদান্তবিচারই বিচারণা নামী
দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি । ইহার পর নির্দিধ্যাসন বা ধ্যানের অভ্যাসে মনের একাগ্রতার
দ্বারা সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণের যোগ্যতাই তত্ত্বমানসা নামী তৃতীয় জ্ঞানভূমি । তাহার

তাহারা কি গতি প্রাপ্ত হইবেন? তাহারা কি দুই কুল হারাইয়া শেষে বায়ুতাড়িত ছিন্নমেঘবৎ কোন গতিই প্রাপ্ত হইবেন না? অর্জুনের এই প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শমদমাদিসাধনপরায়ণ, সর্বকৰ্মসম্মানী যুমুক্ষু সাধকের কখনও দুর্গতি হয় না। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বসঙ্কিত ভোগবাসনার প্রাবল্যেহু বিষয়স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহারা দেহাবসানে সন্ধ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানগণের প্রাণা পিতৃদানমার্গে স্বর্গাদি ভোগ করেন। তথায় বহুকাল বাস করিয়া শুদ্ধাচারসম্পন্ন, ভগবৎপরায়ণ, ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাহাদের বৈরাগ্যের প্রাবল্যেহু ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণ অগত হইয়াছে, তাদৃশ যোগভ্রষ্ট মহাত্মগণ ব্রহ্মজ্ঞ যোগিগণের বৎসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত যোগভ্রষ্টগণের জুটি ও শ্রীমানের গৃহে জন্ম অনেক স্বকৃতির ফল। যেযোক্ত যোগভ্রষ্টগণের যোগিকুলে জন্ম তদপেক্ষা দুর্লভ। কারণ ভোগবাসনা-শূন্যহেতু তাহারা সহজেই সর্বকৰ্মসম্মানসের দ্বারা কৈবল্যালাভে সমর্থ হন। এই উভয়বিধ জন্মেই উভয়বিধ যোগভ্রষ্টগণ পূর্বদেহস্মারবশে পূর্বলব্ধ ভূমিকা হইতে পরবর্তী ভূমিকায় আরুঢ় হইবার জন্য পর বেদান্তবাক্য বিচারজনিত ব্রহ্মাত্মক্যাসাক্ষাৎকারই ফলরূপা স্বত্বাপত্তি নারী চতুর্থী জ্ঞানভূমি। ইহার পরবর্তী অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুরীয়া, এই তিন ভূমি জীবমুক্তের অবাস্তব ভেদমাত্র; তন্মধ্যে অসংসক্তি নারী পঞ্চমী ভূমিতে সবিকল্পসমাধির অভ্যাসে মন নিরুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়; এই অবস্থায় যোগীর বাঞ্ছান আপনিই হয়। তৎপরে ষষ্ঠী জ্ঞানভূমি পদার্থাভাবনীতে যোগীর অভ্যাসের পরিপক্বতাহেতু বহুকালস্থায়ী সমাধির উদ্ভব হয়; সে সময়ে পরের প্রবৃত্ত ব্যতীত যোগীর বাঞ্ছান হয় না। ইহার পরবর্তী তুরীয়া নারী সপ্তমী জ্ঞানভূমিতে নিদ্রের বা পরের প্রবৃত্তিও আর বাঞ্ছান হয় না; ইহাই পরিপূর্ণ আনন্দধনরূপ বিদেহমুক্তাবস্থা। উল্লিখিত সপ্তভূমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত চতুর্বিধ ভূমিকা হইতে যোগীর পতন হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার পর জীবমুক্ত অবস্থা হইতে আর ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

প্রযত্নাদ্ভবতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

৪৫। অর্থঃ। (প্রযত্নাৎ তু) অধিকতর যত্নসহকারে (যতমানঃ) যত্ন-
করিতে করিতে (সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ) অবিষ্টাদিক্লেণমুক্ত (যোগী) সাধক (অনেক-
জন্মসংসিদ্ধঃ) অনেকযু জন্মস্ব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিৎ তেন যোগেন
সমাগ্ জ্ঞানো—একাধিক জন্মে ক্রমশঃ যোগজ সংস্কার লাভ করিয়া (ততঃ)
তদনন্তর (পরাং গতিং) পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি (যাতি) প্রাপ্ত হন।

যত্নবান্ হন। ভ্রমধ্যে শেষোক্ত যোগীগণের জীবনে বিষয়ভোগের প্রলোভন
কখনই ব্যবধানরূপে অবস্থিত হয় না, তাঁহারা সহজেই পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের
উদ্ভবহেতু শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হন। প্রথমোক্ত যোগভ্রষ্টগণ
বর্তমান জন্মে বিবিধ অন্তরায় সবেও প্রথমতঃ জ্ঞানসাধনে অনিচ্ছুক হইলেও
পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের প্রাবল্যে অকস্মাৎ তাঁহাদের বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত
হয় এবং জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হন। এই উভয়বিধ সাধকেরই পূর্বজন্মে শম, দম,
তিতিক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্শ্ব অর্জনহেতু বর্তমান জন্মে পুনরায়
কর্মদ্বারা ঐগুলি লাভ করার প্রয়োজন হয় না। এইরূপে জ্ঞানাদিকার প্রাপ্ত
হইয়া তদনন্তর নিরত হইলে উত্তরোত্তর ভূমিকায় আরুঢ় যোগী, কেহ এক
জন্মে, কেহ দুই জন্মে, কেহ বা তিন জন্মে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ জীবভাবকে
পরমভাবে নিমগ্নকরণরূপ পরমা গতি লাভ করেন।

৪৫। ক্রমে ক্রমে, জন্মে জন্মে মালিন্তমুক্ত সাধক অধিকতর বিশুদ্ধ ও যত্নশীল
হইয়া একাধিক জন্মের পর অর্থাৎ কেহ এক জন্মেই, কেহ দুই জন্মে এবং কেহ
বা তিন জন্মে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ জীবভাবকে পরমভাবে নিমগ্নকরণরূপ পরমা
গতি লাভ করেন।

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোধিকঃ ।

কর্শ্নিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জুন ॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

৪৬। অর্থঃ। (যোগী) চিত্তবৃত্তিনিরোধে যত্ববান্ যোগী (তপস্বিত্যঃ) বুদ্ধিচাত্ত্বায়াগাদি ব্রতচরণশীল ব্যক্তিগণ হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, (জ্ঞানিত্যঃ) কেবলমাত্র শাস্ত্রাভ্যাসশীল পণ্ডিত হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, (কর্শ্নিত্যঃ চ) এবং সকামকর্শ্নগণ হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, [ইতি মে] ইহাই আমার (মতঃ) অভিমত; (তস্মাৎ) অতএব (অর্জুন) হে অর্জুন! (যোগী ভব) তুমি যোগী হও।

৪৭। অর্থঃ। (সর্বেষাং) সকল (যোগিনাং অপি) যোগিগণের মধ্যেও (যঃ শ্রদ্ধাবান্) ভক্তিমান্ যিনি (মদগতেন অন্তরাশ্রনা) মদগতচিত্ত হইয়া (মাং) আমাকে—পরমাত্মাকে (ভজতে) ভজনা করেন, (সঃ) তিনিই (যুক্ততমঃ) শ্রেষ্ঠ [ইতি] ইহা (মে) আমার (মতঃ) অভিপ্রেত।

৪৬। এই জ্ঞানকর্শ্নযোগী সাধক, সকামকর্শ্নী হইতে শ্রেষ্ঠ, তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অর্থাৎ ভক্তিহীন, সাধনহীন, মাত্র পরোক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, এরূপ শুদ্ধজ্ঞানী বা বাক্‌সর্কষ কুজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায়। অতএব হে অর্জুন! তুমি এরূপ জ্ঞানকর্শ্নযোগী সাধক হও।

৪৭। যোগিগণের মধ্যেও আবার বাহার অস্তঃকরণ সর্বদা আমার অর্থাৎ পরমাত্মার ভাবে পূর্ণ এবং আমার প্রতি ভক্তিরসে বাহার হৃদয় প্রাণিত, তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত।

ভগবানের উক্ত বাক্যে কেহ যেন ধারণা না করেন যে, ভগবান্ বৈতভাবে সাধনের উপদেশ দিতেছেন। এ বাক্যের অর্থ তাহা নহে। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানলাভকরতঃ যদিও বৃত্তিতে পারা গেল যে, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার নিজস্বরূপ সেই এক অবিভীষ্য ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, আমার এ শরীরাত্মিমান রজ্জুতে সর্পব্রাস্তিৰূপে অবিস্তারিত ব্রাস্তিমাত্র, আমার কর্তৃত্বাত্মিমান মিথ্যা, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত ব্যাপারের সাক্ষিরূপ অকর্তা আত্মা এবং সাধনদ্বারাও সেই এক, অচঞ্চল আত্মতাব আমাতে প্রতিভাত হইল, তথাপি যেন এরূপ রাজস অভিমান আমাতে উপস্থিত না হয় যে, আমি স্বয়ংই যখন আত্মারূপী ব্রহ্ম এবং এই সাধনপ্রাপ্ত ভাব আমারই নিজস্ব, তখন আর ভক্তি করিব কাহাকে ? এরূপ ব্রাস্তি অভিমান অধঃপতনেরই হেতু, কারণ এখনও তোমার অবস্থা এমন হয় নাই যে, বৈতভাব অর্থাৎ তোমার আত্মস্বরূপ ব্যতীত জগতের কোন ভাবই তোমাতে প্রতিভাত হইতেছে না এবং বহিঃস্বৃতি তোমাতে আদৌ বিদ্যমান নাই, সুতরাং ভক্তি বা সাধনাদি তোমার আত্মগত মনের দ্বারা কি প্রকারেই বা হইতে পারে ? এরূপ পূর্ণ মুক্ত অবস্থা এখনও তোমাতে উপস্থিত হয় নাই ; অথচ তুমি মদাঙ্ক হইয়া সঙ্কল্প করিতেছ যে, “আমি যখন আত্মারূপী ব্রহ্ম, তখন আমার আবার সাধনাদি কি জন্ত এবং ভক্তিই বা করিব কাহাকে ?” পাছে এরূপ সর্বনাশকর অভিমান আসিয়া সাধককে অধঃপাতিত করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ সাবধান করিতেছেন যে, ভগবন্তক্তিকে জ্ঞানের সহিত স্তুমিশ্রিত রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং তোমার যোগস্বাক্ষর রক্ষকস্বরূপ থাকিবেন। নতুবা যদি তুমি রাজসস্বভাব সাংখ্য-মতাবলম্বী কিংবা বেদান্তবাদীগণের মধ্যেও কতকগুলি ব্রাস্তি বাক্যসর্বস্ব জ্ঞানান্তি-মানীয় দ্বারা ভগবদ্বিভিন্নতা ও ভক্তিকে হেয়জ্ঞানকরতঃ নিঃস্বয় ভক্তিহীন তুচ্ছ পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মায়্যা-বিড়ম্বিত হইয়া পতিত হইবে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, যখন সাধনতাবের ঘোর তোমাতে এমন লাগিয়াছে যে, অন্তঃকরণবৃত্তি সেই ব্রহ্মসত্তাতে মগ্ন হওয়া হেতু

সমস্তই একাকার ধারণ করিয়াছে, তখন তোমারই সে তদাকারাকারিত আত্মভাব কি ব্রহ্মেরই ভাব নহে? ভগবানের কৃপাতেই তোমাতে সেই অপূৰ্ণ ভাগবতী স্থিতি ক্ষুরিত হইয়াছে। ঐরূপ পূর্ণ সাধনাবস্থাতেও ভক্তিমান সাধকের হৃদয়ে ইচ্ছা এইরূপ স্মৃতি উদ্ভূত হয় যে, “অহো, এ কি অপূৰ্ণ আনন্দ! কি মহানন্দ-সাগরে আমার সৰ্ব্ব অর্থাৎ আমাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত মগ্ন হইয়া যাইতেছে। এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? এ শাস্তিময়ী পৌষধারার প্রস্রবণ কোথায়? এই কি আত্মানন্দ? এই কি ব্রহ্মানন্দ?” অমনি সাধকের হৃদয় নির্মল ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে ও তাহারই উচ্ছ্বাসস্বরূপ প্রেমাশ্রুধারা দরদরধারে বিগলিত হইতে থাকে। তখনই সাধক অপরোক্ষভাবে বৃত্তিতে পাবেন যে, ‘আমি’, ‘তুমি’ ইত্যাকার ভেদজ্ঞান, সেই অসীম অনন্ত ভগবৎ-সমুদ্রেরই মায়াতরঙ্গমাত্র। “আমিও” মিথ্যা, “তুমিও” মিথ্যা এবং সমস্ত জগতই মিথ্যা, মাত্র সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দই পরিপূর্ণরূপে বিद्यমান।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

বিজ্ঞানযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্জাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

১। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু বলিলেন, (পার্থ) হে পার্থ !
(ময়ি) পরমেশ্বরে (আসক্তমনাঃ) নিবিষ্টচিত্ত [ও] (মদাশ্রয়ঃ) অনন্তশরণ
[স্ন] হইয়া (যোগং যুঞ্জন্) মনঃসমাধানরূপ যোগ করতঃ (সমগ্রং) সকলভাবে
অধিভূত, অধিষ্টেদব এবং অধ্যাত্মভূত সপ্ত ও নিপুণ মহিমায় বিমণ্ডিত (মাং)
আমাকে (অসংশয়ং) নিঃসন্দেহভাবে (যথা জ্ঞাস্যসি) যে উপায়ে জানিবে
(তৎ) তাহা (শৃণু) শ্রবণ কর ।

২। অর্থঃ। (অহং) আমি (তে) তোমাকে (সবিজ্ঞানং) অপরোক্ষানু-
ভূতির সহিত (জ্ঞানং) বিচারগত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে
(বক্ষ্যামি) বলিতেছি ; (যং) যাহা (জাত্বা) জানিতে পারিলে (ইহ) সংসারে
(ভূয়ঃ) পুনরায় (অন্য) অন্য (জাতব্যং) জানিবার কিছুই (ন অবশিষ্যতে)
অবশিষ্ট থাকিবে না ।

১। শ্রীভগবানু কহিলেন, হে পার্থ ! আমাতেই অল্পরক্ত হইয়া আমার
আশ্রয়ে যোগসাধনকরতঃ বিভূতিসহ আমাকে পূর্ণভাবে যে প্রকারে জানিতে
পারিবে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরফুধা ॥৪॥

৩। অর্থঃ। (মনুষ্যাণাং সহস্রেষু) অসংখ্য মনুষ্যের মধ্যে (কশ্চিৎ) একজন (সিদ্ধয়ে) আত্মজ্ঞান লাভের জন্য (যততি) প্রবৃত্ত হন; (যততামপি) আবার যাহারা যত্ন করেন তাঁহাদের মধ্যে (কশ্চিৎ) কচিৎ কেহ (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (তত্ত্বতঃ) স্বরূপতঃ (বেত্তি) অবগত হইতে পারেন।

২। বিজ্ঞানসহ অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনভাবসহ সেই জ্ঞান অর্থাৎ বিচারগত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমাকে উত্তমরূপে বলিতেছি, যাহা বুঝিতে পারিলে, আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

৩। দেখ, এই নিবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হাজারের মধ্যে একজনকে যত্নবান্ দেখা যায় কি না সন্দেহ। আবার যাহারা যত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কচিৎ কোন ব্যক্তি আমার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

যত্নশীলদিগের মধ্যে কেহ বা ভগবত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, সকলে পারেন না কেন? কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার পক্ষে যত্নাভাবই তো প্রধান প্রতিবন্ধক। যত্নসত্ত্বেও কি অভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না? বৈরাগ্যের অভাবে। বৈরাগ্য ব্যতীত এ জ্ঞানবৃক্ষের ভগবত্ত্বাবগতিরূপ ফলোৎপাদিত হয় না। এই সংসারভোগের প্রতি বিরক্তির নামই বৈরাগ্য। পূর্বজন্মার্জিত শুভহেতু এই জীবনের কোন সময়ে একটা যাহা কিছু কারণকে অবলম্বন করিয়া এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন এই সংসারভোগটাকে আর ভাল লাগে না। সংসার এক জালাময় অশান্তিপূর্ণ দুঃখক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। সেই অবস্থায়

আসিলেই, প্রাণ “কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি” করিয়া আপনা হইতেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলেই জ্ঞানার্জন-সহ সাধনপথে প্রবেশলাভ ঘটে। সংসারের প্রতি বিরক্তি থাকাজ্ঞান শান্তিময়ের দিকেই হৃদয়ের স্বাভাবিকী আত্মরক্তি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং ভগবৎসাধন, ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সদ্ব্যবহৃতরূপ জ্ঞান হইতে থাকে। যতক্ষণ না সাধকের হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব ও ভগবৎকথা যত ভাল লাগে, জগতের কিছুই (জীপুত্রকন্যা বা ধনসম্পত্তি আদি) তত ভাল লাগে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিবে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ হয় নাই। যখন হইতে হৃদয়ের ভাব ঐরূপ হইয়া নির্মল ভক্তিশ্রোত প্রবাহিত হইবে, স্থির জানিবে, তখন হইতেই ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি সাধকের উপর পতিত হইবে নিশ্চয়। এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই সাধকের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সাধক মহা উৎসাহে সকল বাধাবিঘ্ন পরমলিত করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। সেই সর্বাস্তব্যায়মী আত্মরূপে তোমার হৃদয়ে বসিয়া তোমার হৃদয়ের ভাবতরঙ্গমালার প্রতি বীচিভঙ্গ পর্য্যন্ত অবিলম্বে দেখিতেছেন। তোমার প্রকৃতভাব কি অর্থাৎ সংসারাসক্তি কি ভগবদাত্মরক্তি, কোনটি তোমাতে প্রবলা, তুমি তাঁহাকে যথার্থই ভালবাসিতেছ, কি তাঁহার নিকট হইতে কোন ভোগলাভের জন্ত মিথ্যা ভাল-বাসার অভিনয় দেখাইতেছ, তোমার সাধনাদির অহুষ্ঠান সত্বেও কি প্রাণের —তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহার অবদিত নাই। যদি তোমাতে যথার্থ বৈরাগ্যমূলা ভক্তিশ্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি তোমাতে পতিত হইবে নিশ্চয় এবং সেই কৃপালব্ধ শক্তিদ্বারা তুমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে জীবাত্মমান হইতে মুক্ত ও সেই পরমানন্দে যুক্ত করিয়া তোমার বিজ্ঞানবৃক্ষের অমৃতফল আনন্দকরতঃ ধৃত্ব হইবে। বৈরাগ্যের অভাব হইতে সাধিকী ভক্তির অভাব, ভক্তির অভাব হইতে ভগবৎকৃপার অভাব, কৃপার অভাব হইতে শক্তির অভাব এবং শক্তির অভাব হইতেই উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ এক বৈরাগ্যের অভাবজন্তই সকলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

অপরেয়মিতস্ত্বত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

৪-৫। অর্থঃ। (ভূমিঃ) ক্ষিতি, (আপঃ) জল, (অনলঃ) তেজঃ, (বায়ুঃ) মরুৎ, (খং) ব্যোম, (মনঃ) মন, (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (এব চ) ও (অহঙ্কারঃ) অহঙ্কার, (ইতি ইয়ং) এই (মে) আমার (প্রকৃতিঃ) জড়রূপা প্রকৃতি (অষ্টধা) অষ্ট প্রকারে (ভিন্না) বিভক্তা, (ইহং অপরা) ইহা অপরা অর্থাৎ অধমা। (ইতঃ পরাং) আর এই অপরা হইতে পৃথক্ পরানামে (অন্তাং) অন্ত (জীব-ভূতাং) জীবরূপা (মে) আমার (প্রকৃতিং) প্রকৃতি [আছে], (বিদ্ধি) জানিও। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (যয়া) যে পরা প্রকৃতির দ্বারা (ইদং জগৎ) এই জগৎ (ধারণ্যতে) বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

৪-৫। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্তা, জড়রূপা আমার যে প্রকৃতি, ইহা অপরা অর্থাৎ অধমা, আর এই অপরা হইতে পৃথক্ আমার যে জীবরূপা প্রকৃতি, তাহাই পরা অর্থাৎ প্রধান। এই পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে মহাবাহো! এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে জান।

জীবত্বের মধ্যে তিনটি পৃথক্ভাব বিদ্যমান। একটা সাক্ষিস্বরূপ ভেদযুক্ত আত্মভাব, আর অন্ত দুইটি ভেদযুক্ত, অর্থাৎ একটা অহংজ্ঞানরূপী জীবভাব, আর অন্তটি পঞ্চভূতসমষ্টি ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারযুক্ত এই শরীররূপী জড়ভাব। এই জীবভাবকে ভগবান্ আপনার পরা প্রকৃতিরূপে ও জড়ভাবকে আপনার অপরা প্রকৃতিরূপে নির্দিষ্ট করিতেছেন। তাহা হইলে সর্বপ্রকার জ্ঞানের সাক্ষী বোধস্বরূপ আত্মাই পুরুষ, আর জীব ও জড় এই দুই ভাব ঐ বোধস্বরূপ আত্মা বা পুরুষের দুই প্রকৃতি।

জীবভাব কি? “অহংজ্ঞান” অর্থাৎ “আমি-জ্ঞান”। ‘আমি যে একটা কিছু’ এই জ্ঞানই জীব। ধাতুপাষণাদিতে এই ‘আমি’-জ্ঞান নাই বলিয়াই

তাহা অজীব বা জড়। আর বাহ্যতে এই 'আমি'-জ্ঞান বিদ্যমান তাহাই জীব। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও শব্দুকাদি সকল জীবের এই 'আমি'-জ্ঞান জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই 'আমি'-জ্ঞানরূপ জীবকে ভগবান্ আপনার পরা প্রকৃতিরূপে ও ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম বা ইহাদের সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটভাগে বিভক্ত। প্রকৃতিকে অপরাধরূপে নিদ্রিষ্ট করিতেছেন। পঞ্চমহাভূত বা ইহাদের সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টই জগৎ। এই অষ্টের অতিরিক্ত জগতে আর কিছুই নাই অর্থাৎ জগতের যে ভাবটিকেই লও না, তাহা এই অষ্টাবিভক্ত। প্রকৃতির অন্তর্ভূত বটেই। এখন দেখা যাউক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার কি?

মন—সঙ্কল্পবিকল্পাঙ্গিকা অন্তঃকরণবৃত্তিবেশেষ। সঙ্কল্প অর্থে—বিষয়গ্রহণ ও বিকল্প অর্থে—বিষয়ত্যাগ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বিষয় বলে। জগতের মধ্যে ভোগ করিবার জিনিষ এই পাঁচটা; এতদ্ব্যতীত ভোগের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ভোগই কর না, তাহা এই পঞ্চের অন্তর্গত বটেই। এই পঞ্চকে বহন করিবার জন্য পাঁচটি যন্ত্র আমাদের শরীরে বসান আছে, উহা—দৃশ্যকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে; যথা কণ শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসেন্দ্রিয় ও নাসিকা স্রাবণেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়পঞ্চকে বহন করে। বহন করিয়া কোথায় দেয়? মনের নিকটে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-বহনকর্তা আর মন বিষয়গ্রহণকর্তা। এইজন্যই মনকে ইন্দ্রিয়াধিপতি বলা হয়। মন গ্রহণ না করিলে, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সকলের অন্তঃপ্রবেশের অধিকারই নাই। যেমন, তুমি এক ব্যক্তির বাক্য নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিতেছ, এই শ্রবণকালে আরও কত লোক কত প্রকার বাক্য বলিতে বলিতে পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত পশু কত পক্ষী শব্দ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল কি তোমার হৃদমন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছে? না, করে নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় সে সকলকে বহন করিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু গ্রহণকর্তা মন বাক্যান্তরে লিপ্ত থাকাহেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে

নাই ; সুতরাং প্রবণেন্দ্রিয়ের ঐ বহনকর্ম বুঝা হইয়া গিয়াছে। মন গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম বুঝা হইয়া যায়, সেইজন্যই মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ ও বিষয়ত্যাগই ইহার স্বভাব। এই মন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ কিছুতেই স্থির থাকিতে চাহে না, সর্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবগত কর্ম। এখনই মনে উঠিল কলিকাতা, তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরের কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি উদিত হইল, আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই মনে একেবারে এলাহাবাদের পুল আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে আমরা যাহাকে বলি “হঠাৎ মনে পড়িল”—তাহার অর্থ এই যে, মনই উহাদিগকে পর পর দ্রুতগতিতে গ্রহণ করিয়াছে। এত দ্রুতগতি ও এমন চাঞ্চল্য আর কাহারও নাই, সর্বদাই অস্থিরভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

এখন একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, মন গ্রহণ না করিলে কোন বিষয়ই যখন অন্তরে স্থান পায় না এবং স্থান পাইয়াও যখন অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মন তখনই তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য বিষয়কে আনয়ন করে, তখন কোনও একটি বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিতে পারা যায় কি প্রকারে? যেমন একটি জটিল হিসাবপরীক্ষা, কিংবা কোন গভীর বিষয়ে প্রবন্ধরচনা, ইহা অল্প সময়ের মধ্যে হইবার নহে, অনেক সময়ে মনকে ইহার সহিত থাকিতে হইবে। কিন্তু মন আপনার স্বভাবগত চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিবে এত অধিক সময় এক বিষয় লইয়া থাকে কেন? কে তাহাকে ধরিয়া স্থির রাখে? স্থির রাখে—চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি কি? বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির দুইটা ‘করণ’ আছে, একটার নাম চিত্ত, অণুটির নাম বিবেক। চিত্ত কি? চিত্ত সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, ইহার কার্য বিষয়ের ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধান। কোন একটি ভোগ্যবিষয় কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, তাহার উপায়ানুসন্ধান যখন করে, তখনই উহার কর্ম ভোগানুসন্ধান, আর যখন “জিনিসটা কি” “ইহাতে কি আছে” এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, তখনই ইহার কর্ম তত্ত্বানুসন্ধান। যখন ভোগানুসন্ধান করে, তখন ইহার গতি তামসী; আর যখন তত্ত্বানুসন্ধান করে,

তখন ইহার গতি রাজসী। চিত্তের এই রাজসগতি হইতেই লোকহিতকর নানাপ্রকার অল্পষ্ঠানের, যথা 'এঞ্জিন' 'টেলিগ্রাফ', ইত্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে। এই চিন্তাবৃত্তির আসন মনের উপরে অর্থাৎ মন যেন অখ, আর চিত্ত তাহার আরোহী। যে স্থানে এই চিত্তের কার্য পড়িয়াছে অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভোগ-অনুসন্ধান বা কোন বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইতেছে, তখনই চিত্ত মনকে সেই স্থানেই টানিয়া রাখিতেছে ও আপনার ভোগানুসন্ধান ও তত্ত্বানুসন্ধানরূপ কর্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেছে না। কিন্তু মন এমনই চঞ্চল ও বেগবান্ অখ যে, মুহূর্ত্তের জন্য যদি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য পাইয়াছে, অমনি এক লক্ষে বোঝাইয়ে ছাড়ির। আবার চিত্ত উহাকে পুনরায় আকর্ষণদ্বারা আপনার প্রয়োজনস্থলে লইয়া আসিয়া স্বকার্যে নিমুক্ত হইল। মনকে না পাইলে, চিত্তের কর্মই চলিতে পারে না, কারণ মন ব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করিবে কে? যেখানে ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধানরূপ আপনার কর্ম থাকে, সেই স্থানেই চিত্ত মনকে আকর্ষণ করিয়া দগ্ধমান করে, নচেৎ মনকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দিয়া আপনিও উহার সহিত একত্রে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। উহার কর্ম অনুসন্ধান বলিয়া, উহাকে সংশয়ান্বিতা বৃত্তি বলে, কারণ—অনুসন্ধানের কারণ সংশয়। সংশয় ব্যতীত অনুসন্ধান কি জন্ম হইবে? কাল, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যর্ষাদি আত্মবৃত্তিগুলি এই চিত্ত ও মনের সহচর।

বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির আর একটি করণ—বিবেক। বিবেক নিশ্চয়ান্বিতা বৃত্তি; ইহার কার্য কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য স্থিরীকরণ, মন ও চিত্তের অন্তায় সকলে বাধা প্রদান এবং উহাদের গতিকে ভগবান্মুখী করিবার চেষ্টা। কমা, আর্জব, দয়া, তেজ, সত্য ও ত্যায়—এই দেববৃত্তিগুলি বিবেকের সহচর। যে হৃদয়ে এই দেবতার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই মানবের মধ্যে দেবতা। এখন আর একটীর কথা বলিতে বাকী, সেটি অহঙ্কার। কর্ণ, দ্রব, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জানেন্দ্রিয়; বাক, পাণি, পাদ, পানু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত ও বিবেক—ইহারা বাহ্য কিছু করিতেছে, তাহাতেই "আমি করিতেছি" ইত্যাকার

অভিমান-সৃষ্টিই এই অহঙ্কারবৃত্তির কার্য। সে এই অভিমান কাহাকে করাইতেছে? “অহংজ্ঞানরূপী” জীবকে। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব, বোধস্বরূপ আত্মারই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ছায়ামাত্র। পঞ্চমহাভূতগঠিত এই স্থূল শরীর, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারবৃত্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং অব্যক্ত বীজভূত কারণশরীর, এই তিন লইয়াই অবিচ্ছিন্ন ঘট বা জীবভাবের আধার। এই ঘটের মূখ্যরূপ বুদ্ধি একখানি অতি অতুলনীয় স্বচ্ছ পরকলার ত্রায়; ঐ পরকলাখানির গুণ এই যে, সূর্য্য-কান্তমণিনামক প্রস্তুতকে অর্থাৎ অতসী কাচকে পাইলেই যেমন সূর্য্যরশ্মি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐ প্রস্তুতেরই আকার ধারণ করে এবং ঐ প্রস্তুতও সূর্য্যবৎ প্রতিভাত হয়, এই বোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যও ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তেমনি ঘটাকারে আকারিত “অহংজ্ঞান”রূপ চিচ্ছায়া বা জীবে পরিণত হয়। পঞ্চভূতময় এই শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহাই হইল ঘট বা জীবাদার, আর এই ঘট বা আধারের আকারে আকারিত চিচ্ছায়া হইল “অহংজ্ঞান”-রূপী জীব। শরীরের আকারে আকারিত অবিচ্ছিন্ন অহংজ্ঞান দেখিতেছে, আমি শরীর, আমি মন, আমি বুদ্ধি ইত্যাদি। মনুষ্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে, “আমি মনুষ্য”; ব্যাঘ্রঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে, “আমি ব্যাঘ্র”; পক্ষীঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে “আমি পক্ষী”; মৎস্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে “আমি মৎস্য”; ইত্যাদি অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত হইয়া ঐ এক অহংজ্ঞান “আমি এই,” “আমি এই” ইত্যাকার অসংখ্য জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। অবিচার কি আশ্চর্য্য কুহক! বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক অহং, আপনাকে অল্প প্রত্যেক অহং হইতে পৃথক্ দেখিতেছে। অবিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ অর্থাৎ ‘আমি যে ব্রহ্মেরই ছায়া’, সে দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঘটাকার অবিমানে অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’ ইত্যাকার আস্তিত্বজালে বদ্ধ হইয়া ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে।

এখন দেখ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই ছায়া এই অহংজ্ঞানকে

ভগবান্ আপনার পরা অর্থাৎ প্রধানা প্রকৃতিরূপে, আর তদ্ব্যতীত অন্য বাহা কিছু ভাব, অর্থাৎ ভূতগন্ধ, মন, চিত্ত ও বিবেকরূপ করণযুক্তা বুদ্ধি এবং অহংকারকে আপনার অপর অর্থাৎ অধমা প্রকৃতিরূপে নির্দিষ্ট করিতেছেন। আরও বলিতেছেন যে, ঐ জীবরূপা পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখন এই স্থলে আর একটা সংশয় উঠিতে পারে যে, চিংহরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি বা ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব, ইহা স্বীকার করিলাম; কারণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে ও জ্ঞান-স্বরূপ জীবভাবে তেমন মারাত্মক ভেদ নাই; কিন্তু জড়স্বভাব ক্ষিত্যাদি ভূতগণকে চিংহরূপ ভগবানের প্রকৃতিরূপে কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়? কোথায় সেই চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, আর কোথায় এই মাটি, জল, অগ্ন্যাদি জড়স্বভাব ভূতগণ! ইহারা কি প্রকারে ভগবানের প্রকৃতি হইতে পারে? এখন স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ, ক্ষিত্যাদি ভূতভাব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই বিষয়পঞ্চের উপরে কি না? সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ভূত ‘আকাশ’ের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, একমাত্র কর্ণেঞ্জিয়ের গ্রাহ্য শব্দের উপরে। আকাশাপেক্ষা স্থূল ভূত মরুতের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ ও স্পর্শের উপরে। মরুৎ অপেক্ষা স্থূল ভূত অগ্নির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষু, এই তিন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ ও রূপের উপরে। অগ্ন্যপেক্ষা স্থূল ভূত জলের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের উপরে। জলাপেক্ষা স্থূল ভূত মাটির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধের উপরে। এখন বিচার করিয়া দেখ, এই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ কি? ইহারা এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ কি? না—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান। জগতে বাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এই পঞ্চ মূলজ্ঞানের অন্তর্গত এবং প্রত্যেকটাই এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। একখানা প্রস্তরও জ্ঞানসমষ্টি মাত্র। প্রস্তরের কাঠি, আকার ও বর্ণাদি বাহা কিছু তাহাতে আছে

সেই সমস্তই এক এক প্রকার ভাব বা জ্ঞান নহে কি? নিশ্চয়ই তাহাই; অর্থাৎ প্রস্তুতখানি কতকগুলি ভাব বা জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। তাহা হইলেই জ্ঞান যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত পদার্থই জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞান-রূপিণী মহাশক্তির দুই মূর্তি; এক মূর্তি জীবভাব আর অগ্ৰাণ্ট জড়ভাব। এই মহাশক্তিই মায়ানামী, জগৎপ্রসবিনী ব্রহ্মশক্তি বা চিৎস্বরূপ পুরুষের নানাশ্রয়ী প্রকৃতি। এই মহামায়াক্রিয়াই দুই মূল মূর্তিতে, চরাচর বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহার এক মূর্তি ঐ সচেতন জীবভাব, আর অগ্ৰ মূর্তি অচেতন জড়ভাব। এক মূর্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য রহিয়াছে, আর অগ্ৰ মূর্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য নাই। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান।

ভগবান্ সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান কিরূপে? সর্বত্র অর্থাৎ ঐ জ্ঞানময়ী মহাশক্তির সর্বমূর্তিতে, এক, অদ্বিতীয় সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই যখন জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির মূর্তি, তখন সর্বত্র বদ্বিতে, সেই জ্ঞানমূর্তিরই সর্বাত্মক ব্যতীত আর কি বুঝাইবে? এখন একবার দেখা যাউক, সাক্ষিস্বরূপের অর্থ কি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ মূলজ্ঞান লইয়াই জগৎ; কিন্তু এই পঞ্চের পঞ্চ অর্থাৎ এই পঞ্চপ্রকারের ভেদজ্ঞান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ বোধের উপরে। জ্ঞান যত প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার বোধ এক। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারের বটে, কিন্তু তাহার বোধ এক না হইলে জ্ঞানের নানাত্ব থাকিতেই পারে না। শুষ্টি এক না হইলে দৃশ্য পদার্থের ভেদ থাকিবে কি প্রকারে? সাক্ষ্য অনেক প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী এক। এই জগৎ সমস্তই জ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অসংখ্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। এই জগতের এবং এই সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষী এক অদ্বিতীয় বোধস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মা। এই বোধস্বরূপ আত্মা সর্বত্রই অর্থাৎ জ্ঞানের জীব ও জড় সকল মূর্তিতেই বিরাজিত। ঐ জীব ও জড়রূপিণী জ্ঞানময়ী মহাশক্তিই এই জগৎমূর্তিতে ক্রীড়া করিতেছেন এবং শ্রীভগবান্ ঐ সর্ব-প্রকার জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, এক অদ্বিতীয় বোধ বা আত্মারূপে ঐ সকলকে ধারণ

করিয়া বিবাক্য করিতেছেন। বোধস্বরূপ নির্মল আত্মার উপরেই জ্ঞানরূপিনী
মায়াক্রান্তির এই জগৎক্রোড়া।

এখন দেখা গেল, বাহাকে ভড় বলা হয়, তাহা জ্ঞানেরই এক মূর্তি; সুতরাং
বোধস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে আর বাধা কি? জীব-
ভাবকে ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে ভড়ভাবকেও ব্রহ্মেরই
প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য; কারণ ঐ উভয়ই জ্ঞানেরই মূর্তি। জ্ঞানেরই
ঐ দুই মূর্তির মধ্যে জীবমূর্তিকে ভগবান্ বলিতেছেন পরা অর্থাৎ প্রধানা এবং
আরও বলিয়াছেন যে, ঐ পরাই ভগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ
এই যে, অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব স্মৃতিত না হইলে ভড়ভাবের অস্তিত্ব কোথায়?
সূক্ষ্মপ্রকার জ্ঞানের মন্তকই অহংজ্ঞান, অর্থাৎ অগ্রে অহং পরে ত্বং বা তৎ। অহং-
জ্ঞান স্মৃতিত না হইলে, অন্য কোন ভাবেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; আমা-
দের স্বর্বুপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ যখন স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকে না; এমন প্রগাঢ় নিদ্রা হয়
যে, অহংজ্ঞানও অব্যক্ত কারণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অস্তিময় ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত
হয় ও নাস্তিকে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকে, তখন তাহার নিকটে কোন
ভাবই বিদ্যমান নাই। কেবল সকল ভাবের নাস্তিত্ব অর্থাৎ অভাবমাত্র প্রকাশ
পাইতেছে। যতক্ষণ আমার পৃথক্ ব্যক্তি আছে, ততক্ষণ আমার পৃথক্ 'এমন'
আছে, অর্থাৎ 'এমন' না থাকিলে 'আমি' থাকিতেই পারি না; 'এমন'র উপরেই
'আমি'র অস্তিত্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ লইয়াই 'আমি'র 'এমনত্ব'।
অহমের শরীরাত্মিমান অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিও ঐ শব্দ-
স্পর্শাদিকে লইয়াই বিদ্যমান। উহাদিগের সহিত অহমের সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলেই
অহমের 'এমনত্ব' সরিয়া যায় এবং অহং নাস্তিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের যখন
অপ্রগাঢ় নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা নিদ্রাবৃত্তি যখন অন্তঃশরীরে
অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, মাত্র ইন্দ্রিয়গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু মন, বুদ্ধি
ও অহংকার ভাগ্রতভাবে কর্ম করিতেছে, তখন স্বপ্নাবস্থা। পরক্ষণেই যখন নিদ্রা-
বৃত্তি আরও অগ্রসর বা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া চিন্তমনকে গ্রাস করিল, তখন আর স্বপ্ন

পর্যন্ত থাকিল না অর্থাৎ স্বল্প শরীরের পর্যন্ত কর্ম রুদ্ধ হইয়া স্মৃষ্টি উপস্থিত হইল। স্বপ্নাবস্থাতেও অহংকারবৃত্তি, 'অহংকে' কর্তৃভাভিমান করাইতেছিল, কিন্তু স্মৃষ্টি-অবস্থায় আর পারিল না ; তখন চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই নিশ্চল, অর্থাৎ কাহারও ক্রিয়া নাই, সুতরাং অহংকারবৃত্তি আর কাহার কর্মকে নইয়া অহংকে কর্তৃভাভিমান করাইবে? তখন শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চের অভাবহেতু অহমের নিকট হইতে অন্তিরূপ জগদ্রূপ সরিয়া গেল, কারণ বিষয়পঞ্চ নইয়াই জগৎ ; সুতরাং অহং আপনার 'এমনত'রূপ ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া সর্ববিষয়ের অভাবরূপ নাস্তিকে আলিঙ্গন করতঃ মৃতবৎ রহিল। এই সময়ে অহমের একটি বিশেষ লাভ ঘটে ; অর্থাৎ স্বথদুঃখরূপ জালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিভ্রাণ পায়, ও আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আপনি বাহার ছায়া, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের শাস্তিপূর্ণ, স্বধাময় আনন্দধারা পানকরতঃ পুষ্ট হইয়া, পুনঃ জাগরণকালে দ্বন্দ্বভোগে সমর্থ হইয়া উঠে। 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এই উভয় ভাবই অহমের, সুতরাং জ্ঞানেরই ঐ দুই মূর্তি। অস্তিকে নইয়া অহমের ব্যক্তি, আর নাস্তিকে নইয়া অহমের অব্যক্তি। বোধস্বরূপ আত্মা এই উভয় হইতেই মুক্ত ও ঐ উভয়েরই সাক্ষিস্বরূপ সমভাবে বিদ্যমান। আত্মা অস্তিরও সাক্ষী, নাস্তিরও সাক্ষী, অর্থাৎ অহমের ব্যক্তির সহিত জগতের ব্যক্তিকেও দেখিতেছেন, আবার অহমের অব্যক্তির সহিত জগতের অব্যক্তিকেও দেখিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কিছুই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই, অর্থাৎ তিনি ব্যক্তও হন না, অব্যক্তও হন না। ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কেবল অহংজ্ঞানরূপ জীবেরই ঘটে। এই জ্ঞান আত্মা অর্থাৎ সর্বসাক্ষী বোধস্বরূপ ভগবানই পুরুষ, সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই মন্তকস্বরূপ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত তাঁহারই ঘটাকার্যাকারিত ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব তাঁহার পরা প্রকৃতি এবং ঐ অহংজ্ঞান যাহাঙ্গিকে নইয়া ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান, সেই শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও মন-বুদ্ধি-অহংকার তাঁহার অপরা প্রকৃতি। আত্মারূপী ভগবান্ কোন প্রকৃতিরই অন্তর্গত নহেন ; অন্তর্ধ্যামিত্বহেতু জড় ও জীব, উভয় ভাবেরই সাক্ষিমাাত্র। শব্দাদি বিষয়পঞ্চরূপ

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

৬। অর্থঃ। (সৰ্ব্বাণি ভূতানি) স্বাবয়বজন্মদ্বারা ভূতসমূহ (এতৎ-যে নীনি) এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, (ইতি) ইহা (উপধারয়) জানিও; (অহং) আমি (কৃৎস্নস্ত) সমগ্র (জগতঃ) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের (প্রভবঃ) উৎপত্তির স্থান (তথা) ও (প্রলয়ঃ) প্রলয়ের স্থান।

জড়জ্ঞান ও জীবরূপী অহংজ্ঞান, উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তিপ্রসূত ভেদপূর্ণ পরিণামী ভাবমাত্র। এইজন্তই শ্রীভগবান্ উভয়কেই প্রকৃতি এবং উভয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান আপনি স্বয়ং বলিয়া উভয়কেই 'আপনার' প্রকৃতিরূপে নির্দিষ্ট করিলেন। পরা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপ জীব, চিৎস্বরূপ ভগবানের ছায়া হইয়াও ঐ অপারার সহিত জড়িত থাকাহেতু মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিতাপজালা ভোগ করিতেছে মাত্র। অপারার সহিত জড়িত হইয়াই পরার শরীরাবিমান ও ঐ শরীরের দ্বারা অপরাকে ভোগ করিবার বাসনাই পরার বন্ধনশৃঙ্খল। সেইজন্তই ভগবান্ এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে বুঝিবার আদেশ করিলেন। পরাকে বুঝিতে পারিলেই, আপনাকেও বুঝিতে পারিবে, এবং তখন ঐ বন্ধনশৃঙ্খলিণী অপরাকে বুঝিতে পারিয়া উহার সঙ্গ পরিত্যাগকরতঃ অর্থাৎ আপনাকে অপরাকাররূপ মিথ্যা 'এমনত্ব' হইতে মুক্ত করিয়া আত্মারূপ চিদানন্দে যুক্তকরতঃ পরমানন্দে ভাসমান হইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

৬। এই পরা ও অপরা হইতেই আব্রহ্মস্তব পর্য্যন্ত জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই এই পরা ও অপারার মধ্যে; আর আমি এই জগত্বাবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ-স্বরূপ।

মত্তঃ পরতরং নাত্মং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

রসোহহমপ্যহু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

৭। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয় ! (মত্তঃ) আমি হইতে (পরতরং) শ্রেষ্ঠতর (অত্মং) অত্ম (কিঞ্চিৎ অপি) কিছুই (ন অস্তি) নাই অর্থাৎ আমিই সর্বকারণকারণ । (ইদং সৰ্বং) জগতের সমস্ত ভাবই (সূত্রে) সূত্রে (মণিগণাঃ ইব) মুক্তাসমূহের আয় (ময়ি) আমাতেই (প্রোতং) গ্রথিত রহিয়াছে ।

৮। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (অহং) আমি (অপ্যহু) জলে (রসঃ) জলের সারভূত রসতন্মাত্রস্বরূপ, (শশি-সূর্য্যয়োঃ) চন্দ্র এবং সূর্য্যে (প্রভা) কিরণ, (সৰ্ববেদেষু) সকলবেদে (প্রণবঃ) ওঙ্কার, (খে) আকাশে (শব্দঃ) সারভূত শব্দতন্মাত্র, (নৃষু) মনুষ্যে (পৌরুষং) উত্তমরূপে (অস্মি) বিরাজ করি ।

৭। হে অৰ্জুন ! আমি হইতে স্মৃষ্টিতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই । (সকল প্রকার জ্ঞানেরই যখন সাক্ষী, তখন সর্বসাক্ষী আত্মা অপেক্ষা অধিক স্মৃষ্টি বা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে ? কল্পনাশক্তি যতদূর স্মৃষ্টিতর দিকে অগ্রসর হউক না, অবশেষে সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মাতেই উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই) । জগতের সমস্ত ভাবই, সূত্রে যেমন মুক্তাবলী গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে ।

মণিসমূহ যেমন সূত্রে অল্পস্থ্যত থাকে এবং সূত্র যেমন অদৃশ্য থাকিয়া তাহা-
দিগকে ধারণ ও বন্ধন করিয়া রাখে, সূত্র না থাকিলে যেমন তাহার পৰস্পর
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থিত সূত্রস্থানীয় পরমাত্মস্বরূপ
আমার দ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিশ্বত হইয়া রহিয়াছে । আমি ধারণ করিয়া না
থাকিলে এই জগতের কোন শৃঙ্খলাই থাকে না ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজশ্চেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ভব ॥১১॥

৯। অর্থঃ। [অহং] আমি (পৃথিব্যাং চ) যুক্তিকালে (পুণ্যঃ) পবিত্র (গন্ধঃ) গন্ধতন্মাত্র, (বিভাবসৌ চ) অগ্নিতে (তেজঃ অস্মি) দাহিকা শক্তি, (সর্বভূতেষু) প্রাণিগণে (জীবনং) জীবন অর্থাৎ আয়ুঃস্বরূপ, (তপস্বিষু চ) তপস্বিসমূহে (তপঃ অস্মি) তপঃস্বরূপ।

১০। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (মাং) আমাকে (সর্বভূতানাং) সর্বভূতের (সনাতনং) নিত্য (বীজং) আদি কারণ (বিদ্ধি) জানিও। (অহং) আমি (বুদ্ধিমতাং) বুদ্ধিমান্গণের (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি, (তেজস্বিনাং চ) এবং তেজস্বিগণের (তেজঃ অস্মি) তেজঃ অর্থাৎ অন্তর্কে অভিভূত করিবার সামর্থ্য।

১১। অর্থঃ। (অহং) আমি (বলবতাং) বলবান্গণের অর্থাৎ ধর্ম্মাহুষ্ঠানে সমর্থগণের (কামরাগবিবর্জিতং) কামনা এবং আসক্তিরহিত (বলং চ) বল অর্থাৎ ধর্ম্মাহুষ্ঠানে সামর্থ্যস্বরূপ। (ভরতর্ভব) হে অর্জুন! (ভূতেষু) সর্ব-প্রাণীতে (ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ) ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রায়াহুষ্ঠানমোদিত (কামঃ অস্মি) বিষয়ভোগলিপ্সাও আমি।

৮। হে অর্জুন! আমি জলে রস, সূর্য এবং চন্দ্রে কিরণ, বেদে প্রণব (ওকার), আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষভাব বা উত্তমরূপে বিরাজিত আছি।

৯। আমি যুক্তিকালে স্বগন্ধ, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, প্রাণিগণে জীবন, এবং তপস্বিগণে তপস্রা।

১০। হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের আদি কারণ বলিয়া জান; আমি বুদ্ধিমান্গণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বামসাত্ত্ব য়ে ।

মত্ত এবতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

ত্রিভিষ্ঠু গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

১২। অর্থঃ। (যে চ এব) যে সকল (সাত্ত্বিকাঃ) শমদম প্রভৃতি সত্ত্ব-প্রধান, (যে রাজসাঃ) হর্ষদর্পাদি রজঃপ্রধান, (তামসাঃ) শোকমোহাদি তমঃপ্রধান (ভাবাঃ) চিত্তপরিণাম [সত্ত্ব] আছে, (তান্ সর্বান্) সেই সকল (মত্তঃ এব) আমা হইতেই [উৎপন্ন] (ইতি) ইহা (বিদ্ধি) জানিও। (তেষু) সেই সকল ভাবের (অহং) আমি (ন তু) অধীন নহি, [কিন্তু] (তে) সেই সকল ভাব (ময়ি) আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন।

১৩। অর্থঃ। (এভিঃ) এই পূর্বোক্ত (ত্রিভিঃ) তিন প্রকার (গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ) ত্রিগুণা মায়ার কার্য সাত্ত্বিকাদি ভাবের দ্বারা (ইদং) এই (সর্বং) নব্ব (জগৎ) বিশ্ববাসী জীবসমূহ (মোহিতং) বিভ্রান্ত অর্থাৎ বিবেকবিহীনতা-প্রাপ্ত [সং] হইয়া (এভ্যঃ) এই সকল গুণময় ভাব হইতে (পরম্) গুণাতীত (অব্যয়ং) জন্মাদি বড় ভাববিকারবর্জিত (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (ন অভিজানাতি) জানিতে পারে না।

১১। আমি বলবান্গুণের ভোগাসক্তিবর্জিত ও কামনাবর্জিত বল অর্থাৎ যে বলের কারণ, আসক্তি ও 'আরও হউক' 'আরও হউক' ইত্যাকার তুষ্টিশূন্য দুঃখাকাজ্ঞা নহে, যে বল মাত্র কর্তব্যসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত, সেই সাত্ত্বিক বল; ভোগলালসা পূর্ণ ক্রিয়বার জ্ঞান, পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল নহে। হে অর্জুন। সমস্ত প্রাণীতে ধর্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ স্মারাহ্মমোদিত বিষয়ভোগলিপ্সাও আমি।

১২। হে পার্থ! সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই তিন প্রকার যে ভাব, আমা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি, কিন্তু আমি সে সকলে নাই।

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুৰত্যায়া ।

মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তন্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥১৫॥

১৪। অর্থঃ। (এব) এই (গুণময়ী) ত্রিগুণাত্মিকা (দৈবী) আত্মশক্তি-
ভূতা (মম) আমার (মায়া) বৈষ্ণবী মায়া (হি) নিশ্চয়ই (দুৰত্যায়া) দুৰতি-
ক্রমণীয়া; (যে) যে সকল সাধক (মাম্ এব) সাক্ষাৎ আমারই অর্থাৎ
সর্বেশ্বরেরই (প্রপদ্যন্তে) শরণাপন্ন হন (তে) তাঁহারা (এতাং) এই
(মায়াং) মায়াসমূহ হইতে (তরন্তি) উত্তীর্ণ হন।

১৫। অর্থঃ। (মায়য়া) ত্রিগুণা মায়া দ্বারা (অপহৃতজ্ঞানাঃ) আচ্ছাদিত-
বিবেকজ্ঞান-বিশিষ্ট (আস্বরং ভাবম্) দম্বদর্পাদিরূপ আস্বরপ্রকৃতি (আপ্রিতাঃ)
প্রাপ্ত (দুষ্কৃতিনঃ) দুর্ভাচার (মূঢ়াঃ) মূঢ় (নরাধমাঃ) নরাধমগণ (মাং)
আমাকে (ন প্রপদ্যন্তে) ভক্তনা করে না।

১৩। মায়াশক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরূপ উক্ত তিন প্রকার গুণ-
বিকারদ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যাজন্ম শরীরভিমান ও মমতাভিমানরূপ প্রাপ্তিহেতু
বিড়ম্বিত হইয়া সমস্ত লোকই এই সকল ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক যে আমি,
আমার সেই ত্রিগুণাতীত বড়্ ভাববিকারবর্জিত* সর্বসাক্ষী অব্যয়ভাবে
গ্রহণ করিতে পারে না।

* জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতি, অপক্কীয়তে, নশ্বতি ইতি বড়্-
ভাববিকারাঃ। জন্ম, বিদ্যমান থাকা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্কর ও নাশ, এই
ছয় প্রকার ভাববিকার।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাস্বরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

১৬। অবঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জুন! (আর্তঃ) আধ্যাত্মিকাদি
ত্রিতাপসমুৎপত্ত, (জিজ্ঞাস্বঃ) ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু (অর্থার্থী) মুক্তিকামী (চ) এবং
(জ্ঞানী) ভগবন্তত্ববিৎ [এতে] এই (চতুর্বিধাঃ) চারি প্রকার (স্কৃতিনঃ)
সুপ্রারব্ধবান্ (জনাঃ) মহুশ্যগণ (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

১৪। আমার ঐ ত্রিগুণ, দুজ্ঞেয়া, বৈষ্ণবী মায়ামুক্তিকে অতিক্রম করা
বড় কঠিন। যে সকল সাধক আমাকে অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ
ভগবানের এক, অচঞ্চল সাক্ষিত্যকে পরোক্ষ বিচার ও অপরোক্ষ সাধনদ্বারা
ঠিক বুঝিতে পারিয়া, সেই পরম আত্মস্বরূপকে হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন,
তাহারাই এই মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন।

১৫। মায়ামোহিত, আত্মরপ্রকৃতিসম্পন্ন যে সকল মুঢ় ছাত্র, সত্য ও
সারল্যের মন্তকে পদার্পণ করিয়া ভোগলালসা পূরণার্থ যথেষ্ট ব্যবহার করে,
এমন ছুরাচার, নরাধম পশুগণ কখনই আমার তত্ত্ব অংগত হইতে পারে না।

১৬। হে অর্জুন! সুপ্রারব্ধবান্ চারিভেদে লোকে আমার আশ্রয় গ্রহণ
করে। প্রথমে, আর্ত—ঋীহারা জন্মজন্মান্তরীন্ স্কৃতিবশে সংসারকে জ্বালাময়
কারাগারস্বরূপ জ্ঞানকরতঃ কাতরহৃদয়ে শাস্তিপিপাসু হইয়া পরিজ্ঞান পাইবার
জন্ত সমুৎসুক। এই অবস্থাকেই বলে স্বাভাবিক বৈরাগ্য এবং এই বৈরাগ্যই
ভাগবতী রত্নির কারণ। সাধকের হৃদয়ে প্রথমে এই আত্মরূপ বৈরাগ্যই উপস্থিত
হয়। অতঃপর “জিজ্ঞাস্ব” অর্থার্থী ঐরূপ “আর্ত” বা বৈরাগ্যবান্ লোকে
ব্যাকুলান্তঃকরণে জানিতে চাহেন যে, এই জ্বালাময় সংসারকারাগার হইতে পরি-
জ্ঞানলাভের উপায় কি। কাতরহৃদয়ে শ্রীভগবান্কে শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে
তাহার কৃপাদৃষ্টিহেতু সঙ্গুল্লাভ করেন ও সেবাবারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ট্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী হ্যষ্টৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা নামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

১৭। অর্থঃ। (তেষাং) উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে (নিত্যযুক্তঃ) ভগবানে সর্বদা সমাহিতচিত্ত (একভক্তিঃ) অনন্তভক্তি-যুক্ত (জ্ঞানী) জ্ঞানী (বিশিষ্ট্যতে) শ্রেষ্ঠ । (অহং) আমি (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানীর (অত্যর্থং) অত্যন্ত (প্রিয়ঃ) প্রেমাস্পদ ; (সঃ চ) জ্ঞানীও (মম) আমার—পরমেশ্বরের (প্রিয়ঃ) প্রিয় ।

১৮। অর্থঃ। (এতে) উক্ত চারিপ্রকার ভক্তের (সর্বৈ এব) সকলেই (উদারাঃ) উন্নত (তু) কিন্তু (জ্ঞানী) উক্ত জ্ঞানী (আত্মা এব) আমার আত্মরূপই [ইতি] ইহা (মে) আমার (মতং) অভিপ্রায় ; (হি) যেহেতু (যুক্তাত্মা সঃ) ভগবানে নিত্যযুক্ত ভক্তিমান্ সেই জ্ঞানী (অনুত্তমাং গতিং যাম্ এব আস্থিতঃ) আমাকেই সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় জানিয়া আমাকে সর্বঃতাবাবে ভালবাসেন ।

ক্রমে প্রহ্লদ্বারা সংশয়চ্ছেদনকরতঃ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে থাকেন । যদিও সদ্গুরুপ্রদত্ত বিচারজ্ঞানদ্বারা সংশয়চ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু এখনও সেই পরমরসকে আশ্বাদন না করা জগৎ পরমার্থজ্ঞান আসে নাই । তাহার পর যখন সদ্গুরুদেব রূপা করিয়া পরম সাধনদীক্ষা দানকরতঃ শিষ্যের আত্যন্তিক ভক্তির জন্ত তাঁহাকে উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দ আশ্বাদনের অধিকারী করিতে লাগিলেন, তখন “আরও আনন্দলাভ করি, আরও আনন্দলাভ করি” এইরূপ সাধিকী আকাঙ্ক্ষাজনিত তিনি “অর্থার্থী” বলিয়া গণ্য হন । ক্রমে যখন সাধনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মসংস্পর্শলাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দরসে হৃদয় তৃপ্ত, আপনার নির্মল সত্তা স্বেতিমধ্যে সতত আশ্রিত, রাগদ্বेष-মুক্ত হৃদয়ে ত্রায় ও সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভগবানে পরমা ভক্তির সহিত কর্তব্য-মাত্র পালন করিয়া যাইতেছেন, তখন সেই সাধক “জ্ঞানী”পদবাচ্য ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা হৃদ্বল্লভঃ ॥১৯॥

১৯। অর্থঃ। (বহুনাং) অনেক (জন্মনাম্) জন্মের (অন্তে) পরে (বাসুদেবঃ) সর্বাধার এক অদ্বৈত ভগবান্‌ই (সর্বং) এই সদস্য সকলই হইয়া রহিয়াছেন, (ইতি জ্ঞানবান্) এই জ্ঞান লাভকরতঃ (মাং) আমাকে—পরাত্ম-পর আত্মাকে (প্রপদ্যতে) ভজনা করেন; (সঃ মহাত্মা) এরূপ উচ্চ সাধন-ভাবপূর্ণ জ্ঞানী (হৃদ্বল্লভঃ) অত্যন্ত দ্রুতভ ।

১৭। উক্ত চারিপ্রকার ভক্ত সাধকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞানী আমাকে বড়ই ভালবাসেন, এবং আমিও তাঁহাকে তদ্রূপ ভালবাসি।

১৮। উক্ত চারিশ্রেণীর নিকাম সাধকগণ মহুগ্ৰামধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে জ্ঞানী এত শ্রেষ্ঠ যে, জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ। জ্ঞানীকে আমার আত্মস্বরূপ বলিবার কারণ এই যে, জ্ঞানীর হৃদয়ে আমার নির্মলা স্মৃতি সর্বদা জাগরুক; স্মৃতরাং তিনি সর্বদা আমিময় হইয়া রহিয়াছেন।

১৯। বহুজন্মার্জিত সাধ্বিক পুণ্যফলে জগতের বাবতীয় ভাবকে পরমাত্ম-স্বরূপে দর্শনরূপ জ্ঞান লাভকরতঃ আমার ভজনা করেন; এরূপ উচ্চ সাধনভাব-পূর্ণ জ্ঞানী অতি দ্রুতভ।

‘প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানপ্রপঞ্চের সাক্ষী এক, অদ্বিতীয়, বোধস্বরূপ আত্মা’—এ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের কথা এখানে ভগবান্ বলিতেছেন না। সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দতৃপ্ত, ব্রহ্মময় সাধক বেক্রমে বহির্দৃষ্টিযোগেও সর্বত্র ভগবৎসত্তাকে প্রকাশিত দেখেন, যে ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, সেই স্বয়ংবেদ্য স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্জানাঃ প্রপদ্যন্তেহ্যদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধাচ্চিৎুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

২০ । অর্থঃ । (তৈঃ তৈঃ) কেহ পুত্র, কেহ পত্নী, কেহ পতি, কেহ ধন, কেহ স্বর্গ ইত্যাদি (কামৈঃ) কামনার দ্বারা (তজ্জানাঃ) মুগ্ধ হইয়া (তং তং) জপ, উপবাস, প্রদক্ষিণ, নমস্কারাদি তত্ত্বং দেবতারাদ্যধনে প্রসিদ্ধ (নিয়মং) নিয়ম (আস্থায়) পালনকরতঃ (স্বয়া) পূর্বার্জিত সংস্কারময়ী (প্রকৃত্যা নিয়তাঃ) প্রকৃতির বশীভূত হইয়া (অহ্যদেবতাঃ) ভগবান্ এই সমস্ত ইহা না জানিয়া নানাপ্রকার দেব-দেবীকে (প্রপদ্যন্তে) আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া আরাধনা করে ।

[এই স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিঃস্রবণরূপ একখানি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সঞ্চার করিতে পারা গেল না । তাহা এই, (ইতি প্রকাশক) ।

বাহার । একতারা ।

প্রাণ ভরে হেরি তোমার একবার দাঁড়াও হে শ্রীহরি ।

লুকায়োনা মায়ান্তরে—(ও নাথ, দাঁড়াও হে)

সদা সর্বত্র রাজিত, বেদে এ মহিমা গীত,

তবে কেন পাই না দেখা সতত তোমারি ।

নহে মিথ্যা বেদবাণী, আমি না দেখিতে জানি,

কি দেখিতে কি দেখি নাথ, সে জটী আমারি ।

এ বিশ্ব তোমারি মায়া, সত্য-আবরণী ছায়া,

ছায়ামাঝে ঐ বৈ আমার মোহন মুরারি ॥]

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তা রাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

অন্তবত্ত্ব ফলং তেযাং তদ্ব্যবত্যাগ্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্বক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

২১। অর্থঃ। (যঃ যঃ) যে যে (ভক্তঃ) স কাম ভক্ত (যাং যাং) যে যে (তত্ত্বম্) দেবমূর্তির (শ্রদ্ধয়া) শ্রদ্ধাসহ (অর্চিভূম্) অর্চনা করিতে (ইচ্ছতি) ইচ্ছা করেন, (তস্ত তস্ত) সেই সেই স কাম ভক্তের (তান্ এব) সেই মূর্তিতেই (অচলাং) দৃঢ় (শ্রদ্ধাম্) শ্রদ্ধা (অহং) আমি (বিদ্যামি) করিয়া দিই।

২২। অর্থঃ। (সঃ) সেই স কাম কর্মী (তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ) সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত [সন্] হইয়া (তস্তাঃ) সেই দেবমূর্তির (রাধনম্) পূজা (ঈহতে) করে; (ততঃ চ) এবং সেই দেবতার নিকট হইতে (ময়া এব) আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা (বিহিতান্) বিহিত [নিজ] (তান্) অভিলষিত (কামান্) ফল (হি) অবশ্য (লভতে) লাভ করে।

২০। বাহারা পূর্বোক্ত জ্ঞানী, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু বা অন্ততঃ আর্ন্ত ভক্ত হইতে না পারিয়াছে, সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ভোগকামী মৃগগণ, নিজ নিজ প্রকৃত্যনুযায়ী কামনামুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ কেহ পুত্র, কেহ পত্নী, কেহ পতি, ধন ইত্যাদি ভোগ্যলাভের কামনায় স কাম কর্মের যে সকল নিয়মাদি পালনের বিধি আছে, তাহা পালনকরতঃ নানা প্রকার দেবদেবীর উপাসনাসহ বারব্রতাদি স কাম কর্মসকলের অহুষ্ঠান করে।

২১। যে যে স কাম ব্যক্তি, নিজ নিজ কামনানুযায়ী যে যে দেবদেবীর অর্চনা শ্রদ্ধাসহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সেই শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ় করিয়া দিই।

২২। সেই স কাম কর্মীব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধাসহ দেবার্চনাদি করিলে, তাহার কামনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি, আমার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মনুজন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মমাব্যয়মনুভবম্ ॥২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

২৩। অর্থঃ। (ভেদ্য) সেই (অল্পমেধস্যাম্) অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের (তৎ ফলম্) সেই প্রাপ্ত ফল (অন্তবৎ) অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল (ভবতি) হয় ; [যেহেতু] (দেববজঃ) দেবতোপাসকগণ (দেবান্) দেবভাব (যাস্তি) প্রাপ্ত হয় ; (তু) কিন্তু (মদভক্তাঃ) আমার ভক্তগণ (মাং অপি) আমার ভাব অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দকেই (যাস্তি) প্রাপ্ত হন ।

২৪। অর্থঃ। (অবুদ্ধয়ঃ) অল্পবুদ্ধিগণ (মম) আমার (অব্যয়ং) নিত্য (অনুভবম্) সর্বোৎকৃষ্ট (পরং) পরম (ভাবম্) ব্রহ্মভাব (অজ্ঞানন্তঃ) বুদ্ধিতে না পারিয়া (অব্যক্তং) প্রপঞ্চাভীত (মাম্) আমাকে (ব্যক্তিম্) লীলাবিগ্রহ-পরিগ্রহ-অবস্থায় মনুজ, কৃষ্ণ বা মহেশ্বরের সৌম্যবক্ত ভাব (আপন্নং) প্রাপ্ত হইয়াছি (মনুজন্তে) মনে করে ।

২৫। অর্থঃ। (অহং) আমার লীলা-বিগ্রহ-পরিগ্রহ অবস্থায় আমি (যোগমায়াসমাবৃতঃ) যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকি বলিয়া (সর্বশ্চ) সকলের নিকট (প্রকাশঃ) প্রকাশিত (ন) নহি, [এইজন্ত] (মূঢ়ঃ) জ্ঞানহীন (অয়ং) পূর্বোক্ত ভোগকামী (লোকঃ) মানবগণ (অজ্ঞং) জন্মরহিত (অব্যয়ম্) নিত্য (মাং) আমাকে (ন অভিজানাতি) চিনিতে পারে না ।

২৩। সেই অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রাশয়গণ ঐরূপ সকাম কর্মসকল করিয়া অতি সামান্য, অনিত্য ভোগস্থ লাভ করে । কিছুদিন দেবতারূপে দেবলোকে বাসই তাহাদের সর্বোচ্চ ফললাভ । কিন্তু আমার ভক্তসাধকগণ আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ অক্ষয় পরমানন্দ ভোগ করেন ।

২৪। অল্পবুদ্ধিগণ লীলাবিগ্রহগ্রহণে মহশ্বাদি মূর্তিতে প্রকাশিত আমার

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

২৬। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (অহং) আমি (সমতীতানি) অতীত, (বর্তমানানি) বর্তমান (চ) ও (ভবিষ্যাণি) ভবিষ্যৎ (ভূতানি) স্বাবরজ্জন্মান্থক সর্বপদার্থ (বেদ) অবগত আছি ; (তু) কিন্তু (কশ্চন) কেহই (মাং) আমাকে—পরমেশ্বরকে (ন বেদ) বুঝিতে পারে না ।

২৭। অর্থঃ। (পরন্তপ) হে শক্রনিপাতকারী (ভারত) অর্জুন ! (ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন) ভোগের অন্তকূল বিষয়ে আত্মরক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি হইতে জাত (দ্বন্দ্বমোহেন) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে উৎপন্ন মোহের দ্বারা (সর্বভূতানি) জীবগণ (সর্গে) উৎপত্তিকালে (সন্মোহং যান্তি) সম্যক হতজ্ঞান হয় ।

সর্বোৎকৃষ্ট, পরম, অব্যক্ত অর্থাৎ এই মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-ভাবে স্থিত এক, অদ্বিতীয়, সমরূপী ব্রহ্মভাবকে বুঝিতে না পারিয়া আমার জীবন আচরণ দেখিয়া কোন বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করে ।

২৫। অবতারগ্রহণকালে আমি ষোগমায়ায় অন্তরালে অর্থাৎ আমার জ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তির অন্তরালে থাক বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশিত নহি । জগদ্ব্যবহার অতীত, আমার সেই পরম, নিত্যস্বরূপকে অজ্ঞানচ্ছন্ন ভোগকামিগণ কখনই বুঝিতে পারে না ।

২৬। হে অর্জুন ! আমি এই জগতের সকলেরই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবগত আছি ; কিন্তু আমার সকল বিষয় কেহই বুঝিতে পারে না ।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিভুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কৰ্ম চাখিলম্ ॥২৯॥

২৮। অর্থঃ। (যেষাং তু) যে সকল (পুণ্যকৰ্মণাম্) পবিত্রকৰ্ম্ম (জনানাং) ব্যক্তির (পাপং) অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত চিন্তামালিন (অন্তগতং) নষ্ট হইয়াছে, (দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তাঃ) আসক্তি ও বিরক্তিরূপ দ্বন্দ্বনিমিত্ত-মোহমুক্ত হইয়া, (তে) তাঁহারাই (দৃঢ়ব্রতাঃ) দৃঢ় অধ্যবসারসহ (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

২৯। অর্থঃ। (যে) যে সকল বৈরাগ্যবান্ সাধক (জরামরণমোক্ষায়) জরা ও মৃত্যুরূপ অবশ্রম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম হইতে পরিজ্ঞান লাভের জন্য (মাম্ আশ্রিত্য) আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া (যতন্তি) দৃঢ়তাসহ অধ্যাত্মসাধনে রত হন, (তে) তাঁহারাই (তৎ ব্রহ্ম) পরব্রহ্মকে, (কৃৎস্নম্) সমগ্র (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্মভাবে (চ) এবং (অখিলং কৰ্ম্ম) সমস্ত কৰ্ম্ম (বিভুঃ) বুঝিতে পারেন।

২৭। হে শক্রন্তপ অৰ্জুন! ভোগের অতুল বিষয়ে আহরক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি হইতে যে দ্বন্দ্বভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই জীবের শরীরাদির উৎপত্তিকালে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিয়া ভগবানের দিকে ফিরিতে দেয় না; শরীরাত্মানগ্রস্ত থাকাহেতু সংসারের মোহেই আবদ্ধ হইয়া অধোগতি লাভ করে।

২৮। যে সকল পবিত্রকৰ্ম্ম পুণ্যানুষ্ঠান করণ ব্যক্তি ভ্রায়, সত্য, দয়া ও সারল্য-সহ অবশ্রম্ভাব্য বিহিত কৰ্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া সংসারমাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এবং পুণ্যাচরণদ্বারা আপন আপন প্রকৃতিকে মালিন্যবহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদ্বঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদ্বুর্ভুচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানায় যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

৩০। অর্থঃ। (যে চ) যাহারা (মাং) আমাকে (সাধিভূতাধিদৈবং) অধিভূত ও অধিদৈবসহ (সাধিযজ্ঞং চ) এবং অধিযজ্ঞেরও সহিত (বিদ্বঃ) জানেন, (প্রয়াণকালেহপি) শরীর ত্যাগকালেও (তে যুচেতসঃ) আমার ভাবযুক্ত সেই সাধকগণ (মাং) আমাকে (বিদ্বঃ) বিদ্বত্ত হন না অর্থাৎ আমাতেই স্থির থাকেন।

আসক্তি ও বিরক্তিরূপ বন্ধনিমিত্ত-মোহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়সহ আমার সাধনে নিযুক্ত হন। অল্প পক্ষে যাহারা নানা প্রকার বারব্রত-পির তামসিক অনুষ্ঠান করিতেছে বটে, কিন্তু স্বার্থসাধনস্থলে ছায়, সত্য ও সারল্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না, অন্যায়সে উহাদিগকে পদদলিত করিয়া স্বকর্ষ্য উদ্ধারে রত হয়, এরূপ পশুগণ আমাকে ভজনা করিতে পারে না।

২২। পুনঃ পুনঃ জয়গ্রহণকরতঃ পুনঃ পুনঃ জরাগ্রস্ত হইয়া যুত্ৰাপ্তিরূপ অবশুভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ত, যে সকল বৈরাগ্যবান্ সাধক, আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া দৃঢ়তাসহ আধ্যাত্মসাধনে রত হন, তাঁহারা ই বুঝতে পারেন যে, পরব্রহ্ম কি, তাঁহার সমস্ত অধ্যাত্মভাব কি প্রকার এবং তাঁহার সমগ্র কর্মই বা কি প্রকার।

৩০। যাহারা আমাকে অধিভূতসহ, অধিদৈবসহ, অধিযজ্ঞসহ জানেন, সর্বদাই আমার ভাবযুক্ত সেই সাধকগণ শরীরত্যাগকালেও আমাকে বিদ্বত্ত হন না অর্থাৎ আমাতেই স্থির থাকেন।

অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি, তাহা পরেই, অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমেই, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগঃ ।

অজ্জুন উবাচ

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

১-২। অধ্বয়ঃ। (অজ্জুনঃ উবাচ) অজ্জুন বলিলেন, (পুরুষোত্তম) হে পুরুষোত্তম! (তৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্ম (কিং) কি? (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্ম (কিং) কি? (কৰ্ম) কৰ্ম (কিং) কি? (অধিভূতং চ) এবং অধিভূত (কিং) কাহাকে (প্রোক্তং) বলে? (অধিদৈবং চ) অধিদৈবই বা (কিং) কাহাকে (উচ্যতে) বলে? (মধুসূদন) হে মধুসূদন! (অত্র দেহে) এই শরীরে (অধি-যজ্ঞ) অধিযজ্ঞ (কঃ) কে? [তিনি] (অস্মিন্) এই দেহে (কথং) কিরূপে অবস্থিত (চ) এবং (প্রয়াণকালে) শরীরত্যাগকালে (নিয়তাত্মভিঃ) যোগযুক্ত সাধকগণ (কথং) কিরূপে এবং কি ভাবে (জ্ঞেয়ঃ অসি) তোমাকে অবগত হন?

১-২। অজ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কৰ্ম কি? অধিভূত কি, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে এবং হে মধুসূদন! এই শরীরে অধিযজ্ঞরূপে কে কি প্রকারে বিদ্যমান? আর একটা জিজ্ঞাস্ত এই যে, যোগযুক্ত সাধকগণ শরীরত্যাগকালে তোমাকে কিরূপে এবং কি ভাবে গ্রহণ করেন?

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহিধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩৥

৩। অর্থঃ। (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (পরমং অক্ষরং) চিন্মাত্রস্বরূপ পরম অক্ষর পুরুষঃ (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (স্বভাবঃ) ব্রহ্মের সহিত অভেদে বিদ্যাজ্ঞিতা বিষয়ভাববজ্জিত-পরমানন্দস্বরূপা মূলা অব্যাক্তা প্রকৃতি তাঁহার স্বভাব, তাঁহাকেই (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্ম (উচ্যতে) বলে, (ভূতভাবোদ্ভবকরঃ) জীব ও ভূতভাবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ (বিসর্গঃ) সঙ্কল্প অর্থাৎ আমি বহু হইব এইরূপ স্বরূপবিচ্যুতিরূপা ভাগবতী ইচ্ছাই (কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ) কৰ্ম্মনামে অভিহিত।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন (১) পরম অক্ষর পুরুষই ব্রহ্ম অর্থাৎ জগদ্ভাব বিद्यমান থাকুক, বা না থাকুক, সেই এক, অদ্বিতীয়, নামরূপবজ্জিত, চিৎস্বরূপ পুরুষ, যিনি সকল অবস্থাতেই সর্বত্রই সমভাবে বিद्यমান, তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য ; ইহাতে ‘আত্মা’ এই উপাধি প্রযুক্ত হয় না ; কারণ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই সাক্ষীস্বরূপ ‘আত্মা’ উপাধি প্রযুক্ত হইতে পারে ; আর জগদ্ভাব অর্থাৎ বিষয়পূর্ণ জ্ঞানভাব বিद्यমান না থাকিলে, তাঁহাতে ‘আত্মা’ উপাধিও প্রযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ তখন আর তিনি কিসের সাক্ষী হইবেন ? এইজন্ত যিনি ‘আত্মা’ উপাধিরও অতীত, তিনিই পরব্রহ্ম। (২) নিজভাবই অর্থাৎ বিষয়-মুক্ত, পরমানন্দ বা ব্রহ্মের সহিত অভেদে বিদ্যাজ্ঞিতা মূলা অব্যাক্তা প্রকৃতিই ‘অধ্যাত্ম’। (৩) আর ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়ভাবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বিসর্গ বা সঙ্কল্প অর্থাৎ ‘আমি বহু হইব’, ইত্যাকার স্বরূপবিচ্যুতিরূপা যে ভগবাদিচ্ছা, তাহাই ‘কৰ্ম্ম’। জীবভাষেও সঙ্কল্পই যথার্থ কৰ্ম্ম ; ইন্দ্রিয়দ্বারা পরে প্রকাশিত বা সম্পাদিত হয় মাত্র।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্ৰ দেহে দেহভূতাংবর ॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্যুক্তা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মস্ত্যাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

৪। অর্থঃ। (দেহভূতাংবর) হে মানবশ্রেষ্ঠ! (অত্র দেহে) এই শরীরে (ক্ষরঃ ভাবঃ) অপরা প্রকৃতি নামক পরিণামী ভাবতরঙ্গই (অধিভূতং) আমার অধিভূত মূর্তি, (পুরুষঃ চ) পুরুষই অর্থাৎ কারণ-শরীরে বিদ্যমান সাক্ষিস্বরূপ অপরিণামী আত্মাই (অধিদৈবতং) আমার অধিদৈবত মূর্তি; (অহং এব) অহংজ্ঞানরূপ জীব বা পরা প্রকৃতিই (অধিযজ্ঞঃ) আমার অধিযজ্ঞ মূর্তি।

৫। অর্থঃ। (অন্তকালে চ) প্রয়াণকালেও (মাম্ এব) পুরুষোত্তম আমাকেই (স্মরন্) স্মরণ করিতে করিতে (কলেবরং) শরীর (মুক্তা) ত্যাগ করিয়া (যঃ) যে যোগী (প্রয়াতি) বাহির হইতে পারেন, (সঃ) তিনি (মং ভাবং) ব্রহ্মভাব (যাতি) প্রাপ্ত হন; (অত্র) ইহাতে (সংশয়ঃ) সন্দেহ (ন অস্তি) নাই।

৪। হে মানবশ্রেষ্ঠ। (৪) এই শরীরে, ক্ষরভাব অর্থাৎ ভূতগন্ধবাসা গঠিত ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূলশরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপী সূক্ষ্মশরীর, বাহাদের পরিণামশ্রোতঃ অবিরামগতিতে বহিতেছে, মুহূর্তের জন্মও বাহা একভাবে স্থির নহে, সেই অপরাপ্রকৃতি নামক পরিণামী ভাবতরঙ্গই আমার “অধিভূত” মূর্তি। (৫) পুরুষই অর্থাৎ কারণশরীরে বিদ্যমান সাক্ষিস্বরূপ অপরিণামী আত্মাই আমার ‘অধিদৈব’ মূর্তি। (৬) আর ‘অহমই’ অর্থাৎ উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের কৃতকর্মসকলে ‘আমিই করিতেছি’, ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত শরীরাত্মিকানী অহং-জ্ঞানরূপ জীব বা পরা প্রকৃতিই আমার ‘অধিযজ্ঞ’ মূর্তি। উক্ত তিন মূর্তিতেই যিনি ভগবানকে সতত দর্শন করেন, তিনি সদাযুক্ত।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

৬। অদ্বয়ঃ । (কোন্তেয়) হে কোন্তেয় ! [জীব] (অন্তে) প্রয়াণকালে (যং যং বা অপি) যে যে (ভাবং) ভাব (স্মরন্) চিন্তা করিয়া (কলেবরং) দেহ (ত্যজ্যতি) ত্যাগ করেন, (সদা) জীবদবস্থায় সর্বদা (তদ্ভাবভাবিতঃ) সেই ভাবে অনুপ্রাণিত (তং তং এব) সেই সেই ভাবকেই (এতং) প্রাপ্ত হন ।

৫। যে সাধক জীবদবস্থায় আমার পুরুষোত্তম ভাব হৃদয়স্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকালেও সেই ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বাহির হইতে পারেন, তিনি শরীর ত্যাগান্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সপ্তম ব্রহ্মভাবের ভাবী, প্রাণোৎক্রমণসময়ে অর্চিরাশিমাগ্নি গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় সম্যক জ্ঞান লাভকরতঃ ব্রহ্মার সহিত মহাপ্রলয়ে নিগুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। আর যাহারা নিগুণ ব্রহ্মভাবের ভাবী, দেহান্তকালে তাঁহাদের প্রাণোৎক্রমণ হয় না, তৎক্ষণাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

৬। হে কোন্তেয় ! সর্বদা যিনি যে ভাবের ভাবী, অর্থাৎ সতত যাহার হৃদয়ে যে ভাব বিদ্যমান, মৃত্যুকালেও সেই ভাবই তাঁহাতে স্মৃতি থাকে এবং যিনি যে ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার ভাবী পরিণামও তাহাই।

অধিকাংশ সময় যাহাতে যে ভাব স্মৃতি থাকে, সেই ভাবই তাহার স্বতঃসিদ্ধ অভ্যস্ত ভাব। যেমন, একজন সাধারণ মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ ভাব এই যে, 'আমি এই শরীর, এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার গৃহাদি ধনসম্পত্তি'। মৃত্যুকালেও তাহাতে এই অজ্ঞানভাবই স্থির থাকিল, সুতরাং "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তি এবং "আমার এই সমস্ত পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি" ইত্যাকার আসক্তি, এই উভয় ভাবদ্বারা তাহার হৃদয়গর্ভে ভাবিত থাকিল এবং ইহারই পরিণামস্বরূপ তাহাকে পুনরায় ঐ ভাবেই গঠিত হইতে হইল। 'আমি শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে এবং 'আমার এই সমস্ত' ইত্যাকার আসক্তিজন্য

সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বজীবনের কর্ম্মফলস্বরূপ ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। পক্ষান্তরে একজন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অর্থাৎ জ্ঞান ও সাধনদ্বারা বাহ্যর শরীরাত্মাভিমান বিদূরিত, আত্মভাব ব্রহ্মাকারাকারিত, হৃদয়ে 'আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিভ্রম আসক্তি আদৌ নাই, মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে বিবেকানু-মোদিত কর্তব্যসকল করিয়া যাইতেছেন, এবং ভগবানকে 'সাধিদেব', 'সাধিজ্যত' ও 'সাধিবজ্র' এই তিন মূর্তিতে সর্বদা বিদ্যমান দেখিয়া নির্মল ভক্তিপ্রবাহে বাহ্যর হৃদয় সতত প্রাবিত রহিয়াছে, এমন যুক্ত সাধকের স্বতঃসিদ্ধ ভাব পূর্ণ ভগবান্নয় অর্থাৎ ভগবন্তাবসাগরে তাঁহার নিজ ভাবপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া একাকার লাভ করিয়াছে। এরূপ উচ্চ সাধকের ভগবান্নয়ত্ব মৃত্যুকালেও স্থির থাকে ও ভগবৎপ্রাপ্তিই তাঁহার স্বায়ময় পরিণাম। এরূপ উচ্চ সাধকের বহিরাচরণ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বৃত্তিতে পারা কঠিন, কারণ তাঁহার বাহিরের কর্ম্ম সকল অভিনয়মাত্র; তাহার সহিত তাঁহার অন্তর্ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্।

উক্তপ্রকার উচ্চ সাধককে যদি কোন কারণবশতঃ শবদাহকারী বা বিষ্টাভার-বাহী চণ্ডালের গৃহে শরীর ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না; তিনি নির্মিকারহৃদয়ে ব্রাহ্মী স্থিতিতে শরীর ত্যাগকরতঃ মুক্ত পুরুষ-দিগের গতিকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, একজন সংসারাসক্ত, শরীরাত্মানী, অজ্ঞান লোকের মহাতীর্থে মৃত্যু হইলেও তাঁহার পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব কর্ম্মফলস্বরূপ স্বচ্ছব্রহ্ম ফলভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। তবে মৃত্যুকালে একজন অজ্ঞানচ্ছন্ন শরীরাত্মানী ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়বর্গ গদা-তীরে আনিয়াছে, চতুর্দিকে ভগবান্নয়মকীর্ণ হইতেছে, এরূপ অবস্থায় আসন্নকালে তাহার হৃদয়ে যদি কিছু উদাসবৈরাগ্যভাবের ও ভগবন্তক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরজীবনে তাহার হৃদয়ের গতি ভগবানের দিকে কতকটা ফিরিতে পারে, এইরূপ সাধু উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মনোবিগণ কর্তৃক মৃত্যুকালে গদাতীরে বা অন্ত কোন পবিত্র ক্ষেত্রে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে লইয়া আসিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর শেষজীবনে কাশ্মাদি ক্ষেত্রে বাস কারবার প্রথায়

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধিস্থ্যামেবৈশ্বাস্ত্যসংশয়ম্ ॥৭॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্দ্ৰগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

৭। অর্থঃ। [যিনি যে ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার ভাবী পরিণামও তাহাই] (তস্মাৎ) সেইহেতু (সর্বেষু কালেষু) সর্বদাই (মাম্) আমাকে (অনুস্মর) স্মৃতির মধ্যে রাখ, (যুধ্য চ) এবং নিজ কর্তব্য পালন কর, (যয়ি) আমাতে (অপিতমনোবুদ্ধিঃ) মন ও বুদ্ধি অর্পিত থাকিলে (মাম্ এব) আমাকেই (অসংশয়ং) নিশ্চয়ই (এযসি) প্রাপ্ত হইবে ।

৮। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন ! (অভ্যাসযোগযুক্তেন) ভগবানে সর্বদা মন ও বুদ্ধি অর্পণকরূপ অভ্যাসযুক্ত (নান্দ্ৰগামিনা) অনন্দ্ৰগামী বা মাত্ৰ ধ্যয়নিষ্ঠ (চেতসা) চিন্তাধারা (দিব্যং) স্বপ্রকাশ (পরমং পুরুষং) আমার অধিদৈবত মূর্তিকে (অনুচিন্তয়ন্) সর্বদা চিন্তা করিতে করিতে [তম্ এব] সেই পরমভাবই (যাতি) প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মূল অর্থাৎ শুণ্ড ডেহেস্ত্র সংসদ্বলাভ ও তজ্জগৎ নিজ প্রকৃতির তদনুসরণ এবং মোহের সাক্ষাৎ কারণসমূহ, অর্থাৎ আত্মীয়াবর্গ ও ধনদম্পত্যাদি হইতে দূরে অবস্থিতিজন্য সংসারাসক্তির হ্রাসসাধন । তবে যাহারা স্ত্রীপুত্রাদিসহ তীর্থে বাস করেন, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের লাভ অতি সামান্য ।

৭। অতএব হে অর্জুন ! আমাকে সর্বদা স্মৃতির মধ্যে রাখিয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন কর । মন, বুদ্ধি যদি আমাতেই পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ।

৮। হে অর্জুন ! যদি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ ঐরূপ অভ্যাসযোগযুক্ত থাকে, তাহা হইলে শরীরত্যাগকালেও তাহা সেই অভ্যাস হইতে বিমূখ হইবে না ; আত্মরূপী পরমপুরুষেই অর্থাৎ আমার অধিদৈব মূর্তিতেই সংযুক্ত থাকিবে ও দেহত্যাগান্তে দিব্যগতিই লাভ করিবে ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার মণোরণীয়াংসমমুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ভ্রুবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্ ॥১০॥

৯-১০। অর্থঃ। (প্রয়াণকালে) শরীর ত্যাগকালে, (অচলেন মনসা) স্থিরাস্তঃকরণে (ভক্ত্যা) নির্মলা অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি (যোগবলেন চ এব) এবং অভ্যন্ত সাধনগুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া (ভ্রুবোঃ মধ্যে) ভ্রুয়ের মধ্যে (প্রাণং) প্রাণবায়ুকে (সম্যক্ আবেশ্য) উন্নয়ন করিয়া (যঃ) যে যোগী (তমসঃ পরস্তাৎ) প্রকৃতির অতীত (কবিং) অধিদৈবতরূপে সর্বাস্তর্ধামী, (পুরাণম্) অনাদি, (অনুশাসিতারং) পরিণামী ভৃগু ও জীবভাবের নিয়ন্তা, (অণোঃ অণীয়াংসম্) নিরতিশয় সূক্ষ্ম, (অচিন্ত্যরূপম্) পরিণামী কার্য্যকারণদ্বারা অনির্দেশ্য, (আদিত্যবর্ণং) দ্যোতির্ময় (সর্বশ্চ ধাতারম্) অধিদৈবতরূপে সর্বশ্রষ্টাকে (অমুস্মরেৎ) চিন্তা করেন, (সঃ) তিনি (তং) সেই (দিব্যং) দিব্য (পরমং পুরুষম্) পরমপুরুষকে (উপৈতি) প্রাপ্ত হন।

৯-১০। যিনি কবি অর্থাৎ সর্বাস্তর্ধামী, পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, সর্বনিয়ন্তা অর্থাৎ যাহার শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও জীবসকল স্ব স্ব নির্দিষ্ট কেন্দ্রকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া পরিণতিচক্রে বথানিয়মে ঘুরিতেছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম সর্বশ্রষ্টা হাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইলে মন আপনাকে হারাইয়া ফেলে এবং যিনি প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষরূপী স্বপ্রকাশ আত্মা, শরীর ত্যাগকালে ভ্রুয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে উন্নয়নকরতঃ স্থিরাস্তঃকরণে নির্মলা ভক্তির সহিত অভ্যন্ত সাধনগুণে তাঁহাতে আপনাকে যুক্ত করিয়া যিনি শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

(এসকল অপরোক্ষ সাধনতত্ত্ব, সঙ্গুপ্তর নিকট হইতে জানিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে উঠিতে হয়। ইহা আপনা আপনি হইবার নহে)।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ব্যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূর্খ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

১১। অর্থঃ। (বেদবিদঃ) বেদবেত্তৃগণ (যৎ) যাহাকে (অক্ষরং) অক্ষর-
পুরুষরূপে (বদন্তি) বর্ণনা করেন, (বীতরাগাঃ) ভোগাসক্তিবর্জিত (যতঃ)
উচ্চ সাধকগণ (যং) যাহাতে (বিশন্তি) প্রবেশ করেন, (যৎ) যাহাকে (ইচ্ছন্তঃ)
প্রাপ্তির ইচ্ছায় (ব্রহ্মচর্যাং) ব্রহ্মচর্যা (চরন্তি) আচরণ করেন, (তৎ পদং) সেই
পরম পুরুষের স্বরূপ (তে) তোমাকে (সংগ্রহেণ) সংক্ষেপে (প্রবক্ষ্যে) বলিব ।

১২ ১৩। অর্থঃ। (সর্বদ্বারাণি) সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে (সংযম্য) বন্ধ করিয়া
(মনঃ) মনকে (হৃদি) হৃদয়পুণ্ডরীকে (নিরুধ্য) অবরুদ্ধকরতঃ (মূর্খ্য) ক্রমে
ব্রহ্মরূপে (প্রাণম্ আধায়) প্রাণবায়ুকে স্থাপনকরতঃ (আত্মনঃ যোগধারণাম্)
আত্মসমাধি (আস্থিতঃ) অবলম্বন করিয়া (ও ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম) ও এই
একাক্ষর প্রণবাত্মক ব্রহ্ম (ব্যাহরন্) উচ্চারণ করিতে করিতে (মাম্) আমাকে
(অনুস্মরন্) স্মরণ করিতে করিতে, (দেহং) দেহ (ত্যজন্) ত্যাগ করিয়া
(যঃ) যিনি (প্রয়াতি) উৎক্রমণ করেন (সঃ) তিনি (পরমাং গতিং)
দেবদানপথে ক্রমে পরমা গতি (যাতি) লাভ করেন ।

১১। বেদবেত্তৃগণ যাহাকে অক্ষর আত্মারূপে বর্ণন করেন, ভোগাসক্তিবর্জিত
উচ্চ সাধকগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মসাগরে আপনার জীবান্তিমানকে
ডুবাইয়া দেন এবং যে প্রবেশলাভরূপ মহাসিদ্ধিকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্যা পালন
করেন অর্থাৎ ক্ষমার্জ্যবদনাতোষনভ্যেব সত্বিত আহারাভহারাদি নিয়মরক্ষারূপ
বহিব্রহ্মচর্যা এবং ব্রহ্মযোগসাধনরূপ অন্তব্রহ্মচর্যা পালন করেন, সেই পরম
পুরুষের স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি ।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং হুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তশ্চ যোগিনঃ ॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশান্ততম্ ।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাং ॥১৫॥

১৪। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (অনন্তচেতাঃ) অনন্তচিত্ত হইয়া (সততং) সর্বদা (নিত্যশঃ) চিরকাল (মাং) আমাকে (স্মরতি) চিন্তা করেন, (পার্থ) হে পার্থ। (তস্ম) সেই (নিত্যযুক্তশ্চ) আমাকে আশ্রয় করিয়া নিত্যযুক্ত (যোগিনঃ) যোগীর পক্ষে (অহং) আমি (হুলভঃ) হুলভ।

১৫। অর্থঃ। (মাং) আমাকে (উপেত্য) প্রাপ্ত হইয়া (পরমাং সংসিদ্ধিং গতাং) পরমানন্দময়ী মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া (মহাত্মানঃ) নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগিগণ (দুঃখালয়ং) দুঃখের আগারস্বরূপ (অশান্তং) অনিত্য (পুনর্জন্ম) পুনর্জন্ম (ন আপ্নুবন্তি) প্রাপ্ত হন না।

১২-১৩ মনকে হৃদয়ে অর্থাৎ আত্মসাধনভাবে অবরুদ্ধকরতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্বারকেও রুদ্ধ করিয়া (কারণ মনের বহির্গতি রুদ্ধ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম বিফল হইয়া পড়ে) অভ্যস্ত সাধনভাবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মী গতি অবলম্বন করিলেই, প্রাণবায়ু উর্দ্ধগত হইবে। সেই অবস্থায়, 'ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি' এই স্মৃতির সহিত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে একাক্ষর প্রণব উচ্চারণকরতঃ শরীর ত্যাগ করিলেই সাধক দেবদানপথে ক্রমে পরমা গতি লাভ করেন।

১৪। যে সাধকের চিত্ত সর্বদা আমাকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের কর্মের সহিত বাহ্য ভাগবতী স্মৃতি মিলিত থাকে, তিনি সর্বদাই যুক্তভাবাপন্ন। ঐরূপ যোগীর পক্ষে আমি হুলভ অর্থাৎ তিনি শরীরত্যাগকালে বিনাক্লেশেই আমার স্বরূপ হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

১৬। অম্বয়ঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন! (আব্রহ্মভুবনাং) ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া (লোকাঃ) সমস্ত ভুবনবাসী লোক (পুনঃ আবর্তিনঃ) পুনরাবর্ত্ত হই, (তু) কিন্তু (কোন্তেয়) হে কোন্তেয়! (মাম্) আমাকে (উপেত্য) লাভ করিলে (পুনঃ জন্ম) পুনর্জন্ম (ন বিদ্যতে) হয় না।

১৭। অম্বয়ঃ। (সহস্রযুগপর্য্যন্তং) চতুর্যুগসহস্রযুগাপী (ব্রহ্মণঃ) ব্রহ্মার (যং অহঃ) যে দিবাভাগ, (যুগসহস্রান্তাং) ঐক্লপ চতুর্যুগসহস্র পরিমিত (রাত্রিং) ব্রহ্মার রাত্রি, [যে] ষাঁহার (বিদুঃ) জ্ঞানেন, (তেঃ জনাঃ) তাঁহারাই (অহো-রাত্রবিদাঃ) দিবারাত্রের তত্ত্বজ্ঞ।

১৫। যে মহাত্মগণ পরমা সিদ্ধির সহিত অর্থাৎ অভ্যন্ত সাধনগুণে, পূর্ণস্বরূপ, এক, অচঞ্চল ব্রহ্মসত্তাতে, আপনার জীবাভিমানরূপ মিথ্যা সত্তাকে মগ্ন করিয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আগার-স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্মগ্রহণ হইতে পরিভ্রাণ পান।

১৬। সাকাম-কর্ম্মিগণ অর্থাৎ পঞ্চাংগবিচার সাধকগণ ব্রহ্মার স্থিতিস্থান পর্য্যন্ত সকল লোক প্রাপ্ত হইলেও, ভোগকালান্তে পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কেবল যে জ্ঞানযোগিগণ দহরবিচার দ্বারা যোগফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সমাক্ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন; তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

১৭। সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক দিবাভাগ এবং পুনঃ সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত এক রাত্রি ভাগ। এই দিবা ও রাত্রিকে ষাঁহার বুঝেন, তাঁহারা হিবারাত্রের তত্ত্বজ্ঞ।

অব্যক্তাদ্যন্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

১৮। অর্থঃ। (অহরাগমে) ব্রহ্মার দিবা উপস্থিত হইলে (অব্যক্তাং) তাঁহার বিরূঢ় স্বষ্টিময়ী কারণ অবস্থা অর্থাৎ অব্যক্তা ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে (সৰ্ব্বাঃ ব্যক্তাঃ) স্বাবরজ্জন্মরূপ সমস্ত বিশ্বভাব (প্রভবন্তি) প্রাদুর্ভূত হয়। (রাত্র্যাগমে) ব্রহ্মার রাত্রি আসিলে (তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব) সেই অব্যক্ত তমোগুণেই (প্রলীয়ন্তে) তিরোহিত হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ এক পূর্ণযুগ বা চতুষ্যুগ। এইরূপ সহস্র পূর্ণযুগে ব্রহ্মার এক দিবা বা এক কল্প ও অল্প সহস্র পূর্ণযুগে এক রাত্রি। এই দিবাই যথার্থ দিবা; কারণ এই দিবাভাগেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদিপূর্ণ এত বিশ্বভাবের প্রকাশ। আর ব্রহ্মার ঐ রাত্রিতে যথার্থ রাত্রি; কারণ ঐ ব্রহ্মী রাত্রিকালে, সমস্ত বিশ্বভাবই অব্যক্ত কারণসমূহে ডুবিয়া যায় ও কিছুই প্রকাশ থাকে না। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যরশ্মির প্রাপ্তিকেই দিবা ও তাহার অপ্রাপ্তিকেই রাত্রি বলি; কিন্তু ইহা যথার্থ দিবা বা রাত্রি নহে। কারণ আমাদের যখন রাত্রি, তখন এই পৃথিবীরই অল্পত্র, যেমন আমেরিকাতে দিবা; অগ্ন্যান্ত লোকের ত কথাই নাই। আবার দেখ, এই রাত্রিকালে যদিও অন্ধকার হয় বটে, কিন্তু কিছুই অপ্রকাশ থাকে না; চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্র এবং আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত জগদ্রূপই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এ রাত্রি রাত্রিই নহে। আর ব্রহ্মার যে রাত্রি, তাহাই যথার্থ রাত্রি; কারণ তখন কিছুই প্রকাশ থাকে না। আমাদের স্বষ্টিকালে যেমন কিছুই প্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মার স্বষ্টি-কালে সমস্ত বিশ্বভাবই অব্যক্ত তমুঃসাগরে ডুবিয়া যায়। প্রভেদ এই যে, আমাদের স্বষ্টি অল্পকালস্থায়ী এবং ব্রহ্মার স্বষ্টি অধিককালস্থায়ী।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

পরন্তুস্মাতু ভাবোহনোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বভূতেষু ভূতেষু নশ্চৎসু ন বিনশ্চতি ॥২০॥

১৯। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (সঃ এব অয়ং) সেই ব্যক্তি এই (ভূতগ্রামঃ) প্রাণিসমূহ (ভূত্বা ভূত্বা) পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া (রাত্র্যাগমে) ব্রহ্মার রাত্রি আসিলে (প্রলীয়তে) 'তরোহিত হয়, [পুনরায়] (অহঃগমে) ব্রহ্মার জাগরণকালে (অবশঃ) অদৃষ্টাধীন হইয়া (প্রভবতি) প্রাদুর্ভূত হয়।

২০। অর্থঃ। (তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ) পূর্বোক্ত অব্যক্ত তমোগুণ হইতেও (পরঃ) অধিক (অগ্রঃ) অগ্র, (অব্যক্তঃ) ভাবরূপী গুণাতীত, (সনাতনঃ) চিরকাল সমভাবে বিদ্যমান (যঃ ভাবঃ) যে অস্তিত্বাবগম্য সনাতন পরমভাবে, (সঃ) তাহা (সর্বভূতেষু) সমস্ত জীব ও জড়ভাবের (নশ্চৎসু) বিনাশেও (ন বিনশ্চতি) নাশপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যাহা তাহাই থাকে।

১৮। ব্রহ্মার দিবা উপস্থিত হইলেই বিরাট্ স্রষ্টিময়ী কারণাবস্থা হইতে নমস্ত বিম্বভাব প্রকাশ পায় এবং রাত্রি আসিলেই সমস্ত অব্যক্তে অর্থাৎ কারণ-নাগরে ডুবিয়া যায়।

আমাদের স্রষ্টিস্থিকালে যেমন ব্যষ্টি অহংজ্ঞান সমস্ত জগদ্ভাবকে লইয়া কারণে প্রবেশকরতঃ "নাস্তি"কে প্রাপ্ত হয়, সমষ্টি অহংজ্ঞানরূপী বিরাট্ বা ব্রহ্মাও তাঁহার স্রষ্টিস্থিকালে তদ্রূপ সমস্ত বিম্বভাবকে লইয়া কারণাভ্যন্তরে অর্থাৎ অব্যক্তা দ্বিগুণা প্রকৃতিতে প্রবেশকরতঃ "নাস্তি"কে লইয়া থাকেন।

১৯। হে পার্থ! সেই সমস্ত ভূতভাবই অর্থাৎ জ্ঞানেরই দুই মূর্তি জড়-ভাব ও জীবভাব কর্ত্ত্বের অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবাভাগে প্রকাশ পায় ও রাত্রিভাগে কারণে প্রবেশ করে।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনুগয়া ।

যস্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥২২॥

২১। অর্থঃ। [যে ভাবকে] (অব্যক্তঃ) অব্যক্ত (অক্ষরঃ) অক্ষর (ইতি উক্তঃ) বলা হয়, (তং) তাহাকে (পরমাং গতিম্) গুণাতীতা মুক্তি (আহঃ) বলিয়া থাকে, (যং) যে পরমভাবকে (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইলে (ন নিবর্তন্তে) আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, (তং) তাহা (মম) আমার (পরমং দাম) পরম স্বরূপ ।

২২। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ । (ভূতানি) স্থাবরজঙ্গমাশ্চক সমস্ত ভূত [(যন্ত) যাহার (অন্তঃস্থানি) অভ্যন্তরে অবস্থিত, (যেন) যাহার দ্বারা (ইদং সর্বং) এই সমস্ত (ততং) পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, (সঃ) সেই (পরঃ পুরুষঃ) পরমপুরুষ (অনন্তয়া ভক্ত্যা তু) আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা ই (লভ্যঃ) লভ্য ।

২০। ঐ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে এক সনাতন পরমভাব সমভাবে বিদ্যমান তাহা সমস্ত ভূতভাবের (জীব ও জড়ভাবের) বিনাশেও নাশপ্রাপ্ত হয় না। তিনি অহমের অন্তিময় ব্যক্তি ও নাস্তিময় অব্যক্তি, জ্ঞানের এই দুই মুক্তিকেই অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, কিন্তু ঐ উভয় ভাবের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। এইজন্তই আত্মারূপী পরমপুরুষ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত ।

২১। সেই অব্যক্ত অক্ষর ভাবকেই সকলের গতি বলা হইয়া থাকে। ঐ পরমভাবকে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ ঐ উচ্চতম ভাবকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর ফিরিতে হয় না; কারণ উহাই আমার স্বরূপ ।

যত্রকালে স্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতবর্ষত ॥২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

২৩। অর্থঃ। (ভরতবর্ষ) হে অর্জুন ! (যত্রকালে তু) যে পথে (প্রয়াতাঃ) উৎক্রান্ত হইয়া (যোগিনঃ) কোন কোন যোগী (অনাবৃত্তিম্ যান্তি) সংসারে ফিরিয়া আসেন না (চ) এবং [কোন কোন যোগী] (আবৃত্তিঃ এব) [যান্তি] আবার সংসারে ফিরিয়া আসেন, (তং কালং) সেই পথ দুইটির কথা (বক্ষ্যামি) বলিতেছি ।

২৪। অর্থঃ। [যত্র] যাহাতে অর্থাৎ যে পথে (অগ্নিঃ) অগ্নি (জ্যোতিঃ) জ্যোতিঃ, (অহঃ) দিবা, (শুক্লঃ) শুক্লপক্ষ, (যথাসাঃ উত্তরায়ণম্) উত্তরায়ণপক্ষা যথাসাভিমানিনী দেবতা, (তত্র) এই কয়জন কালভিমানিনী দেবতার পথে (প্রয়াতাঃ) গমন করিয়া (ব্রহ্মবিদঃ) ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মলোকে (গচ্ছন্তি) উপস্থিত হন ।

২২। হে অর্জুন ! এই পরমপুরুষ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং সমস্ত ভূতভাবই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে । ঐকান্তিকী ভক্তিসহ সাধন করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

২৩। হে অর্জুন ! এইবার আমি দুইটি পন্থার কথা বলিতেছি, কোন যোগী যাহার একটিকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন, আর কোন যোগী অন্যটিকে আশ্রয় করিয়া আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ।

২৪। যাহাতে অর্থাৎ যে পথে অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস উত্তরায়ণ বর্তমান, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ শরীরত্যাগান্তে তাহাতে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫॥

শুক্রকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যাবর্ততে পুনঃ ॥২৬॥

২৫। অর্থঃ। [বাহাতে] (ধূমঃ) ধূম, (রাত্রিঃ) রাত্রি (তথা) এবং (কৃষ্ণঃ) কৃষ্ণপক্ষ, (যগ্নাসাঃ দক্ষিণায়নম্) দক্ষিণায়নরূপা যগ্নাসাভিমানিনী দেবতা [আছেন], (তত্র) সে পথে (যোগী) সকাম কর্মী (চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য) চন্দ্রলোকে গমন করিয়া (নিবর্ততে) পুণ্যক্ষেত্রে তথা হইতে ফিরিয়া আসেন।

২৬। অর্থঃ। (এতে) এই (শুক্রকৃষ্ণে গতী হি) শুক্রা গতি ও কৃষ্ণা গতি (জগতঃ) সকল শাস্ত্রজ্ঞের নিকট (শাস্বতে) নিত্য বলিয়া (মতে) অভি-
প্রেত, [উভয়ের মধ্যে] (একয়া) শুক্রা গতির দ্বারা (অনাবৃত্তিঃ) অপুনরাগতি (যতি) প্রাপ্ত হওয়া যায়, (অন্তয়া) কৃষ্ণা গতির দ্বারা (পুনঃ আবর্ততে) সংসারে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

২৫। বাহাতে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে চান্দ্র-
জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া যোগী পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ যোগী কোন্ যোগী ? পূর্বেই তো জ্ঞানকর্মযোগীর শুক্রা গতিলাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা হইলে ত এ যোগী জ্ঞানকর্মযোগী নহেন, সকাম কর্মযোগী। ইহারা ভোগফললাভের কামনায়, কুপতড়াগাদিখনন, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়াদি-
প্রতিষ্ঠা, আত্মরাশ্রমাদিহাপনরূপ লোকহিতকর নানাপ্রকার কর্মসমূহান ও ক্ষমা, সত্য, সারল্য, দয়া ও শ্রমের সহিত সংসারকর্ম সম্পাদনকরতঃ সকাম ভক্তিসহ ভগবানের পূজার্কনাদি করেন, তাঁহারাই এই কর্মযোগী এবং তাঁহারাই শরীর-
ত্যাগান্তে এই কৃষ্ণা গতি লাভ করেন। এই কৃষ্ণা গতি তমোময়ী, অর্থাৎ ইহাতে জ্ঞানসূর্যের বিকাশ নাই এবং ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতভোগও নাই। ইহাতে জোগ-

প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু সে ভোগ ইন্দ্রিয়ের ভোগ। ইহারা শরীরযুক্ত, কিন্তু সে শরীর তাপযুক্ত শরীর নহে, তাপযুক্ত দেবশরীর, অর্থাৎ তাহাতে রোগ-শোকাদি দুঃখভোগের উৎপাত নাই, কেবল বহুবিধ ভোগস্থখে পুষ্ট। তাহাদের এই প্রকাশ চাক্ষুঃজ্যোতিবৎ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার ক্রমে হ্রস্বতার দিকে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে। আর শুক্লা গতিতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে।

২৬। এই শুক্লা ও কৃষ্ণা গতি ভগতের আদি হইতেই বিদ্যমান আছে, একটীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, আর অগ্ৰটীতে হয় না। অর্থাৎ কৃষ্ণা গতিতে প্রত্যাবর্তনকরতঃ পুনরায় এই মল্লশূণীর ধারণ করিতে হয়, আর শুক্লা গতিতে ক্রমে ব্রহ্মানন্দময়ী মুক্তি।

২৩ হইতে ২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগিগণের দেহান্তে শুক্লা ও কৃষ্ণা এই দ্বিবিধা গতির উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল যোগী পঞ্চায়বিদ্যার* তত্ত্ব অংগত হইয়া দহরবিদ্যার সাধক অর্থাৎ বাঁহারা স্থবয়পুণ্ডরীকে বা ললাটে ব্রহ্মের কোন প্রতীকের ধ্যান করেন এবং বাঁহারা প্রাণোৎক্রমণকালে ব্রহ্মাকারাকারিত অং-
—রূপে এই শরীরকাবাগার হইতে বাহির হইয়াছেন, তাহারা প্রথমোক্ত শুক্লা গতি—দেবদান—অর্চিরাতিমার্গ বা উত্তরায়ণগতিতে ক্রমমুক্তির পথে গমন করেন। মৃত্যুকালে ইহাদের প্রাণ স্বযুম্নাপথে ব্রহ্মবদ্ধু দিয়া স্বর্ঘ্যরশ্মি ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রথমে ইহারা অর্চিরাভিমানিনী অর্থাৎ তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথা হইতে দিবসভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। দিবসভিমানিনী দেবতা হইতে শুক্লপঞ্চাভিমানিনী দেবতাকে, তথা হইতে উত্তরায়ণ-ছয়মাসের

চন্দ্রমণ্ডলে নির্দিষ্টকাল স্থখভোগ করিয়া কন্দী বধন প্রচ্যুত হন, তখন বধাক্রমে আকাশ, মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধাত্ত, ববাদি শস্তাকারে পরিণত হন। সেই ধাত্ত ববাদি, রেতঃসেকসমর্থ পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া শুক্লাকারে পরে যোবিতের গর্ভাশয়ে উক্ত রেতঃসেকসমর্থ পুরুষেরই আকৃতির অনুরূপ দেহ লাভ করে। উক্ত পঞ্চবিধ অবস্থাকে আহতি ও তাহাদের আধারবরূপ হ্রালোক, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও যৌথিক পঞ্চাদি বলে।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তথা হইতে সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, ক্রমে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রকে এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যাদভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই স্থানে ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ আসিয়া উক্ত যোগিগণকে সত্য-লোকস্থ ব্রহ্মসন্নিধানে লইয়া যান। সেখানে তাঁহাদের সেই অবস্থাকেই শুক্রাবস্থা বলা হয়। সে অবস্থা তমোময়ী নহে, পূর্ণজ্ঞানময়ী। আবার সে জ্ঞানও শরীরী জীবের মত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান বহুবিস্তৃত, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ষাণ্ডীষ লোকের ব্যাপার, যথা তাহাদের আকৃতি, স্থিতি, গতি ও যে সকল পদার্থ তাহাদের মধ্যে আছে, সমস্তই সে জ্ঞানের অন্তর্গত। আমাদের মৌর জগতের মত অগণ্য সৌর জগৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে এক এক পৃথক্ চক্ররূপে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত সৌর জগতের সমস্ত ব্যাপার তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে দর্শন করেন। এখনই বৃহস্পতিলোকে আছেন, হঠাৎ ইচ্ছা হইল “শুক্রলোকে যাই”; যেমন ইচ্ছার উদয়, অমনি তাহার পূরণ, অর্থাৎ তৎক্ষণেই শুক্রলোকে উপস্থিত। আবার তথা হইতে ইচ্ছা করিলেন, অরুন্ধতী বা হরিতালীক্ষেত্রে যাই, অমনি তন্মুহূর্ত্তেই তথায় উপস্থিত; এইরূপে এই অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শনের বহিরানন্দ ও তাঁহারা যথেষ্ট উপভোগ করেন। ইংহই তাঁহাদের পুরস্কার। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য, যথা—“স বা এতেন দৈবেন চক্ষুযা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে : য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মান-মুপাসতে, তস্মাৎ তেবাং সর্কে চ লোকা আর্ভাঃ সর্কে চ কামাঃ স সর্কাঃশ্চ লোকানাপ্রোতি সর্কাঃশ্চ কামান্ যন্তমাত্মানমহুবিভ্য বিজ্ঞানাভীতি”। ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রঃ ৮।৪২।১২।মঃ ৫.৬।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে “মুক্ত জীব বিভিন্দ দিব্যেন্দ্রদ্বারা এবং বিভিন্দ মনদ্বারা বাহ্য ইচ্ছা দর্শন করেন ও বাহ্য ইচ্ছা ভোগ করেন। তথায় ব্রহ্মলোকস্থ সেই দেবপুরুষগণ পরমাত্মারই সেবা করেন এবং সেই পরমাত্মার রূপায় সমস্ত লোকই তাঁহাদের আয়ত্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছাই তাঁহাদের পূর্ণ। ঐ অবস্থায় পরমাত্মার অতি সুস্বতম তত্ত্বসকল তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।”

শ্রুতিও দেবযানপথের মুক্তিপথিকগণের উক্তপ্রকার মহা পুরস্কারের বোষণা করিতেছেন। এই সকল মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত শরীরমুক্ত অহংজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ? জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডবৎ। সে অপূর্ণ জ্ঞানাগ্নির দীপ্তি অতি ভাস্কর এবং সৌরকরবৎ প্রকাশময়। সে জ্ঞানজ্যোতিঃ কখনও কোন প্রতিবন্ধের দ্বারা আবরিত হইবার নহে, তাহা দিবালোকবৎ সতত সর্বপ্রকাশী। এইজন্য সে জ্ঞানের নিকটে, রাজিৎ অজ্ঞানভ্রমোভাবের আবরণী শক্তি আদৌ স্থান পায় না। সেই ব্রহ্মানন্দময় জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডসকল অনন্ত ব্রহ্মসাগরে ভাসমান থাকিয়া অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শন করেন। তাঁহাদের এই অবস্থা সপ্তম মুক্তাবস্থা, কারণ তখনও অহংরূপ বিশেষত্ব আছে ; যদিও সে অহং ব্রহ্মানন্দময়, তথাপি জলে ভাসমান বৃষুদের ন্যায় তাহাতে এক অপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। ব্রহ্মলোকে সাধনদ্বারা উক্ত বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া তাঁহারা সমাগ্‌দর্শনের ফলে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন।

এই শরীর ধারণ করিয়া, এই উত্তরাযুগতিকে বৃষিবার চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ তাহা শরীরান্তে মুক্ত মহাপুরুষগণের ভোগ্যাবস্থা। সে রাজ্যে কি আছে, বৃথা কল্পনাদ্বারা তাহার মূর্তিরচনাপেক্ষা, যাহাতে যত শীঘ্র সে রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সে আনন্দ গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাই বিবেকবান পুরুষের একান্ত কর্তব্য।

যে সকল সাধক পঞ্চাশ্লিবিদ্যার দ্বারা আপনাদিগকে অগ্নিময় ভাবনা করিয়া বেদযানমার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ভোগকালান্তে তাঁহারা পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

আর যে সকল সাকামকর্ষিগৃহস্থ পঞ্চাশ্লিবিদ্যার দ্বারা আপনাদিগকে অগ্নিময় ভাবনা করিতে পারেন না কিন্তু নিত্যকর্ম, জলাশয়াদি উৎসর্গ, অন্নসত্ৰাদি লোক-হিতকর কর্ম এবং যথাসাধ্য উপযুক্ত পাত্রে দ্রব্য প্রদানাদিরূপ ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধূমাদিমার্গ—পিতৃধান—কৃষ্ণা গতি বা দক্ষিণায়ন-গতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রাণোৎক্রমণের পর ধূমাদিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই ধূম হইতে

রাজ্যভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে
 নক্ষিণায়নরূপ ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক
 হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। অন্তরীক্ষে দৃশ্যমান এই
 চন্দ্রমা ব্রাহ্মণগণের রাজা, তিনি দেবতাদিগের অন্ন। দেবতার। তাঁহাকে ভক্ষণ
 করেন। কশ্মিগণ ধূমাদিমার্গদ্বারা চন্দ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হন; তখন তাঁহারা দেবতা-
 দিগের ভোগ্য হন অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন জ্ঞৌ, ভূতা, পুত্র, পুত্র প্রভৃতি তাহাদের
 স্বামী, প্রভু, পিতা প্রভৃতির উপভোগ্য হইলেও আনন্দে বিচরণ করিতে পারে,
 সেইরূপ চন্দ্রলোকেও তাঁহাদের স্থলের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না; তাঁহারা দেবতা-
 দিগের সহিত স্থখে ক্রীড়া করেন। চন্দ্রলোকে তাঁহাদিগের জনময় শরীর হয়।
 উক্ত কশ্মিগণ চন্দ্রলোকের উপভোগনিমিত্ত কৰ্ম্মসমূহ ক্ষয় হইবামাত্র এক মুহূর্ত্তও
 তথায় বিলম্ব না করিয়া যে পথ দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই
 প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। সেখানে তাঁহাদের শরীরের উপাদান যে জল
 ছিল, কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই তাহা তথায় বিলীন হয়। তাঁহার পর তাহারা সূক্ষ্মরূপ
 ধারণ করিয়া আকাশের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে
 ধূম, ধূম হইতে অন্ন বা বাষ্প, অন্ন হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে
 পতিত হন। পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধাতু যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ-
 কলাই ইত্যাদিরূপে সম্ভাৱিত হন। এইরূপে কশ্মিজীব নানাস্থানে প্রবেশ করিতে
 এবং তথা হইতে বাহির হইতে কত দুঃখ পায়। যতদিন না শৌভাগ্যক্রমে
 কোন রেতঃসেকসমর্থ পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হয়, ততদিন বাহির হইবার কোন
 উপায়ই নাই। তখন পুরুষের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হইয়া
 কামিনীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। সেই রেতঃ রেতঃসেককারী পুরুষের আকৃতি-
 বিশিষ্ট হয়। চন্দ্রমণ্ডলগত কৰ্ম্মীর চন্দ্রমণ্ডলে গমনোপযোগী কৰ্ম্মব্যতীত অল্প
 কৰ্ম্ম তথায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

সেই সেই কৰ্ম্মফলে “রমণীয়চরণ”, কশ্মিগণ অর্থাৎ বাহারা পূর্বে পৃথিবীতে শুভ
 আচরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহুষ্যের মধ্যে উচ্চ বোনি প্রাপ্ত হন।

নৈতে স্মৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥২৭॥

২৭। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন ! (এতে স্মৃতী) এই মার্গদ্বয় (জানন্) সম্যকরূপে অবগত হইলে (কশ্চন) কোন (যোগী) যোগীই (ন মুহুতি) মোহ প্রাপ্ত হন না ; অতএব তাঁহারা স্বস্বরূপ প্রাণময় রশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। (তস্মাৎ) অতএব (অর্জুন) হে অর্জুন ! (সর্বেষু কালেষু) সকল সময়েই (যোগযুক্তঃ) পূর্বোক্ত প্রকারে যোগযুক্ত (ভব) হও ।

যাহারা “কপুয়চরণ” অর্থাৎ যাহারা পূর্বে অশুভ আচরণ অভ্যাস করিয়াছিল, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে অতি নীচ শ্রেণী বা তিৰ্য্যগ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; এইরূপে এই সমস্ত কর্মী বহুজন্মান্তে কোনরূপ অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও দহরবিদ্যা লাভকরতঃ অচ্চিৎগতি মার্গদ্বারা গমন করিতে পারিলে তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না ।

যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সেবা করে না বা লোকহিতকর কোন কর্মেরও অহুষ্ঠান করে না, শাস্ত্রবিধি পরিভ্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হয়, তাহারা দংশ মশক কীটপতঙ্গাদিজন্য প্রাপ্ত হয় ।

এক্ষেণে দেখা যাইতেছে, যাহাগ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা কীটপতঙ্গাদি হইয়া অনবরত ক্লেশ অহুভব করে ; যাহারা সংসারে নানারূপ লোকহিতকর কর্ম সাক্ষ্যভাবে করেন, তাহারা পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় ; যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অহুষ্ঠান করিয়াছেন কিন্তু দহরবিদ্যার অধিকারী হন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিলেও সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন ; যাহারা দহরবিদ্যার অধিকারী হন, তাহারা ক্রম-মুক্তির পথে গমন করেন, আর যাহারা তত্ত্বমস্তাদি বেদান্তবাক্য বিচারে সমর্থ,

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃশ্চ চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিক্তম্ ।

অত্যেতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্তম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদভগবদগীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানায়ঃ ষোড়শোঃ শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে ভারতব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

২৮। অর্থঃ। (বেদেষু) বেদাধ্যয়নে, (যজ্ঞেষু) যজ্ঞাহুষ্ঠানে, (তপঃশ্চ) তপস্শাচরণে (দানেষু চ এব) এবং দানাদি কর্মে (যৎপুণ্যফলং) যে সকল পুণ্যফল (প্রদিক্তং) পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে, (ইদং) মৎকথিত এই ধ্যানযোগতত্ত্ব (বিদিত্বা) জানিয়া (যোগী) পূর্বোক্ত যোগী (তৎ সৰ্বং) সেই সমস্ত ফল (অত্যেতি) অতিক্রম করেন (চ) এবং (আত্মং) আত্ম (পরং স্থানং) পরমপুরুষরূপ পরমেশ্বরকে (উপৈতি) প্রাপ্ত হন ।

যাহারা নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ অপরোক্ষভাবে অনুভূতি করিতে পারেন, তাহাদিগের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, জীবদবস্থাতেই তাহাদের প্রাণ ব্রহ্মে লগ্ন হয়। তাহারা প্রায়ঃকাল যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন জীবমুক্ত এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্ত হন।

২৭। হে পার্থ! ঐ উভয় প্রকার গতিরহস্ত বুঝিয়া জ্ঞানযোগী লাভ হইয়া না অর্থাৎ সকামা ভক্তি ও সকাম কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিকামভক্তি বা বৈরাগ্যপূর্ণ ভালবাসাসহ জ্ঞানকর্মযোগাশ্রয়ে অধ্যাত্মসাধনপথে আপনাকে উন্নীত করেন। অতএব হে অর্জুন! সকল সময়েই যোগযুক্ত থাকিবার অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি হইতে অট্ট না হইবার অভ্যাস কর।

২৮। বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপস্শাস্ত্র ও দানে যে সমস্ত পুণ্যফল নিদ্বিষ্ট আছে, জ্ঞানকর্মযোগী সাধক এই ধ্যানযোগের রহস্ত বুঝিয়া সে সকল কর্মফলকে অতিক্রমকরতঃ সেই পরমানন্দময় আদিস্থান প্রাপ্ত হন।

নবমোহিধ্যায়ঃ

রাজবিজ্ঞারাজগুহযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানসূষবে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১॥

রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্নুস্বখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

১। অর্থঃ। (শ্রী ভগবান্ উবাচ) শ্রী ভগবান্ বলিলেন, (ইদং) সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ সবিজ্ঞান জ্ঞানযোগই, যাহা অষ্টমাধ্যায়কথিত ভারকত্রকযোগ হইতে অত্র, (তু) সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন (গুহ্যতমং) এবং অতি গোপনীয়, (বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং) [সেই] অপরোক্ষ সাধনতত্ত্বপূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় (অনসূষবে) ঈর্ষাদ্বেষশূন্য (তে) তোমাকে (প্রবক্ষ্যামি) বিশেষ করিয়া বলিব, (যং) যাহা (জাত্বা) জানিলে (অশুভাৎ) দুঃখময় সংসার হইতে (মোক্ষ্যসে) পরিত্রাণ পাইবে ।

২। অর্থঃ (ইদং) এই সবিজ্ঞান জ্ঞানযোগ (রাজবিজ্ঞা) বিজ্ঞানিচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা, (রাজগুহ্যং) অতি গোপনীয়, (উত্তমং) উৎকৃষ্ট, (পবিত্রং) অতি পবিত্র, (প্রত্যক্ষাবগমং) প্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ, (ধর্ম্যং) সর্ব-ধর্মশাস্ত্রসম্মত, (কর্তুং স্নুস্বখং) সুখসাধ্য [এবং] (অব্যয়ং) অক্ষয়ফলপ্রদ ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! আমার বাক্যে তুমি অতিশয় শ্রদ্ধা-বান, সেইজন্য তোমাকে অতি গুপ্ত বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানোপদেশ দান করিতেছি, অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনতত্ত্বপূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি ; এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবে ।

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মশাস্ত্র পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্তনি ॥৩॥

৩। অর্থঃ। (পরন্তপ) হে অরিন্দম! (অশ্রদ্ধাশ্র) এই রাজযোগ-
রূপ পরম ধর্মে (অশ্রদ্ধধানাঃ) শ্রদ্ধাহীন (পুরুষাঃ) ব্যক্তিগণ (মাম্) আমাকে
—পরমাত্মভূত আমাকে (অপ্রাপ্য) না পাইয়া (মৃত্যুসংসারবর্ত্তনি) মৃত্যুবৃত্ত
সংসারপথে (নিবর্তন্তে) বাতায়িত কবে।

অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সর্ব্বৈন্দ্রিয় সংযম করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে
অথবা ললাটে সপ্তম ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে স্বয়ংপথে যোগীর প্রাণ
উৎক্রান্ত হইলে অর্দ্ধিহীন মার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তথায় কালসহকারে সম্যক
জ্ঞানের উদয় হইলে মহাপ্রলয়ের সময় মুক্তিলাভ ঘটে। এই ক্রমমুক্তি বহুকাল-
সাপেক্ষ ও অতি কষ্টসাধ্য। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞেয়ব্রহ্ম-নিরূপণবারা সাক্ষাৎ
বা সন্তোমুক্তির উপায় নির্দেশ করিতেছেন। ধ্যানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়
না, কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের উপায়ভূত চিত্তবৃত্তি লাভ হয়। অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীভগবান্
“অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং শ্রবতি”, “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভাস্বনন্তয়া,”
“মামুপেত্য তু কোন্ত্যেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অনন্তা
ভক্তিকে ব্রহ্মভববিজ্ঞানের অসাধারণ হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান
অতিশয় গোপনীয়, যেহেতু ইহাতে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মাহুতি হয়।

২। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ; রাজযোগিগণের অর্থাৎ জ্ঞানকর্মযোগি-
গণের হৃদয়ের গুপ্তধন; ইহা অতি উচ্চ, অতি পবিত্র এবং আমার সাক্ষাৎ
অগ্ৰভবধরূপ। ইহার সাধনে কোন কষ্ট নাই; ইহা ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচার-
বিশিষ্ট নহে এবং ইহার ফল সদ্যোমুক্তি।

৩। হে শক্রনাশন! এই রাজযোগরূপ পরম ধর্মে বাহাদের শ্রদ্ধা নাই,
তাহারা আমাকে না পাইয়া এই জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করে।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেদ্ববস্থিতঃ ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

৪। অর্থঃ। (অব্যক্তমূর্তিনা ময়া) বুদ্ধির অগম্য চৈতন্যমূর্তি আমার দ্বারা (ইদং সর্বং জগৎ) এই সমস্ত জগৎ (ততং) ব্যাপ্ত রহিয়াছে, (সর্বভূতানি) স্বাবরজ্জন্মান্বক ভূতভাবনিচয় (মৎস্থানি) ঐ অব্যক্ত মূর্তিধারী আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে (চ) কিন্তু (অহং) আমি (তেভু) সেই সকল ভূতভাবকে (ন অবস্থিত :) আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহি অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতভাব হইতে অগ্ন হইয়াই রহিয়াছি ।

৫। অর্থঃ। (চ) অপিচ (ভূতানি মৎস্থানি ন) আমার নিগূর্ণ পরমেশ্বরস্বরূপে ভূতভাবের নামরূপের গন্ধমাত্রও নাই ; (মে) পরম ঈশ্বর আমার (ঐশ্বরং) ঐশ্বরিক অর্থাৎ অব্যক্ত অক্ষরমূর্তির (যোগং) কোণল বা প্রভাব (পশু) দর্শন কর । (মম) আমার (আত্মা) অব্যক্ত অক্ষর চৈতন্যময় আত্মভাব (ভূতভাবনঃ) ভূতভাবের উৎপাদক [এবং] (ভূতভূন) ভূতভাবের পালক, (চ) কিন্তু (ন ভূতস্থঃ) কোন ভূতভাবেই লিপ্ত নহে ।

৪। আমার অব্যক্তমূর্তিধারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত । সমস্ত ভূতভাব ঐ অব্যক্তমূর্তিধারী আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু আমি সে সকলে নাই । (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ) ।

৫। কোন ভূতভাবই আমাতে নাই । আমার আশ্রয় ঐশ্বরিক প্রভাব দর্শন কর, আমি ভূতভাবের উৎপাদক ও পালক, অথচ আমি কোন ভূতভাবেই লিপ্ত নহি ।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্ব্যপধারয় ॥৬॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিম্ভজাম্যহম্ ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (যথা) যেমন (সর্বত্রগঃ) সর্বত্র গতিশীল (মহান্) মহান্ (বায়ুঃ) বায়ু (নিত্যম্) সর্বদাই (আকাশস্থিতঃ) আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে [অথচ আকাশ বায়ুর দ্বারা লিপ্ত নহে], (তথা) সেইরূপ - (সর্বাণি ভূতানি) ভূতসমূহও (মৎস্থানি) আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে [কিন্তু আমি ভূতভাবদ্বারা লিপ্ত নহি], (ইতি) ইহা (উপধারয়) জ্ঞানিও।

৭। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (কল্পক্ষয়ে) প্রলয়কালে (সর্বভূতানি) সমস্ত ভূতভাবই (মামিকাম্) আমার (প্রকৃতিং) অব্যক্তা প্রকৃতিতে (যান্তি) প্রবেশ করে; (কল্পাদৌ) সৃষ্টিকালে (পুনঃ) পুনরায় (অহং) আমি (তানি) তাহাদিগকে (বিম্ভজামি) পূর্বের মত করিয়া সৃষ্টি করি।

সাক্ষিস্বরূপ আত্মভাব জাগতিক কোন ভাবের সহিত লিপ্ত নহে; অথচ আত্মভাব না থাকিলে জাগতিক কোন ভাবেরই প্রকাশ থাকিতে পারে না। ভাবমাত্রেরই অস্তিত্ব 'অহং' জ্ঞানের উপরে এবং অহমের অস্তিত্ব বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। অহমের প্রকাশ না থাকিলে অস্ত্র কিছুই প্রকাশ থাকে না এবং বোধস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অহমেরও প্রকাশ নাই। অতএব আত্মভাবই সকল ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পালন করিতেছে। কিন্তু আত্মা কিছুই সহিত লিপ্ত নহেন, কারণ জাগতিক কোন ভাবের অস্তিত্বের সহিত তাহার অস্তিত্ব, বা নাস্তিত্বের সহিত তাহার নাস্তিত্ব ঘটে না। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উভয় ভাবেরই অতীত, কিন্তু উদাসীন সাক্ষিভাবে উভয়ের ভাবকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

প্রকৃতিং স্বামবক্ভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥৮॥

৮। অস্বয়ঃ। (স্বাং) নিজ (প্রকৃতিম্) অব্যক্তা প্রকৃতিকে (অবষ্টভ্য) আশ্রয় করিয়া (প্রকৃতেবশাৎ) অবিদ্যা অর্থাৎ অভিমানপ্রসূত সংস্কারদ্বারা (অবশং) অবশ (ইমং) এই (কৃৎস্নম্) সমগ্র (ভূতগ্রামং) ভূতনকলকে (পুনঃ পুনঃ) পুনঃপুনঃ (বিস্জামি) সৃষ্টি করি।

৬। সর্বত্র গতিশীল মহান্ বায়ু যেমন আকাশকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ আকাশ বায়ুদ্বারা লিপ্ত নহে, তদ্রূপ সমস্ত ভূতভাবই আমাতে বিদ্যমান থাকিলেও আমি নিলিপ্ত। এইরূপে আমার স্থিতিকে বুঝ।

৭। হে কুন্তীনন্দন! কল্পান্তে সমস্ত ভূতভাবই আমার অব্যক্তা প্রকৃতিতে প্রবেশ করে (যেমন মানুষের স্রষ্টৃশক্তিকালে ঘটে), আবার কল্পারম্ভে (সৃষ্টিকালে) আমি তাহাদিগকে পূর্বেরই মত করিয়া সৃষ্টি করি।

৮। আমি নিজ মায়ামুক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ অবিদ্যাজাত সংস্কারদ্বারা অবশ এই ভূতভাবসকলকে সৃষ্টি করি।

চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ; তন্মধ্যে চিৎস্বরূপই পুরুষ, আর আনন্দই তাঁহার প্রকৃতি। এই প্রকৃতিপুরুষে কোন ভেদ নাই, নির্বিশেষে একাকারে বিরাজিত। এ আনন্দ শব্দস্পর্শাদি বিষয়জনিত নহে, স্বতরাং ইহাতে ভেদ নাই। এ আনন্দ পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অল্পভূত হইবার নহে; অপরোক্ষ সাধনের উচ্চতম সীমায় এই পরমানন্দের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র। এই পরমানন্দই চিৎস্বরূপ পুরুষের অব্যক্তা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি হইতেই ভূতভাবের উৎপত্তি, অর্থাৎ এই আনন্দরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিই বহিমুখী হইয়া অহংজ্ঞানরূপ জীবের পরিণত হয়। প্রকৃতির এই বহিমুখী গতি ত্রিগুণা, অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বিশিষ্টা। চিৎস্বরূপ পুরুষের আনন্দরূপিনী প্রকৃতির

। ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসন্তং তেযু কৰ্ম্মসু ॥৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवৰ্ত্ততে ॥১০॥

৯। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে অৰ্জুন ! (তেযু কৰ্ম্মসু) সেই সকল কৰ্ম্মে (অসন্তম্ চ) আসক্তিরহিত, স্বতন্ত্র [এবং] (উদাসীনবৎ আসীনঃ) উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত (মাং) আমাকে (তানি কৰ্ম্মাণি) তাহারা (ন নিবধন্তি) বন্ধ অর্থাৎ লিপ্ত করিতে পারে না ।

১০। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (অধ্যক্ষেণ ময়া) সৰ্ব্বনিয়ামক-রূপী আমাকে আশ্রয় করিয়া (প্রকৃতিঃ) অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি (সচরাচরং) স্বাবরজঙ্গমান্নক সমস্ত বিশ্ব (সূয়তে) স্বয়মেব সূয়তে—স্বয়ংই প্রসব করিতেছে, (অনেন হেতুনা) এই কারণে [প্রকৃতিপ্রসূত] (জগৎ) জগৎ (বিপরিবর্ত্ততে) বিচিত্ররূপে পরিণাম লাভ করিতেছে ।

জ্ঞানমূর্তিতে বহিঃস্ফুরণই মায়া এবং এই জগৎ অর্থাৎ জড় ও জীবতাব এই মায়াশক্তিরই মূর্তি। বাহ্য আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এবং এখনও পরিণামিত হেতু বাহ্যকে নাই বলিলেই হয়, এমন যে ভূততাব তাহাকে মায়া বা মিথ্যা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ?

৯। হে ধনঞ্জয় ! এই সকল কৰ্ম্মে আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না । প্রকৃতির এই সকল কৰ্ম্মে আমি নিলিপ্ত, কেবল উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছি মাত্র । কোন কৰ্ম্মই আমার আসক্তি নাই ।

১০। আমার সাক্ষিদের উপরে প্রকৃতি এই স্বাবরজঙ্গমান্নক বিশ্বতাবকে প্রসব করে। হে অৰ্জুন ! এই বিশ্বতাবের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও লয়ের ইহাই কারণ ।

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

১১। অর্থঃ। (মম) পরম অব্যক্ত পরম অক্ষর আমার (ভূতমহেশ্বরম্) সর্বভূতনিয়ামক এক মহান্ ঈশ্বররূপী (পরং ভাবম্) পরব্রহ্মভাবকে (অজানন্তো) না জানিয়া (মুঢ়াঃ) অবিদ্যামগ্ন লোকসকল (মানুষীং তনুং আশ্রিতং) মায়া দ্বারা মনুষ্যশরীরধারী (মাং) আমাকে (অবজানন্তি) সাধারণ মনুষ্যেরই মত জানিয়া অবজ্ঞা করে।

স্বর্ণকার যেমন একটি লৌহপিণ্ডের (ইহাকে কুট বা সাধারণ কথায় নেহাই বলে) উপরে রাখিয়া স্বর্ণের নানাপ্রকার মূর্তি অর্থাৎ অনাক্ষর সফল প্রস্তুত করে, কিম্ব লৌহপিণ্ডটি যেমন ছিল তেমনই থাকে, তাহাব কোন পরিবর্তনই হয় না, তদ্রূপ মায়া নামী প্রকৃতি সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের উপরেই জ্ঞানের অসংখ্যপ্রকার মূর্তি—এই ভেদপূর্ণ জগদ্রূপের রচনা করে। ইহাতে সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের কোন পরিণামই হয় না। এইজন্তই আত্মাকে কুটস্থচৈতন্য বা অপরিণামী পুরুষ বলে। বোধস্বরূপ পুরুষের আশ্রয় বাতীত এই জগদ্রূপ জ্ঞানের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। স্বয়ং রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানেরই অসংখ্যপ্রকার মূর্তি, এই জগদ্রূপ, দাঁড়াইয়া আছে বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। এইজন্তই ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার সাক্ষিস্বের উপরেই প্রকৃতি এই বিশ্বভাবে প্রসব করে’ এবং এই বিশ্বভাবে মায়া রূপীণী প্রকৃতি কর্তৃক রচিত বলিয়াই ইহা পরিণামী ও পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়।

১১। আমার সর্বভূতেশ্বর পরমভাবে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বভাবে একমাত্র আশ্রয়, আমার সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়াই অজ্ঞান লোকে মনুষ্যশরীরধারী আমাকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাস্ত্ররীক্ষেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

(: : মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

(: : ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্ব ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

১২। অর্থঃ । [মূঢ়াঃ] অবিদ্যামুগ্ধ লোকসকল (রাক্ষসীং) হিংসাদিবহুল
তামসিক, (আস্ত্ররীং) কামদর্পাদিবহুল রাজসিক (চ মোহিনীং) এবং বুদ্ধিব্রংশ-
কারী (প্রকৃতিং এব) স্বভাব (শ্রিতাঃ) আশ্রয় করিয়া (মোঘাশাঃ) নিষ্ফল-
কাম, (মোঘকর্মাণঃ) নিষ্ফলকর্মা, (মোঘজ্ঞানাঃ) বিফলজ্ঞান, (বিচেতসঃ)
বিক্ষিপ্তচিত্ত [চ ভবন্তি] হইয়া থাকে ।

১৩। অর্থঃ । (পার্থ) হে অর্জুন । (মহাত্মানঃ তু) মহাত্মগণ কিন্তু
(দৈবীং) সাদ্বিক (প্রকৃতিং) স্বভাব (আশ্রিতাঃ) আশ্রয় করিয়া (অনন্য-
মনসঃ) একান্ত ভক্তিসহকারে (মাং) আমাকে (ভূতাদিম্) সর্বভূতের কারণ,
(অব্যয়ম্) অবিনাশী (জ্ঞাত্ব) জানিয়া (ভজন্তি) ভজনা করেন ।

১৪। অর্থঃ । [উক্ত মহাত্মগণ] (সততং) সর্বদা (মাং) আমার
(কীর্তয়ন্তঃ) গুণকীর্তনপরায়ণ, (যতন্তঃ চ) আমাকে পাইবার জন্য যত্নশীল,
(দৃঢ়ব্রতাঃ চ) এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া (মাং) আমাকে (নমস্তন্তঃ) প্রণাম-
করতঃ (ভক্ত্যা) একান্ত ভক্তির দ্বারা (নিত্যযুক্তাঃ) নিত্যই যুক্ত থাকিয়া
(উপাসতে) উপাসনা করেন ।

১২। আমার অন্তর্ধ্যামৌ পরমভাবে বুঝিতে না পারাজ্ঞানই অজ্ঞানলোকে
মোহকরী, রাক্ষসী ও আস্ত্ররী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বৃথা ভোগাশা তৃপ্ত
করিবার জন্য হত্যাদিপূর্ণ বৃথাকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের সমস্তই বৃথা ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

১৫। অর্থঃ। (অপি চ) এবং (অন্তে) জ্ঞানযোগিগণ (জ্ঞানযজ্ঞেন) জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা (যজন্তঃ) অর্চনা করিয়া (মাম্) আমার (উপাসতে) উপাসনা করেন, [তেষাম্ কেচন] তাহাদের মধ্যে কেহ (একত্বেন) একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন—পরব্রহ্ম নির্বিশেষ এক, এইরূপ অভেদদৃষ্টিরূপ পরমার্থভাবনাদ্বারা, [কেচন] কেহ (পৃথক্‌ত্বেন) উপাস্তোপাসকয়োঃ ভেদেন—আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুরিত্যাদিরূপেণ অবস্থিতং ইতি—উপাস্ত উপাসকের প্রভেদজ্ঞানে প্রতীক উপাসনা দ্বারা, [কেচিৎ] কেহ বা (বিশ্বতোমুখং) বিশ্বরূপ সর্বাঙ্গী (মাম্) আমাকে (বহুধা) বহুপ্রকারেণ—বহু প্রকারে (উপাসতে) উপাসনা করেন, অর্থাৎ বিশ্বরূপস্বরূপ আমাকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন।

১৩। হে অর্জুন! দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন অর্থাৎ বাহ্যার ক্ষমার্কজবদ্ব্যতীত ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, এমন মহাত্মগণ আমার পরম সনাতন অপরিণামী আত্মভাবকে বুঝিয়া একান্ত ভক্তিসহ আমারই সাধন করেন।

১৪। উক্ত প্রকার দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন সাধকগণ সর্বদাই আমার কথা বলিতে ভালবাসেন, ব্রহ্মচর্য্যসহ শমদমাদি যোগাঙ্গসকলের রক্ষণে যত্নশীল হন, প্রাণের ভক্তির সহিত আমাকে প্রণাম করেন ও সর্বদাই আমার ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে জীবিতকাল অতিবাহিত করেন।

১৫। উক্ত প্রকার ভক্তিমার্গের সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ জ্ঞানযোগের অধিকার লাভ করিয়া কেহ কেহ একভাবে, কেহ পৃথক্‌ভাবে এবং কেহ বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ আমাকে বহুভাবে হৃদয়ে রাখিয়া সতত যোগযুক্ত থাকেন। স্বধন সাধক যোগাসন গ্রহণকরতঃ নিবিষ্ট সাধনে নিযুক্ত হইয়া সেই 'একম্ অসিতীং' ব্রহ্মসত্তাতে আপনার আনন্দকে ডুবাইয়া দিয়া তদাকারাকারিত্ব লাভ

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্রোহিমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥১৬॥

পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেত্তং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭॥

১৬। অম্বয়ঃ । [যদি বহুভিঃ প্রকারৈঃ উপাসতে কথং স্বামেব উপাসতে ? —বহু প্রকারে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা হয় কিরূপে ? তদ্বত্তরে] (অহং) আমি (ক্রতুঃ) ঋতিবিহিত যজ্ঞ, (অহং) আমি (যজ্ঞঃ) স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ, (অহং) আমি (স্বধা) পিতৃর্থে শ্রাদ্ধাদি, (অহং) আমি (ঔষধম্) ব্রৌহি-ষবাদি বা ঔষধ, (অহং) আমি (মন্ত্রঃ) স্বাহাস্বধাদি মন্ত্র, (অহম্ এব) আমিই (আজ্যম্) হোমার্থ দ্রুত, (অহং) আমি (অগ্নিঃ) অগ্নি, (অহং) আমি (হতম্) হোম ।

১৭। অম্বয়ঃ । (অহম্) আমি (অশ্চ জগতঃ) এই জগতের (পিতা) চেতনভাবরূপ বীজনিষেকবর্ত্তা, (মাতা) ঐ বীজরূপগর্ভধারিণী প্রকৃতি (ধাতা) জগতের নিয়মরূপ শৃঙ্খলাস্থাপক, (পিতামহঃ) পিতামহ, (বেত্তং) অবশ্য-জ্ঞাতব্য (পবিত্রম্) পাপনাশন (ওক্ষারঃ) প্রণব (ঋক্ সাম যজুঃ এব) এবং ঋক্, সাম ও যজুঃ (চ) এবং অথর্ব বেদও ।

করেন এবং যখন জাগতিক সমস্ত ভাবই সেই অথও ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক পরমানন্দপূর্ণ অচঞ্চল সত্তামাত্র বিদ্যমান থাকে, তখনই সাধকের একত্বসাধন । আপনি পৃথক্ থাকিয়া উপাস্ত-উপাসকের প্রভেদজ্ঞানে ব্রহ্মরূপদর্শনই “পৃথক্‌ত্বেন” সাধন, এবং এই বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের বিকাশদর্শনই “বহুধা” সাধন । এই সাধনরহস্ত সদৃশরূপ কৃপা লাভকরতঃ অধ্যাত্ম সাধনপথে প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যায় ; নতুবা ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে ।

গতিৰ্ভৰ্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যৎসৃজামি চ ।

অমৃতকৈব মুত্যুচ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। [অহং] আমি (গতিঃ) কৰ্মফল, (ভৰ্তা) পালক, (প্রভুঃ) স্বামী, (সাক্ষী) সাক্ষিবরূপ আত্মা, (নিবাসঃ) নিবাসস্থান, (শরণং) প্রাপ্তগণের আশ্রয়, (সূহৃৎ) প্রতাপকার অপেক্ষা না করিয়া উপকারী, (প্রভবঃ) উৎপত্তিস্থান, (প্রলয়ঃ) লয়স্থান, (স্থানং) স্থিতিস্থান, (নিধানং) কৰ্মফলের সঞ্চয়স্থান, (অব্যয়ম্) অপরিণামী চৈতন্যময় সনাতন (বীজম্) নিমিত্ত কারণ ।

১৯। অর্থঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন ! (অহং) আমি [আদিত্যরূপে থাকিয়া] (তপামি) তাপদান করি, (অহং) আমি [আদিত্যরূপে থাকিয়া] (বর্ষং) গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিরূপ রস (নিগৃহ্ণামি) আকর্ষণ করি (উৎসৃজামি চ) এবং বর্ষাকালে বর্ষণ করি, (অহম্ এব) আমিই (অমৃতম্ চ) জীবন, (মুত্যাঃ চ) মৃত্যু, (নং) মূর্ত্তিমান—স্থূল (অসং চ) এবং অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম ।

১৬। আমিই ক্রতু (প্রোত অগ্নিষ্টোমাদি), আমিই বজ্র (বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ মহাবজ্র), আমিই স্বধা (পিতৃর্থে শ্রাদ্ধাদি), আমিই ঔষধ (ব্রৌহিষবাদি) আমিই মদ্র, আমিই আজ্য (হোমাদির সাধন স্তুতাদি), আমিই অগ্নি, আমিই হুত (হোম) ।

১৭। আমিই এই জগতের পিতা (চেতনভাবরূপ বীজনিষেককর্তা), আমিই মাতা (ঐ বীজরূপগর্ভধারিণী প্রকৃতি), আমিই বিধাতা (জগতের নিয়ন্ত্রক শৃঙ্খলাস্থাপক), আমিই পিতামহ, আমিই বেতা (জানিবার বিষয়), আমিই পাপনাশন প্রণব (ওঙ্কার) এবং আমিই চতুর্বেদ ।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈরিক্ট। স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
 তে পুণ্যমাসাশ্চ সুরেন্দ্রলোকমগ্নস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥
 তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি
 এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

২০। অর্থঃ। (ত্রৈবিদ্যাঃ) ত্রিবেদোক্ত কৰ্মকাণ্ডীয় শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তি-
 গণ (সোমপাঃ) যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া (পূতপাপাঃ) [মৃত্যুঃ] সকাম
 পুণ্যসঞ্চয়করতঃ (যজ্ঞঃ) অগ্নিষ্টোমাদি সকাম যজ্ঞের দ্বারা (মাম্) ইন্দ্রাদিরূপী
 আমাকে (ইষ্ট) আরাধনা করিয়া (স্বর্গতিম্) স্বর্গগমন (প্রার্থয়ন্তে) প্রার্থনা
 করে, (তে) সেই সকাম সাধকগণ (পুণ্যম্) পুণ্যফলস্বরূপ (সুরেন্দ্রলোকং)
 ইন্দ্রলোক (আসাশ্চ) প্রাপ্ত হইয়া (দিবি) স্বর্গে (দিব্যান্) মহুগ্ৰহলভ (দেব-
 ভোগান্) দেবভোগ্য স্থ (অগ্নস্তি) ভোগ করেন ।

১৮। আমিই গতি (কৰ্মফল), আমিই পালক, আমিই প্রভু, আমিই
 সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, আমিই আধার, আমিই আশ্রয়, আমিই হৃদয়, আমিই
 উৎপত্তিস্থান, আমিই লয়স্থান, আমিই স্থিতিস্থান, আমিই কৰ্মফলের সঞ্চয়স্থান,
 আমিই অপরিণামী মহাকারণ ।

১৯। হে অৰ্জুন ! আমিই তাপদান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি ও পুন-
 রায় বর্ষণ করি ; আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই সং এবং আমিই অসং ।

২০। যে সকল ভোগকামী অজ্ঞানলোকে ভোগকামনা চরিতার্থ করিবার
 জন্ত, ত্রিবেদোক্ত কৰ্মকাণ্ডীয় শ্রুতি অবলম্বনকরতঃ যজ্ঞশেষ সোমরস পানে
 পবিত্র হইয়া সকাম যজ্ঞদ্বারা স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে, তাহার। সকাম পুণ্যসঞ্চয়-
 দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য বহুপ্রকার স্থভোগ করে ।

২১। তাহার। তাহাদের পুণ্যকৰ্ম্মাস্বরূপ নিয়মিতকাল বিশাল স্বর্গলোকে
 স্থভোগকরতঃ পুনরায় পুণ্যক্ষেত্রে মর্ত্যালোকে আসিতে বাধ্য হয় । ভোগকামী
 সকামকৰ্ম্মিগণ এইরূপে উর্দ্ধগমন ও অধঃপতন লাভ করে ।

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

২১। অর্থঃ। (তে) সেই সকাম সাধকগণ (তঃ) সেই কামাপুণ্যের দ্বারা প্রাপ্ত (বিশালং) বিশাল (স্বর্গলোকং) স্বর্গলোক (ভুক্তা) ভোগকরতঃ (পুণ্যে ক্ষৌণে) পুণ্যক্ষে (মর্ত্যালোকং) মর্ত্যালোকে (বিশন্তি) প্রত্যাগত হয়, (এবং) এরূপে (ত্রয়ীধর্মম্) ত্রিবেদোক্ত কাম্যকর্ম (অনুপ্রণম্নাঃ) অচ্ছটানকারী (কামকামাঃ) ভোগকামিগণ (গতাগতং) উর্দ্ধগমন ও অধঃপতন (লভন্তে) লাভ করে।

২২। অর্থঃ। (যে জনাঃ) যে সকল নিকাম জ্ঞানিগণ (অনন্তাঃ) একমাত্র আমাতেই অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া (চিন্তয়ন্তঃ) ভাবনা করিতে করিতে (মাম্) পরমাত্মারূপী আমাকে (পর্য্যাপাসতে) পরিতঃ সর্করতো ন বিচ্ছিন্নভয়া পশুতি—সর্কর অথও ভাবে দর্শন করেন, (নিত্যাভিযুক্তানাং) সতত আদরের সহিত মদীয় ধ্যানে নিরত (তেষাম্) সেই তত্ত্বদর্শিগণের (যোগক্ষেমং) অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষণের ভার (অহম্) আমি নিজেই (বহামি) বহন করি।

যদি কেহ মনে করেন যে, কিছুকাল ইঞ্জিয়স্বত্বের চরমস্থ ভোগ করাই বা মন্দ কি? তাহার উত্তরে তাঁহাদিগকে এই অহরোধ করি যে, ইহাও একবার বিবেকসাহায্যে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, অবিরত ইঞ্জিয়স্বত্বভোগ কত দিন ভাল লাগিতে পারে? কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাতে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে ও সে স্বত্বভোগকে আর স্থব বলিয়াই জ্ঞান হইবে না। তাহার পরে পুণ্যক্ষেয় ক্রমে ক্রমে যখন অধোগতি লাভ করিয়া এই ত্রিতাপতপ্ত মর্ত্য সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইবে, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে, তাহাও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়।

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

২৩। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন। (যে অপি ভক্তাঃ) আর যে ভক্তগণ (অন্যদেবতাঃ) ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণকে (শ্রদ্ধয়া অষিতাঃ) শ্রদ্ধার সহিত (যজন্তে) পূজা করে, (তে অপি) তাহারাও (অবিধিপূর্বকং) পরম্পরায় অর্থাৎ অসাক্ষাৎভাবে (মাম্ এব) আমারই (যজন্তি) উপাসনা করে।

২৪। অর্থঃ। (অহং হি) আমিই (সর্বযজ্ঞানাং) শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত সমস্ত যজ্ঞের (ভোক্তা চ) দেবতারূপে ভোগকর্তা (প্রভুঃ এব চ) এবং ফলদাতা, (তু) কিন্তু (তে) উক্তপ্রকার ভক্তগণ (মাম্) আমাকে (তদ্বেন) স্বরূপতঃ (ন অভিজানন্তি) জানে না, (অতঃ) এই কারণেই (চ্যবন্তি) শ্রেয়ঃপথ হইতে লুপ্ত হয়।

২২। সতত আমাতেই অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে নিকাম জ্ঞানকর্মযোগিগণ প্রাণের ভক্তির সহিত আমার সাধনে নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করি অর্থাৎ তাহাদের অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

২৩। হে কুন্তীনন্দন। যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাসহ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করে। তবে সে পূজা বিধিপূর্বক হয় না, কারণ তাহা অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আমাতে প্রযুক্ত না হইয়া পরোক্ষ বা অসাক্ষাৎভাবে আমাতেই প্রযুক্ত হয়।

২৪। সমস্ত যজ্ঞেরই ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা আমি। আমার স্বার্থ তত্ত্ব না জানা হেতুই, অজ্ঞান লোকে, সকাম কর্মাহুষ্ঠানদ্বারা এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ বাতায়িত করিতে বাধ্য হয়।

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্ব্যজিনোহপি মাম্ ॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥

যৎ করোষি যদগ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যতপশ্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥২৭॥

২৫। অর্থঃ। (দেবব্রতাঃ) দেবতাভক্তগণ (দেবান্) দেবভাব (যাস্তি) প্রাপ্ত হয়, (পিতৃব্রতাঃ) শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ (পিতৃন্) পিতৃলোকের ভাব (যাস্তি) প্রাপ্ত হয়, (ভূতেজ্যাঃ) ভূতপূজকগণ (ভূতানি) ভূতভাব (যাস্তি) প্রাপ্ত হয়, (মদ্ব্যজিনঃ অপি) এবং আমার পূজাপরায়ণ ভক্তেরা (মাম্ যাস্তি) আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়।

২৬। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (মে) আমাকে (ভক্ত্যা) ভক্তিসহকারে (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং) পত্র, পুষ্প, ফল বা জল (প্রযচ্ছতি) প্রদান করেন, (অহম্) আমি (প্রযতাত্মনঃ) সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির (ভক্ত্যুপহৃতম্) ভক্তি-পূর্বক নিবেদিত (তৎ) সেই সমস্ত (অগ্নামি) গ্রহণ করি।

২৭। অর্থঃ। (কোন্তেয়) হে অর্জুন! (যৎ) যাহা কিছু (করোষি) কর্ষ কর, (যৎ) যাহা কিছু (অগ্নাসি) ভোজন কর, (যৎ) যাহা কিছু (জুহোষি) হোম কর, (যৎ) যাহা কিছু (দদাসি) দান কর, (যৎ) যাহা কিছু (তপশ্যসি) ব্রহ্মচর্য্য কর, (তৎ) সে সমস্ত (মদর্পণং) ময়ি অপিতং যথা স্তাৎ তথা— আমাতেই নিবেদন (কুরুষ) কর।

২৫। দেবব্যজিগণ, দেবভাব, পিতৃব্যজিগণ পিতৃভাব, ভূতব্যজিগণ ভূতভাব, এবং আমার সাধকগণ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।

২৬। কোন নির্মলান্তঃকরণ, নিক্রাম, ভক্তিমান্ সাধক ভক্তির সহিত আমার উদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল নিবেদন করিলে, সেই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন আমি গ্রহণ করি।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈশ্চ্যসি ॥২৮॥

সমোহং সৰ্ববৃত্তেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা যয়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

২৮। অর্থঃ। (এবং) এইরূপে (শুভাশুভফলৈঃ) শুভাশুভফলরূপ (কৰ্মবন্ধনৈঃ) কৰ্মবন্ধন হইতে (মোক্ষ্যসে) মুক্ত হইবে; (সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা) কৰ্মফলসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগদ্বারা বিমুক্তচিত্ত [স্বতরাং] (বিমুক্তঃ) জীবমুক্ত হইয়া [এই শরীরে এবং দেহান্তেও] (মাম্) আমাকে (উপৈশ্চ্যসি) লাভ করিবে।

২৯। অর্থঃ। (অহং) আমি (সৰ্ববৃত্তেষু) সৰ্ববৃত্তে (সমঃ) সমদৰ্শী [অতএব] (মে) আমার (দ্বেষঃ) অপ্রিয় (প্রিয়ঃ) [কিংবা] প্রিয় (ন অস্তি) নাই; (যে তু) কিন্তু যাহারা (মাম্) আমাকে (ভক্ত্যা) ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে (ভজন্তি) ভালবাসেন, (তে) সেই ভক্তগণ (যয়ি) আমাতেই [থাকেন অর্থাৎ আমাকেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করেন], (অহং অপি চ) আমিও (তেষু) সেই সকল ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই।

২৭। হে অৰ্জুন! তুমি ও যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভোজন করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যাহা কিছু হোম করিবে, যাহা কিছু ব্রহ্মচর্য্য করিবে, সমস্তই আমাতে ঐরূপে নিবেদন করিবে।

এই নিবেদন বড় কঠিন ব্যাপার। মাত্র বাক্যে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্ত" বলিলেই এ নিবেদন সাধিত হয় না। ইহা তো একটা অভিনয়মাত্র। যে নির্মলাস্তঃকরণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক সর্বত্রই ব্রহ্মসত্তাকে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, যাহার নিকটে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সেই ভগবানেরই মূর্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যিনি একটা প্রস্তুতিত কৃষ্ণমে ভগবন্মূর্তির বিকাশ দেখিয়া আনন্দাশ্রুগলিতনয়নে উন্নতভাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ চূষন করেন এবং ভগবন্তাবে বিভোর হইয়া অনন্ত ব্রহ্মসাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, এইরূপ উচ্চ সাধকই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকৃত সমস্ত কৰ্মরূপ তরলোৎক্ষেপকে ভগবানে অর্পণ বা প্রণাম ভগবৎসমুদ্ভে নিমজ্জিতকরণে সক্ষম।

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শঙ্খচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১ ॥

৩০। অর্থঃ। (চেৎ) যদি (সূহৃদাচারঃ অপি) অতি দূরাচার ব্যক্তিও (অনন্তভাক্) অন্ত্যসক্তি পরিত্যাগপূর্বক (মাং) আমাকেই (ভজতে) ভজনা করে, [তাহা হইলে] (সঃ) সেই ব্যক্তিকেও (সাধুরেব) সাধুই (মন্তব্যঃ) বলিয়া জানিবে, (হি) যেহেতু (সঃ) সেই ব্যক্তি (সম্যক্ ব্যবসিতঃ) শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্ অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠাশব্দে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩১। অর্থঃ। (ক্ষিপ্ৰং) [অত্যন্ত দূরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনের মহিমাধারা] শীঘ্র (ধৰ্ম্মাত্মা) পবিত্রাশ্রয়ঃ করণ (ভবতি) হয়, [ততঃ চ] সাধনদ্বারা পরে (শঙ্খং) নিত্য (শান্তিং) বিষয়ভোগ-স্পৃহা-নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তি (নিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হয়; (কৌন্তেয়) হে অৰ্জুন! (মে) আমার (ভক্তঃ) ভক্ত (ন প্রণশ্চতি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হয় না, [ইতি] ইহা (প্রতিজানীহি) নিশ্চিত জানিও।

২৮। সন্ন্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ অধ্যাত্মসাধনবলে যিনি ব্রাহ্মী স্থিতিতে আপনাকে স্থাপিত করিয়া সঙ্কল্পরহিতহৃদয়ে, নিবাতনিকম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চলা প্রজ্জ্বারূপে জ্বলিতে সক্ষম, এমন নির্মলহৃদয় সাধক শরীরের কৃত সমস্ত কর্মের স্তভাস্ত ফল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমাকে লাভ করেন। এইরূপ সাধকই ভগবানে কর্মার্পণ করিতে পারেন।

২৯। আমি সর্বভূতেই অভিন্নদর্শী; সুতরাং আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। যে নির্মলহৃদয় সাধকগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে আমাকে সন্তত হৃদয়ে রাখেন, তাঁহারা আমাকেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্র্যঃ পাপযোনয়ঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
 কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
 অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

৩২। অস্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জুন! (স্ত্রিঃ) বেদাধ্যয়নাদি-শূদ্রতয়া
 নিকৃষ্টাঃ—বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় অনধিকারী স্ত্রীগণ, (বৈশ্যঃ) কৃষাদিমাাত্ররতাঃ
 —কেবল কৃষিকর্মাদিনিয়ত বৈশ্যগণ, (তথা শূদ্রাঃ) অধ্যয়নাভাবেন পরমগত্য-
 যোগাঃ—অধ্যয়নাদি না থাকায় পরমগতির অযোগ্য শূদ্রগণ, (অপি যে) এমন
 কি যাহারা (পাপযোনয়ঃ স্ত্র্যঃ) বর্ণসঙ্ঘ, (তে অপি) তাহারাও (মাং) আমাকে
 (ব্যাপাশ্রিত্য) শরণম্ আগত্য—আমার শরণগ্রহণ করিলে (পরাং গতিম্)
 পরমা গতি (যান্তি) প্রাপ্ত হয়।

৩৩। অস্বয়ঃ। (পুণ্যাঃ) পবিত্রাস্তঃকরণ (ব্রাহ্মণাঃ) যথার্থ ব্রাহ্মণগণ
 (ভক্তাঃ) ভক্ত (রাজর্ষয়ঃ) ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ [পরমা গতি প্রাপ্ত হন], [ইতি]
 ইহা (কিং) কি (পুনঃ) পুনরায় [বাচ্যং] বলিতে হইবে? [অতঃ] অতএব
 (অনিত্যং) কণভঙ্গুর (অসুখং) দুঃখময় (ইমং লোকং) মানবজীবন
 (প্রাপ্য) পাইয়া (মাম্) আমাকে (ভজস্ব) ভজন কর।

৩৪। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অস্ত্রাসক্তি পরিত্যাগকরতঃ আমাতে
 ভক্তিমান্ হইয়া আমার সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সংস্কল্পজন্ত, সে
 ব্যক্তি তখন হইতে সাধুরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য অর্থাৎ অস্ত্রে না স্বীকার
 করিলেও, আমি তাহাকে সাধুরূপে গ্রহণ করি।

৩৫। সে ব্যক্তি শীঘ্রই পবিত্রাস্তঃকরণ হয় এবং সাধনদ্বারা শেষে পরমা শান্তি
 লাভ করে। হে অর্জুন! নিশ্চয় জ্ঞানিও আমার ভক্ত সাধক কখনও বিনাশ-
 প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে না।

মন্মনা ভব মদুন্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ

৩৪। অর্থঃ। (মন্মনাঃ ভব) তোমার মনকে আমাতেই রাখ; (মৎ
ভক্তঃ) [ভব] ভালবাসা আমাতেই অর্পণ কর, (মদ্যাজী) [ভব] আমার
পূজাপরায়ণ হও, (মাং) আমাকে (নমস্করু) নমস্কার কর। (মৎপরায়ণঃ)
ভগবৎপরায়ণ হইয়া (আত্মানং) আপনাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে [ময়ি] অমোভে
(এবম্) এই প্রকারে (যুক্তা) যুক্ত রাখিতে পারিলে (মাম্ এব) আমাকেই
(এষ্যসি) প্রাপ্ত হইবে।

৩২। হে অর্জুন! অনন্তাসক্তহৃদয়ে আমাকে আশ্রয় করিতে পারিলে
অর্থাৎ সদগুরুর নিকট হইতে আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া বৈরাগ্য ও
ভক্তিসহ আমার সাধনে নিযুক্ত হইলে বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই
পরমা গতি লাভ করিতে পারে।

৩৩। পবিত্রান্তঃকরণ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরতঃ মোহমুক্তহৃদয়, যথার্থ) ব্রাহ্মণগণ
ও ভক্ত ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ যখন বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী ও
শূদ্র পর্যন্ত সকলেই আমার সাধানদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন ব্রাহ্মণ-
ক্ষত্রিয়ের বে হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব তুমি এই ক্ষণভঙ্গুর
হৃৎকময় মানবজীবন আমার সাধনেই অতিবাহিত কর।

৩৪। তোমার মনকে আমাতেই রাখ, ভালবাসা আমাতেই অর্পণ কর,
তোমার কৰ্ম সকল আমি ময় ইউক, এবং তোমার মস্তক আমার প্রণামে অবনত
ধাকুক। এইরূপে সর্বপ্রকারে আপনাকে আমাতেই যুক্ত রাখিতে পারিলে,
আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

দশমোহধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যন্তেহং শ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥২॥

১। অর্থঃ । (শ্রীভগবানু উবাচ) শ্রীভগবানু বলিলেন, (মহাবাহো) হে মহাবীর ! (ভূয়ঃ এব) উক্তমপি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ—পূর্বে ইহা কথিত হইলেও দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া আমার ধ্যানস্বগম্যার্থ বিস্তারিতভাবে পুনরায় (মে) আমার (পরমং) প্রকৃষ্ট (বচঃ) বাক্য (শৃণু) শ্রবণ কর, (শ্রীয়মাণায়) আমার বাক্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছ বলিয়া (যং) বাহা (তে) তোমাকে (অহম্) আমি (হিতকাম্যয়া) তোমার মঙ্গলার্থ (বক্ষ্যামি) বলিতেছি ।

২। অর্থঃ । (সুরগণাঃ) দেবতাগণ (মহর্ষয়ঃ চ) এবং মহর্ষিগণও (মে) আমার (প্রভবং) প্রকৃষ্টঃ ভবং জন্মরহিতশ্চাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং ইতি নানা বিভূতিতে আবির্ভাব যে কি প্রকার তাহা (ন বিদুঃ) জানেন না (হি) যেহেতু (অহং) আমি (দেবানাং) দেবতাগণের (মহর্ষীগাঞ্চ) এবং মহর্ষি-দিগেরও (সর্বশঃ) সর্বপ্রকারে অর্থাৎ উপাদানরূপে, বুদ্ধাদির প্রবর্তকরূপে এবং নিমিত্ত ও উপাদানকারণরূপে (আদিঃ) আদিকারণ ।

১। শ্রীভগবানু কহিলেন, হে মহাবীর ! পুনরায় সোপাধিক-ব্রহ্মজ্ঞানের পরম উপায়স্বরূপ বিভূতিবিষয়ক বিস্তারিত জ্ঞানসম্বন্ধে আমার বাক্য শ্রবণ কর । তুমি আমার বাক্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছ, সেই জন্যই তোমার মঙ্গলার্থ বলিতেছি

যো মামজমনাদিক্ষ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

স্বখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

৩। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (মাম্) আমাকে (অজ্ঞং) জন্মরহিত (অনাদিঃ) অনাদি (লোকমহেশ্বরম্ চ) এবং সমস্ত বিশ্বেরই ঈশ্বররূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (মর্ত্যেযু) জীবগণের মধ্যে (অসংমূঢ়ঃ) অপ্রান্তজ্ঞান (সর্বপাটৈঃ) এবং সর্বপাপ হইতে (প্রমুচ্যতে) পরিজ্ঞান লাভ করেন ।

৪-৫। অর্থঃ (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি, (জ্ঞানম্) জ্ঞান, (অসংমোহঃ) বিবেক-পূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি (ক্ষমা) অন্তর্ভুক্ত পীড়নে বা তিরস্কারে ক্ষমতা স্বেচ্ছা দণ্ডদান না করা, (সত্যং) স্বার্থভাষণ, (দমঃ) বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, (শমঃ) অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, (স্বখং) আনন্দ, (দুঃখং) সম্ভাপ, (ভবঃ) উৎপত্তি, (অভাবঃ) লয়, (ভয়ম্) ভয়, (অভয়ং এব চ) অভয়, (অহিংসা) পরপীড়নাভাব, (সমতা) সর্বভূতেই সমদৃষ্টি রক্ষা বা ইষ্টানিষ্ট-বাগ্‌দেবাদিরহিত অবস্থা, (তুষ্টিঃ) সন্তোষ, (তপঃ) ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শরীরপীড়ন, (দানং) আয়াজিত অর্থের সংপাতে সমর্পণ, (যশঃ) সংকীর্তি, (অযশঃ) অপযশ, [এতে] এই (ভূতানাং) প্রাণি-গণের (পৃথগ্বিধাঃ) পৃথক পৃথক (ভাবাঃ) ভাবতরঙ্গসকল (মত্ত এব) আমা হইতেই (ভবন্তি) ক্ষুরিত হয় ।

২। আমার বিকাশ যে কি প্রকার, তাহা ঋগিগণ ও দেবতাগণের মধ্যেও কেহই জানেন না ; সমস্ত দেবতা ও ঋগিগণের আমিই আদিকারণ ।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেবাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্রতঃ ।

সৌহবিকম্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (সপ্ত মহর্ষয়ঃ) মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, (পূর্বে চত্বারঃ) সনকাদি চারি জন মহামহর্ষি (তথা) এবং (মনবঃ) স্বায়ম্বুবাди চতুর্দশ মন্ত, [এতে] ইহার (মন্তাবাঃ) আমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া (মানসাঃ) জাতাঃ) আমার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; (লোকে) এই লোকে (ইমাঃ) স্বাবরজ্জন্মান্বক জীবগণ (যেবাং) বাহাদের (প্রজাঃ) প্রজা অর্থাৎ সন্তানসম্ভূতি এবং শিশুপ্রশিষ্টাদি।

৭। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (মম) আমার (এতাং) পূর্বোক্ত (বিভূতিং) ঐশী শক্তির বিস্তার, (যোগম্ চ) বৌগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যঃ সর্বজ্ঞত্বঞ্চ যোগঃ— বৌগৈশ্বর্য্যসামর্থ্য এবং সর্বজ্ঞত্ব (তদ্রতঃ) স্বার্থরূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (অবিকম্পেন) অচঞ্চল (যোগেন) সমাধিধারা (যুক্ত্যতে) যুক্ত হন; (নাত্র) ইহাতে (সংশয়ঃ) সংশয় (ন) নাই।

৩। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সমস্ত বিশ্বেরই ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি জীবগণের মধ্যে অপ্রাকৃতজানী এবং সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪-৫। বুদ্ধি (স্থানাদি, অর্থবোধের জন্য অস্তঃকরণের সামর্থ্য), জ্ঞান (চিত্ত ও বিবেকের দ্বারা অজ্ঞিত ধারণাসমষ্টি), অসংমোহঃ (অব্যাকুলভাব), ক্ষমা, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), শম (মনোনিগ্রহ), স্থখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (লয়), ভয়, অভয়, অহিংসা (ইত্যাদি পরপীড়নাভাব), সমতা (সর্বভূতেই সমদৃষ্টিরূপ), তুষ্টি (যে অবস্থাই আনন্দ তাহাতেই আনন্দ), তপঃ (সংযম ও

অহং সর্বস্ব প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥৮॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (অহং) আমিই (সর্বস্ব) সকলের (প্রভবঃ) উৎপত্তিস্থান, (মত্তঃ) আমাহইতেই (সর্বং) সমস্ত জগৎ (প্রবর্ততে) প্রবর্তিত হয়, (ইতি) ইহা (মত্বা) জানিয়া (বুধাঃ) বিবেকিগণ (ভাবসমম্বিতাঃ) শ্রীতিযুক্ত [সন্তঃ] হইয়া (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

৯। অর্থঃ। (মচ্ছিত্তাঃ) মদেকনিষ্ঠ, (মদগতপ্রাণাঃ) মদপিভজীবন ভক্ত সাধকগণ (মাং) আমার তত্ত্ব (পরস্পরং) পরস্পর পরস্পরকে (বোধয়ন্তঃ) বুঝাইয়া (চ) এবং (নিত্যং) সর্বদা (কথয়ন্তঃ) আমার কথায় নিযুক্ত থাকিয়া (তুষ্যন্তি চ) তৃপ্তিলাভ করেন, (রমন্তি চ) এবং পরমানন্দ লাভ করেন।

নিয়মাদি পালনসহ ব্রহ্মযোগসাধনরূপ ব্রহ্মচর্য্য কিংবা রাজস সকাম কষ্টগ্রহণ, যেমন গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া তন্মধ্যে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকা কিংবা দারুণ শীতকালে জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপাদি করা, ইত্যাদি অজ্ঞানকৃত আত্মঘাচরণ), দান, যজ্ঞ, অপযজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত পুণ্য পুণ্য ভাবতরঙ্গ প্রাণিগণের মধ্যে লক্ষিত হয়, সে সমস্ত আমাহইতেই স্ফূর্তিত।

৬। মরীচি, অত্রি, অদ্রিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সপ্তমহর্ষি এবং তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার, এই চারিজন মহামহর্ষি, স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বর্ষি, দক্ষসার্বর্ষি, ব্রহ্মসার্বর্ষি, ধর্ম্মসার্বর্ষি, রুদ্রসার্বর্ষি, দেবসার্বর্ষি ও ইজ্রসার্বর্ষি, এই চতুর্দশ মহা ইহারা

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মায়ুপযান্তি তে ॥১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজঃ তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

১০। অর্থঃ। (সততযুক্তানাং) নিত্যযুক্ত, (প্রীতিপূর্বকং ভজতাং) সানন্দে আমার সাধনে রত (তেষাম্) সেই ভক্ত সাধকগণকে (তং) সেই (বুদ্ধিযোগং) নির্মল জ্ঞানযোগ (দদামি) দান করি, (যেন) বাহার প্রভাবে (তে) তাঁহারা (মাম্) আমাকে (উপযান্তি) লাভ করিয়া থাকেন।

১১। অর্থঃ। (তেষাম্) সেই ভক্ত সাধকগণের প্রতি (অনুকম্পার্থম্) এর) অনুগ্রহার্থই (অহম্) আমি (আত্মভাবস্থঃ) বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত [সন্] থাকিয়া (ভাস্বতা) দীপ্তিশীল (জ্ঞানদীপেন) জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা (অজ্ঞানজঃ) অজ্ঞানজনিত (তমঃ) অন্ধকার (নাশয়ামি) বিনষ্ট করি।

সকলেই আমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমার সঙ্কল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

৭। আমার এই সকল বিভূতি, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জীবভাবের ব্যক্তিতে আমার ঐশী শক্তির বিস্তার এবং আমার যোগরহস্ত, অর্থাৎ সমস্ত জীবভাবের সহিত আত্মরূপী আমার সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই জীবাত্মসংযোগ যিনি তত্ত্বের সহিত অর্থাৎ পরোক ও অপরোক জ্ঞানের দ্বারায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানযোগীই পরম অচঞ্চল যোগে যুক্ত হইতে অর্থাৎ দেহাভিমানমুক্ত ও ব্রহ্মাকাশাকারিত অচঞ্চল প্রজ্ঞাস্বরূপে জনিতে সক্ষম; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

৮। আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং সমস্ত বিশ্বভাবপ্রবাহ আমা হইতেই উঠিয়া অনন্ত সৃষ্টিতে ছুটিতেছে। বিবেকী ও শক্তিমান সাধকগণ

অৰ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং তবান্ ।

পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১২॥

আহুস্থানুময়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

১২-১৩। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (তবান্) আপনি (পরং ব্রহ্ম) পরব্রহ্ম, (পরং) পরম (ধাম) আশ্রয় (পরমং পবিত্রং) [এবং] পরম পবিত্র ; (সর্বে ঋষয়ঃ) সকল ঋষি, (দেবর্ষিঃ নারদঃ) দেবর্ষি নারদ (তথা অসিতঃ) এবং অসিত, (দেবলঃ) দেবল (ব্যাসঃ) [চ] এবং ব্যাসদেব (স্বাং) আপনাকে (শাস্ত্রতং) নিত্য (পুরুষং) পুরুষ, (দিব্যম্) স্বপ্রকাশ (অাদিদেবম্) আদি দেব, (অজং) জন্মরহিত, (বিভূম্) সর্বব্যাপক (আহুঃ) বলিয়া থাকেন (চ) এবং (স্বয়ং এব) আপনিও (মে) আমাকে (ব্রবীষি) [ঐকুপট] বলিতেছেন।

এই রহস্যকে হৃদয়স্থ করিয়া সর্বাধার ও সর্কারণস্বরূপ আমাতেই একান্ত অল্পবক্ত হন।

২। আমিগতপ্রাণ ও আমিগতজ্ঞান ভক্ত সাধকগণ পরস্পর পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন ও পরস্পরে আমার কথাতেই নিযুক্ত থাকিয়া পরমা তৃপ্তি লাভকরতঃ আমার ভাবেই মিলিত থাকেন।

১০। সানন্দে আমার সাধনে রত ও সর্বদাই আমার ভাবযুক্ত সেই ভক্ত সাধকগণকে আমিই নির্মল জ্ঞানযোগ দান করি, যাহার প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে আমার নির্মল সত্তা উদ্ভাসিত হয়।

১১। সেই ভক্ত সাধকগণের প্রতি কৃপাবশহইয়া, আমি তাঁহাদের সাধনরত অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানদীপকরূপে প্রজ্জলিত হই ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া আমার নির্মল সত্তাকে প্রফুরিত করি।

সর্বমেতদৃতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথং ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

বক্তুর্মহীশ্রুশেষেণ দিব্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাতির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

১৪। অর্থঃ। (কেশব) হে কেশব! (মাং) আমাকে (যং) বাহা (বদসি) বলিলেন (এতং সর্বং) এই সমস্ত (ঋতং) সত্য বলিয়া (মন্ত্রে) স্বীকার করিতেছি, (হি) যেহেতু (ভগবন্) হে ভগবন্! (তে) আপনার (ব্যক্তিং) প্রভাব (দেবাঃ) দেবগণ [চ] ও (দানবাঃ) দানবগণ (ন বিদুঃ) জানেন না।

১৫। অর্থঃ। (পুরুষোত্তম) হে পুরুষোত্তম! (ভূতভাবন) হে প্রাণি-
গণের জন্মদাতা! (ভূতেশ) হে সর্বজীবের নিয়ামক! (দেবদেব) হে
দেবাদিদেব! (জগৎপতে) হে বিশ্বপতে! (ত্বং) আপনি (স্বয়ম্ এব) নিজেই
(আত্মনা) আত্মাহুত্বভূতিদ্বারা (আত্মানং) আপনাকে (বেথং) জানেন।

১২-১৩। অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয় এবং
পরম পবিত্র। সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে
অপরিণামী, স্বপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্বব্যাপক পুরুষরূপে বর্ণন
করিয়াছেন। আপনিও নিজতত্ত্ব আমাকে ঐরূপেই বুঝাইতেছেন।

১৪। হে কেশব! আপনি বাহা বাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য। আপনার
প্রভাব দেবতা ও দানবগণের মধ্যে কেহই জানেন না।

১৫। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ্বর! হে বিশ্বপতে!
হে দেবাদিদেব। একমাত্র আপনিই আত্মাহুত্বভূতিদ্বারা আপনাকে জানেন।

কথং বিদ্ভামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥১৮॥

১৬। অর্থঃ। (ঈশ্বরঃ) আপনি (যাতিঃ) যে সকল (বিভূতিভিঃ) বিভূতিদ্বারা (ইমান্ লোকান্) এই সমস্ত লোক (ব্যাপ্য) ব্যাপিয়া (তিষ্ঠসি) বিরাজ করিতেছেন, (দিব্যঃ হি) [সেই] অত্যন্ত (আত্মবিভূতয়ঃ) নিজ বিভূতিসকল (অশেষেণ) সম্যকরূপে (বক্তুম্ অর্হসি) বলুন।

১৭। অর্থঃ। (যোগিন্) হে মহাযোগেশ্বর! (সদা পরিচিস্তয়ন্) সর্বদা ধ্যান করিয়া (ভাম্) আপনাকে (অহম্) আমি (কথম্) কি প্রকারে (বিদ্ভাম্) জানিব? (ভগবন্) হে ভগবন্! (মম্) আমি (কেষু কেষু) কোন্ কোন্ (ভাবেষু) পদার্থরূপে (চিন্ত্যঃ অসি) আপনাকে চিন্তা করিব?

১৮। অর্থঃ। (জনার্দন) হে জনার্দন! (আত্মনঃ) আপনার নিজ (যোগং) যোগ (বিভূতিম্ চ) এবং বিভূতি (বিস্তরেণ) সবিস্তারে (ভূয়ঃ) সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে উক্ত হইলেও পুনরায় (কথয়) বলুন; (হি) যেহেতু (অমৃতং) আপনার বাক্যস্বারা (শৃণুতঃ) শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া (মে) আমার (তৃপ্তিঃ) আকাজ্জ্বল্য পরিতৃপ্তি (ন অস্তি) হইতেছে না।

১৬। আপনার যে বিভূতিদ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, অল্পগ্রহপূর্বক সেই বিভূতি সকল আমাকে বলুন।

১৭। হে মহাযোগেশ্বর! সতত আপনাকে কি প্রকারে কোন্ কোন্ রূপে, এবং কি কি ভাবে দেখিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরশ্চ মে ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

১৯। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (হন্ত) ইদানীং (কুরুশ্রেষ্ঠ) হে অর্জুন! (দিব্যাঃ) অলৌকিক (আত্মবিভূতয়ঃ) আমার বিভূতি (প্রাধান্যতঃ) সংক্ষেপে (তে) তোমাকে (কথয়িষ্যামি) বলিতেছি; (হি) কারণ (মে) আমার (বিস্তরশ্চ) বিভূতিসমূহের (অন্তঃ) শেষ (নাস্তি) নাই।

২০। অর্থঃ। (গুড়াকেশ) হে জিতেন্দ্র! (অহং) আমি (সর্বভূতাশয়স্থিতঃ) সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত (আত্মা) প্রত্যক্চৈতন্য; (অহং) আমি (ভূতানাম্) সর্বভূতের (আদিঃ চ) উৎপত্তি, (মধ্যং চ) স্থিতি (অন্তঃ এব চ) এবং লয়।

১৮। হে জনাৰ্দ্দন! আপনার নিজস্বোৎপত্তি ও বিভূতির তত্ত্বসকল সবিস্তারে আমাকে পুনরায় বলুন। আপনার বাক্যগ্রহণ পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছা আরও প্রবল হইতেছে।

১৯। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আমার অনন্ত বিভূতির সংখ্যা নাই; তবে এক্ষণে তোমাকে কয়েকটা প্রধান প্রধান বিভূতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২০। হে জিতেন্দ্র! আমি সর্বভূতেই আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত আমি অর্থাৎ আমি হইতেই সমস্ত ভূতভাবের উৎপত্তি, আমাতেই স্থিতি ও আমাতেই লয়।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্নক্ষত্রতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥

২১। অর্থঃ। (অহং) আমি (আদিত্যানাম্) দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে (বিষ্ণুঃ) বিষ্ণুনাма আদিত্য ; (জ্যোতিষাম্) জ্যোতিষান্ পদার্থগণের মধ্যে (অংশুমান্) কিরণমালী (রবিঃ) সূর্য, (মরুতাম্) মরুৎগণের মধ্যে (মরীচিঃ) মরীচিনামক বায়ু ; (নক্ষত্রাণাম্) নক্ষত্রগণের অধিপতি (অহং) আমি (শশী) চন্দ্র ।

২২। অর্থঃ। [অহং] আমি (বেদানাং) বেদসকলের মধ্যে (সামবেদঃ অস্মি) সামবেদ, (দেবানাম্) দেবতাগণের মধ্যে (বাসবঃ অস্মি) আমি ইন্দ্র, (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (মনঃ চ অস্মি) আমি মন, (ভূতানাম্) ভূতগণের অন্তরে (চেতনা অস্মি) চেতনা নান্নী বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানশক্তিই আমি ।

২৩। অর্থঃ। (রুদ্রাণাং) রুদ্রগণের মধ্যে (শঙ্করঃ অস্মি) আমি শঙ্কর ; (যক্ষরক্ষসাং চ) যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে (বিভ্রেশঃ) ধনাধিপতি কুবের, (বসূনাং) অষ্টবহুর মধ্যে (পাবকঃ চ অস্মি) আমি অগ্নি, (শিখরিণাম্) পর্বতগণের মধ্যে (অহং মেরুঃ) আমি স্রমেৰু ।

২১। বিবস্বান্, অৰ্ঘমা, পুষা, সৃষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শত্রু ও উরুক্রম বা বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনাма আদিত্য, জ্যোতিষগণের মধ্যে কিরণমালী সূর্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি শশী আমি ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনাং হং স্কন্দঃ সরসামগ্নি সাগরঃ ॥২৪॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্মোকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

২৪। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (মাম্) আমাকে (পুরোধসাং চ) পুরোহিতগণের মধ্যে (মুখ্যং) শ্রেষ্ঠ (বৃহস্পতিং) বৃহস্পতি বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও, (অহং) আমি (সেনানীনাং) সেনাপতিগণের মধ্যে (স্কন্দঃ) কাণ্ডিকের, (সরসাং) জলাশয়গণের মধ্যে (সাগরঃ অগ্নি) আমি সমুদ্র।

২৫। অর্থঃ। (অহং) আমি (মহর্ষীনাং) মহর্ষিগণের মধ্যে (ভৃগুঃ) ভৃগু, (গিরাম্) বাক্য ও পদসকলের মধ্যে (একম্ অক্ষরম্ অগ্নি) আমি একাক্ষর ওকার, (যজ্ঞানাং) যজ্ঞসকলের মধ্যে (জপযজ্ঞঃ) আমি জপযজ্ঞ, (স্থাবরাণাং) স্থাবরগণের মধ্যে (হিমালয়ঃ অগ্নি) আমি হিমালয়।

২২। বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি ইন্দ্রিয়াধিপতি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনভাব।

২৩। অজ্র, একপাং, অহিব্রহ্ম, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর বা শঙ্কর, বৃষাকপি, শঙ্কু, হ্র এবং ঈশ্বর, এই একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর-নামক রুদ্র, বক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে আমি বনাদিপতি কুবের; ধর, ধ্রুব, সোম, নাবিহ্র, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাসনামক অষ্ট বহুর মধ্যে আমি অগ্নি, পর্বতগণের মধ্যে আমি হিমেরু।

২৪। পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কাণ্ডিকের এবং জলাশয়গণের মধ্যে আমি সমুদ্র।

২৫। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, পদ ও বাক্যসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়।

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

উচৈঃশ্রবসমথানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামগ্নি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাহুকিঃ ॥২৮॥

২৬। অর্থঃ। [অহং] আমি (সর্ববৃক্ষাণাম্) বৃক্ষসকলের মধ্যে (অশ্বথঃ) অশ্বথ, (দেবর্ষীণাং চ) এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে (নারদঃ) [অগ্নি] আমি নারদ, (গন্ধর্ব্বাণাং) গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে (চিত্ররথঃ) চিত্ররথ, (সিদ্ধানাং) আভ্যাসিদ্ধগণের মধ্যে (কপিলঃ মুনিঃ) আমি কপিল মুনি ।

২৭। অর্থঃ। (অথানাং) অশ্বগণের মধ্যে (মাং) আমাকে (অমৃতোদ্ভবম্) সমুদ্রমস্থনকালে উৎপন্ন (উচৈঃশ্রবসম্) উচৈঃশ্রবাঃ অশ্ব (বিদ্ধি) বলিয়া জানিও, (গজেন্দ্রাণাং) গজেন্দ্রগণের মধ্যে (ঐরাবতং) আমি ঐরাবত, (নরাণাং চ) মানবগণের মধ্যে (নরাধিপং) [আমি] রাজা ।

২৮। অর্থঃ। (অহং) আমি (আয়ুধানাম্) অস্ত্রসকলের মধ্যে (বজ্রং) বজ্র, (ধেনুনাম্) ধেনুগণের মধ্যে (কামধুক্ অগ্নি) আমি কামধেনু, (প্রজনঃ চ) উৎপত্তিকারণসকলের মধ্যে (কন্দর্পঃ অগ্নি) আমি কাম, (সর্পাণাম্) সর্পগণের মধ্যে (বাহুকিঃ অগ্নি) আমি বাহুকি ।

২৬। বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বথ বৃক্ষ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি ।

২৭। অশ্বগণের মধ্যে আমি সমুদ্রমস্থনকালে উৎপন্ন (ইন্দ্রবাহন) উচৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে সম্রাট ।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামৰ্ধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥

২৯। অর্থঃ । (নাগানাম্) অনেক মন্তকধারী ভূত্বগণের মধ্যে (অনন্তঃ চ অস্মি) আমি অনন্ত, (যাদসাম্) জলচরগণের মধ্যে (বরুণঃ অহম্) আমি বরুণ, (পিতৃণাম্) পিতৃগণের মধ্যে (অৰ্ধ্যমা চ অস্মি) আমি অৰ্ধ্যমা নামক পিতৃরাজ (সংযমতাম্) সংযমকারিগণের মধ্যে (অহম্) আমি (যমঃ) যম ।

৩০। অর্থঃ । (দৈত্যানাং চ) দৈত্যগণের মধ্যে (প্রহ্লাদঃ অস্মি) আমি প্রহ্লাদ, (কলয়তাং চ) সংখ্যাকারিগণের মধ্যে (অহং) আমি (কালঃ) কাল, (মৃগাণাং চ) পশুগণের মধ্যে (অহং মৃগেন্দ্রঃ) আমি মৃগেন্দ্র, (পক্ষিণাং চ) এবং পক্ষিগণের মধ্যে (বৈনতেয়ঃ) গরুড় ।

২৮। অস্ত্রসকলের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু (কপিলা), উৎপত্তির কারণসকলের মধ্যে আমি কাম (আসন্নলিপ্সা) এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাহুকি ।

২৯। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অৰ্ধ্যমা এবং সংযমিগণের মধ্যে আমি যম * (শম অর্থাৎ মনোনিগ্রহ ও দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই উভয় নিগ্রহ ঘটিলেই অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইয়া একাকার লাভ করিলেই, তাহাকে যমাবস্থা বলা যায় । মৃত্যুও মহাযমাবস্থা) ।

* সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মোক্তি বিজ্ঞানাদিভিঃ প্রামাণ্যমর্থঃ ।

বমোহরমিতি সংপ্রোক্তোহত্যসনীরো মৃহমুহঃ । অগরোকানুভূতিঃ ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

বধাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাঋবাহমর্জুন ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥

৩১। অর্থঃ। (পবতাং) বেগবান্গণের মধ্যে (পবনঃ অস্মি) আমি পবন, (শস্ত্রভূতাম্) অস্ত্রধারিগণের মধ্যে (অহং রামঃ) আমি দাশরথি রাম, (বধাণাং চ) মৎস্তগণের মধ্যে (মকরঃ অস্মি) আমি মকর, (শ্রোতসাম্) শ্রোতস্বতীগণের মধ্যে (জাহ্নবী অস্মি) আমি গঙ্গা।

৩২। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন। (সর্গাণাম্) সৃষ্টবস্তুগণের (আদিঃ) আদিও আমি, (অন্তঃ) অন্তও আমি, (মধ্যং চ অহং) মধ্যও আমি; (অহং এব) আমিই (বিজ্ঞানাং) বিজ্ঞা সকলের মধ্যে (অধ্যাত্মবিদ্যা) আত্মজ্ঞান, (প্রবদতাম্) বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা, এই ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে (বাদঃ অহম্) তত্ত্বনিরূপণফলাত্মক বিচার।

৩০। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, হ্রাসবুদ্ধিকারিগণের বা গণনাকারিগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতানন্দন (গরুড়)।

৩১। বেগবান্গণের মধ্যে আমি পবন, অস্ত্রবিদগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্তগণের মধ্যে আমি মকর, এবং শ্রোতস্বতীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা।

৩২। হে অর্জুন! এই সংসারের অর্থাৎ জগন্তাবের আদিও আমি, মধ্যও আমি এবং অন্তও আমি। বিদ্যাসকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তार्কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডানামক ত্রিবিধ কথাভেদের মধ্যে আমি বাদ বা তত্ত্বনিরূপণফলাত্মক বিচার।

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্ত চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

৩৩। অক্ষয়ঃ। (অক্ষরাণাং) বর্ণসমূহের মধ্যে (অকারঃ অস্মি) আমি অকার, (সামাসিকস্ত চ) সমাসসকলের মধ্যে (দ্বন্দ্বঃ) আমি দ্বন্দ্বসমাস, (অহম্ এব) আমিই (অক্ষয়ঃ কালঃ) অক্ষয় কাল, (অহং) আমি (বিশ্বতোমুখঃ) সর্বতোমুখ (ধাতা) বিধাতা।

৩৩। অক্ষরসকলের মধ্যে আমি 'অ'কার, সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস। অত্যাগত সমাসে কোন একটি পদের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু এই দ্বন্দ্বসমাসে উভয়পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া আমি দ্বন্দ্বসমাস, বা গুণশিষ্টের আধ্যাত্মিক আলোচনার নিমিত্ত একত্র অবস্থানের নাম সমাস, তাহাতে বিধিত অর্বসমূহের নাম সামাসিক, তন্মধ্যে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অতি গোপনীয় পরমার্থই আমি। আমি সর্বকৰ্ম-ফলবিধাতা অর্থাৎ শৃঙ্খলাসহ জগদ্ভাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি অক্ষয় কাল।

৩০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কালকে আপনার বিত্ত্বতিই বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকে আয়ুর্গণনাত্মক মাস, সংবৎসর ইত্যাদি কাল উক্ত হইয়াছে; ঐ কাল আয়ুঃকরে ক্ষীণ হয়, কিন্তু এখানে প্রবাহরূপে অখণ্ডভাবে দণ্ডায়মান অক্ষয় কালের কথাই বলিতেছেন।

ভগবান্ কালকে 'অক্ষয়' বলিলেন কেন? কাল অক্ষয় কিরূপে? কাল ত সত্যতই পরিণামী; কারণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ পরিণামবায়াই ত বুঝাইতেছে যে, ইহা ক্ষয়শীল। তাহা হইলে ভগবান্ কালকে অক্ষয় বলিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলি; একটু নিবিষ্টচিত্তে তদ্বদৃষ্টিকার্য্য দেখ দেখি, কাল বা সময়ের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভূতভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশরূপ পরিণামস্ত্রোতকে অবলম্বন করিয়াই এই 'কাল'-সংজ্ঞা কল্পিত হইয়াছে কি না?

মৃত্যুঃ সৰ্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীৰ্বাক্ চ নারীগাং স্মৃতিশ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

৩৪। অর্থঃ। (অহম্) আমি (সৰ্বহরঃ) সৰ্বসংহারক (মৃত্যুঃ) মৃত্যু, (ভবিষ্যতাম্ চ) ভবিষ্যৎ কল্পসকলের (উদ্ভবঃ) উৎপত্তির বীজ, (নারীগাং) নারীগণের অর্থাৎ কমনীয় বৃত্তিগণের মধ্যে (কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ) আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা নামী ধর্মের সপ্ত পট্টা বা ধর্মাচরণের সাহায্যকারিণী বৃত্তিসমূহ ।

দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদি যাহা কিছু বিভাগ আমরা কল্পনা করি, তাহা কি এই ভূতভাবের পরিণাম ধরিয়াই করি না ? কোন একটা ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, 'ইহা অতীত কালের ঘটনা' কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি এই 'অতীতি', কালের কি ঘটনার, কাহার হইয়াছে ? এই অনন্ত ভেদপূর্ণ বিশ্বভাবের পরিণাম শ্রোত মুহূর্ত্তের জ্ঞাপ্ত ও রুদ্ধ নহে ; অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। এই পরিণামশ্রোতকে অবলম্বন করিয়াই আমরা দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদিবিভাগ-সম্বলিত কাল বা সময়ের কল্পনা করি মাত্র। এই জগদ্ভাবকে, অর্থাৎ জড় ও জীবভাবে উঠাইয়া লইলে কালের অস্তিত্ব কোথায় ? তখন কাল, ব্রহ্মেরই সহিত এক হইয়া যায় কি না ? ব্রহ্মেরও পরিণাম নাই, কালেরও পরিণাম নাই ! সেই জ্ঞানই ভগবান্ বলিলেন 'আমিই অক্ষয় কাল', অর্থাৎ যাহাকে কালরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা আমি, এবং আমারও পরিণাম নাই, হুতরাং কালেরও পরিণাম নাই ।

৩৪। আমি সৰ্বহর মৃত্যু অর্থাৎ এই শরীরপরিবর্ত্তনরূপ মিথ্যা মৃত্যু নহে ; প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বভাবই ডুবিয়া যায়, কিছুই প্রকাশ থাকে না, সেই সৰ্বগ্রাসী, অব্যক্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি সৰ্বহর-মৃত্যু ;

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ।
 মাসান্নাং মার্গশীর্ষোহহম্বতূনাং কুহুমাকরঃ ॥৩৫॥
 দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
 জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

৩৫। অর্থঃ। (অহম্) আমি (সাম্নাং) সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে (বৃহৎসাম) বৃহৎসামনামক মন্ত্র, (চ্ছন্দসাম) ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ সমূহের মধ্যে (অহং) আমি (গায়ত্রী) গায়ত্রীনামক মন্ত্র (অহং) আমি (মাসান্নাং) মাস-সকলের মধ্যে (মার্গশীর্ষঃ) অগ্রহায়ণ মাস, [অহং] আমি (ঋতূনাং) ঋতু-সকলের মধ্যে (কুহুমাকরঃ) বসন্তঋতু।

৩৬। অর্থঃ। (ছলয়তাম্) প্রবঞ্চকগণের মধ্যে (দ্যুতং অস্মি) আমি পাশক্রোড়া, (তেজস্বিনাম্) তেজস্বিগণের (তেজঃ) তেজ (অহম্) আমিই, [দ্বৈতত্বাম্] বিজয়িগণের (জয়ঃ অস্মি) আমিই জয়, [ব্যবসায়িনাম্] উত্তম-কারিগণের (ব্যবসায়ঃ অস্মি) আমি উত্তম, (অহম্) আমি (সত্ত্ববতাম্) সাত্বিকগণের (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ।

ভবিষ্যৎ সকলের অর্থাৎ কল্লারস্তে উৎপন্ন জীবগণের আমি উৎপত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি; নারীগণের অর্থাৎ কমনীয় বৃত্তিগণের মধ্যে আমি কীষ্টি (অর্থাৎ সংকর্ষ—যেমন জলাশয় দান ও রথাদি নিৰ্ধাণ), নৌলব্ধা, স্থমিষ্টবাক্য, স্মরণশক্তি ধারণাশক্তি, দৈর্ঘ্য ও ক্ষমা।

৩৫। সামগণের মধ্যে আমি বৃহৎসাম; ছন্দোবদ্ধ ঋক্সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র; মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্তঋতু।

বৃক্ষীনাং বাহুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনাং প্যহং ব্যাসঃ কবীনাং মুশনা কবিঃ ॥৩৭॥
 দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
 মোনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥
 যচাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।
 ন তদন্তি বিনা যৎ শ্রান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

৩৭। অর্থঃ। (বৃক্ষীনাং) বহুবংশীয়গণের মধ্যে (বাহুদেবঃ অস্মি) আমি
 বহুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, (পাণ্ডবানাং) পাণ্ডবগণের মধ্যে [অহং] আমি (ধনঞ্জয়ঃ)
 অৰ্জ্জুন, (মুনীনাং অপি) মুনিগণের মধ্যে (অহং) আমি (ব্যাসঃ) ব্যাস,
 (কবীনাং) জ্ঞানিগণের মধ্যে (উশনা কবিঃ) শুক্ৰাচার্য্য।

৩৮। অর্থঃ। (দময়তাম্) দমনকারিগণের (দণ্ডঃ অস্মি) আমি দণ্ড,
 (জিগীষতাম্) জয়েচ্ছুগণের (নীতি অস্মি) সামদানাদিরূপ নীতি, (গুহানাং
 চ) গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে (মোনং এব অস্মি) শ্রবণমননাদিধারা পরিপক্ক
 সমাধিজাত সম্যক্ জ্ঞান, বাহ্য বাক্যধারা অপ্রকাশ্য, (জ্ঞানবতাম্) জ্ঞানিগণের
 (অহম্) আমি (জ্ঞানম্) জ্ঞান।

৩৯। অর্থঃ। (অৰ্জ্জুন) হে অৰ্জ্জুন ! (যৎ অপি চ) বাহাই (সর্বভূতানাং)
 সমস্ত ভূতের (বীজম্) আদিকারণ, (তৎ) তাহা (অহং) আমি ; (যন্না বিনা)
 আমা বিনা (যৎ শ্রান্) বাহা হয়, (তৎ) সেই (চরাচরম্ ভূতম্) স্থাবরজঙ্গমাদি
 কোন বস্তুই (ন অন্তি) নাই।

৩৬। প্রবঞ্চকগণের মধ্যে আমি পাশক্রীড়া ; তেজস্বিগণের আমিই তেজ ;
 বিভ্রান্তিগণের আমিই ভ্রম, উদ্যমকারিগণের আমিই ব্যবসায় (উদ্যম) ; সাত্ত্বিক-
 গণের সত্ত্বগুণ আমি।

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেৰ্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

যদ্বদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

৪০। অর্থঃ। (পরন্তপ) যে পরন্তপ! (মম) আমার (দিব্যানাম্) অলৌকিক (বিভূতীনাম্) বিভূতিসকলের (অন্তঃ) ইয়ত্তা (নাস্তি) নাই, (এষঃ তু) এই (বিভূতেঃ বিস্তরঃ) আমার অনন্ত বিভূতির বিষয় (ময়া) আমা দ্বারা (উদ্দেশতঃ) সংক্ষেপে (প্রোক্তঃ) বর্ণিত হইল।

৪১। অর্থঃ। (বিভূতিমৎ) ঐশ্বর্যযুক্ত, (শ্রীমৎ) শ্রীমান্ (বা) কিংবা (উজ্জিতম্) এব) গুণবান্ (সৎ সৎ এব সত্বং) যে যে পদার্থ [দেখিতে পাইবে] (তৎতৎ এব) সেই সেই [পদার্থই] (মম) আমার (তেজোহংশসম্ভবম্) তেজের অংশসম্ভূত; [ইহা] [ত্বম্] তুমি (অবগচ্ছ) নিশ্চয় জানিবে।

৩৭। যদুবংশীয়গণের মধ্যে আমি বহুদেবপুত্র কৃষ্ণ; পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি অর্জুন; মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস; জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি শুক্ৰাচার্য্য।

৩৮। দমনকারিগণের আমি ধণ্ডু, জয়েচ্ছুগণের আমি সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূপ নীতি বা স্থযুক্তি, গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে আমি মৌন অর্থাৎ শ্রবণমননাদি দ্বারা পরিপক্ক সমাধিজাত সম্যক্ জ্ঞান, বাহ্য বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান।

৩৯। হে অর্জুন! আমি এই সমস্ত ভূতভাবের আদিকারণ। আমার আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।

৪০। হে পরন্তপ! আমার অলৌকিক বিভূতির সীমা নাই; আমি তোমাকে বাহ্য বলিলাম, ইহা কিন্তু আমার অনন্ত বিভূতির অতি সামান্য অংশমাত্র।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে বিভূতিষোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

৪২। অর্থঃ। (অথবা) অথবা (অর্জুন) হে অর্জুন! (এতেন বহুনা
জ্ঞাতেন) এইরূপ বহুজ্ঞানদ্বারা (তব কিম্) তোমার কি [প্রয়োজন]?
(অহম্) আমি (ইদম্ কৃৎস্নং) এই সমগ্র (জগৎ) জগৎকে (একাংশেন)
একচতুর্থাংশদ্বারা (বিষ্টভ্য) ব্যাপিয়া (স্থিতঃ) অবস্থান করিতেছি।

৪১। শ্রীমান্, শক্তিমান্ ও গুণবান্ ইত্যাদির মধ্যে যে স্থানে অসাধারণত্ব
দেখিবে, সেই স্থানেই আমার কিছু বিভূতি আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

৪২। অথবা, হে অর্জুন! অধিক জানিবার প্রয়োজন কি; এই তত্ত্ব
জানিয়া রাখ যে, আমার একচতুর্থাংশে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

একাদশোহধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

ত্বত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

১। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (মদনুগ্রহায়) আমার প্রতি কৃপা করিয়া (পরমং গুহ্যং) পরম গুপ্ত (অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং) আত্মানাত্মবিবেক-বিষয় (যং বচঃ) যে সমস্ত বাক্য (ত্বয়া উক্তম্) আপনি বলিলেন (তেন) তাহা দ্বারা (মম) আমার (অয়ং মোহঃ) 'আমি ইহাদের হস্তা, ইহার আমার দ্বারা হত হইবেন,' এই বিপরীত বুদ্ধি (বিগতঃ) বিনষ্ট হইয়াছে।

২। অর্থঃ। (কমলপত্রাক্ষ) হে পদ্মপলাশলোচন ! (ত্বত্ত্বঃ) আপনার নিকট হইতে (হি ভূতানাং) প্রাণিগণের (ভবাপ্যয়ৌ) উৎপত্তি এবং লয় (ময়া) আমি (বিস্তরশঃ) বিস্তৃতভাবে (শ্রুতৌ) শুনিলাম, [আপনার] (অব্যয়ম্) অক্ষয় (মাহাত্ম্যম্ অপি চ) মহিমাও [শুনিলাম]।

১। অৰ্জুন কহিলেন, হে কেশব ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যে সকল পরম গুপ্ত অধ্যাত্ম যোগরহস্য উপদেশ করিলেন, তাহার দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে।

এবমেতদৃথার্থং ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

মন্ত্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহং সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

৩। অর্থঃ। (পরমেশ্বর) হে পরমেশ্বর! (ত্বং) আপনি (আত্মানম্) নিম্নতম (যথা) যেক্রপভাবে (আত্ম) বলিয়াছেন, (এতৎ এবং) তাহাই সত্য; (পুরুষোত্তম) হে পরম পুরুষ! (তে) আপনার (ঐশ্বরং রূপং) ঐশ্বর মূর্তি (দ্রষ্টুং) বহিষ্কৃৎকারা দর্শন করিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি।

৪। অর্থঃ। (প্রভো) হে প্রভো! (যদি) যদি (তৎ) সেই রূপ (ময়া দ্রষ্টুং শক্যং) আমি কর্তৃক দৃষ্ট হইবার যোগা, (ইতি মন্ত্যসে) ইহা বিবেচনা করেন, (ততঃ) তাহা হইলে (যোগেশ্বর) হে যোগেশ্বর! (ত্বং) আপনি (মে) আমাকে (অব্যয়ং) সেই অব্যয় (আত্মানম্) ঐশ্বরিক রূপ (দর্শয়) দেখান।

৫। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (পার্থ) হে পার্থ! (মে) আমার (দিব্যানি) অলৌকিক, (নানাবিধানি) নানাপ্রকার, (নানাবর্ণাকৃতীনি চ) এবং বহুবিধ বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, (শতশঃ অথ সহস্রশঃ) শতসহস্র ভাবপূর্ণ (রূপাণি) রূপ (পশ্য) দর্শন কর।

২। হে কমললোচন কৃষ্ণ! আপনি হইতেই যে এই চরাচর ভূতভাবের উৎপত্তি ও আপনাতাই লয়, এই তত্ত্ব এবং আপনার আরও অনেক অপূর্ণ অক্ষয় মহিমার বিষয় পুনঃ পুনঃ বিস্তৃতভাবে শুনিলাম।

পশ্চাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা ।

বহুত্বদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্চাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥

ইহৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং পশ্চাদ্য সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্দ্রদৃষ্টু মিচ্ছসি ॥৭॥

৬। অর্থঃ। (ভারত) হে অর্জুন ! [আমার এই রূপরাশি মধ্যে] (আদিত্যান্) আদিভাগ্যগকে, (বসূন্) বহুগণকে, (রুদ্রান্) রুদ্রগণকে (অশ্বিনৌ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, (তথা মরুতঃ) এবং মরুদগণকে (পশ্চ) দর্শন কর, [আরও] (বহুনি) বহু প্রকার (অদৃষ্টপূর্ব্বাণি) অদৃষ্টপূর্ব্ব (আশ্চর্য্যাণি) আশ্চর্য্য দৃশ্য (পশ্চ) দর্শন কর ।

৭। অর্থঃ। (গুড়াকেশ) হে গুড়াকেশ ! (ইহ) এই (মম দেহে) আমার বিধরূপ শরীরে (একস্বং) একত্র অবস্থিত (কৃৎস্নং) সমস্ত (সচরাচরম্) স্থাবরজঙ্গমাত্মক (জগৎ) জগৎ (অত্র চ যৎ) এবং অত্র বাহ্য (দ্রষ্টুং) দেখিতে (ইচ্ছসি) ইচ্ছা কর, [তাহা] (অত্) এখন (পশ্চ) দর্শন কর ।

৩। হে পরমেশ্বর ! আপনি নিজতত্ত্ব আমাকে যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাই সত্য। হে পরম পুরুষ। অধুনা আমার এই ইচ্ছাটী অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে যে, আমি একবার আপনার ঈশ্বরমূর্ত্তিকে এই বহিঃসম্মুখা দর্শন করি।

৪। প্রভো ! যদি আমাকে সেই রূপ দর্শনে সক্ষম বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে সেই অব্যয় অপূর্ব্ব রূপে দর্শন দিন ।

৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জুন ! শতসহস্র ভাবপূর্ণ নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, আমার অদ্ভুত রূপ দর্শন কর ।

৬। হে ভারত ! আমার এই অত্যদ্ভুত রূপরাশি মধ্যে আদিভাগ্যগকে, বহুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ও মরুদগণকে দর্শন কর এবং আরও অদৃষ্টপূর্ব্ব বহুপ্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন কর ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (অনেন স্বচক্ষুষা এব) তোমার ঐ প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা (তু) কিন্তু (মাং) আমার বিশ্বরূপ (দ্রষ্টু) দর্শন করিতে (ন শক্যসে) সমর্থ হইবে না, (তে) তোমাকে (দিব্যং চক্ষুঃ) দিব্য চক্ষু (দদামি) দান করিতেছি, [তদ্বারা] (মে) আমার (ঐশ্বর্যং যোগং) অষ্টটনঘটনসমর্থ্য ঐশ্বরিক শক্তি (পশু) দর্শন কর।

৯। অর্থঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (রাজন্) হে মহারাজ ধৃतरাষ্ট্র! (মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ) মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি (এবম্ উক্ত্বা) এই কথা বলিয়া (ততঃ) তদনন্তর (পার্থায়) অর্জুনকে (পরমম্ ঐশ্বর্যং রূপম্) দিব্য বিশ্বরূপ (দর্শয়ামাস) দর্শন করাইলেন।

৭। হে গুড়াকেশ! সমস্ত স্বাববজ্জন্মানুক জগৎ এবং আশ্রয় বাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তৎসমস্তই অদ্য আমার এই শরীরে একত্র দর্শন কর।

৮। কিন্তু তোমার ঐ প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা এইরূপ দর্শন করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তদ্বারা আমার অনৌকিক ঐশ্বর্য বিভূতি দর্শন কর।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে যে দিব্য চক্ষু দান করিলেন, তাহা কি? অর্জুনের কি আর একটা চক্ষু ললাটে প্রকাশ পাইল? তিনি কি ত্রিনেত্র হইলেন? না,—তাহা নহে; এই চক্ষুতেই দিব্য দর্শনশক্তি লাভ করিলেন। এই দিব্য-দৃষ্টিটা কি? ইহাই কি যোগদৃষ্টি? তাহাই বা বলি কি প্রকারে? যোগ-

অনেকবক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

১০। অর্থঃ। [সেই বিস্মরূপ] (অনেকবক্ত্রনয়নম্) বহুমুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট, (অনেকাদ্ভুতদর্শনং) বহুপ্রকার অগূর্ব দৃশ্যবিশিষ্ট, (অনেকদিব্যাভরণম্) অনেক প্রকার দিব্য অলঙ্কারবিশিষ্ট, (দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্) বহুবিধ অলৌকিক উত্তম-প্রহরণশোভিত ।

দৃষ্টির অর্থ ত অমৃতদৃষ্টি ; অর্থাৎ যোগিগণ যে দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের সেই নির্মল স্বরূপ, অর্থাৎ জগদ্রূপ আবর্জ্ঞনামুক্ত প্রশান্ত, এক, অব্যয়, পরমভাবে ক্রিয়মান করেন, তাহাই তো অমৃতদৃষ্টি । তাহাতে নানাপ্রকার ভাব কোথায় ? তাহা হইলে ইহা যোগদৃষ্টি নহে । অর্জুন এই চক্ষুদ্বারা ইহা সে মহান রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাকে যোগদৃষ্টির সাহায্য লইতে হয় নাই । তাহার এই চক্ষুতেই দিব্য দর্শনশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি মানুষী দৃষ্টির অতীত দেবদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন । আমাদের সাধারণ চক্ষুর যে দৃষ্টি, তাহা লৌকিক দৃষ্টি ; অর্থাৎ স্থূল ব্যতীত, সূক্ষ্ম কিছুই ইহা দ্বারা লক্ষিত হয় না । যেমন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি তৈজস বা বায়বীয় শরীরধারী কোন জীবকেই আমরা দেখিতে পাই না । আমাদের সম্মুখে থাকিয়াও, তাহারা আমাদের এই দৃষ্টির গোচর হন না । আমাদের চক্ষুর মানুষী দৃষ্টি তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না । কিন্তু দেবতার সমস্তই দর্শন করেন ; তাহাদের দৃষ্টি হইতে কিছুই বাদ পড়ে না । শ্রীভগবান্ অর্জুনকে সেই দেবদৃষ্টি দান করিলেন এবং সেই দৃষ্টির প্রভাবেই অর্জুন, দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি তৈজস ও বায়বীয় শরীরধারী জীবগণকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন । সে দৃষ্টি বহুদূরবিস্তৃত এবং তাহার চক্রবাল এক সৌরভগতের সীমার শেষ পর্য্যন্ত ।

২। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এই কথা বলিয়া অর্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন ।

দিব্যমাণ্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সর্ববীশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্রাস্ত্রাসন্তশ্চ মহাঅনঃ ॥১২॥

১১। অর্থঃ। [ভগবানের সেই বিস্মরূপ] (দিব্যমাণ্যাম্বরধরং) দিব্য-মাণ্য ও দিব্যবস্ত্রপরিহিত, (দিব্যগন্ধানুলেপনম্) দিব্যগন্ধ দ্বারা অলুপিত, (সর্ববীশ্চর্য্যময়ং) অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, (দেবং) জ্যোতির্ময়, (অনন্তম্) অনন্ত (বিশ্বতোমুখম্) এবং সকল দিকই সেই রূপের সম্মুখবর্তী ।

১২। অর্থঃ। (দিবি) আকাশে (সূর্য্যসহস্রশ্চ) সহস্র সূর্য্যের (ভাঃ) প্রভা (যুগপৎ) একবারে (উখিতা ভবেৎ) প্রকাশ পাইলে, (সা) সেই প্রভা (তস্য মহাঅনঃ) তেজোময় মহারূপরাশির (ভাসঃ) দীপ্তির (যদি সদৃশী স্রাস্ত্রং) কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে ।

১০। সেই ঐশ্বরিক রূপ, বহুমুখ, বহুনেত্র এবং বহু প্রকার অপূর্ব দৃশ্য-বিশিষ্ট। তাহাতে অনেক প্রকার দিব্য অলঙ্কার ও অলৌকিক উজ্জ্বল প্রহরণ সকল শোভা পাইতেছে।

১১। সেই বিরাট শরীরে দিব্যমাণ্য ও দিব্যবস্ত্র শোভা পাইতেছে; দিব্য গন্ধদ্রব্যসকল অলুপিত রহিয়াছে। সকল দিকই যে রূপের সম্মুখবর্তী, সেই অনন্ত জ্যোতির্ময় রূপরাশির মধ্যে আশ্চর্য্য যাহা কিছু হইতে পারে, তৎসমস্তই প্রকাশ পাইতেছে।

১২। যদি আকাশে একবারে সহস্র সূর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যেক্রপ দীপ্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহা সেই তেজোময় মহারূপরাশির দীপ্তির কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্চাদ্বেদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাবত ॥১৪॥

১৩। অর্থঃ। (তদা) তখন (পাণ্ডবঃ) অর্জুন (তত্র) সেই (দেব-
দেবশ্চ শরীরে) দেবাদিদেবের শরীরে (অনেকধা প্রবিভক্তং) বহু প্রকারে
বিভক্ত (কৃৎস্নং জগৎ) সমগ্র জগৎকে (একস্থং অপশ্চৎ) একত্র অবস্থিত
দেখিয়াছিলেন।

১৪। অর্থঃ। (ততঃ) তদনন্তর (সঃ ধনঞ্জয়ঃ) সেই অর্জুন (বিশ্বয়াবিষ্টঃ
হৃষ্টরোমা) বিশ্বয়াদ্বিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া (দেবং) দেবাদিদেবকে
(শিরসা প্রণম্য) অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া (কৃতাজ্জলিঃ অভাবত) করযোড়ে
কহিতে লাগিলেন।

১৩। তখন অর্জুন অসংখ্যপ্রকার তেজপূর্ণ জগন্তাবকে এই দেবাদিদেবের
শরীরে একত্র বিদ্যমান দেখিলেন।

ভগবান্ অর্জুনকে যে মহাভয়ঙ্কর বিরাট রূপ দর্শন করাইলেন, অর্থাৎ বাহাতে
সহস্রসূর্য্যপ্রভ, কালানলময়, বিশাল মুখবিবর প্রকাশ পাইতেছে, যে মুখবিবরে
সমস্ত বিশ্বই প্রবেশ করিতেছে, যে মুখের বিকট দংষ্ট্রাসকলে হস্তী, অশ্ব ও নর-
মস্তকসকল গ্রথিত রহিয়াছে, যে মুখের উভয় পার্শ্ব দিয়া শোণিতস্রোত প্রবল-
বেগে বহিতেছে, যে বদনমণ্ডলে চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্রসূর্য্যের ত্যায় জলিতেছে, এবং যে
অনন্ত রূপরাশিমধ্যে অসংখ্যপ্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে, তাহাই
কি ভগবানের স্বরূপ? না—কখনই নহে। একমু অধিতীয়ং চিদানন্দই তাঁহার
স্বরূপ। ইহা ভগবানের মায়ামূর্ত্তি। অর্জুনের স্বপ্নে, তাঁহার ঐশী শক্তি, অনন্ত
মাহাত্ম্য প্রকটিত করিবার, এবং ‘আমি মারিতেছি,’ ‘অমুক মরিতেছে,’

অৰ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংজ্ঞান্ ।
 ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমুখীং চ সৰ্বানুরগাং চ দিব্যান্ ॥১৫॥
 অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সৰ্বতোহনন্তরূপম্ ।
 নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

১৫। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (দেব) হে দেবাদি-
 দেব ! (তব দেহে) আপনার দেহে (সৰ্বান্ দেবান্) ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ
 (তথা) ও (ভূতবিশেষসংজ্ঞান্) সমস্ত জড় ও জীবরূপ ভূতভাব, (দিব্যান্
 ঋষীন্) দেবসিগণ, (সৰ্বান্ উরগান্ চ) মহাসর্পগণ এবং (কমলাসনস্থং ঈশং
 ব্রহ্মাণম্ চ) পদ্মাসনস্থিত প্রতাপতি ব্রহ্মাকেও (পশ্যামি) দেখিতেছি ।

১৬। অর্থঃ। (বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর) হে বিশ্বমুখধারিন্ বিশ্বেশ্বর !
 (অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং) বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট,
 (অনন্তরূপং) অশেষরূপধারী (ত্বাম্) আপনাকে (সৰ্বতঃ পশ্যামি) সৰ্বদিকেই
 দেখিতেছি, (পুনঃ তব) এবং আপনার (ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি)
 আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না ।

ইত্যাকার ভ্রান্তি বিনষ্ট করিবার জন্যই এই মায়ায়মী মহাবিভূতি দর্শন করাইলেন ।
 ইহা ভগবানের স্বরূপ নহে । মহাযোগিগণই তাঁহার সেই মায়াভীত, পরমানন্দময়,
 প্রশান্ত স্বরূপকে যোগদৃষ্টিদ্বারা হৃদয়স্থ করিতে পারেন ।

১৪। ইহাতে অৰ্জুন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে,
 আভূমিনতমস্তকে, সেই দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিতে
 লাগিলেন ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরশিঃ সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
 পশ্চামি ত্বাং ছনিরীক্ষ্যং সমস্তাদীপ্তানলার্কদ্ব্যতিমগ্রমেয়ম্ ॥১৭॥
 ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমশ্রু বিশ্বশ্রু পরং নিধানম্ ।
 ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥১৮॥

১৭। অর্থঃ। (কিরীটিনং) মুকুটধারী, (গদিনং) গদাধারী, (চক্রিণং) চক্রধারী (চ সর্বতঃ দীপ্তিমন্তং) এবং চতুর্দিকে দীপ্তিবিশিষ্ট (তেজোরশিঃ) তেজোরশিশ্বরূপ, (ছনিরীক্ষ্যং) ছনিরীক্ষ্য, (দীপ্তানলার্কদ্ব্যতিম্) প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যের ত্রায় দীপ্তিশালী, (অগ্রমেয়ং) অতুলনীয় (ত্বাম্) আপনাকে (সমস্তাং) চতুর্দিকেই (পশ্চামি) দেখিতেছি ।

১৮। অর্থঃ। (ত্বম্) আপনি (পরমং অক্ষরং) [স্বরূপতঃ] পরম অক্ষর পুরুষ, (বেদিতব্যম্) একমাত্র জ্ঞাতব্য, (ত্বম্) আপনি (অশ্রু বিশ্বশ্রু) এই বিশ্বের (পরং নিধানম্) একমাত্র পরম কারণ, (ত্বম্) আপনি (অব্যয়ঃ) অচ্যুত, (শাস্ততধর্মগোপ্তা) সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা, (ত্বম্) [এবং] আপনি (সনাতনঃ পুরুষঃ) অনাদি পরম পুরুষ, (মে মতঃ) তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ।

১৫। অর্জুন কহিলেন, হে দেবগির্দেব ! আপনার এই অনন্ত রূপরাশি-
 মধ্যে দেবগণকে, সমস্ত জড় ও জীবরূপ ভূতভাবে, দেববিগণকে, মহাসর্পসকলকে
 এবং পদ্মাসনস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও বিদ্যমান দেখিতেছি ।

১৬। হে বিশ্বমুর্তিধারিন্ বিশ্বেশ্বর ! বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু
 নেত্রবিশিষ্ট আপনার অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি, এবং আপনার আদি, মধ্য
 বা অন্ত কিছুই দেখিতেছি না ।

১৭। কিরীট, গদা ও চক্রযুক্ত, সর্বত্র প্রকাশমান, অগ্নি ও সূর্য্যের ত্রায়
 দীপ্তিবিশিষ্ট, তেজোরশিশ্বরূপ. আপনার অতুলনীয় রূপরাশি চতুর্দিকেই
 দেখিতেছি ।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যমনন্তবাহুং শশিসূৰ্য্যানেত্রম্ ।

পশ্চ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবজ্রুং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।

দৃষ্টদ্রুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহান্নম্ ॥২০॥

১৯। অর্থঃ। (অনাদিমধ্যান্তম্) আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই নাই অর্থাৎ আপনি উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বর্জিত, (অনন্তবীৰ্য্যম্) আপনি অপরিমিত শক্তিশালী, (অনন্তবাহুং) আপনার বাহু অসংখ্য, (শশিসূৰ্য্যানেত্রং) চন্দ্র সূর্য্য আপনার চক্ষুর্দ্বয়, (দীপ্তহৃতাশবজ্রুং) প্রজ্জলিত অগ্নিই আপনার মুখ, (স্বতেজসা) আপনার নিজ তেজোদ্বারা (ইদং বিশ্বং) এই বিশ্ব (তপন্তং) সন্তপ্ত করিতেছেন, [এইরূপ] (ত্বাম্) আপনাকে (পশ্চ্যামি) দেখিতেছি।

২০। অর্থঃ। (মহান্নম্) হে মহান্নম্। (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) স্বর্গ এবং ভূমণ্ডলের (ইদং অন্তরং) মধ্যবর্তী এই আকাশ বা অন্তরীক্ষ (সৰ্ব্বাঃ দিশঃ চ) এবং সমস্ত দিগ্ভণ্ডল (একেন ত্বয়া হি) একমাত্র আপনার দ্বারাই (ব্যাপ্তং) ব্যাপ্ত রহিয়াছে; (তব) আপনার (ইদং) এই (অদ্রুতং) অদ্রুত (উগ্রং) ঘোর (রূপং) রূপ (দ্রষ্টা) দেখিয়া (লোকত্রয়ং) ত্রিলোক (প্রব্যথিতম্) ভীত হইয়াছে।

১৮। হে বিভো! আপনিই পরম অক্ষর পুরুষ, আপনিই একমাত্র জানিবার বিষয় এবং আপনিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। আপনিই একমাত্র অপরিণামী এবং সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা। আপনিই যে অনাদি পরম পুরুষ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

১৯। আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত, কিছুই নাই। আপনার শক্তি অনন্ত, আপনার বাহু অসংখ্য, আপনার চক্ষুতে চন্দ্রসূর্য্য জলিতেছে, আপনার মুখমণ্ডল প্রজ্জলিত অগ্নিময় এবং আপনার নিজ তেজের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব সন্তপ্ত করিতেছেন, এইরূপ আপনাকে দেখিতেছি।

অমী হি ত্বাং স্বরসজ্জা বিশন্তি কেচিন্দ্বীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
 স্বস্তীভ্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥২১
 রুদ্রাদ্রিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহৃষিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।
 গন্ধর্ব্ববক্ষাস্বরসিদ্ধসজ্জা বীক্ষন্তে ত্বাং বিন্মিতাশ্চ ব সর্বে ॥২২॥

২১। অর্থঃ। (অমী হি) ঐ (স্বরসজ্জাঃ) দেবগণ (ত্বাং বিশন্তি)
 আপনাতে প্রবেশ করিতেছেন, (কেচিৎ) কেহ (দ্বীতাঃ) শঙ্কিতচিত্তে
 (প্রাঞ্জলয়ঃ) কৃতান্তলিপুটে (গৃণন্তি) শ্রব করিতেছেন, (মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ)
 মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ (স্তন্তি ইতি উক্তা) 'মঙ্গলই করিতেছেন' এই কথা বলিয়া
 (পুঙ্কলাভিঃ) বিবিধ (স্ততিভিঃ) পুরুষযুক্ত প্রভৃতি স্ততিবাক্যদ্বারা (ত্বাং)
 আপনাকে (স্তবন্তি) শ্রব করিতেছেন ।

২২। অর্থঃ। (রুদ্রাদ্রিত্যাঃ) একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, (বসবঃ)
 অষ্ট বহু, (যে চ সাধ্যাঃ) সাধ্যগণ, (বিশ্বে) বিশ্বদেবগণ, (হৃষিনৌ)
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়, (মরুতঃ চ) মরুদগণ, (উন্নপাঃ চ) উন্নপ প্রভৃতি পিতৃগণ,
 (গন্ধর্ব্ববক্ষাস্বরসিদ্ধসজ্জাঃ চ) গন্ধর্ব্বগণ, বক্ষগণ, অসুরগণ এবং সিদ্ধগণ (সর্বে
 এব) সকলেই (বিন্মিতাঃ) বিন্মিত হইয়া (ত্বাং) আপনাকে (বীক্ষন্তে)
 দেখিতেছে ।

২০। হে মহাত্মন! স্বর্লোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত এই অন্তরীক্ষ এবং
 সমস্ত দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া একমাত্র আপনিই বিস্তারিত রহিয়াছেন ।
 আপনার এই অদ্ভুত ঘোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে ।

২১। ঐ দেবতাগণ আপনার রূপরাশিমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছেন ; কেহ
 কেহ শঙ্কিতচিত্তে কৃতান্তলিপুটে আপনার শ্রব করিতেছেন ; মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ
 "মঙ্গল হউক" এই বাক্য বলিয়া উৎকৃষ্ট স্ততিবাক্যদ্বারা আপনার শ্রব
 করিতেছেন ।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।
 বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্ৱা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
 নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
 দৃষ্ট্ৱা হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাশ্চা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিক্ষো ॥২৪॥

২৩। অহম্‌: । (মহাবাহো) হে মহাবাহো ! (বহুবক্ত্রুনেত্রং) অসংখ্য
 মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, (বহুবাহুরূপাদং) বহু হস্ত, উরু ও পাদযুক্ত, (বহুদরং) বহু-
 উদরসংযুক্ত, (বহুদংষ্ট্রাকরালং) বহু দন্তদ্বারা ভয়ানক (তে) আপনার (মহং রূপং)
 বিশাল রূপ (দৃষ্ট্ৱা) দেখিয়া (লোকাঃ) সমস্ত লোকই (প্রব্যথিতাঃ) সন্ত্রস্ত
 হইতেছে (তথা) এবং (অহম্) আমিও [প্রব্যথিতঃ] অতিশয় ভীত হইতেছি ।

২৪। অহম্‌: । (বিক্ষো) হে সর্বব্যাপিন্‌! (নভঃস্পৃশং) গগনব্যাপী
 (দীপ্তম্) তেজোময়, (অনেকবর্ণং) নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট, (ব্যাত্তাননম্)
 বিবৃতমুখ, (দীপ্তবিশালনেত্রম্) প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রযুক্ত (ত্বাং) আপনাকে
 (দৃষ্ট্ৱাহি) দেখিয়া (প্রব্যথিতাস্তরাশ্চা) ব্যথিতমনা (অহম্) আমি (ধৃতিং)
 দেহেন্দ্রিয়াদির স্থিরতা (শমং চ) এবং শান্তি (ন বিন্দামি) লাভ করিতে
 পারিতেছি না ।

২২। রুদ্রগণ, বহুগণ, আদিত্যগণ, ঋতুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
 মরুদগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ভগণ, বক্ষগণ, অশ্বরগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত
 হইয়া আপনাকে অর্থাৎ আপনার এই বিরাটুমূর্ত্তিকে দর্শন করিতেছেন ।

২৩। হে মহাশক্তিমান্‌ বিভো ! আপনার এই বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু হস্ত,
 বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর, বহু দন্তদ্বারা অতি ভীষণদর্শন অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন
 করিয়া সমস্ত লোকই সন্ত্রস্ত হইতেছে এবং আমিও মহাভীত হইতেছি ।

২৪। হে বিশ্বব্যাপিন্‌! আপনার গগনব্যাপী, তেজোময়, নানাপ্রকার
 বর্ণবিশিষ্ট, প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রযুক্ত, মহাদীপ্তিময় ব্যাদিত মুখমণ্ডল দর্শন

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টে ব কালানলসম্মিতানি ।
 দিশো ন জানে ন লভে চ শশ্ব প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
 অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংজ্ঞৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহান্মদৌয়ৈরপি বোধমুখৈঃ ॥২৬॥
 বক্তৃণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাক্ষৈঃ ॥২৭॥

২৫। অর্থঃ। (দংষ্ট্রাকরালানি) দন্তসকলের দ্বারা ভয়ানক (কালানল-
 সম্মিতানি চ) এবং প্রলয়ান্বিত (তে) ভবদৌর (মুখানি) মুখসকল (দৃষ্টা এব)
 দেখিয়াই (দিশঃ ন জানে) আমার দিগ্ভ্রম হইতেছে, (শশ্ব চ) এবং স্বপ্নও
 (ন লভে) পাইতেছি না; (দেবেশ) হে দেবাদিদেব! (জগন্নিবাস) জগদাশ্রয়!
 (প্রসীদ) প্রসন্ন হউন।

২৬-২৭। অর্থঃ। (অবনিপালসংজ্ঞৈঃ সহ) রাজগণসহ (অমী চ) ঐ
 (ধৃতরাষ্ট্রস্ত সর্বে এব পুত্রাঃ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসমূহ (তথা) এবং (ভীষ্মঃ) ভীষ্ম,
 (দ্রোণঃ) দ্রোণ, (অসৌ) ঐ (সূতপুত্রঃ) কৰ্ণ, (অন্মদৌঃ অপি) আমাদের
 পক্ষেরও (বোধমুখৈঃ সহ) প্রধান বোধগুণের সহিত (ত্বরমাণাঃ) দ্রুতবেগে
 ধাবিত হইয়া (তে) আপনার (দংষ্ট্রাকরালানি) দন্তসকলদ্বারা বিকৃত

করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিভ্রান্ত হওয়াতে, আমি অস্থিরহৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে
 পারিতেছি না।

২৫। ভীষণ দন্তসকলদ্বারা ভয়ানক মুখসকল যেন বিশ্বগ্রাসী অনলের মত
 জলিতেছে। তাহা দেখিয়াই এমন অস্থির হইয়াছি যে, আমি আরো দিগ্-নির্ণয়
 করিতে পারিতেছি না এবং শান্তিও পাইতেছি না। হে জগদাশ্রয় দেবাদিদেব!
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

যথা নদীনাং বহবোহস্থুরেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্তৃণ্যভি বিজলন্তি ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্তৃণি সমুদ্রবেগাঃ ॥২৯॥

(ভয়ানকানি) ভয়ঙ্কর (বক্তৃণি) মুখগহ্বরে (বিশন্তি) প্রবেশ করিতেছে ;
[তত্র চ] তাহাদের মধ্যে (কেচিৎ) কেহ কেহ (চূর্ণিতৈঃ উত্তমাদৈঃ) চূর্ণিত-
মস্তকে (দশনাস্তরেষু) দন্তসমূহের অন্তরালে (বিলগ্নাঃ) সংলগ্ন (সংদৃষ্টস্ত)
দৃষ্ট হইতেছে ।

২৮। অর্থঃ। (যথা) যেমন (নদীনাং) নদীসকলের (বাবঃ) অসংখ্য
(অস্থুরবেগাঃ) জলপ্রবাহ (অভিমুখাঃ) সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া (সমুদ্রং এব)
সমুদ্রে (দ্রবন্তে) প্রবিষ্ট হয়, (তথা) তদ্রূপ (অমী) ঐ (নরলোকবীরাঃ)
নরবীরগণ (তব) আপনার (বিজলন্তি) প্রজলিত (বক্তৃণি অভি) মুখ
সকলের অভিমুখে (বিশন্তি) বেগে প্রবেশ করিতেছে ।

২৯। অর্থঃ। (যথা) যেমন (পতঙ্গাঃ) পতঙ্গসকল (সমুদ্রবেগাঃ)
অতিবেগে (প্রদীপ্তং) প্রজলিত (জ্বলনং) অগ্নিতে (নাশায়) মরিবার জন্ত
(বিশন্তি) প্রবেশ করে, (তথা) তদ্রূপ (লোকাঃ অপি) সমস্ত লোকই (সমুদ্রবেগাঃ)
অতি বেগে (তব) আপনার (বক্তৃণি) মুখে (নাশায় এব) মরিবার জন্তই
(বিশন্তি) প্রবেশ করিতেছে ।

২৬-২৭। রাজগণসহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই মহাবীরজন্য,
এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ, ভীষ্ম দন্তসকলদ্বারা অতি ভয়ানক
আপনার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তকে আপনার
ভীষণ দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে ।

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।
 তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ ॥৩০॥
 আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাগুং ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তি ॥৩১॥

৩০। অর্থঃ। (জলন্তিঃ) প্রজলিত (বদনৈঃ) বদনসমূহদ্বারা (সমগ্রান্ লোকান্) সমস্ত লোককে (গ্রসমানঃ) গ্রাস করিয়া [আপনি] (সমস্তাং) চারিদিকে (লেলিহসে) লেহন অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন; (বিষ্ণো) হে বিষ্ণো! (তব) আপনার (উগ্রাঃ) প্রচণ্ড (ভাসঃ) দীপ্তিসমূহ (তেজোভিঃ) তেজোরশ্মির দ্বারা (সমগ্রং জগৎ) সমগ্র জগৎ (আপূর্য্য) ব্যাপিয়া (প্রতপন্তি) সস্তাপিত করিতেছে।

৩১। অর্থঃ। (উগ্ররূপঃ) উগ্রমূর্ত্তি (ভবান্ কঃ) আপনি কে [ইতি] ইহা (মে) আমাকে (আখ্যাহি) বলুন; (দেববর) হে দেবাদিদেব! (তে) আপনাকে (নমঃ অস্ত) প্রণাম করি, (প্রসীদ) আপনি প্রসন্ন হউন। (আগুং) সর্ব্বকারণস্বরূপ (ভবন্তুং) আপনাকে (বিজ্ঞাতুং) বিশেষরূপে জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করিতেছি; (হি) যেহেতু (তব প্রবৃত্তিঃ) আপনার চেষ্টা অর্থাৎ কি জ্ঞাত এইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন (ন প্রজ্ঞানামি) বুঝিতে পারিতেছি না।

২৮। যেমন নদীসকলের অসংখ্য জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত বীর, প্রজলিত অগ্নিসমুদ্রবৎ আপনার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। যেমন পতঙ্গগণ মৃত্যুর জগ্ন সববেগে ধাবমান হইয়া প্রজলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সমস্ত লোকই মৃত্যুর জগ্ন আপনার এই করাল মুখবিবরসকলে অতি বেগে প্রবেশ করিতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
 লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
 ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বৈ
 যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

৩২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (লোকক্ষয়কৃৎ) লোকসংহারক, (প্রবুদ্ধঃ) অত্যাৎকট (কালঃ অস্মি) কাল আমি (লোকান্) লোকসকলকে (সমাহৰ্ত্তুম্) সংহার করিবার নিমিত্ত (ইহ) এখন (প্রবৃত্তঃ) প্রবৃত্ত হইয়াছি। (ত্বাং ঋতে অপি) তুমি ব্যতীত অর্থাৎ তুমি না মারিলেও (প্রত্যনীকেষু) তোমার বিপরীত পক্ষে (যে যোধাঃ) যে ভীষ্ম প্রভৃতি যোদ্ধগণ (অবস্থিতাঃ) অবস্থান করিতেছে, [তে] তাহারা (সৰ্ব্বৈ অপি) কেহই (ন ভবিষ্যন্তি) জীবিত থাকিবে না।

৩০। হে বিষ্ণো! আপনিও প্রজ্জলিত বদনে চতুর্দিক হঠাতে সমস্ত লোককে আকর্ষণকরতঃ গ্রাস করিতেছেন। আপনার অসৌম্য তেজে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই ভীষ্ম তেজোরাশির ভীষণ তাপে সমস্তই যেন সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৩১। হে উগ্রমূর্ত্তে! “আপনি কে?” আমাকে বলুন। হে দেবাদিদেব! আপনার চরণে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন। সর্বকারণস্বরূপ আপনার অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার জগ্ৰ আমার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু আমি যে আপনার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

অৰ্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সংশয়ের কারণ এই যে, পূর্বের শ্রীভগবান্ আপনার নির্মল তত্ত্ব, অর্থাৎ পরমানন্দময় অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাম্ভিন্ ॥৩৩॥

৩৩। অর্থঃ। (তস্মাৎ) অতএব (ভুম্) তুমি (উত্তিষ্ঠ) উখিত হও, অর্থাৎ যুদ্ধের জয় প্রাপ্ত হও, (যশঃ লভস্ব) যশোলাভ কর, (শত্রূন জিত্বা) শত্রুগণকে জয় করিয়া (সমৃদ্ধং) সমৃদ্ধিশালী অর্থাৎ নিষ্কটক (রাজ্যং) রাজ্য (ভুঙ্ক্ষু) ভোগ কর, (ময়া এব) আমাধারাই (এতে) ইহার (পূর্বম্ এব) পূর্বে হইতেই (নিহতাঃ) বিনষ্ট হইয়াছে, (ব্যসাম্ভিন্) হে অর্জুন! [তুমি] (নিমিত্তমাত্রং) উপলক্ষ্য মাত্র (ভব) হও।

অমৃতপূর্ণ জ্ঞানোপদেশ অর্জুনকে দান করিয়াছেন; আবার এখানে এই ভয়ঙ্করী সর্বগ্রাসী মূর্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা হইলে কোন্টি তাহার স্বরূপ, ইহাই অর্জুন স্থির করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্যই সভ্যবিশ্বয়ে কহিতেছেন, “আমি যে আপনার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্বে আপনার যে নির্ণল তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়াছেন, তাহাই আপনার সত্যস্বরূপ, না, ইহাই আপনার সত্যস্বরূপ? পূর্বে আপনার যে অপরিণামী চিদানন্দ-স্বরূপ আমাকে বুঝাইয়াছেন, তাহাই যে আপনার সত্য তত্ত্ব, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু তাহা হইলে, এ কি দেখিতেছি? ইহা আপনার কোন্ মূর্তি?” ইহাই অর্জুনের সংশয়।

৩২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তিমান্ কালমূর্তিতে সমস্ত সংহার করিতেছি। ঐ দেখ, তুমি না মারিলেও তোমার বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ কেহই থাকিবে না।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন, “এই যে মূর্তি দর্শন করিতেছ, ইহা আমার স্বরূপ নহে, ইহা মায়াময় করাল কালমূর্তি। আমার যে অব্যক্তা মায়াময়ী মহাশক্তি অলক্ষ্যে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশসাধন করিতেছে, তাহারই একাংশ অর্থাৎ সেই মহাশক্তির সর্বসংহারক ভাবকে মূর্তিমান্ করিয়া

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথাত্মানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাংস্তুং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

৩৪। অর্থঃ। (তুমি) তুমি (ময়া হতান্) মৎকর্তৃক নিহত (দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং) দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ (তথা) এবং (অত্মান্ অপি) অত্মাত্ম (যোধবীরান্) বীর যোদ্ধৃগণকে (জহি) নিহত কর, (মা ব্যথিষ্ঠাঃ) তুমি কাতর হইও না, (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর, (রণে সপত্নান্ জেতাসি) এই যুদ্ধে তুমি শত্রুগণকে নিশ্চয় পরাজিত করিবে।

তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সকলকেই সেই শক্তির কবলগ্রস্ত হইতে হইবে। তুমি প্রিয় শিষ্য, সেইজন্যই আমি এই মায়াময়ী ছবিটি অঙ্কিত করিয়া, তোমার হৃদয়ে এই ভাবটি প্রতিফলিত করিতেছি যে, এই জগৎরূপ মায়াময় ভাবসমুদ্রে যত অসংখ্যপ্রকার ভেদরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্তই উঠিতেছে, পড়িতেছে ও বিলীন হইতেছে; আবার ভিন্ন আকারে উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। ইহাই এই মায়াময় ভাবসমুদ্রের স্বভাব-সিদ্ধা গতি। তুমিও মরিতেছ না এবং উঠারও মরিতেছে না। ‘আমি মরিতেছি’, ‘অমুক মরিতেছে’, এ সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত ভ্রমমাত্র।”

৩৩। অতএব হে অর্জুন! উখিত হও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর। এই তো দেখিলে, তোমার পূর্বেই আমি এই সকলকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। হে অর্জুন! এক্ষণে তুমি উপলক্ষ্যমাত্র হও।

৩৪। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি বীরগণ, সকলেই আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া বহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই মদ্বিনষ্ট বীরগণকে জয় কর। অবসন্ন হইও না, যুদ্ধ কর। তোমার শত্রুগণকে অনায়াসেই জয় করিতে পারিবে।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ হ্রা বচনং কেশবস্ত কুতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ সগদাদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অৰ্জুন উবাচ

স্থানে হ্রবীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বৈ নমস্তন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥৩৬॥

৩৫ । অর্থঃ । (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (কেশবস্ত) শ্রীভগবানের
(এতৎ বচনং) এই বাক্য (শ্রদ্ধা) শ্রবণ করিয়া (বেপমানঃ) কম্পিতকলেবর
(কিরীটী) অৰ্জুন (কুতাজ্জলিঃ) করযোড়ে (নমস্কৃত্য) নমস্কার করিয়া,
(ভীতভীতঃ) অতিশয় ভীতচিত্তে (কৃষ্ণঃ) কৃষ্ণকে (প্রণম্য) প্রণাম করিয়া
(ভূয়ঃ এব) পুনরায় (সগদাদং) গদগদবধে (আহ) বলিলেন ।

৩৬ । অর্থঃ । (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন বলিলেন, (হ্রবীকেশ) হে
হ্রবীকেশ ! (তব) আপনার (প্রকীৰ্ত্তা) মহিমাকীৰ্ত্তনে (জগৎ) জগৎ
(প্রহৃষ্যতি) হর্ষলাভ করে (অনুরজ্যতে চ) এবং অনুরক্ত হয়, (রক্ষাংসি)
রাক্ষসগণ (ভীতানি) ভয় পাইয়া (দিশঃ) নানাদিকে (দ্রবন্তি) পলায়ন করে
(সর্বৈ সিদ্ধসংঘাঃ চ) এবং সিদ্ধগণ (নমস্তন্তি) প্রণাম করে [তৎ] তাহা
(স্থানে) সঙ্গত ।

৩৫ । সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীভগবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীট-
ধারী অৰ্জুন, কম্পিতকলেবরে ভগবানকে প্রণামকরতঃ মহাভীতচিত্তে করযোড়ে
পুনরায় বলিতে লাগিলেন ।

৩৬ । অৰ্জুন বলিলেন, হে হ্রবীকেশ ! আপনার মহিমা কীৰ্ত্তিত
হইলে জগৎ কল্যাণপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতেই ভক্তি লাভ করে । রাক্ষসগণ

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মনু গরীয়সে ব্রহ্মণোহি প্যাদিকত্রে ।
 অনন্ত দেবেণ জগন্নিবাস ভ্রমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং বৎ ॥৩৭॥
 ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
 বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

৩৭। অর্থঃ। (মহাত্মনু) হে মহাত্মনু! (অনন্ত) হে অনন্ত! (দেবেণ) হে দেবধিপতে! (জগন্নিবাস) হে জগদাধার! (ব্রহ্মণঃ অপি) হিরণ্যগর্ভেরও (গরীয়সে আদিকত্রে) পূজনীয় জনক, (তে) আপনাকে (কস্মাৎ চ) কি নিমিত্ত বা (ন নমেরন্) [দেবগণ] প্রণাম করিবেন না? (সৎ) বাক্ত ক্ষরপুরুষ, (অসৎ) অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষরপুরুষ, (পরং বৎ অক্ষরং) পরমাক্ষর বা উত্তম পুরুষ, (তং চ) তাহা (ত্বং) আপনিই ।

৩৮। অর্থঃ। (অনন্তরূপ) হে অনন্তমূর্ত্তিধারিন্! (ত্বম্) আপনি (পুরাণঃ) অনাদি, (আদিদেবঃ পুরুষঃ) পরমাক্ষর পুরুষ বা উত্তম পুরুষ, (ত্বম্) আপনি (অশ্রু বিশ্বশ্রু) এই জগতের (পরং নিধানম্) একমাত্র আধার, (বেত্তা অসি) আপনিই জ্ঞাতা, (বেদ্যং চ) [আপনিই] জ্ঞেয়, (পরং ধাম চ) এবং [আপনিই] ঐ জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ভাবের পরম আশ্রয়, (ত্বয়া) অব্যক্ত কূটস্থ চৈতন্য-মূর্ত্তিধারা আপনি (বিশ্বং) বিশ্বকে (ততং) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিহীন, হিংসাপরায়ণ আত্মরপ্রকৃতির লোকগণ চতুর্দিকে পলায়ন করে এবং ভক্তিপরায়ণ সিদ্ধগণ আপনার চরণে প্রণত হন, ইহা সঙ্গতই বটে ।

৩৭। হে মহাত্মনু! হে অনন্ত! হে দেবধিপতে! হে জগদাধার! আপনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও পূজ্য ও আদিকারণস্বরূপ। আপনাকে দেবগণ প্রণাম করিবেন, ইহাতে আবার কথা কি? আপনিই পরিণামী ক্ষরপুরুষ, আপনিই অপরিণামী বাকূটস্থ অক্ষরপুরুষ এবং আপনিই পরমাক্ষর পুরুষ বা উত্তম পুরুষ ।

বায়ুৰ্যমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত্বং সহস্রবৃদ্ধঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৭৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত্বং তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্বঃ ॥৮০॥

৩৯। অম্বয়ঃ । (ভূম্ বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ) আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি প্রজাপতি (চ) এবং (প্রপিতামহঃ) [আপনি] সৰ্ব পিতামহস্থানীয় ব্রহ্মারও পিতা ; (তে) আপনাকে (সহস্রবৃদ্ধঃ) সহস্রবার (নমঃ নমঃ অস্ত্ব) প্রণাম করি, (পুনঃ চ নমঃ) পুনর্বার আপনাকে প্রণাম করি, (ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ) আবার আপনাকে প্রণাম করি ।

৪০। অম্বয়ঃ । (সৰ্ব) হে বিশ্বমূৰ্ত্তে ! (তে) আপনাকে (পুরস্তাৎ) সম্মুখে (অথ) এবং (পৃষ্ঠতঃ) পশ্চাতে (নমঃ) প্রণাম করি, (তে) আপনাকে (সৰ্বতঃ এব) চতুর্দিকে (নমঃ অস্ত্ব) প্রণাম করি, (অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমঃ) অনন্তবীৰ্য্য এবং অপরিসীম শক্তিশালী (ভূম্) আপনি (সৰ্বং) বিশ্ব (সমাপ্নোষি) ব্যাপিষ্টা অবস্থান করিতেছেন, (ততঃ) সেই হেতু (সৰ্বঃ অসি) আপনিই সব অর্থাৎ আপনি ব্যতীত কিছুই নাই ।

৩৮। হে অনন্তমূৰ্ত্তে ! আপনিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, আপনিই এই জগতের একমাত্র আধার, আপনিই সৰ্ববিৎ, আপনিই জানিবার বিষয়, আপনিই বেত্তা ও বেত্ততাবের পরমাশ্রয় এবং এই জগতের সমস্ত পদার্থেরই অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র আপনিই অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর-মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন ।

৩৯। আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি প্রজাপতি, আবার আপনিই পিতামহ ব্রহ্মারও জনক ; অতএব আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি, আবার প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ।

সখেতি মত্তা প্রসভং যদুভ্যং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
 অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
 যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
 একোহথবা প্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

৪১-৪২ । অর্থঃ । (তব) আপনার (উদঃ মহিমানং) এই অশূৰ্ষ মহিমা (অজ্ঞানতা) না জানিয়া (ময়া) আমি (প্রমাদাৎ) অনবধানতা প্রযুক্ত (প্রণয়েন বা অপি) বা প্রণয়বশতঃ (সখা ইতি মত্তা) সখা ভাবিয়া (হে কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ ! (হে যাদব) হে যাদব ! (হে সখে) হে সখে ! (ইতি) এইরূপ (প্রসভং) হঠকারিতাবশতঃ (যৎ উভ্যম্) যাহা কিছু বলিয়াছি, (বিহারশয্যাসনভোজনেষু) জীড়া কালে, শয়ন কালে, উপবেশন কালে ও ভোজন কালে, (একঃ) একাকী অবস্থান কালে (অথবা) অথবা (তৎসমক্ষং) বন্ধুগণের সমক্ষে (অবহাসার্থং) পরিহাস-চ্ছলে (যৎ) যাহা কিছু (অসংকৃতঃ অসি) আপনাকে অসম্মান করিয়াছি, (অচ্যুত) হে অব্যয় ! (অঃম্) আমি (অপ্রমেয়ং ত্বাম্) অচিন্ত্যপ্রভাব আপনার নিকট (তৎ) সেই সমস্ত অপরাধের (ক্ষাময়ে) ক্ষমা চাহিতেছি ।

৪০ । হে সৰ্ব্বমূর্ত্তে । আপনাকে সম্মুখে পশ্চাতে এবং চতুর্দিকেই প্রণাম করি, কারণ আপনি চরাচর-বিশ্বব্যাপী । আপনার তেজ অনন্ত, শক্তিও অনন্ত, এবং যেহেতু আপনি সমস্ত ব্যাপিরা রহিয়াছেন, সেই হেতু মে সমস্তই আপনি ।

৪১-৪২ । আপনার এই অপূৰ্ণ মহিমা না জানা হেতুই আমি অজ্ঞানতা-বশতঃ মিত্রভাবে আপনাকে “হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে !” এইরূপ কত অশুপযুক্ত সম্বোধন করিয়াছি । হে অচ্যুত ! জীড়া কালে, শয়ন কালে, উপবেশন কালে ও ভোজন কালে, আপনার একাকী অবস্থিতি সময়ে বা বন্ধুগণের সম্মুখে আমি পরিহাসচ্ছলে কত অত্যাচার বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনার অসম্মান করিয়াছি । হে বিভো ! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন ।

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত ভ্রমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।
 ন ভ্রংসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্তোলোকত্রয়েহ্যপ্রতিমপ্রভাবা ॥৪৩॥
 তস্ম্যাং প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়ম্ ।
 পিতেব পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ান্ হঁসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

৪৩। অর্থঃ। (অপ্রতিমপ্রভাব) হে অতুলনীয় প্রভাবশালিন্! (ভ্রম্) আপনি (চরাচরস্ত লোকস্ত) স্থাবরজঙ্গমাশ্রক জিলোকের (পিতা অসি) পালন-কর্তা, (অস্ত) এই জিলোকের (পূজ্যঃ) পূজনীয় (গুরুঃ) গুরু, (গরীয়ান্ চ অসি) এবং গুরুবও গুরু। (লোকত্রয়ে) জিহুবনে (তৎসমঃ অপি) আপনার সমানই (ন অস্তি) নাই, (অভ্যধিকঃ) আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (অন্তঃ) অস্ত (কুতঃ) কোথায়?

৪৪। অর্থঃ। (দেব) হে দেব! (তস্ম্যাং) অতএব (অহম্) আমি (কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া (ঈশং ঈড্যং ত্বাম্) বন্দনীয় সর্বনিয়ন্তা আপনার (প্রসাদয়ে) প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। (পিতা ইব পুত্রস্ত) পিতা যেমন পুত্রের, (সখা ইব সখ্যুঃ) মিত্র যেমন মিত্রের, (প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ান্) [ইব] পতি যেমন পত্নীর [অপরাধ গ্রহণ করেন না সেইরূপ আমার অপরাধ] (সোঢ়ুম্ অহঁসি) ক্ষমা করিবেন।

৪৩। হে অসীমশক্তে! আপনি এই চরাচর বিশ্বের জনক; আপনি সকল লোকেরই পরম পূজ্য গুরু এবং গুরুবও গুরু। এই জিজ্ঞাসিতে আপনার সমান কিছুই নাই, হুতরাং আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আবার কি হইবে?

৪৪। অতএব হে দেব! আপনাকে পরম বন্দনীয় ঈশ্বররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর অপরাধ গ্রহণ করেন না, তজ্জপ আমার কৃত অশ্রদ্ধ ব্যবহার গ্রহণ করিবেন না।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
 তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
 কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
 তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসম্মেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
 তেজোগয়ং বিশ্বমনস্তমাতং যন্তে হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

৪৫। অস্বয়ঃ। (দেব) হে দেব! (অদৃষ্টপূর্ব্বম্) অদৃষ্টপূর্ব্ব [তোমার রূপ] (দৃষ্ট।) দেখিয়া (হৃষিতঃ অস্মি) আনন্দিত হইয়াছি। (ভয়েন চ) [কিন্তু] ভয়েও (মে মনঃ) আমার মন (প্রব্যথিতং) অস্থির হইয়াছে; (দেবেশ) হে পরমদেবতা! (জগন্নিবাস) হে জগদাধার! (তৎ এব রূপং) আপনার ইষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি (মে) আমাকে (দর্শয়) দেখান; (প্রসীদ) আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

৪৬। অস্বয়ঃ। (অহম্) আমি (ত্বাম্) আপনাকে (তথা এব) সেইরূপ (কিরীটিনং) কিরীটধারী, (গদিনং) গদাধারী, (চক্রহস্তং) চক্রধারীরূপে (দ্রষ্টুম্) দেখিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি, (সহস্রবাহো) হে অসংখ্যবাহো! (বিশ্বমূর্ত্তে) হে বিশ্বরূপ! (তেন এব) সেই (চতুর্ভুজেন রূপেণ) চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে (ভব) প্রকটিত হউন।

৪৫। হে পরম দেবতা! আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ও ভয়, এই উভয় বিরুদ্ধ ভাবেরই যুগপৎ উদয় হইতেছে। অতএব হে জগদাধার! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ইষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তিতে দর্শন দিন।

৪৬। আমি সেই কিরীটমস্তক, গদাচক্রধারীরূপে আপনাকে দেখিতে চাহিতেছি; হে অসংখ্যবাহো বিশ্বমূর্ত্তে! আমাকে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিন।

ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈ নর্দানৈ নচক্রিয়াভি নতপোভিরুগ্রৈঃ ।
 এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥
 মা তে ব্যথা মা চ বিমুঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃদ্ধ্যমেদম্ ।
 ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

৪৭। অঘঃ । (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (অর্জুন) হে অর্জুন ! (প্রসন্ন ময়া) আমি প্রসন্ন হইয়া (আত্মযোগাৎ) যোগমায়া আশ্রয়ে (তব) তোমাকে (ইদং) এই (তেজোময়ং) তেজোময়, (অনন্তং) অনন্ত, (আত্মং) আদিভূত (মে) আমার (পরং) শ্রেষ্ঠ (বিশ্বং রূপং) বিশ্বরূপ (দর্শিতং) দেখাইলাম, (যৎ) যে রূপ (ত্বদন্তেন) তুমি ভিন্ন অন্য কেহ (ন দৃষ্টপূর্বম্) পূর্বে দেখে নাই ।

৪৮। অঘঃ । (কুরুপ্রবীর) হে কুরুবীর অর্জুন ! (ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈঃ) না বেদাধ্যয়নদ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়নদ্বারা, (ন দানৈঃ) না দানের দ্বারা, (ন চক্রিয়াভিঃ) না অগ্নিহোত্রাদি শ্রোতুকর্ম্মদ্বারা (ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ) চ) কিংবা না উগ্র তপস্তাদিদ্বারা (এবংরূপঃ অহং) আমার এই বিশ্বরূপটি (ত্বদন্তেন) তোমা ব্যতীত (নৃলোকে) পৃথিবীতে [কেহ] (ত্রষ্টুং) দেখিতে (শক্যঃ) সমর্থ হয় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা কেহ বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ।

৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ এই মহাতেজোময়, আদিভূত, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম । আমার এই রূপ একমাত্র তুমিই দেখিলে ; আর কেহ কখনও দেখেন নাই ।

ভগবানের বিশ্বরূপ মার্কণ্ডেয়, যুশোদা, অক্রুর, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি অনেকেই দেখিয়াছেন ; তবে এই কয়াল কালমুখি আর কেহ দেখেন নাই বটে ।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা। স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্নহাত্মা ॥৫০॥

৪৯। অর্থঃ। (মম) আমার (ঈদৃক্) এইরূপ (ঘোরং) ভয়ঙ্কর (ইদং রূপং) এই বিশ্বরূপ (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (তে) তোমার (ব্যথা) ভয় (মা) না হউক (বিমূঢ়ভাবঃ চ) এবং মোহ (মা) না হউক; (ব্যপেতভীঃ) নিঃশঙ্কচিত্তে (প্রীতমনাঃ) প্রশমহৃদয়ে (পুনঃ) পুনর্বার (অঃ) তুমি (মে) আমার (ইদং) এই (তৎ এব) সেই চতুর্ভূজ (রূপং) মূর্তি (প্রপশ্য) দর্শন কর।

৫০। অর্থঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (বাসুদেবঃ) শ্রীভগবান্ (অৰ্জুনং) অৰ্জুনকে (ইতি উক্ত্বা) এই বলিয়া (ভূয়ঃ) পুনরায় (তথা) পূর্বোক্ত (স্বকং) স্বীয় (রূপং) চতুর্ভূজমূর্তি (দর্শয়ামাস) দেখাইলেন; (মহাত্মা) পবন কারুণিক সর্বেশ্বর (সৌম্যবপুঃ) শান্তদেহ অর্থাৎ দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণমূর্তি (ভূত্বা) হইয়া (ভীতম্) ভীত (এনম্) অৰ্জুনকে (পুনঃ) পুনরায় (আশ্বাসয়ামাস) আশ্বাস প্রদান করিলেন।

৪৮। হে কুরুবীর অৰ্জুন! মানবগণের মধ্যে বেদাধ্যয়ন, যোগাসাক্ষ-নৃত্যাদি শাস্ত্রের অর্থবিচার, দানক্রিয়া, অগ্নিহোত্রাদি শ্রীত কৰ্ম বা পরোপকার-রূপ সংকৰ্ম, কিংবা উগ্র তপশ্রাদিদ্বারা আমার এই প্রকার বিশ্বরূপের দর্শনলাভ ঘটে না। ইহা মাত্র তোমার ভাগ্যেই ঘটয়াছে।

৪৯। আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া তোমাতে যে ভয় ও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর হউক। নিঃশঙ্কচিত্তে, প্রশমহৃদয়ে সেই চতুর্ভূজমূর্তি দর্শন কর।

৫০। সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীভগবান্ এই বলিয়া, (অৰ্জুনের দৃষ্টি হইতে) এই বিশ্বরূপকে অন্তর্হিতকরতঃ সেই চতুর্ভূজমূর্তিতে দর্শন দিলেন এবং পুনরায় দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া সাত্ত্বনাবাক্যদ্বারা তাঁহার ভয়ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি দান করিলেন।

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্জিগঃ ॥৫২॥

৫১। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন বলিলেন, (জনার্দন) হে জনার্দন ! (তব) আপনার (ইদং) এই (সৌম্যং) সুন্দর (মানুষ্যং রূপং) মানুষী মূর্তি (দৃষ্ট।) দেখিয়া (ইদানীং) এক্ষণে (অহম্) আমি (সচেতাঃ) স্থিরচিত্ত (সংবৃত্তঃ) হইলাম (প্রকৃতিং গতঃ অগ্নি) [এবং] প্রকৃতিস্থ হইলাম ।

৫২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (মম) আমার (ইদং) এই (সুহৃদর্শং) অত্যন্ত দুর্লভদর্শন (যং রূপম্) যে বিরাট রূপ (দৃষ্টবান্ অসি) দেখিলে, (দেবাঃ অপি) দেবগণও (অস্ত রূপম্) এই বিবরূপ (নিত্যং) সর্বদা (দর্শনকাজ্জিগঃ) দর্শন করিবার জন্য লালসা করেন ।

৫১। অৰ্জুন কহিলেন, হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য মানুষী মূর্তি দর্শন করিয়া আমি স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম অর্থাৎ আমি যে অৰ্জুন, আপনি যে আমাদের সেই শ্রীকৃষ্ণ, এটি যে যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই আমাদের মৈত্র, ঐ উভাদের মৈত্র, ইত্যাদি পূর্বস্মৃতি আমাদের উপস্থিত হইল। এতকণ এই সকলের স্মৃতি আমাদের বিত্তমান ছিল না।

৫২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি আমার এই যে বিরাট রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন করা অতিশয় দুর্লভ এবং কোন কোন সাধকের পক্ষে প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত ভয়কর হইলেও পরে অতি প্রিয় হইয়া থাকে। দেবতাগণও এই রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্বদা লালসিত ।

নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥

ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তদ্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

৫৩। অর্থঃ। (মাং) আমাকে (যথা) যেরূপে (দৃষ্টবান্ অসি) দর্শন করিলে, (এবংবিধঃ অহং) আমার এই রূপ (ন বেদৈঃ) না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, (ন তপসা) না তপস্বীদ্বারা, (ন দানেন) না দানদ্বারা, (ন চ ইজ্যয়া) না যজ্ঞের দ্বারা [কেহ] (দ্রষ্টুং শক্যঃ) দেখিতে সমর্থ হয়।

৫৪। অর্থঃ। (পরন্তপ) হে শক্রতাপন! (অর্জুন) হে অর্জুন! (অনন্তয়া ভক্ত্যা তু) একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই [সাধক] (এবংবিধঃ) এতাদৃশ রূপধারী (অহং) আমাকে (তদ্বেন) যথাযথরূপে [যথাক্রমে] (জ্ঞাতুং) জানিতে, (দ্রষ্টুং) দেখিতে (প্রবেষ্টুং চ) এবং আমাতে প্রবেশ করিতে (শক্যঃ) সমর্থ হয়।

৫৩। তুমি আমার যে যুক্তি দর্শন করিলে, ইহা বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞাস্থান, দানকর্ম কিংবা তপশ্চরণ, কিছুই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৫৪। হে অর্জুন! অনন্তভক্তির দ্বারাই আমার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

অনন্তভক্তি কি? অনন্তভক্তি তাহাকেই বলা যায়, যখন পূর্বজীবনের শুভহেতু, আপনা হইতেই হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব, ভগবৎকথা, ভক্তসঙ্গ যত ভাল লাগে, সংসারের কোন বস্তু, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র বা ধনসম্পত্তি, কিছুই তত ভাল লাগে না। সর্বদাই ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি প্রবাহিত হইতে থাকে; তখনই হৃদয়ে অনন্তা ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে নিশ্চিত। ঐ ভক্তি, জ্ঞান ও সাধনযোগে ক্রমেই প্রবলা হইতে থাকে ও সাধকের সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া, একমাত্র ভগবানকেই সাধকের হৃদসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—

ইহারই নাম অনন্তা ভক্তি ; নতুবা সকায়া বা কর্তব্যাস্তর্গতা কিংবা সখের ভক্তি কখনই অনন্তা ভক্তি হইতে পারে না। অনন্তা ভক্তিই সাত্বিকী ভক্তি, সকায়া বা কর্তব্যাস্তর্গতা ভক্তি রাজসী ভক্তি, আর লোককে দেখাইবার জন্ত কপট বা সখের ভক্তি তামসী ভক্তি। রাজসী ও তামসী ভক্তির দ্বারা ভগবন্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনাদি কিছুই সফল হইতে পারে না। ভক্তি বৈরাগ্যমূলা না হইলে, তাহাকে ভক্তিই বলা যায় না। বৈরাগ্যমূলা ভক্তিই সাত্বিকী ভক্তি। ভক্তসাধক ভগবানের নিকট হইতে কোন ভোগফলপ্রাপ্তিরই কামনা রাখেন না ; মাত্র ভগবানকে চাহেন। ভাগবতী শান্তি লাভের ইচ্ছাই হৃদয়ের সাত্বিকী পিপাসা এবং সেই পরম প্রাণনাথের সঙ্গই পরমানন্দময় পরিণাম। সেই প্রেম উপস্থিত হইলে সাধকের সর্বস্ব হুখাময় হইয়া যায়। নারদ বলিয়াছেন, “স পরাত্মরক্তিরীশ্বরে”, ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী নিকামা আত্মরক্তিই ভক্তি। এই সাত্বিকী ভক্তিলাভই জ্ঞানার্জনের শুভ ফল ; নতুবা ভগবন্ত্বজ্ঞান বা সাধনাদি সমস্তই বিফল হইয়া যায়। এই জন্তই মাত্র শাস্ত্রপণ্ডিতগণের সকাম শুদ্ধজ্ঞানার্জন বা বৈরাগ্যহীন সাধকের অধ্যাত্মসাধনাদি মরুক্ষেত্রে বণিত বীজবৎ নিফল। সাত্বিকী অনন্তা ভক্তি ব্যতীত, ভগবানের শুভদৃষ্টি সাধকের উপরে পতিত হয় না এবং ভগবৎকৃপার অভাবে ভগবানের স্বার্থ তত্ত্ব হৃদয়ে স্মৃতিত হয় না।

ভগবান্ এই শ্লোকে বলিলেন যে, ‘অনন্তা ভক্তিগহ আমাকে তব্বের সহিত জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে হইবে।’ ইহাধারাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, ‘আমার এই লীলার বিষয় জানিলেই বা আমার এই মায়াময় লীলামৃতি দর্শন করিলেই হইবে না ; আমার স্বার্থ তত্ত্ব সদগুরু নিকটে বুঝিতে হইবে।’ ‘নেতি নেতি’ বিচারের দ্বারা সেই নির্মল তব্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করাকেই বলিতেছেন, “জ্ঞাতুম্”। তাহার পর সদগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া যখন ‘তৎপদং’ দেখাইয়া দিবে, তখন সাধকের ভগবদ্দর্শনলাভ ঘটিবে ; ইহাকেই বলিতেছেন, “ব্রূতুম্”। তাহার পর গুরুসেবাপরায়ণ ভক্তিমান সাধক যখন গুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইয়া জগদ্রূপ আবর্জনামুক্ত

মৎকর্ষকৃন্মাৎপরমো মদুত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্ভৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

৫৫। অর্থঃ। (পাণ্ডব) হে অর্জুন ! (যঃ) যে সাধকের (মৎকর্ষকৃন্মাৎ)

সমস্ত কর্ষ আমিভাবময়, (মৎপরমঃ) ষাঁহার আমিই একমাত্র অবলম্বন, (মদুত্তঃ) আমার প্রতি ভক্তিরসেই ষাঁহার হৃদয় প্রাবিত রহিয়াছে, (সঙ্গবর্জিতঃ) বিষয়া-
সক্তি ষাঁহার হৃদয় হইতে অপস্থত [এবং] (সর্বভূতেষু নির্ভৈরঃ) যিনি সর্বভূত-
হিতে রত, (সঃ) তিনি (মাং) আমাকে (এতি) প্রাপ্ত হন ।

শাস্তিস্বধাময় ভগবৎসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, সেই পরমানন্দময়
পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন, "প্রবেষ্টুম্"। এই তিন প্রকার ফললাভ
করিতে হইলে, অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব স্বয়ং পরোক্ষ জ্ঞানার্জন, ভগবদর্শনলাভ ও
ভগবানে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পরমসঙ্গিনী অনগ্রা ভক্তিকে চাই। তিনি
সঙ্গে না থাকিলে পরিভ্রমই সার, কিছুই ফললাভ ঘটবে না; সেইজন্যই প্রজা-
পতি ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদম্ তে বিভো

ক্লিষ্টান্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশ এব শিষ্যতে

নাহুদ্ বথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

হে বিভো ! ষাঁহার পরমগতিস্বরূপা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া পরম জ্ঞান-
লাভের চেষ্টা করে, তুষাবঘাতবৎ (তণ্ডুলশূ তুষে পাদ দেওয়ার ত্রায়) তাহাদের
সে চেষ্টা বৃথা হয় ।

৫৫। হে অর্জুন ! ষাঁহার সমস্ত কর্ষ আমিময়, ষাঁহার আমিই একমাত্র
অবলম্বন, আমার ভক্তিরসেই ষাঁহার হৃদয় প্রাবিত রহিয়াছে, সংসারাসক্তি ষাঁহার
হৃদয় হইতে অপস্থত এবং কোন প্রাণীতেই ষাঁহার শত্রুভাব নাই, তিনি নিশ্চয়ই
আমাকে লাভ করেন ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

১। অর্থঃ । (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (এবং) বিশ্বকর্ষ-
বিশ্বভর্ষ-বিশ্বেশ্বরেশ্বরভূত সগুণব্রহ্মত্বেন—বিশ্বকর্তা, বিশ্বভর্তা ও বিশ্বেশ্বরেশ্বর
ঈশ্বরভূত সগুণব্রহ্মরূপে (সততযুক্তাঃ) অনন্তশরণ হইয়া নিরন্তর ভগবৎকর্মে
সমাহিতচিত্ত (যে ভক্তাঃ) যে ভক্তগণ (ত্বাম্) সগুণ ও নিগুণ মহিমায় বিমণ্ডিত
আপনাকে (পর্যুপাসতে) সগুণভাবে উপাসনা করেন, (যে চ অপি) এবং
ঐহারা—যে জ্ঞানিগণ (অব্যক্তং) সর্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার (অক্ষরং)
কূটস্থ চিন্মাত্র নিগুণ পরব্রহ্মভাবে [পর্যুপাসতে] আপনাকে উপাসনা করেন,
(তেষাম্) তাঁহাদের অর্থাৎ উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে (কে যোগবিত্তমাঃ) কাঁহার
অর্থাৎ কোন শ্রেণীর সাধকগণ অধিকতর যুক্ত বা যোগজ্ঞ ?

১। দ্বিতীয় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ববিশেষণশূন্য অক্ষর ব্রহ্মের
উপাসনা এবং সর্বযোগৈশ্বর্য, সর্বজ্ঞান ও সর্বশক্তিসম্পন্ন সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা,
এই দ্বিবিধ উপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে সগুণভাবে ঈশ্বরের
উপাসনার জন্য সকল ভগবতের আত্মস্বরূপ আত্ম ঐশ্বরীয় রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ
দেখাইয়া বলিয়াছেন, “মৎকর্মকৃতং” ইত্যাদিভাবেই বিশ্বরূপের উপাসকগণ তাঁহাকে
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই দুই অর্থাৎ সগুণ ও নিগুণ উপাসনার মধ্যে অৰ্জুনের
পক্ষে কোনটি উৎকৃষ্টতর তাহা জানিবার জন্য অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময়্যাবেশ্চ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যাক্তং পযু্যপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥

সংনিয়ম্যোদ্ভিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ময়ি) সগুণ ও নিগুণ মহিমায় বিমণ্ডিত আমার সগুণ মূর্তিতে (মনঃ আবেশ্চ) মন একাগ্র করিয়া (নিত্যযুক্তাঃ) 'মৎকর্ষকুং' ইত্যাদিরূপে ময়িষ্ঠ হইয়া (পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ) পরমা ভক্তির সহিত (যে) ঐহারা (মাম্) আমাকে [উপাসতে] উপাসনা করেন, (তে) তাঁহারা (যুক্ততমাঃ) অধিকতর যুক্ত বা যোগজ্ঞ, [ইহাই] (মে) আমার (মতাঃ) অভিপ্রায় ।

৩-৪। অর্থঃ। (যে তু) পূর্বোক্ত নিত্যযুক্ত উপাসকগণ হইতে অগ্র ঐহারা (সর্বত্র) সর্বকালে, সর্ববস্তুতে ও সর্বভূতে (সমবুদ্ধয়ঃ) সমদর্শী [এবং] (সর্বভূতহিতে রতাঃ) সর্বভূতবৈর মঙ্গলাভিলাষী [সন্তঃ] হইয়া (ইজ্জিয়গ্রামং) ইজ্জিয়সমূহকে (সংনিয়মা) নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া অর্থাৎ

যে সকল ভক্ত সাধক সর্বদাই আপনাতে যুক্ত থাকিয়া সাধন করেন, আর ঐহারা অব্যক্ত অক্ষর ভাবের সাধন করেন, এই উভয় শ্রেণীর সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার বিশ্বরূপে মনকে একাগ্রকরতঃ যে ভক্তগণ যোগেশ্বরগণের অধীশ্বর সর্বজ্ঞ আমাকে পরমা ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহরাই যুক্ততম, ইহাই আমার অভিপ্রায় ।

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিতুঃখং দেহবন্তিরবাধ্যতে ॥৫॥

অন্তর্মুখী করিয়া (সৰ্ব্বগম্) আকাশের আয় সৰ্ব্বব্যাপী, (অচিন্ত্যং) ইন্দ্রিয়-
প্রত্যক্ষের অগোচর, (অচলং) ভৌতিক পরমাণু ও মনবুদ্ধি-অঙ্কুরাদির আয়
যিনি চঞ্চল বা অনিয়তস্বরূপ নহেন অর্থাৎ অচঞ্চল, (কুটস্থং) অবিকারী, (ধ্রুবং)
নিত্য, (অনির্দেহং) কর্তা, অকর্তা, ভোক্তা, অভোক্তা ইত্যাদি ভাবদ্বারা নির্দেশ
করিবার অযোগ্য বা অবিজ্ঞেয়, (অব্যক্তং) সৰ্ব্ববিধ প্রমাণ ও ইন্দ্রিয়াদির
অগোচর বা অজ্ঞাত, (অক্ষরং) [এরূপ] নিরূপাধিক চৈতন্যস্বরূপের
(পর্য্যাপাসতে) সৰ্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, (তে) তাঁহারা অর্থাৎ জ্ঞানিগণ
(যাম্ এব) আমাকেই (প্রাপ্নুবন্তি) প্রাপ্ত হন ।

৫। অর্থঃ । (তেবাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্) পূর্বোক্ত অব্যক্ত অক্ষর
ব্রহ্মস্বরূপে আসক্তিপরায়ণ ঐ জ্ঞানিগণের (অধিকতরঃ ক্লেশঃ) [নাস্তিভাবময়
সাধনপথ] প্রথমোক্ত ভক্তগণের সাধনপথ অপেক্ষা অধিক কষ্টজনক । (ইহ)
যেহেতু (দেহবন্তিঃ) দেহাভিমানদ্বারা যুক্ত থাকায় সাধক জীব, দেহাভিমান
পরিভ্যাগপূর্বক (অব্যক্তা গতিঃ) নিরালম্বন পদবীতে আরোহণ করিতে
(তুঃখং অবাধ্যতে) মহাতুঃখ পান ।

৩৪। তাহা হইলে অক্ষর-উপাসকগণ কি যুক্ততম নহেন ? এই প্রশ্নকার
উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যে সকল সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ সৰ্ব্বত্র সমদর্শী,
সৰ্ব্বভূতহিতে রত, বাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়াছেন, বাঁহারা সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণ-
স্বরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত, মায়াধীশ, অচঞ্চল স্ততরাং ধ্রুব অর্থাৎ স্থির
ও নিত্য, অব্যক্ত অর্থাৎ উপাধিবর্জিত অক্ষর ভাবের সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারাও
আমাকেই প্রাপ্ত হন । জানীই আমার আত্মা, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ঈদৃশ
জ্ঞানিগণ অবিচলিতা নির্মলা পরা ভক্তি ও পূর্ণ নির্ভয়তাসহ সাধন করিতে করিতে
এক অবিভীয় ব্রহ্মসত্তাতে সমস্ত জগদ্ব্যবকে ডুবাইয়া দিয়া একমাত্র তাঁহাকেই

যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংযত্ব মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

৬-৭। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (যে তু) যে সকল নিত্যযুক্ত ভক্তসাধক (সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি) নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক সমস্ত কৰ্ম্ম (ময়ি) সন্তুপে বাহুদেবে—সমুপব্রজ্য আমাতে (সংযত্ব) অর্পণকরতঃ (মৎপরাঃ) আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া (অনন্তেন এব যোগেন) ঐকান্তিকৌ ভক্তিদ্বারা (মাং ধ্যায়ন্তঃ) আমার ধ্যানে যুক্ত থাকিয়া (উপাসতে) উপাসনা করেন, (ময়ি আবেশিতচেতসাম্) মদগতচিত্ত (তেষাম্) সেই ভক্তগণকে (অহং) আমি (মৃত্যুসংসারসাগরাৎ) জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসমুদ্র হইতে (ন চিরাৎ) শীঘ্রই (সমুদ্ধর্তা ভবামি) উদ্ধার করি।

বিদ্যমান দেখেন ও আপনার নির্মলা সত্তাকেও সেই পরমানন্দরসস্বরূপ ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া ভেদমুক্ত আনন্দস্বরূপ সচ্ছোমুক্তি লাভ করেন। পরম সাধনভাবের এই যে আভাস প্রকাশ করা হইল, ইহার দ্বারা সেই সাধনানন্দের কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে অপূর্ণ আনন্দ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে, তাহা স্বয়ংবেত্তা।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—“স্বয়ং বেত্তঞ্চ তদব্রজ্য কুমারী মৈথুনং যথা”।
শ্রীমদ্ভগবতঃ বলিয়াছেন—

“সমাধিনির্ধৃতমলস্ত চেতসো

নিবেশিতস্তাত্মনি যৎ স্মৃৎ ভবেৎ ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা

স্বয়ম্ভদন্তঃকরণেন গৃহতে ॥”

অর্থাৎ নির্মলাস্তর (জীবাভিমানমুক্ত) সাধক পরম অদ্বয় অধ্যাত্মভাবে নিমগ্ন হইয়া যে মহানন্দ ভোগ করেন, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে, তিনি স্বয়ংই অন্তরে অন্তরে তাহা গ্রহণ করেন মাত্র।

৫। ঐহারা মৎকৰ্ম্মাদিপরায়ণ হইয়া বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তাহাদিগকে একান্তভাবে মন্ত্ৰিত, মৎসেবন, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥

৮। অর্থঃ। (ময়ি এব) আমাতেই (মনঃ আধৎস্ব) মনকে স্থাপিত কর [এবং] (ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়) সমাহিত বুদ্ধি দ্বারা আমাকেই চিন্তা কর, (অতঃ উর্দ্ধং) দেহত্যাগান্তে (ময়ি এব) আমাকেই আশ্রয় করিষা (নিবসিষ্যসি) বাস করিবে অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, (সংশয়ঃ ন) সন্দেহ নাই ।

৯। অর্থঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয় ! (অথ) যদি (ময়ি) আমাতে (চিত্তং স্থিরং) চিত্তকে অচঞ্চলভাবে (সমাধাতুং) স্থাপন করিতে (ন শক্লোষি) সমর্থ না হও, (ততঃ) তাহা হইলে (অভ্যাসযোগেন) অভ্যাসযোগ দ্বারা অর্থাৎ আমার সাকারমূর্তি অবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতারূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা (মাম্) আমাকে (আপ্তুং) পাইবার জন্য (ইচ্ছ) প্রার্থনা কর ।

ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু পরমার্থদর্শী অক্ষর-উপাসকগণের দেহাভিমান পরিত্যাগনিমিত্ত যে ক্লেশ, তাহা অত্যন্ত অধিক। বাহ্যদের দেহাভিমান কিঞ্চিন্নাত্র বিদ্যমান আছে, ঐ অব্যক্ত অক্ষরাঙ্গিকা গতিলাভ তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর ।

৬-৭। আমাতেই একান্ত নির্ভরশীল যে সকল ভক্ত সাধক সমস্ত কর্ম আমাতেই অর্পণকরতঃ সর্বদা আমাকে হৃদয়স্থ রাখিয়া আমার ধ্যানে যুক্ত থাকেন, মদগতপ্রাণ সেই সকল ভক্ত সাধককে, জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল সংসারসমুদ্র হইতে আমিই নীচ উদ্ধার করি। (পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিলেন) ।

৮। আমার ভাবেই মন ও বুদ্ধিকে সর্বদা ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা কর ; যদি তাহা পার, তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে সামীপ্যাদি মুক্তিদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥১০॥

অথৈতদপাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতান্বান্ ॥১১॥

১০। অর্থঃ। [যদি] (অভ্যাসে অপি) অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও (অসমর্থঃ অসি) অক্ষম হও, [তাহা হইলে] (মৎকৰ্ম্মপরমঃ ভব) ভ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কৰ্ম্মগুলি করিতে থাক ; (মদর্থং) আমার ভক্তির উৎপাদক (কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ অপি) কৰ্ম্ম করিলেও (সিদ্ধিঃ অবাপ্যসি) ক্রমোন্নতিক্রমে পরিণামে সিদ্ধি লাভ করিবে ।

১১। অর্থঃ। (অথ) যদি (এতৎ অপি কৰ্ত্তুং) ভ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির কৰ্ম্মগুলি করিতেও (অশক্তঃ অসি) অক্ষম হও, (ততঃ) তাহা হইলে (মদযোগমাশ্রিতঃ) আমার শরণাপন্ন হইয়া (যতান্বান্) সংযতচিত্তে (সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং কুরু) সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্ত যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে, সেই সকল কৰ্ম্মের ফল আমাকে সমর্পণ করিতে চেষ্টা কর ।

২। হে অৰ্জুন ! যদি একান্ত আমাতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে চিত্তকে সমাহিত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা অর্থাৎ ভগবানের দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলম্বনে তাহাতেই মন ও বুদ্ধিকে স্থাপন করিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা চিত্তমনের হৈর্য্য সাধিতকরতঃ, ক্রমোন্নতিক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত হইয়া আমাকে পাইবার জন্ত যত্ন কর ।

১০। যদি উক্তপ্রকার অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে আমার কৰ্ম্মে নিযুক্ত হও ; অর্থাৎ একাদশাদি ব্রতাচরণ এবং নামসংকীৰ্ত্তন ও জপাদি কৰ্ম্ম নিকামভাবে সম্পন্ন কর । সকামভাবে করিলে, কৰ্ম্ম ভগবানের হইবে না, তোমারই হইবে, এবং তাহার দ্বারা ভগবৎসাধনে শক্তিলাভকরতঃ ক্রমে

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ভ্যানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

১২। অর্থঃ। (অভ্যাসাৎ) অবিবেকসহকৃত সাংকার ধ্যানাভ্যাস হইতে (জ্ঞানং) পরোক্ষজ্ঞান (হি) নিশ্চয় (শ্রেয়ঃ) উৎকৃষ্ট, (জ্ঞানাৎ) পরোক্ষজ্ঞান হইতে (ধ্যানং) বিবেকসহকৃত ধ্যানযোগ (বিশিষ্যতে) উৎকৃষ্ট ; (ধ্যানাৎ) ধ্যান হইতে (কর্মফলত্যাগঃ) শুভাশুভ কর্মফলত্যাগ [শ্রেষ্ঠ, যেহেতু] (ত্যাগাৎ অনন্তরং) ত্যাগের পর (শান্তিঃ) পরমা শান্তি [লাভ হয়] ।

ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আপনাকে উন্নীত করিতে পারিবে না । বৈরাগ্যের সহিত অর্থাৎ 'কি প্রকারে সেই শাস্তিময় পরম নাথকে প্রাপ্ত হইব', 'কতদিনে এই অশান্তিপূর্ণ তাপদগ্ন সংসার-কায়াগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব,' ইত্যাকার সাধিকী আত্মরক্তির সহিত ঐ সকল কর্ম করিতে করিতে ভগবৎরূপায় সাধনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও তোমার অধ্যাত্মোন্নতির বাবতীয় সুযোগই তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে ; আমার জ্ঞ (মাত্র আমাকে পাইবার জ্ঞ, কোন প্রকার ভোগলাভার্থ নহে) কর্ম করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিবে ।

১১। যদি আমার শ্রীতির জ্ঞ শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তির* কর্মগুলি করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে সংযতচিত্তে আমার শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত কর্মেরই ফলকে পরিত্যাগ কর ।

সাধনের উচ্চ অবস্থায়, জ্ঞানকর্মযোগিগণ বেক্রপ আচরণ করিতে সক্ষম হন, তাহাই অসমর্থ পক্ষে ভগবান্ উপদেশ করিলেন কেন ? ইহা কর্মফলত্যাগের প্রশংসামাত্র ।

* শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ শ্রবণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ।

অদ্বৈতা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মহ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চুন্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

১৩-১৪ । অর্থঃ । (সর্বভূতানাং অদ্বৈতা) ষাঁহার কাহারও প্রতি, এমন কি শত্রুরও প্রতি বিদ্বেষভাব নাই, (মৈত্রঃ) যিনি সকল প্রাণীরই মিত্র, (করুণঃ এব চ) এবং যিনি দুঃখী জনগণের প্রতি দয়াবান্ (নির্মমঃ) ষাঁহার মমতা অর্থাৎ 'আমার আমার' জ্ঞান নাই, (নিরহঙ্কারঃ) যিনি 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাকার অভিমানশূন্য, (সমদুঃখসুখঃ) সুখদুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (ক্ষমী) ক্ষমাশীল, (সততং সন্তুষ্টঃ যোগী) নিত্যতৃপ্ত ও সতত ধ্যানযোগপরায়ণ, (যতাত্মা) সংযতেন্দ্রিয়, (দৃঢ়নিশ্চয়) দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, (ময়ি) আমাতেই (অপিতমনোবুদ্ধিঃ) ষাঁহার মনবুদ্ধি পড়িয়া আছে, (যঃ) যিনি (মে ভক্তঃ) আমার এরূপ নিত্যযুক্ত ভক্ত, (সঃ) তিনি (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয় ।

১৫ । অর্থঃ । (যস্মান্) ষাঁহা হইতে (লোকঃ) কোন লোকই (ন উদ্বিজতে) পীড়াপ্রাপ্ত হয় না (লোকাং চ) এবং কোন লোকবর্জক (যঃ) যিনি (ন উদ্বিজতে) উৎপীড়িত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না (যঃ চ) এবং যিনি (হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ মুক্তঃ) সুখ, ক্রোধ, ভয় ও চিন্তাঞ্চল্যরহিত, (সঃ) সেই অর্থাৎ তাদৃশ সমদর্শী সাধকই (মে) আমার (প্রিয়ঃ) প্রিয় ।

১২ । সাকার ধ্যানাভ্যাস অপেক্ষা পরোক্ষজ্ঞানার্জন শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ, এই ধ্যানযোগ অপেক্ষা কর্মফলভাগ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ত্যাগের পরই পরমা শান্তি উপস্থিত হয় ।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্বরাস্ত্রপরিভ্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন ঘেষ্ঠি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

১৬। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (অনপেক্ষঃ) স্বথপ্রাপ্তিতে অথবা দুঃখপরিভ্যাগে স্পৃহা বা যত্নশূন্য, (শুচিঃ) দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতাসম্পন্ন, (দক্ষঃ) উপস্থিত কর্তব্যে তৎপর, (উদাসীনঃ) পক্ষপাতরহিত, [স্তব্ধাঃ] (গতব্যথঃ) নির্ভয়, (সর্বরাস্ত্রপরিভ্যাগী) সর্বকর্মসংকল্পভ্যাগী (মন্তুক্তঃ সঃ) আমার সেই ভক্ত (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয়।

১৭। অর্থঃ। [অপিচ] (যঃ) যিনি (ন হৃষ্যতি) ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, (ন ঘেষ্ঠি) অনিষ্টলাভে বিবেষরহিত, (ন শোচতি) প্রিয়বিরহে শোক করেন না, (ন কাজ্জতি) প্রিয়বস্ত্রপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, (শুভাশুভপরিভ্যাগী) শুভাশুভকর্মপরিভ্যাগী [এবং] (যঃ ভক্তিমান্) যিনি মন্তুক্তিপরিচয়, (সঃ মে প্রিয়ঃ) তিনি আমার প্রিয়।

১৩-১৪। ষাঁহার কাহারও প্রতি ঘেবভাব নাই, যিনি সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন, সদয়হৃদয়, ক্ষমাশীল, স্বথদুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য, যে অবস্থাই ভোগ করুন তাহাতেই সন্তুষ্ট, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, ‘আমি করিতেছি’ এবং ‘আমার এই সমস্ত’ ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত এবং ষাঁহার মনবুদ্ধি আমাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, এমন যোগযুক্ত ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত।

১৫। ষাঁহা হইতে কেহই গীড়াপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি অন্তকর্ষক উৎ-গীড়িত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না, আনন্দ, ক্রোধ বা মাৎসর্য্য, চিন্তা ও ভয়মুক্ত সেই সাধকই আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥১৮॥

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোদনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্নে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

১৮-১৯ । অর্থঃ । (শত্রৌ চ মিত্রে চ) শত্রু ও মিত্রে (তথা মানাপমানয়োঃ) এবং মান ও অপমানে (সমঃ) সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু) শীত, গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে (সমঃ) সমবুদ্ধিসম্পন্ন (সঙ্গবিবর্জিতঃ) আসক্তিরহিত, (তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ) নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, (মোদনী) বাক্যসংযমী, (যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ) যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, (অনিকেতঃ) বাহার নিয়ত বাসের কোন স্থান নাই, (স্থিরমতিঃ) অবিচলিতাত্ত্বলক্ষ্য অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ, (ভক্তিমান্ নরঃ) ভক্তিমান্ সাধক (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয় ।

১৬ । যিনি নিম্পৃহ অর্থাৎ বাহার কোন ভোগ্য বিষয়ে স্পৃহা নাই; যিনি পবিত্রস্বভাব, কর্তব্যনির্বাহতৎপর, পক্ষাপক্ষভেদবুদ্ধিমুক্ত, স্তবরাং নির্ভয় অর্থাৎ সাংসারিক কোন কারণেই বাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সর্বপ্রকার সঙ্কল-বর্জিত সেই সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত ।

১৭ । যিনি ইষ্টসমাগমে আনন্দিত বা অনিষ্টাগমে বিবাদিত হন না, বাহার অলাভে শোচনা ও লাভের কামনা নাই, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গল বাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না এবং যিনি ভক্তিমান্, সেই সাধকই আমার প্রিয় ।

১৮-১৯ । বাহার শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-গ্রীষ্মে এবং সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, প্রশংসা বা নিন্দা উভয়েকেই যিনি সমান দেখেন, যিনি সর্বদা অনাসক্ত-হৃদয়ে প্রশম্যচিত্তে কর্তব্য পালন করিয়া যান মাত্র, 'ইহা আমার গৃহ,' এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও বাহার নাই, যিনি যথালব্ধবস্তুতে সন্তুষ্ট এবং বাহার বাক্য সংযত, সেই অবিচলিতাত্ত্বলক্ষ্য ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয়ভক্ত ।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিব্যোগো নাম ষাদশোহধ্যায়ঃ ।

২০ । অর্থঃ । (যে তু) বাহার্য (যথোক্তং) পূর্বোক্ত প্রকার (ইদং ধর্ম্যামৃতং) এই ধর্মসদত ও মোক্ষের সাধনভূত উপদেশ (পর্যুপাসতে) বস্ত্র-সহকারে পালন করেন, (শ্রদ্ধধানাঃ) শ্রদ্ধাবান্ [ও] (মৎপরমাঃ) আমাতে অনন্যশরণ (তে ভক্তাঃ) সেই সকল জ্ঞানভক্তিমান্ সাধক (মে) আমার (অতীব) অত্যন্ত (প্রিয়ঃ) প্রিয় ।

২০ । স্ত্র সকল সাধকের আমিই যাত্র অবলম্বন এবং বাহার্য আমার পূর্বপ্রদত্ত ধর্মসদত এবং মোক্ষের সাধনভূত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত পালন করেন, তাঁহারাই আমার অতি প্রিয়ভক্ত ।

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।

এতদবেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥*

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১॥

অর্থঃ । (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (কেশব) হে কেশব ।
(প্রকৃতিং) প্রকৃতি কি (পুরুষং চ এব) এবং পুরুষই বা কে ? (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্র
কি (ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে ? (জ্ঞানং) জ্ঞান কি (জ্ঞেয়ং চ)
এবং জ্ঞেয়ই বা কে ? (এতং) ইহা (বেদিতুম্) জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে কেশব । প্রকৃতি কি এবং পুরুষই বা কে, ক্ষেত্র কি
এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে, জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয়ই বা কে, জানিতে ইচ্ছা করি ।

* দ্বাদশ অধ্যায়ে অৰ্জুনের প্রশ্নের প্রথম বিষয়ের উত্তর ঐ অধ্যায়ে প্রদান করিয়া ত্রয়োদশ
অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অৰ্জুন ঐ বিষয়েই
পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন । এই প্রশ্নের অবতারণার অবকাশ এখানে না থাকিতেও পারে ।
ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের অনেকেই প্রশ্নহচক এই শ্লোকের উল্লেখ আদৌ করেন নাই । এই জন্ত
এই শ্লোকটি সংখ্যাচিহ্নিত হয় নাই ।

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োক্তাণাং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২॥

১। অঘরঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন অর্জুন! (ইদং শরীরং) এই ভোগায়তন দেহ (ক্ষেত্রং ইতি) ক্ষেত্র এই নামে (অভিধীয়তে) কথিত হয়, (যঃ) যিনি (এতৎ) এই ক্ষেত্রকে (বেত্তি) জানেন, (তং) সেই পুরুষকে (তদ্বিদঃ) ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ববিদগণ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি) ক্ষেত্রজ্ঞ এই আখ্যায় (প্রাচঃ) অভিহিত করেন।

২। অঘরঃ। (ভারত) হে অর্জুন! (সর্বক্ষেত্রেষু অপি) ব্রহ্মাদি সকল ক্ষেত্রেই (মাং চ) আমাকেই (ক্ষেত্রজ্ঞং) একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিবে, (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ) ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে (যং জ্ঞানম্) যে জ্ঞান, (তং জ্ঞানম্) সেই জ্ঞান (মম) আমার (মতম্) অভিপ্রেত।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শরীরকেই ক্ষেত্র এবং এই শরীরের সমস্ত ব্যাপার যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন।

২। সকল ক্ষেত্রেরই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আমি; হে অর্জুন! এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, উভয়ের মধ্যে ভেদ কি এবং সম্বন্ধই বা কি, এই তত্ত্বকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

ভগবান্ শরীরকে ক্ষেত্র এবং শরীরের বাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র শাক্ষিস্বরূপ আত্মা বা আপনাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিলেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, চর্ম, রক্ত, বসা, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও গুত্র, এই সপ্তধাতুনির্মিত স্থূল শরীরকে মাত্র লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিলেন। শরীর একটা নয়, তিনটা। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিনকে

লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিয়াছেন। চর্মরক্তাদি সপ্তদাতুদ্বারা গঠিত এই যে দৃশ্যমান ভৌতিক দেহ, ইহাকেই স্থূল শরীর বলা হয়। এই স্থূল শরীর ব্যতীত আর একটি শরীর আছে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি লইয়াই এই সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের দ্বারা বিবয়ের সূক্ষ্ম-ভোগ সাধিত হয়। যেমন স্বপ্নকালে তোমার স্থূল শরীর নিশ্চেষ্টভাবে কলিকাতায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তুমি বাটীতে যাইয়া তোমার পত্নীর পার্শ্বে উপবেশন করতঃ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ উপভোগ করিয়া স্পর্শস্থ ভোগ করিলে। তোমার স্থূল শরীর তো এখানে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া রূপভোগ, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শব্দভোগ, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রসভোগ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্পর্শস্থ-ভোগ হইল কোন্ শরীরের দ্বারা? ঐ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারাই ঐ সকল ভোগ সাধিত হইয়াছে। যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কৰ্ম্ম করে, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা; যখন স্থূল শরীর কৰ্ম্ম করে না, কেবল ঐ সূক্ষ্ম শরীর কৰ্ম্ম করে তখন আমাদের স্বপ্নাবস্থা; আর যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কৰ্ম্ম করে না, তখনই আমাদের স্বষ্টি অবস্থা। ঐ স্বষ্টি অবস্থাই আমাদের কারণ-শরীর নামক অব্যক্ত বীজভূত শরীরকে দেখাইয়া দিতেছে। 'আমি আছি' ইত্যাকার জ্ঞানই অহংরূপী জীব (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। ঐ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরের দ্বারাই ভোগাভিমান করে, কিন্তু স্বষ্টিকালে উক্ত প্রকার ভোগাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অহংজ্ঞানরূপী জীব অব্যক্ত কারণ-শরীরে প্রবেশ করে; তখন যাবতীয় অস্তিত্বই নাস্তিময় তমঃসাগরে ডুবিয়া যায়। তখন আমিও নাই, স্তবরাং জগৎও নাই এবং স্থখ বা দুঃখ, কোন প্রকার ভোগাভিমানও আমাতে নাই। যতক্ষণ অহমের অস্তিত্ব, ততক্ষণ জগতেরও অস্তিত্ব, আবার যতক্ষণ অহমের নাস্তিত্ব, ততক্ষণ জগতেরও নাস্তিত্ব। অগ্রে অহং, পরে ত্বং ও তৎ। জাগ্রৎকালে অহমের স্থিরা ব্যক্তি, স্বপ্নকালে অহমের অস্থিরা ব্যক্তি এবং

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩ ॥

৩। অর্থঃ। (তৎ ক্ষেত্রং) সেই ক্ষেত্র (যৎ চ) স্বরূপতঃ যাহা, (যাদৃক্ চ) যে প্রকার, (যৎ-বিকারি) যো বিকারো বশত তদ্—যদ্বিকারি, বৈরিজিয়াদি-বিকারৈরযুক্তং—যেদ্বারা পরিণামপ্রাপ্ত, (যতঃ চ যৎ) যে কারণ হইতে যে কার্য্য [উৎপন্ন হয়], (সঃ চ যঃ) এবং সেই ক্ষেত্রজ স্বরূপতঃ যাহা, (যৎ প্রভাবঃ চ) যেদ্বারা প্রভাবান্বিত, (তৎ) তাহা অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এতদুভয় তব্ধই (সমাসেন) সংক্ষেপে (মে) আমার নিকট হইতে (শৃণু) শ্রবণ কর ।

স্বষ্টিকালে অহমের অব্যক্তি। স্বষ্টিকালে যেখানে থাকিয়া অহং শোকতাপের গ্রাস হইতে কিছুক্ষণ পরিভ্রাণ পাইয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দের শান্তিধারা পান করিতেছিল, তাহাই অহমের অব্যক্ত কারণ-শরীর। অশ্বখবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অত বড় আর একটি অশ্বখবৃক্ষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাহার কারণ-শরীররূপী ঐ বীজের মধ্যে অবস্থিতিকালে তাহার ব্যক্তি যেমন অব্যক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তেমনি অহমের ব্যক্তিও স্বষ্টিকালে কারণ-শরীরে অব্যক্তের মধ্যে গুপ্ত থাকে। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, তিন লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিন শরীরের যাবতীয় ব্যাপারই ‘ক্ষেত্র’ নামে অভিহিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রকে যিনি সম্যকরূপে জানেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বষ্টিকালের সমুদয় ভাবকেই যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ বা আত্মা। এইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, “সমস্ত ক্ষেত্রেই একমাত্র ক্ষেত্রজ আমি।” ভগবান্ই সর্ব-প্রকার ভাবের বা জ্ঞানের এবং অভাবের বা অজ্ঞানের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। তিনি ঐ আত্মারূপে সর্বক্ষেত্রেই বা অহংরূপী যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, অথচ কিছুই সহিত তাহার লিপি নাই এবং কোন প্রকার বিকারই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ত্ৰির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪॥

মহাভূতানুহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্নেহঃ দুঃখং সজ্জাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬॥

৪। অর্থঃ। [তৎ] পূর্বোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্বটী (ঋষিভিঃ) বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ (বহুধা) বহুপ্রকারে (গীতম্) বলিয়াছেন, (বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ) বহু-শাস্ত্রাবিশিষ্ট ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি বেদসমূহদ্বারা (পৃথক্) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে [গীতম্] বর্ণিত হইয়াছে, (হেতুমন্ত্ৰিঃ) হেতুযুক্ত (বিনিশ্চিতৈঃ) সংশয়রহিত, (ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ চ এব) জগৎকারণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক পদসমূহের দ্বারাও (গীতম্) বিশেষ-ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

৫-৬। অর্থঃ। (মহাভূতানি) পঞ্চ মহাভূত, (অহঙ্কারঃ) জীবাভিমান, (বুদ্ধিঃ) নিশ্চয়াশ্রিত্য বুদ্ধি, (অব্যক্তম্ এব চ) সৌষ্প্ত কারণ-শরীর, (দশৈকং চ ইন্দ্রিয়ানি) মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (চ) এবং (পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, (ইচ্ছা) প্রবৃত্তি, (দ্বেষঃ) অপ্রবৃত্তি, (স্নেহঃ দুঃখঃ) স্নেহদুঃখরূপ আন্তর বিষয় (সংজাতঃ) দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের সম্বন্ধ, (চেতনা ধৃতিঃ) বোধাকারী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তি, (এতৎ) এই সকল (সবিকারং) বিকারিভাবসমূহকেই (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্র বলিয়া (সমাসেন) সংক্ষেপে (উদাহৃতম্) বলিলাম।

৩। এই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ বাহ্য, যে প্রকার, যে রূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যে রূপে উৎপন্ন এবং যিনি ক্ষেত্রজ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের যাবতীয় ব্যাপারকে জানিতেছেন, তিনি বিরূপ প্রভাববান্, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, মনো-যোগসহ অবণ কর।

অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং শৈশ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭॥

৭। অহংসঃ। (অমানিত্বম্) আত্মপ্লাবারাহিত্য, (অদন্তিত্বম্) 'আমি বড় ধার্মিক,' ইত্যাকার আত্মপ্রশংসা প্রচারিত না করা, (অহিংসা) কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাণ্ড্রেই অগীড়ন, (ক্ষান্তিঃ) ক্ষমা, (আর্জবম্) সরলতা, (আচার্যোপাসনম্) গুরুসেবা, (শৌচং) বাহ্য ও আন্তর পবিত্রতা, (শৈশ্যং) মোক্ষমার্গে চিন্তের স্থিরতা, (আত্মবিনিগ্রহঃ) মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম,—

৪। বিশিষ্টাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের তত্ত্ব বহুপ্রকার ঋতিপ্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রপদ-সকলের দ্বারা অর্থাৎ বেদান্তবিচারদ্বারা যুক্তিযুক্তরূপে সকল তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

৫-৬। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার অর্থাৎ জীবাভিমান, বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত ও বিবেকাত্মিকা মহাশক্তি, অব্যাক্ত অর্থাৎ কাদ্রণ শরীর, দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এক অর্থাৎ উক্ত ইন্দ্রিয়দশের পর যে এক, বা ইন্দ্রিয়াধিপতি একাদশ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বা বিষয়পঞ্চ, প্রবৃত্তি, অপ্ৰবৃত্তি, স্বপ্ন ও হুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ জীবাভিমানের সহিত দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, চেতনা অর্থাৎ বোধাকারী বুদ্ধিবৃত্তি * ও ধারণাশক্তি, এই বিকারী ভাবসমষ্টিকেই ক্ষেত্র বলা হয়। এই ভোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্রের পরিচয় দিলাম।

(সপ্তম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ সকল তত্ত্ব স্বন্দরভাবে বুরান হইয়াছে, ইতি প্রকাশক)।

* ভং বুদ্ধিবোধলক্ষণা—বোধাকারী বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ চেতনের আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি।

পূর্ব শ্লোকগুলিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এইবার শ্রীভগবান্ জ্ঞান কি, অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান ক্ষুরিত হইলে সাধনপুঙ্খ জ্ঞানী সাধকের অবস্থা কিরূপ হয়, সেই লক্ষণগুলি বলিতেছেন। যথার্থ সাধিকী জ্ঞান ক্ষুরিত হইলে নিশ্চয়ই এই লক্ষণগুলি সাধকের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই। লক্ষণগুলি পর পর বলিতেছেন; যথা—

৭।(১) অমানিত্ব অর্থাৎ যে মান লইয়া বিষয়াসক্ত লোক বিব্রত, যে মানের জ্ঞাত কত বিবাদ, কত দলাদলি সংঘটিত হইয়া ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, যে মানের জ্ঞাত কত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া কত দেশ, কত রাজ্যকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই মানরক্ষাবিষয়ে ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্য বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতেই উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ব্রহ্মানন্দপূর্ণ প্রশান্ত হৃদয় হইতে মানকে তিরোহিত করিয়া দেয়। (২) অদভিত্ব অর্থাৎ “আমি বড় ধার্মিক” ইত্যাকার আত্মপ্রশংসাপ্রচার জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে স্থান পায় না। যথার্থ জ্ঞানের ফল কখনই উগ্রভাবাপন্ন হয় না; স্বধাময় দীনভাবই যথার্থ জ্ঞানের ফল। (৩) অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়নবর্জিত; জ্ঞানী সাধকের হৃদয় সর্বপ্রকার পীড়নভাবকেই পরিত্যাগ করে এবং পরপীড়নে বড়ই কাতর হয়। (৪) ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা। ক্রোধরূপ প্রচণ্ড অস্বর কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাসাধনের জগ্গ উত্তেজিত করিলেও এবং প্রতিকূল দিবার শক্তি থাকিলেও জ্ঞানী সাধকের হৃদয় তাহা করিতে চাহে না। কারণ, ক্ষমাদেবী তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা; এবং তিনি প্রচণ্ড ক্রোধাস্বর কর্তৃক উত্তোলিত অগ্নিময় তরঙ্গসকলকে আপনার বক্ষ হইতে নিঃসৃত স্বধাধারা ঢালিয়া নির্বাণ করিয়া দেন। (৫) আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা। জ্ঞানসম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে কোটিল্য-পিশাচের লীলা কখনই চলিতে পারে না। যদি কোটিল্যই থাকিল, তাহা হইলে জ্ঞানার্জ্জন ও সাধনের ফল কি হইল? যে সাধকের জ্ঞান সাধিক, অর্থাৎ বৈরাগ্যসহ ভগবান্মুখীন, সে সাধকের নিকটে কোটিল্য-পিশাচের স্থান নাই। তাঁহার জ্ঞান সদা সারল্যময়, শাস্তিময় ও আনন্দময়। (৬) আচার্যোপাসনা বা গুরুসেবা। জ্ঞানী সাধকের প্রধান

কর্তব্য সৎগুরুদেবের প্রয়োজনসম্পাদন; অর্থাৎ গুরুদেবের কখন কি অভাব হইতেছে, কি প্রয়োজন পড়িতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকারে যত্ববান হওয়া ও তাঁহার অশান্তি নিবারণ করাই জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ শিষ্যের সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে সংশ্লিষ্ট সৎগুরুদেবের কৃপালাভ করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাধনবিষয়ক উপদেশরূপ সুখাময় গুরুপ্রসাদ পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তাঁহার গুরুভক্তি ও গুরুসেবা স্বতঃসিদ্ধভাবে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যেখানে গুরুভক্তি ও গুরুসেবার যতটুকু অভাব লক্ষিত হইবে, সেখানে সাধিক জ্ঞানলাভেরও ততটুকু অভাব আছে, ইহা নিশ্চিত। (৭) শৌচ বা পবিত্রতা অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরকেই নির্মল রাখা। কোন কোন অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, বিষ্ঠাদিমর্দন ও অশাশ্বতক্ষণ যে করিতে পারে, সেই পশাচারী ব্যক্তিই নির্বিকার ও জ্ঞানসম্পন্ন সাধক। কিন্তু স্বার্থতঃ তাহা নহে; সে ব্যক্তি অজ্ঞান পশুমাত্র। নির্মল জ্ঞানযোগী সাধক কখনই শূকর বা কুক্কুর নহেন; তিনি দেবতা। তাঁহার দেবশরীর সর্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দেবভোগ্য পবিত্র সামগ্রীই তাঁহার ভোজ্য। তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই একটি পবিত্র ও প্রসন্নভাব হৃদয়ে উদ্ভিত হয় এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এক অপূর্ব ভাগবতী শ্রী তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। (৮) স্বেচ্ছ্য বা স্থিরভাব অর্থাৎ জ্ঞানযোগী সাধকের ভাব সর্বদাই অচঞ্চল। তিনি সাংসারিক কোন কারণেই চঞ্চল হন না, যে কারণই আসিয়া উপস্থিত হউক না, তিনি তাহাতে “কি করি, কোথায় যাই”, ইত্যাকার ব্যস্তভাবে চালিত হইয়া অস্থির হন না এবং তাঁহার স্থিতি, গতি, সমস্তই ধীরভাবের পরিচায়ক। (৯) আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম। আপনার বহিস্থুর্বা স্থিতিকে নিগৃহীতকরতঃ, সর্বদাই অন্তস্থুর্বিভাবে আপনাকে সংস্থিত রাখিবার চেষ্টাই, জ্ঞানযোগী সাধকের মহাসাধন। এই অন্তস্থুর্বা স্থিতিই আত্মবিনিগ্রহ এবং এই সাধনের শুভ ফল।

ইন্দ্রিয়ার্থেবু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮॥

৮। অর্থঃ । (ইন্দ্রিয়ার্থেবু বৈরাগ্যম্) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা (অনহঙ্কারঃ এব চ) 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা', ইত্যাকার অভিমানরাহিত্য, (জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্) জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ হুঃখে দোষদর্শন,—

৮। (১০) বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা। জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়ে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগের প্রতি একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা বা অনাসক্তি আসিয়া উপাস্থত হয়। সেই শাস্তিময়, পরমানন্দের নির্মল অমৃতধারা পানজন্য অপূর্ব তৃপ্তিই উক্তপ্রকার বিরক্তিকে আনয়ন করে। (১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ কর্ণজগাদি বহিরিন্দ্রিয়গণের ও মনশ্চিন্তাদি অন্তরীন্দ্রিয় সকলের কৃতকর্মে 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি তাঁহাদের থাকে না। ঐরূপ ভ্রান্তি না থাকাই অহঙ্কার-রাহিত্য। (১২) জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি-হুঃখদোষানুদর্শন অর্থাৎ তাঁহাদের স্বনয় সর্বদাই প্রায় এইরূপ ভাব বিত্তমান থাকে যে, এই ভূতশরীর ধারণকরতঃ সংসার-কারাগারে বাস করা কি কষ্টকর! অহো! ইহাতে সুখ কোথায়! ইহা তো হুঃখের আগারস্বরূপ! এই শরীর ধারণকরতঃ কোনপ্রকারেই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই! কতশত বার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি এবং কত শত বার কর্মফলজন্য কত প্রকার জীবরূপে এই মায়াবদ্ধানে অভিনয় করিয়াছি! এই শরীরে কত প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে! জরা আসিয়া আক্রমণ করিলে অকর্মণ্য শরীর লইয়া কিরূপ বিব্রত হইতে হয়, ভোগলালসা সবেও, অক্ষমতা জন্ম ভোগ করিতে না পারিয়া, কি দারুণ মনঃকষ্টই ভোগ করিতে হয়! জ্বিতাপ যন্ত্রণা, জন্মকাল

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যং সমচিত্তত্বমিচ্চানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯॥

৯। অর্থঃ। (পুত্রদারগৃহাদিষু) পুত্র, স্ত্রী ও গৃহ প্রভৃতিতে (অসক্তিঃ) প্রীতিত্যাগ, (অনভিষঙ্গঃ) ও পুত্রাদির স্বখে স্বখী, দুঃখে দুঃখী, ইত্যাকার অভেদভাবনা বর্জন, (ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু) অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত বস্তুর উপস্থিতিতে (নিত্যং চ) সততই (সমচিত্তত্বম্) চিন্তের সাম্যরক্ষা,—

হইতে সঙ্গের সাথী হইয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে; কোন উপায়েই ত্রিভাণের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ নাই। কামক্রোধাদি বুদ্ধিদংশন-জনিত মানসিক তাপ এবং স্থূল শরীরের যাবতীয় ব্যাধিজনিত শারীরিক তাপ, এই উভয়বিধ তাপই আধ্যাত্মিক তাপ। এই আধ্যাত্মিক তাপ, মাহুব পুত্র, পক্ষী সরীসৃপাদি হইতে জাত আধিভৌতিক তাপ এবং বজ্র, অগ্নি ও ভূত-প্রেতাদি হইতে জাত আধিদৈবিক তাপ কোনপ্রকারেই নিবারিত হইবার নহে। এ তাপভোগ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, নীচ-উচ্চ, দুর্বল-বলবান্, সকলেরই সমান। ‘কি প্রকারে এ বন্ধন হইতে পরিভ্রাণ পাইব, কতদিনে এ বন্ধনা নিবারিত হইবে,’ ইত্যাকার বিরক্তিবাব তাহাদের হৃদয়ে সতত বিজ্ঞমান থাকে।

৯। (১৩) স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়বর্গ ও গৃহাদি সম্পত্তিসকলের ভোগে অনিচ্ছা, এবং (১৪) উহাদিগের সহিত নির্লিপ্তি অর্থাৎ পত্নীর সামান্য উদরাময় হইলে আপনাকে বিন্দুচিকাগ্রস্তবৎ, বা পুত্রের সামান্য জরাক্রান্তিজন্ত আপনাকে বিকার গ্রস্তবৎ হইতে না দেওয়া, এবং তাহাদিগকে স্বখী দেখিলে আপনাকে স্বর্গগত মনে না করা। (১৫) শুভ বা অশুভ বাহাই আত্মক, তাহাতেই সর্বদা হৃদয়ের সাম্যরক্ষা অর্থাৎ কোনপ্রকার সাংসারিক শুভ উপস্থিত হইলে আনন্দে কিংবা কোনপ্রকার অশুভ উপস্থিত হইলে দুঃখে চঞ্চল হইয়া আপনার পরম লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট না হওয়া।

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০॥

১০। অর্থঃ। (ময়ি চ) এবং আমাতে, (অনন্তযোগেন) বাহুদেবই সব, তদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বলিতে কিছুই নাই, ইত্যাকার অনন্ত ভাবধারা (অব্যভিচারিণী) অহৈতুকী (ভক্তিঃ) ভালবাসা, (বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বম্) নিরূপদ্রবস্থান-প্রিয়তা, (জনসংসদি) সাধারণ জনসভায় (অরতিঃ) অনিচ্ছা,—

১০ (১৬) আমাতে অনন্তযোগী অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্থাৎ সেই পরম প্রাণনাথের প্রতি প্রাণের ভালবাসা। সে ভালবাসাতে আপনার ভোগেচ্ছা, স্বার্থ বা কোনপ্রকার কামনা নাই; সে ভালবাসা কোনপ্রকার সাংসারিক কারণ-জন্ত নহে; কোনপ্রকার স্বার্থসংযোগ বা কিছুরই প্রার্থনা তাহাতে নাই। সে ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধ ও অহেতুক এবং কোন সঙ্কলিত কারণ ব্যতীতই সেই পরম প্রাণনাথের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। সাধক সাধনদ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই প্রাণনাথের যত নিকটবর্তী হইতেছেন, অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের পরমা স্থিতির ক্রম-সুন্দর পরমানন্দময় রহস্য, গভীর সাধনগুণে যত হৃদয়ে স্কুরিত হইতেছে, ততই সাধক আরও সেই নির্মল সুধাদ্বারা পান করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন ও জগদ্ভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেই পরমভাবের স্মৃতিকেই আপনার সহচরী করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। তখন ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সদ্বৈ তাঁহার প্রাণের সামগ্রী এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বাহ্য কিছু, তাহাতেই তাঁহার প্রাণের আনন্দ। সাধকের এইরূপ স্বার্থসংযোগমুক্তা নির্মলা ভগবদাহুরক্তি বা প্রাণের টানই, অনন্তযোগী অব্যভিচারিণী ভক্তি। নতুবা ‘আমার পুত্রটি ভাল হউক, পাঁচ টাকার পুজা দিব’, কিংবা ‘আমার মামলাটিতে জয়লাভ হউক, জোড়া পাঠা বলি দিব’, অথবা ‘দুর্গোৎসবের ফলে, ধন, মান ও যশোলাভ করিব’, ইত্যাকার অজ্ঞানপ্রসূত উন্মাদোচিত নীচ সঙ্কল্পকে ভক্তি বলে

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তদ্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনুত্থা ॥১১॥

জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বাত্মতমশ্চুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥১২॥

১১। অর্থঃ। (অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং) আত্মজ্ঞানের নিত্য অহুশীলন [এবং] তদ্বজ্ঞানার্থদর্শনম্) পরমানন্দরূপ মোক্ষের আশ্বাদ গ্রহণ, (এতৎ জ্ঞানম্) এই সকলকে তদ্বজ্ঞানের উপকারক বা সাধন (ইতি প্রোক্তম্) বলিয়া থাকে, (অতঃ) এই সকল হইতে (অনুত্থা) বিপরীত (যৎ) বাহ্য কিছু, [তৎ] সেই সমস্তই (অজ্ঞানম্) অবিজ্ঞা।

১২। অর্থঃ। (যৎ জ্ঞেয়ম্) পূর্বোক্ত তদ্বজ্ঞান দ্বারা বাহ্য জ্ঞাতব্য (তৎ প্রবক্ষ্যামি) তাহাই তোমাকে বলিব, (যৎ জাত্বা) বাহ্যকে জানিলে (অমৃতং) পরমানন্দরূপ মোক্ষ (অশ্চুতে) লাভ করিতে পারা যায়, (তৎ) সেই (অনাদিমং) অজ্ঞা (পরং ব্রহ্ম) পরম পুরুষ (ন সৎ) [স্বরূপতঃ] না অপরিণামী (ন অসৎ) না পরিণামী (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

না; উহাই ব্যভিচারিণী ভক্তি বা ভক্তির স্থপিত তামস অভিনয় মাত্র। (১৭) বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব, বা নিরুপদ্রবস্থানপ্রিয়তা। জ্ঞান-বৈরাগ্যবান্ সাধকের হৃদয় সেই স্থানই ভালবাসে, যে স্থানে প্রকৃতির শাস্তিময় ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে ও স্থানগুণে আপনা হইতেই হৃদয়ে একটা শাস্তভাবের উদয় হয়। (১৮) জনসংসদে অরতি বা লোকসংসর্গে বিরক্তি। সেই শান্তিপ্রিয় জ্ঞানবৈরাগ্যবান্ সাধক সংসারাসক্তচিত্ত, মোহাঙ্ক, ভক্তিহীন, বিষয়কীটগণের সংসর্গে অত্যন্ত কাতর হন। ঐ মোহাঙ্ক সংসার-কীট ব্যক্তি, যত বড় পদস্থই হউন না, তাঁহার বাক্যপাণ্ডিত্য যত প্রসারই লাভ করুক না, তাঁহার সঙ্গ ঐ সাধকের পক্ষে বিষবৎ জালাময়। ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি, তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩॥

১৩। অর্থঃ। (তৎ) সেই অঙ্গনা পরমপুরুষ (সর্বতঃ) সর্বত্র অর্থাৎ সর্বদেহে (পানিপাদং) সকল হস্ত ও পদযুক্ত, (সর্বতঃ) সর্বদেহে (অক্ষিশিরো-
মুখং) সকল চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত, (সর্বতঃ) সর্বদেহে (শ্রুতিমৎ) সকল
শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত শ্রোতা, [এবং] (লোকে) সমস্ত বিশ্বে (সর্বং আবৃত্য) অত্যাশ্রয় সমস্ত বস্তুকেও ব্যাপিয়া (তিষ্ঠতি) অবস্থিতি করিতেছেন।

১১। (১২) অধ্যাত্মজ্ঞাননিভাত্ব বা আত্মজ্ঞানের অচঞ্চল স্থিতি। সদ্গুরু-
দেবের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান—আমি কি, জগৎ কি এবং ভগবান্‌ই বা
কি, এই বিষয়ের নির্মূল, পরোক্ষ তব অবগত হইয়া, আপনার বিবেকাত্মমোদিত
বিচারদ্বারা, তাহাই যে সত্য তত্ত্ব, ইহা অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারা এবং অটল-
ভাবে হৃদয়ে সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্মজ্ঞাননিভাত্ব। (২০) তত্ত্ব-
জ্ঞানার্থদর্শন বা যে জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞানার্জন, সেই পরমবস্তুর দর্শনলাভ। যাহার জ্ঞাত
তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, যাহার জ্ঞাত বিচার, প্রমাণ ও যৌক্তিকতা, সেই পরমরসকে
সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনদ্বারা আশ্বাদন করা। ইহাকে বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার
উপায় নাই। যেমন কোন ব্যক্তি যদি আদৌ মিষ্টরস আশ্বাদন না করিয়া থাকে,
তাহাকে বাক্যের দ্বারা মিষ্ট যে কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যে প্রকার অসম্ভব,
ইহাও তদ্রূপ। রসনার সাহায্যে যেমন সেই মিষ্টরসকে অপবোক্ষভাবে বুঝিতে
পারা যায়, সেই পরম রসকেও তদ্রূপে সাধনরূপ রসনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে
অপবোক্ষভাবে অল্পভব করিতে পারা যায়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। এই যে
জ্ঞানের লক্ষণসকল বলা হইল, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ
যাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এই সকলের সহিত
যাহার কিছুই সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ বিপরীত ভাবাক্রান্ত, তাহাই অজ্ঞান।

১২। হে অর্জুন ! এইবার আমি তোমাকে সেই পরম জ্ঞেয় বস্তু যে কি, ঐহ্যাকে বুঝিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করা যায়, সেই পরমপুরুষের বিষয় বলিতেছি। তিনি আত্মন্ত-রহিত পরব্রহ্ম এবং তাঁহাকে সং বা অসং কিছুই বলা যায় না। সং অর্থে অপরিণামী অর্থাৎ কখনও কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর অসং অর্থে পরিণামী, অর্থাৎ যাহা বিকারী বা যাহাতে ভাবান্তর সংঘটিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে, ভগবান্ বিকারগ্রস্ত বা পরিণামী নহেন, ইহা ঐব সত্য এবং সেইজন্য অসং উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু সং অর্থাৎ অপরিণামী, এ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত না হইবে কেন ? ইহাতে দোষ কি ? ইহাতে অতি সূক্ষ্ম দোষ এই যে, অপরিণামী বা সং, এই বাক্যদ্বারা যে ভাবটি বিশেষিত হইতেছে, তাহা কি এই অসং বা পরিণামী ভাবের উপরেই দাঁড়াইয়া নাই ? পরিণামী বা অসং আছে বলিয়াই এই সং বা অপরিণামী বিশেষণ প্রযুক্ত হইতেছে। পরিণামী ব্যতীত অপরিণামীর অস্তিত্ব কোথায় ? দুঃখ ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব কই। এই সং ও অসং, দুইটি উপাধিই পরস্পরাশ্রয়ী। সেই-জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই জগদ্ভাব থাকুক বা না থাকুক, এক অদ্বিতীয় সমরূপে চিরকালই তিনি বিত্তমান, তাঁহাতে সং বা অসং কোন উপাধিই প্রযুক্ত হয় না। আজ অহংজ্ঞানরূপী অসং আমি আছি বলিয়াই ভগবান্কে সং উপাধিতে বিশেষিত করিতেছি। আমি না থাকিলে সদসংরূপ ভেদজ্ঞানকে কে উখিত করে ?

১৩। সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার পদ, সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্বত্রই তাঁহার মস্তক, সর্বত্রই তাঁহার মুখ, এবং সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিত্তমান ; অধিক কথা কি, তিনি সর্বব্যাপী।

সর্বত্রই হস্ত, সর্বত্রই পদ, সর্বত্রই মস্তক ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হস্ত-পদাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোন আকারই নাই ; কারণ যে-স্থানে পদ সেই স্থানেই মস্তক, ইহা অসম্ভব। তবে, তিনি সর্বত্রই বিত্তমান

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মস্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫॥

১৪। অর্থঃ। [তৎ] সেই অজন্মা পরমপুরুষ (সর্বেন্দ্রিয়-বিবজ্জিতং) সর্বেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও (সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং) জীবরূপা ছায়াশূর্তিতে সর্ব-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়নিচয়ের অল্পভবের জনক বা হেতু ; (অসক্তং) দেহেন্দ্রিয়াদি সঘনশূন্য হইয়াও (সর্বভূৎ চ এব) সর্বধারক সর্বাধার ; [এবং] (নিগুণং চ) গুণাভীত অর্থাৎ গুণলেপশূন্য হইয়াও (গুণভোক্তৃ) গুণসমূহ অল্পভব করেন ।

১৫। অর্থঃ। (তৎ) সেই অজন্মা পরম পুরুষ (ভূতানাং) জড় ও জীব সমূহের (বহিঃ অন্তঃ চ) বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান, (অচরং) [তিনি] স্থাবর (চরং এব চ) ও জলম ; সূক্ষ্মস্বাৎ আকাশের স্তায় সূক্ষ্ম বলিয়া (তৎ) তিনি (অবিজ্ঞেয়ং) হৃজ্ঞেয় ; (দূরস্থং) অজ্ঞানগণের অতিদূরে অবস্থিত (অন্তিকে চ) এবং জ্ঞানিগণের অতি নিকটে অবস্থিতি করেন ।

এবং চক্ষু না থাকিলেও তিনি সর্বদ্রষ্টা, কর্ণ না থাকিলেও সর্বশ্রোতা, ইত্যাদি-রূপ সর্বশক্তিই তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে, ইহাই উক্ত বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম ।

১৪। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ মনশ্চিন্তাদি অন্তঃকরণের এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বহিষ্করণের গুণাভাসস্বরূপ অর্থাৎ চিত্তের অল্পসন্ধান, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের কর্তৃত্বাভিমান, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শ্রবণ-স্পর্শনাদি ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কথন-গ্রহণাদি যাবতীয় কর্ম্মপ্রবাহের বা জ্ঞান-চাক্ষল্যের একমাত্র আধার-স্বরূপ । অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ সকলের ক্রিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অহংজ্ঞানরূপ জীব বা চিদাভাসের উপর । অহংজ্ঞান না থাকিলে ঐ অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ-সকলের অস্তিত্ব কোথায় ? অহংজ্ঞানরূপী জীব, সেই চিৎস্বরূপ পুরুষেরই

অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬॥

১৬। অর্থঃ। (তৎ জ্ঞেয়ম্) সেই জ্ঞেয় পরম পুরুষ (ভূতেষু) সৰ্বভূতে (অবিভক্তং চ) আকাশের ন্যায় অথও এক হইলেও (বিভক্তং ইব চ স্থিতং) প্রতিদেহে জলচন্দ্রের ন্যায় বহু পুরুষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন (ভূতভৰ্তৃ চ) এবং স্থিতিকালে ভূতভাবসমূহকে ধারণ করেন, (গ্রসিষ্ণু) প্রলয়কালে গ্রাস করেন (প্রভবিষ্ণু চ) এবং উৎপত্তিকালে উৎপাদন করেন, অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণা অবিভাক্তকে আশ্রয় করিয়া ভূতভাবনিচয়ের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতুমাত্রই বা সাক্ষিমাাত্রই হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

ঘটাকারাকারিত ছায়ামাত্র। সুতরাং সেই চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মই, জীবরূপ ছায়ামূর্তিতে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণের অর্থাৎ চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি সর্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত, অথচ সমস্ত জগদ্ব্যবহারই আধার অর্থাৎ জগদ্রূপ সমস্ত জ্ঞানমূর্তিরই একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি গুণাতীত, অথচ সমস্ত গুণেরই অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ পরিণামসাধনী প্রকৃতিরূপা তরঙ্গময়ী মহাশক্তির আশ্রয়স্থান।

১৫। সৰ্বভূতেরই অন্তরে ও বাহিরে তিনিই বিদ্যমান, এই স্বাবর ও জন্ম অর্থাৎ জড় ও জীবভাব তাঁহারই মূর্তি। অত্যন্ত সূক্ষ্মপ্রযুক্ত জ্ঞানাতীত, কারণ তত্ত্বজ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি সাধক ব্যতীত অস্ত্র কেহই তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারে না; তিনি অত্যন্ত দূরবর্তী, কারণ অজ্ঞান, মোহাদ্বন্দ্ব লোকে জানে যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষাতীত ভগবানকে লাভ করা অসাধ্য, সেইজন্য তাহাদের পক্ষে অতি দূরবর্তী; আবার (জ্ঞানভক্তিমান সাধকের পক্ষে) অতি নিকটবর্তী, কারণ জ্ঞানবান সাধক তাঁহাকে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরেই আত্মরূপে গ্রহণ করিতে

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥১৭॥

১৭। অর্থঃ। (তং) তিনি (জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ) জগৎপ্রকাশক সূর্যাদিরও প্রকাশক জ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞান [এবং] (তমসঃ পরম্) ত্রিগুণা অবিদ্যারও পরপারে অবস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন ; [তিনি] (সর্বশ্চ) সর্বভূতের (হৃদি) বুদ্ধিতে (বিষ্ঠিতম্) সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থিত (জ্ঞানং) চিন্মাত্রস্বরূপ জ্ঞানই, (জ্ঞানগম্যং) পূর্বোক্ত অমানিষাদি জ্ঞানদ্বারা লভ্য, (জ্ঞেয়ং) জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় অনাদিমং পরব্রহ্ম ।

পারেন। আমার আত্মা ও আমি কত নিকটস্থ, তাহা বাক্যে আর কি প্রকাশ পাইবে ?

১৬। তিনি অবিভক্ত অর্থাৎ কোনপ্রকার ভেদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অবিচ্ছিন্ন একম্ অদ্বিতীয়ং, কিন্তু সর্ব প্রাণীতেই যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতেছেন, অর্থাৎ “আমি”, “তুমি”, “তিনি”, ইত্যাকার অসংখ্য ঘটাকাবাকারিত অহংরূপ জীবভাবেই যেন পৃথক্ পৃথক্ আত্মারূপে গৃহীত হইতেছেন। অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া, প্রত্যেক অহমই, ‘আমার আত্মা পৃথক্’, ‘আমার আত্মা পৃথক্’, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাদ্বারা তাঁহাকে বিভক্তবৎ ভাবিতেছে ও ‘পুরুষবহুত্বের’ কল্পনা করিতেছে। কিন্তু আত্মা বা ভগবান্ ‘একম্ অদ্বিতীয়ং’। (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। তিনিই এই ভূতভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান অর্থাৎ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব তাঁহা হইতেই উঠিতেছে, তাঁহাতেই থাকিতেছে এবং তাঁহাতেই লয় পাইতেছে।

১৭। সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি তাঁহা হইতেই ক্ষুরিত অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা হইতেই এই আলোক ও অন্ধকারময় জগদ্ভাবের উৎপত্তি ; কোন প্রকার আবরণ বা মায়াকুকই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কোক্তং সমাসতঃ ।

মদন্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ॥১৮॥

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারান্শ্চ গুণান্শ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (ইতি) এইরূপে (ক্ষেত্রং) পূর্বোক্ত ক্ষেত্র (তথা জ্ঞানং) এবং জ্ঞান (জ্ঞেয়ং চ) ও জ্ঞেয় বস্তু (সমাসতঃ) সংক্ষেপে (উক্তং) কথিত হইল; (মদন্তঃ) আমাতে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি (এতং) পূর্বোক্ত ক্ষেত্রাদি (বিজ্ঞায়) সম্যগরূপে জানিয়া (মন্তাবায় উপপদ্যতে) আমাকে লাভ করিতে যোগ্য হন ।

১৯। অর্থঃ। (প্রকৃতিং) ক্ষেত্রলক্ষণা ত্রিগুণা প্রকৃতি (পুরুষং চ এব) এবং প্রকৃতিস্থ ক্ষেত্রলক্ষণ অক্ষর পুরুষ (উভৌ অপি) এতদুভয়কেই (অনাদী) পুরাতন অর্থাৎ এই চরাচর জগতের উৎপত্তির পূর্ব—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও; (বিকারান্ চ) বোড়ণ বিকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত (গুণান্ চ এব) এবং সুখদুঃখমোহময় অন্তকরণবৃত্তি সকলকে (প্রকৃতি-সম্ভবান্) এই প্রকৃতিপ্রসূত বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও ।

তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জানলাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে বুঝিতেও পারা যায়। তিনি সর্ব হৃদয়েই অন্তর্ধ্যামী সাক্ষী আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১৮। তোমাকে ক্ষেত্র কি, জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয়ই বা কে, এই তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইলাম। যদি আমাতে ভক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যমূল্য প্রাণের আত্মরক্তি থাকে, তাহা হইলে সাধক এই সকল বহুশ্রম ও বুঝিতে সমর্থ হয় ও সাধনগুণে আমার ভাবে ভাবিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকার্যাকারিত আত্মস্থিতিদ্বারা আমাতেই প্রবেশ করে।

১৯। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান। বিকারসমস্ত ও গুণসকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

কার্য্যকরণকর্ত্ত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ স্খদুঃখানাং ভোক্তৃ হেতুরূচ্যতে ॥২০॥

২০। অবয়বঃ। (প্রকৃতিঃ) : প্রকৃতি, (কার্য্যকরণকর্ত্ত্বে) কার্য্য অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও তদ্বারা নির্মিত শরীর, করণ অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কর্ত্ত্বে অর্থাৎ নির্মাণের (হেতুঃ) কারণ অর্থাৎ নির্মাণকর্ত্তী (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয় ; (পুরুষঃ) ক্ষেত্রজ পুরুষ (স্খদুঃখানাং ভোক্তৃ হেতুঃ) স্খদুঃখ উপলব্ধির (হেতুঃ) নিমিত্ত মাত্র (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

বোধস্বরূপ আত্মাই পুরুষ এবং জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তিই প্রকৃতি। ঐ মহা-শক্তিরই দুই মূর্ত্তি—ত্রিগুণা পরা ও অষ্ট অপরা, গুণবিশিষ্টা ও পরিণামী। (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

২০। কার্য্য অর্থাৎ করণীয়, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ ‘আমি এই সকল করিতেছি’ ইত্যাকার অভিমান, এই তিনের কারণ প্রকৃতি এবং স্খ ও দুঃখভোগের কারণ পুরুষ।

কার্য্য অর্থাৎ করণীয়ের উৎপত্তি সঙ্কল্প হইতে এবং সঙ্কল্পের উৎপত্তি মন ও চিত্ত হইতে। ‘ইহা করিতে হইবে’ ইত্যাকার সঙ্কল্প মন ও চিত্তেরই ধর্ম্ম এবং এই সঙ্কল্পই কার্য্য বা করণীয়। (মন ও চিত্ত কি, ৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে)। তাহার পর, সেই সঙ্কল্পিত করণীয়ের বা কার্য্যের অনুষ্ঠান বা সম্পাদন হইবে কাহার দ্বারা ? হইবে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা। ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াই সেই সঙ্কল্পকে অর্থাৎ অন্তঃস্ফূট ভাবকে কর্ম্মে অর্থাৎ বহিস্ফূটভাবে বা আকারে পরিণত করিবে। এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই হইল ‘করণ’, আর এই ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে ‘আমি করিতেছি’ ইত্যাকার অভিমানই হইল কর্ত্ত্ব। এই কর্ত্ত্বাভিমান উঠিতেছে ‘অহঙ্কার’ বৃত্তি হইতে। মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ, ইহারাই অপরা প্রকৃতিরূপে ৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাহা

হইলেই দেখ কার্য, করণ ও কর্তৃত্ব, এই তিনই প্রকৃতি হইতে উদ্ভিভেছে ; সুতরাং ঐ তিনের কারণ প্রকৃতি ।

এখন দেখা যাউক, স্থখদুঃখভোগের কারণ পুরুষ কিরূপে ? উক্ত কার্য-করণ-কর্তৃত্বরূপ প্রকৃতির দ্বারা যে স্থখ বা দুঃখরূপ ভোগ উপস্থিত হইল, তাহার ভোক্তা বা ভোগকর্তা কে ? যেমন কামনাচালিত মনোবৃত্তি সঙ্কল করিল মিষ্টায় ভোজন ; অমনি বৃত্তিরূপা মহাশক্তির করণ চিন্তাবৃত্তি সেই মিষ্টায় ভোজনের উপায় উদ্ভাবন করিল, এবং হস্ত পদ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই মিষ্টায় ভোজনরূপ কার্য বা অন্তঃফুট সঙ্কলকে কর্মে বা বহিঃফুটভাবে পরিণত করিল । ঐ মন চিন্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে, ‘আমিই মনন করিলাম, উপায় আবিষ্কার করিলাম, গমন করিলাম, ভোজন করিলাম’, ইত্যাদি অভিমান অহঙ্কারবৃত্তি দ্বারা সৃজিত হইল । এই যে সমস্ত ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাদের কারণ প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম-সাধনো গতিদ্বারাই এই সকল পরিণাম সাধিত হইল । কিন্তু উক্ত মিষ্টায় ভোজনের দ্বারা যে রসাস্বাদনস্থখের অল্পভূতি আমাতে ফুরিত হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে ? জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি বাহা কিছু করিলেন, সে সমস্তই প্রকৃতির ক্রিয়া । তিনিই সঙ্কল করিলেন, তিনিই সম্পাদন করিলেন এবং তিনিই কর্তৃত্বাভিমান করিলেন ; কিন্তু স্থখ বা দুঃখ ভোগ করিল কে ? ভোগ করিল অহংজ্ঞানরূপী জীব । এই অহংজ্ঞানরূপী জীবভাবেকে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পরা প্রকৃতি-রূপে ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বোড়শ শ্লোকে ক্ষরপুরুষরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । একবার বলিতেছেন এই জীবভাব পরা প্রকৃতি, আবার বলিতেছেন ইহা ক্ষর পুরুষ । ক্ষর পুরুষ বা পরিণামী অহংজ্ঞানরূপ জীব, আর পরা প্রকৃতি একই । কারণ পরিণামই যখন রহিল, তখন ইহা আর পুরুষ কিরূপে ? বাহাকে কোনপ্রকার পরিণামই স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই পুরুষ বা আত্মা । তথাপি ভগবান্ জীবভাবেকে ক্ষর পুরুষরূপে ব্যক্ত করিলেন কেন ? ইহার কারণ এই যে, যখন এই অহংজ্ঞান ভূতভাবেব সহিত মিলিত হইয়া ঘটাকার্যাকারিতরূপে, অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’ ইত্যাকার ভ্রান্তিবশে শরীরের রূপ সমস্ত কর্মেই ‘আমি করিতেছি’

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত্য সদসদ্ব্যোনিজন্মহ ॥২১॥

২১। অর্থঃ। (হি) যেহেতু (পুরুষঃ) অব্যক্ত চেতনপুরুষ (প্রকৃতিস্থঃ) ত্রিগুণা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া (প্রকৃতিজান্ গুণান্) প্রাকৃতিক স্খচ্ছঃখাদি বিকার (ভুঙ্ক্তে) উপভোগ করেন, [অতএব] (গুণসদঃ) গুণাসক্তিই (অস্ত্য) উক্ত পুরুষের (সদসদ্ব্যোনিজন্মহ) সদসদ্ব্যোনিতে জন্মগ্রহণের (কারণং) কারণ।

ইত্যাচার অভিমান করে এবং শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে যুবা বা বৃদ্ধ, ক্রম বা স্বস্থ, ক্রশ বা স্থূল, ইত্যাদি প্রকার অভিমান করে, তখন এই জীবভাব পরা প্রকৃতি; আবার যখন স্খচ্ছঃখভোগের অভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা অধম পুরুষ। স্খচ্ছঃখভোগরূপ জ্ঞান আমাতেই অর্থাৎ অহমেই ফুরিত হইতেছে এবং অহম্ অভিমান করিতেছে যে, 'আমিই ভোগ করিতেছি'। কিন্তু এই ভোগপ্রতীতির কারণ কে? অহমে এই ভোগপ্রতীতি বা অনুভূতি উপস্থিত হইতেছে কোথা হইতে? বোধস্বরূপ আত্মা হইতে। জ্ঞান অসংখ্য আকারে ক্রীড়া করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী বা বোধ এক। বোধ এক না হইলে, জ্ঞানের নানান্ব থাকিতেই পারে না (৭ম অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। ঐ স্খ বা ছঃখরূপ ভোগজ্ঞানের কর্তা অহংরূপী জীব এবং ভোগজ্ঞানের প্রতীতির কারণ বোধস্বরূপ আত্মা। আত্মার সাক্ষীত্ব ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্ব কোথায়? কর্তৃত্ব প্রকৃতির এবং ভোক্তৃত্ব অহমের। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব বোধস্বরূপ আত্মারই ছায়ামাত্র। এই ছায়া যখন ভূতভাবের সহিত এক হইয়া শরীরাকায়ে ইন্দ্রিয়কৃত কর্মসকলে 'আমিই এই সমস্ত করিতেছি' ইত্যাচার অভিমান করে, তখন ইহা পরা প্রকৃতি এবং আবার যখন আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মারই আকারে অর্থাৎ জ্ঞানই যেন বোধ, বোধই যেন জ্ঞান, এইরূপ অভিন্নভাবে সমস্ত ভোগের অনুভূতিসহ ভোগাভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা পরিণামী অধম পুরুষ। প্রকৃতির পরাত্ম বা শ্রেষ্ঠত্ব, এবং পুরুষের ক্ষরত্ব বা অধমত্ব প্রায় একই।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেশ্বিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

২২। অম্বয়ঃ। (পরঃ পুরুষঃ) প্রকৃতি হইতে অল্প ও অধিক অব্যক্ত চেতন পুরুষ (অশ্বিন্ দেহে) এই দেহে (উপদ্রষ্টা) প্রাকৃতিক গুণ ও বিকারের সাক্ষী, (অনুমন্তা চ) বুদ্ধি প্রভৃতির কর্তব্যের অনুমোদনকর্তা, (ভর্তা) ইহাদের পালক, (ভোক্তা) নিগূর্ণ হইয়াও গুণসম্বদ্ধ অনুভব করায় গুণভোক্তা, (মহেশ্বরঃ) সর্বভূতের আত্মারূপী মহান ঈশ্বর, (পরমাত্মা ইতি অপি চ) এবং পরমাত্মা নামেও অর্থাৎ বিকারী চেতন হইতে অল্প, অবিকারী চেতন নামেও (উক্তঃ) কথিত হন।

২১। অবিকারী, জন্মরহিত ও অভোক্তা পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসকলকে অর্থাৎ সুখদুঃখাদিকে ভোগ করেন। ঐ গুণসম্বদ্ধ-অনুভবই উক্ত পুরুষের সদস্যবোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ।

ক্ষর বা অধম পুরুষ অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপী জীবই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগের অভিমান করে। ঐ গুণসম্বদ্ধই অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আসক্তিই জীবকে পুনঃ পুনঃ কর্মফলানুযায়ী কখনও উত্তম, কখনও মধ্যম, কখনও বা অধম বোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

২২। এই শরীরে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্তাদির ক্রিয়াসকল এবং তাঁহারই দ্বারা ঐ অহংজ্ঞানরূপী জীবের সুখদুঃখাদির ভোগাভিমান ও ঐ ভোগ-সক্তি জন্ম, জীবের শুভাশুভ কর্মফলানুযায়ী নানা বোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দেখিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতেছেন না। আমরা যেমন অস্ত্রের সুখভোগ দর্শনে কথঞ্চিৎ সুখী ও দুঃখভোগদর্শনে কথঞ্চিৎ দুঃখী হই, তিনি সেরূপ হন না। তাঁহার দর্শন কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে না, এইজন্যই যদিও তিনি ভ্রষ্ট

যঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩॥

২৩। অর্থঃ। (যঃ) যে জানী সাধক (এবং) যথোক্তলক্ষণম্ উপদ্রষ্টৃ আদি-
রূপেণ—পূর্বোক্ত উপদ্রষ্টা প্রভৃতি ভাবে (পুরুষং) পুরুষকে (বেত্তি) সাক্ষাৎ
আত্মভাবেন অয়ং অহং ইতি জানাতি—সাক্ষাৎ আত্মভাবে 'ইহাই আমি'
এইরূপে জানেন (চ) এবং (প্রকৃতিং) অবিজ্ঞানলক্ষণা মিথ্যাভূতা ত্রিগুণা
প্রকৃতিকে (গুণৈঃ সহ) স্বথদুঃখমোহময় অন্তঃকরণনিচয়ের সহিত [বেত্তি]
বিবেকবুদ্ধির দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞাপ্রভাবে ত্রিগুণা প্রকৃতি বাধিত
হয়, ইহা উপলব্ধি করেন, (সঃ) তিনি (সর্বথা বর্তমানোহপি) শাস্ত্রবিধি
উল্লঙ্ঘন করিয়া অবস্থান করিলেও (ভূয়ঃ) পুনর্বার (ন অভিজায়তে) জন্মগ্রহণ
করেন না অর্থাৎ এই শরীরে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রারম্ভক্ষয়ে দেহপাতের
পর বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন।

বটেন, তথাপি উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা। একটা সর্প একটা ভেককে গ্রাস
করিতে উত্তত হইয়াছে। ঐ সময়ে সর্পটা ব্যস্ত হইয়া চেষ্টা করিতেছে যে,
'কতক্ষণে ইহাকে গ্রাস করি'; আর ভেকটা ব্যাকুলভাবে শব্দ করিতেছে যে, 'হায়!
আমি মরিনাম!' এই যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কে করিতেছে? সেই
বটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপী জীব। সর্পটাকারে আকারিত অহং ভাবিতেছে
'আমি কতক্ষণে ইহাকে গ্রাস করি' এবং ভেকটাকারে আকারিত অহং ভাবি-
তেছে, 'আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, এইবার আমি মরিনাম!' সেই একই অহং
উভয় প্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া পৃথক পৃথক ব্যক্তিরূপে এই সংঘর্ষ
করিতেছে। এই জগতের যাবতীয় সংঘর্ষ বা স্বথদুঃখময় ঘাত-প্রতিঘাত, ঐরূপেই
সম্পাদিত হয়। এখন দেখ, যদিও ঐ উভয়ে, অর্থাৎ সর্পোহং ও ভেকোহং-রূপ
ব্যক্তিদ্বয় সংঘর্ষ করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ উভয় অহমেরই অন্তঃপুরে বা অন্তরালে
সেই এক অব্যয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা ঐ উভয় অহমেরই এই ব্যাপার নিশ্চেষ্টভাবে

ধ্যানেনান্ননি পশ্চন্তি কেচিদান্নানমাত্মনা ।

অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

২৪। অর্থঃ। (কেচিৎ) ধ্যানযোগিগণ (ধ্যানেন) ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত ধ্যান-
যোগরূপ উপায়সহকারে (আত্মনা) ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্ত্বদ্বারা (আত্মনি) আপনাতে
অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্ত্বেই (আত্মানং) আপনাকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাকেই
(পশ্চন্তি) দর্শন করেন ; (অন্ত্রে) জ্ঞানিগণ (সাংখ্যেন যোগেন) দ্বিতীয়া-
ধ্যায়োক্ত সাংখ্যযোগদ্বারা [পশ্চন্তি] পূর্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মাকে দর্শন করেন ;
(চ) এবং (অপরে) কৰ্ম্মযোগিগণ (কৰ্ম্মযোগেন) তৃতীয়াধ্যায়োক্ত কৰ্ম্মযোগ-
দ্বারা [পশ্চন্তি] পূর্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।

দর্শন করিতেছেন ও হাসিতেছেন । অহমের স্বখদুঃখভোগের অভিমান, তাঁহাকে
স্বখী বা দুঃখী, কিছুই করিতে পারিতেছে না । তিনি দ্রষ্টা হইয়াও উপদ্রষ্টা বা
উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র । তিনি অল্পমন্তা অর্থাৎ অহমের বাবতীয় ব্যাপারই অল্প-
মোদন করেন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেন না, নিবৃত্তও করেন না ।
তিনি ভর্তা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষিস্বরূপ আধার । কোনপ্রকার ভোগাভি-
মানই তাঁহাতে না থাকিলেও গুণসম্বন্ধ অল্পভব করায় তিনি ভোক্তা । তিনি
মহেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্থান এবং সর্বনিয়ন্তা ।
তিনি এই দেহে পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন ।

২৩। যে সাধক উক্ত পরমপুরুষকে এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ঠিক বুঝিতে
পারেন অর্থাৎ আপনার মধ্যেই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য ও সম্বন্ধকে পরোক্ষ
বিচার ও অপরোক্ষ সাধনদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি যে অবস্থাতেই
থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি-ক্রিয়াদি যে প্রকারই হউক না
তিনি আর জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না ।

অন্তে স্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্তেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

২৫। অর্থঃ। (তু) পূর্বোক্ত ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী হইতে (অন্তে) অন্ত অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বিচার করিতে অক্ষম শ্রদ্ধাবান্ মন্বাদিকারি-গণ (এবং) পূর্বোক্ত ত্রিবিধ যোগ (অজানন্তঃ) না জানায় (অন্তেভ্যঃ) ভদ্র-দর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে (শ্রদ্ধা) আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া (উপাসতে) উপাসনা করেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে গুরুপদিষ্ট কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, (শ্রুতিপরায়ণাঃ) গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ (তে অপি) সেই মন্বাদিকারিগণও (মৃত্যুং) মৃত্যুকে (অতিতরন্তি এব) অতিক্রম করিয়াই থাকেন অর্থাৎ অমৃতময়ী মুক্তি লাভ করেন।

যিনি আপনাকে সাধনদ্বারা প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার বুদ্ধিচাক্ষুণ্য হইতে পৃথক্ করিয়া অচঞ্চল, এক ব্রহ্মভাবে, বা স্থিরা প্রজ্ঞাস্বরূপে স্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। আপনাকে অথগু ব্রহ্মভাবে পূর্ণ রাখিতে পারিলে, সেই ব্রহ্মাকারাকারিত্বহেতু, তাঁহার বন্ধন ছিল হইয়া যায়। তিনি জীবমুক্ত অবস্থায় প্রারব্ধকর্ম পর্যন্ত এই দেহে অবস্থান করেন এবং দেহান্তে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

২৬। কেহ কেহ ধ্যানযোগদ্বারা পরমাত্মস্বরূপকে আপনাতেই অর্থাৎ আত্মাতেই দর্শন করেন। কেহ কেহ দৃঢ় জ্ঞানালোচনারূপ জ্ঞানসাধনদ্বারা বিচারগত পরম তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, আর কেহ কেহ জ্ঞানকর্মযোগাশ্রয়ে সেই পরমপুরুষের সাধন করেন। (যদিও ভগবান্ সাধকদিগকে বিভক্ত করিলেন বটে, কিন্তু নিবৃত্তিপথের সাধন করিতে হইলে ঐ তিনেরই প্রয়োজন। যে আধারে ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম এই তিনেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি পরমার্থ বিষয়ে বিচারগত পরোক্ষ জ্ঞান সঙ্গুপ্তের নিকটে অর্জনকরতঃ তৎ-

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

২৬। অর্থঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জুন! (যাবৎ কিঞ্চিৎ) যাহা কিছু (স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং) স্থাবর ও জঙ্গম (সংজায়তে) জন্মে, (তৎ) তাহা (ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ) পূর্বোক্ত ক্ষেত্রনিচয়ের সহিত ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে [জন্মে, ইহা] (বিদ্ধি) জানিও।

প্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন, যাহার সমস্ত কর্তব্যই জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যসহ সদ্ভাবে সম্পাদিত হয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক)। উপায়ের পার্থক্য থাকিলেও লভ্য বস্তু এক বলিয়া ইহারা সকলেই উত্তমাদিকারী।

২৫। আবার এমন কতকগুলি উপাসক আছেন, যাহারা শাস্ত্রবিচারে অক্ষম, কিন্তু সদ্গুরুদেবের রূপায় তত্ত্বজ্ঞানের সারমর্ম অবগত হইয়া তাহাতেই অবিচলিত হির বিশ্বাস রাখিয়া অধিকারাত্মরূপ উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারাও এই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

২৬। হে অর্জুন! এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের তত্ত্ব বুঝাইলাম এই উভয়ের যোগ, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত সম্বন্ধই, এই জড় ও জীবরূপ জগত্বাবের উৎপত্তির কারণ। সেই সম্বন্ধের রহস্যকে উত্তমরূপে হৃদগত করিয়া রাখ; অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপ নির্মল আত্মা কি প্রকারে অহংজ্ঞানরূপ ছায়ামূর্তিতে এই শরীররূপ ক্ষেত্রে স্থ-স্থ-স্থরূপ অবিচ্ছিন্ন ভোগ লইয়া ক্রীড়া করেন, সেই তত্ত্বটী হৃদয়লব্ধ কর।

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮॥

২৭। অর্থঃ। (সৰ্বেষু ভূতেষু) সৰ্বভূতে (সমং) সমভাবে অর্থাৎ এক চৈতন্যভাবে (তিষ্ঠন্তং) অবস্থিত, (বিনশ্যৎস্ব) [সংস্র] সৰ্বভূত বিনষ্ট হইলেও (অবিনশ্যন্তং) অবিনাশিতাবে বর্তমান (পরমেশ্বরং) পরমাত্মাকে (যঃ পশ্যতি) যিনি দর্শন করেন, (সঃ পশ্যতি) তিনি তাঁহাকে ষথার্থ দর্শন করেন ।

২৮। অর্থঃ। (সৰ্বত্র) সৰ্বভূতে (সমবস্থিতং) সমাগ্রুপে অবস্থিত অর্থাৎ সৰ্বভূতকে ব্যাপিয়া অবস্থিত (ঈশ্বরং) মহেশ্বরকে (সমং) অবিভক্ত আত্মভাবে (পশ্যন্ হি) দেখিয়াই [পূৰ্বোক্ত দ্রষ্টা] (আত্মনা) নিজে (আত্মানং) সৰ্বাত্মভূত আত্মাকে (ন হিনস্তি) হিংসা করেন না অর্থাৎ সৰ্বভূতহিতে রত হন ; (ততঃ) সেই হেতু (পরাং গতিম্) মোক্ষ নামক পরা গতি (যাতি) লাভ করেন ।

২৭। যে জ্ঞানী সাধক, সেই পরমপুরুষকে, সৰ্বভূতেই সমভাবে এবং ষাণ্ডীয় পরিণামী ভাবকেই এক অপরিণামিক্রমে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ষথার্থ দর্শন করেন । অর্থাৎ যে সাধক বিচারদ্বারা ভগবানকে, এই ভেদময় জগদ্রূপের বা জড় ও জীবরূপ জ্ঞানমূর্তির প্রত্যেক ব্যাপ্তিতেই, এক অপরিণামী পরমাত্মারূপে জানিয়াছেন এবং বহির্দৃষ্টিযোগেও প্রত্যেক প্রকাশেই ভগবদ্বিকাশ দেখিতেছেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী যোগী ।

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্চতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্চতি ॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমনুপশ্চতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা ॥৩০॥

২৯। অর্থঃ। (যঃ চ) এবং যিনি (কৰ্ম্মাণি) সমস্ত কৰ্ম্ম (প্রকৃত্যৈব) এবং
ত্রিগুণা প্রকৃতি কর্তৃকই (সৰ্ব্বশঃ) সৰ্ব্ব প্রকারে (ক্রিয়মাণানি) সম্পাদিত
হইতেছে [ইহা] (পশ্চতি) দেখেন (তথা) এবং (আত্মানঃ) আত্মাকে
(অকর্তারং) কর্তৃত্বরহিত [পশ্চতি] দেখেন (সঃ) তিনিই (পশ্চতি) স্বার্থ
দর্শন করেন।

৩০। অর্থঃ। (যদা) যখন [সাধক] (ভূতপৃথগ্ভাবং) স্বাবয়ব ব্রহ্ম
যাবতীয় ও জড় জীবমূর্ত্তিকে (একস্বঃ) এক অচঞ্চল আত্মাত্মে গ্রথিত (অনুপশ্চতি)
দেখেন (ততঃ এব চ) এবং সেই এক পরমাত্মা হইতে অর্থাৎ সেই অচঞ্চল
পরমা স্থিতি হইতে (বিস্তারং) অনন্তমূর্ত্তিতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে,
[অনুপশ্চতি] ইহা সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করেন, (তদা) তখন [স্বগত, স্বজাতীয়
ও বিজাতীয় ভেদ দর্শনের অভাবে] (ব্রহ্ম সম্পদ্বতে) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন
অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

৩৮। সৰ্ব্বত্রই অর্থাৎ সৰ্ব্বভূতেই সমভাবে বিদ্যমান, সেই পরম পুরুষকে
যে সাধক সম অর্থাৎ অবিভক্ত এক অচঞ্চল আত্মভাবেই দর্শন করেন, তিনি
কখনই ঐ আত্মাকে আপনার দ্বারা হিংসা করেন না অর্থাৎ অবিজ্ঞাত ভ্রান্তি
না থাকে জ্ঞান দেহাত্মজ্ঞান বা অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে, তিনি আত্মাকে
দেহাতীত অক্ষর পদার্থ বিশ্বাসে, অটলহৃদয়ে আত্মস্থ থাকিয়া কাহারও সহিত
কোনপ্রকার অনুরোচিত নীচ ব্যবহার করেন না। তাঁহার পরম জ্ঞান ও
পরমা ভাগবতী স্থিতিজ্ঞ তিনি পরমা গতিই লাভ করেন।

অনাদিহ্মান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

৩১। অব্যয়ঃ । (কৌন্তেয়) হে অর্জুন । (অয়ং পরমাত্মা) এই পরমাত্মা (অনাদিহ্মাৎ) উৎপত্তি প্রভৃতি ষড়্বিধ বিকাররহিত হওয়ায় (চ) এবং (নিগুণত্বাৎ) স্থখ দুঃখ ও শব্দস্পর্শ প্রভৃতি গুণরহিত হওয়ায় (অব্যয়ঃ) অবিনাশী ; [ইনি] (শরীরস্থঃ অপি) নবদ্বারযুক্ত এই দেহে থাকিয়াও (ন করোতি) কিছুই করেন না (ন লিপ্যতে) ও কিছুই লিপ্ত হন না ।

২২। প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কৰ্ম সৰ্ব্বপ্রকারেই সম্পন্ন হইতেছে, এই তত্ত্বকে যিনি স্থির বুঝিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কৰ্মেই 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি হইতে যিনি সাবধানে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া মাত্র কৰ্ত্তব্য নির্বাহ করিয়া যাইতেছেন, ও দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতির লীলাতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত অটলহৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন, যিনি আত্মাকে সতত অকর্তারূপেই দেখিতেছেন, তিনিই ঠিক দেখিতেছেন ।

৩০। সাধক যখন ভূতভাবের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একস্থিত দর্শন করেন, অর্থাৎ জড় ও জীবমূর্ত্তি প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিভাবকে বা জ্ঞানপার্থক্যকে অভ্যাস্ত সাধনদৃষ্টিদ্বারা ভেদমুক্ত, এক, অচঞ্চল আত্মস্বরূপে গ্রথিত দেখেন এবং সেই সমস্তের সহিত আপনার অচঞ্চলা প্রজ্ঞারূপিনী নির্মলা সত্ত্বাকে মিলিত করিয়া, তথা হইতে এই ভাবটী প্রত্যক্ষ করেন যে, বাবতীয় চঞ্চল জগদ্ব্যবহী সেই অচঞ্চলা পরমা স্থিতি হইতে উঠিয়া অনন্তমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, তখনই সেই সাধক পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ।

যথা সর্বগতং সৌম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকত্রিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥

৩২। অব্যয়ঃ । (যথা) যেমন (সর্বগতঃ) সর্বব্যাপী (আকাশঃ) আকাশ (সৌম্যঃ) নিরতিশয় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত (ন উপলিপ্যতে) কিছুই সহিত লিপ্ত নহে, (তথা) সেইরূপ (আত্মা) আত্মা (সর্বত্র দেহে) দেব মহাত্মাদি সর্ব শরীরে (অবস্থিতঃ) থাকিয়াও (ন উপলিপ্যতে) দেহের দোষগুণে লিপ্ত হন না অর্থাৎ আবদ্ধ হন না ।

৩৩। অব্যয়ঃ । (ভারত) হে অর্জুন ! (যথা) যেমন (একঃ রবিঃ) এক সূর্য্য (কৃৎস্নং) সমগ্র (ইমং) এই (লোকং) ত্রিলোক (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করেন, (তথা) সেইরূপ (ক্ষেত্রী) এক পরমেশ্বর (কৃৎস্নং) পূর্ব্বোক্ত সমস্ত (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্রকে (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করেন ।

৩১। হে অর্জুন ! এই অব্যয় পরমাত্মা গুণাভীত ও অনাদি অর্থাৎ সমগ্র জগন্মাতারই তিনি অনাদি কারণ ; কিন্তু তাঁহার কারণ অল্প আর কিছুই নাই । তিনি এই শরীরে থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং কিছুই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই অর্থাৎ কোনপ্রকার গুণবিকারই তাঁহাকে স্পর্শ করে না ।

৩২। আকাশ যেমন সর্বব্যাপী হইয়াও কিছুই সহিত লিপ্ত নহে, অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা যেমন মলিন হয় না, এই আত্মাও তদ্রূপ সর্বপ্রকার শরীরে স্থিত হইয়াও সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত শরীরের কোন প্রকার পরিণামের সহিত পরিণাম প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি স্নায়ুও হন না, স্নেহও হন না, ঘৃণাও হন না, বুদ্ধিও হন না, চিন্তিতও হন না, হৃষ্টও হন না ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং যে বিদুর্যাস্তি তে পরম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

৩৪। অর্থঃ। (যে) যাহারা (জ্ঞানচক্ষুষা) শাস্ত্র এবং আচার্য্যের
উপদেশজনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ) ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের
(এবং) পূর্কোক্ত প্রকার (অন্তরং) পার্থক্য (ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ) এবং
সর্বভূতযোনি বক্ষ্যমাণ মহদ্বাক্ত হইতে আপনার নির্মল সত্তার সম্পূর্ণ পার্থক্য
(বিদুঃ) অবগত হন, (তে) তাঁহারা (পরং যাস্তি) পরমপদ প্রাপ্ত হন ।

৩৩। হে ভারত! এক সূর্য যেমন ত্রিভুগৎকে প্রকাশিত করেন, এক
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাও তদ্রূপ ক্ষেত্রকে অর্থাৎ ইচ্ছাষেবাদি বিকারযুক্ত চতুর্বিংশতি-
তত্ত্বাত্মক সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু সেই প্রকাশককে
প্রকাশ করিতে পারে না।

৩৪। নির্মল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা যাহারা এই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য
যে কি, তাহা স্থির দর্শন করেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে অর্থাৎ কার্য্যরূপ ত্রিগুণা
মায়ার মূলীভূত মূলা অবিদ্যা হইতে আপনার নির্মল সত্তাকে পৃথক্ করিয়া লইতে
পারেন, এরূপ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণই সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত
হন অর্থাৎ তাঁহারা জীবমুক্ত অবস্থায় থাকিয়া দেহান্তে পরমব্রহ্মগতি লাভ করেন ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

শুণত্রয়বিভাগযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বের পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১৥

১। অর্থঃ । (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ভূয়ঃ) পুনর্বার (জ্ঞানানাং) সর্ববিষয়িণী বুদ্ধির মধ্যে (উত্তমং পরং জ্ঞানং) উত্তম জ্ঞান (প্রবক্ষ্যামি) বলিতেছি, (যং) বাহ্য (জ্ঞাত্বা) জানিয়া (সর্বের মুনয়ঃ) মুনিগণ (ইতঃ) এই দেহবদ্মন হইতে (পরাং সিদ্ধিং গতাঃ) মুক্তিলাভ করিয়াছেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “যাবৎ সংজায়তে” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, বাহ্য কিন্তু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগের দ্বারাই হয় । এই সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণের মতে আপনা হইতেই হয়, কিন্তু এই সংযোগ দৈশ্বর্যাদীন, ইহা দেখাইবার জন্ত এবং “কারণঃ শুণসদ্বোহন্ত”, ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষেত্রজরূপ জীবের শুণত্রয়ের সহিত মিলনই সং ও অসং অন্তরাপ্তি ও “ভূতপ্রকৃতিমোক্শক” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত শুণত্রয়যুক্তা অবিদ্যা হইতে ক্ষেত্রজ জীব কিরূপে মুক্ত হন এবং মুক্ত জীবের লক্ষণই বা কি, এই সমস্ত সন্ধিতান্ত্রে বর্ণনার জন্ত এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আরও আমি তোমাকে অতি উত্তম জ্ঞানের বিষয় বলিব, বাহ্য অবগত হইয়া মুনিগণ পরমা জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করতঃ এই শরীরকারা হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যামাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

২। অর্থঃ। (ইদং) এই (জ্ঞানং) মহৎ বিজ্ঞানকে (উপাশ্রিত্য) সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া [দেহান্তে] (মম) আমারই (সাধন্যং আগতাঃ) সারূপ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার সহিত অত্যন্তাভেদ অবস্থা প্রাপ্ত হন। (সর্গে অপি) হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকালেও (ন উপজায়ন্তে) জন্মেন না (চ) এবং (প্রলয়ে) মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার জীবনান্তেও (ন ব্যথন্তি) তাঁহারা স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না।

৩। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত! (মহৎ ব্রহ্ম) ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতির বীজভূত কারণরূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতি (মম যোনিঃ) আমার গর্ভাধান স্থান, (তস্মিন্) তাহাতেই (অহং) আমি (গর্ভং) বহু হইবার সংকল্পরূপ বীজ (দধামি) নিবেদন করি, (ততঃ) সেই মহতী প্রকৃতি হইতে (সর্বভূতানাং) হিরণ্যগর্ভাদিক্রমে সমস্ত জীবঃ ও জড়ভাবের (সম্ভবঃ) উৎপত্তি (ভবতি) হয়।

২। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিতে পারিলে সাধক আমার ভাবে ভাবিত হন অর্থাৎ মৎ-সরূপতা প্রাপ্ত হন, এবং মহাপ্রলয়কালে ব্যথিত বা স্বরূপচ্যুত হন না কিংবা পুনঃসৃষ্টিকালেও অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকালেও জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না।

৩। আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান মহৎ ব্রহ্ম, তাহাতেই আমি গর্ভাধান করি। ঐ মহাকারণ হইতেই বাবতীয় ভূতভাবের অর্থাৎ জড় ও জীব-রূপ জগত্‌ভাবের উৎপত্তি।

ভগবান্ কহিলেন “মহৎ ব্রহ্মই” আমার গর্তাধান স্থান ; তাহা হইলে ঐ মহৎ ব্রহ্ম কি ? যখন উহাকেই জগৎপত্তির কারণ বলিতেছেন, নিশ্চয়ই তৎপূর্বে কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান ছিল না। গভীর জ্ঞানদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি, যখন জগদ্ভাবও স্মৃতিত হয় নাই, তখন সে অবস্থা কিরূপ ? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব ঐ অবস্থাকে বুঝাইয়াছেন, যথা—

“ন যত্র বাচো ন মনো ন সঙ্ঘঃ, তমো ব্রহ্মো বা মহাদানন্দোহমী।

ন প্রাপবুদ্ধীক্ষিয় দেবতা বা, ন সন্নিবেশঃ খল্লোককল্পঃ ।

ন স্বপ্ন জাগ্রৎ চ তৎ স্মৃপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোহগ্নিররকঃ ।

সংসৃপ্তবজ্রস্ত্রবনপ্রতর্ক্যঃ তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥”

“সে অবস্থায় বাক্য নাই, মন নাই, ত্রিগুণ নাই, প্রাণ নাই, বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় নাই, দেবতা নাই, ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চ নাই, অধিক কথা কি, কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান নাই ; সে অবস্থা জাগ্রৎও নহে, স্বপ্নও নহে এবং স্মৃপ্তিও নহে। তাহা বিচারশক্তির অতীত, এক, অপূর্ণ, নির্কির্শেষ আদিমাত্র।” এতদ্বারাই অল্পমিত হইতেছে যে, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই বিদ্যমান ছিল না ; সেই একম্ অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই সমভাবে বিদ্যমান। চিৎ বা চৈতন্য জিনিষটা কি ? তাহা কি জ্ঞান ? না—জ্ঞান যে পরিণামী, এবং তাহাতে অহং, অং, তৎ বা ‘আমি’, ‘তুমি’ ও ‘তাহা’রূপ বৈত জগদ্ভাব আছেই নিশ্চয়। বৈতাবলম্বন ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। জ্ঞানের মন্তকই অহং ; কারণ ‘আমি’ অগ্রে না উঠিলে, অস্ত্র কিছুই অস্তিত্ব নাই। আবার দেখ, এই অহং কখনই একা থাকিতে পারে না ; উহার সহিত অস্ত্র বাহা কিছু হউক থাকা চাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়-পঞ্চকে না লইয়া অহং থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ হয় আমি দেখিতেছি, নতুবা শুনিতেছি, নতুবা স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি রূপে ঐ বিষয়পঞ্চের মধ্যে কাহাকেও না কাহাকে লইয়া আছিই নিশ্চয়। বিষয়পঞ্চরূপ পরিণামী বৈতভাবে সহিত জ্ঞানের অপরিহার্য সৎক ; কারণ ঐ বিষয়পঞ্চই তো

জ্ঞান ; অর্থাৎ জ্ঞানেরই তো ঐ পঞ্চমূর্তি । তাহা হইলে বিষয়পঞ্চ ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই । জ্ঞান হইতে গেলেই তাহাতে অবশ্যই অহং আছে এবং অহং থাকিলেই তাহার সহিত স্বং বা তৎকেও থাকিতে হইবে । ঐ অহং, স্বং ও তৎই বৈত বা জগৎ । যখন অহং, স্বং ও তৎরূপ জগতের উৎপত্তি হয় নাই, তখন জ্ঞানও নাই, ইহা নিশ্চিত ।

যদি বল, অহমাদি জগদ্ভাববর্জিত জ্ঞানই চৈতন্য, তাহা হইলে তাহাতে আর 'জ্ঞান' উপাধি প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? তাহাই তো চিং বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম । এখন একটা কৌতূহল জাগিতে পারে যে, যদি তাহাতে অহমাদি জ্ঞানভাব বিদ্যমান না রহিল, তাহা হইলে তাহাতে আছে কি ? আছে অবাস্তবসংগোচর এক পরমানন্দ । এই ব্যক্তিমুক্তা পরমানন্দরূপিণী শান্তিই, ব্রহ্মের বা ভগবানের নিরীক্শেয়া প্রকৃতি । চিংস্বরূপ পুরুষে এই যে পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি, ইহাকে কোনপ্রকার ভেদদ্বারা পুরুষ হইতে ভিন্ন করিবার উপায় নাই । চিদানন্দে চিংই পুরুষ এবং আনন্দই প্রকৃতি বটে, কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ অভেদে বিরাজিত, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত কোন ভাব-পার্থক্যই জ্ঞানদৃষ্টির অন্তর্গত নহে । ভৌতিক পদার্থ-মধ্যেই যখন অগ্নিশিখার সহিত তাহার উষ্ণত্বকে পৃথক করা যায় না অর্থাৎ শিখাই উষ্ণত্ব, কি উষ্ণত্বই শিখা, তাহা স্থির করা স্বকঠিন, তখন সেই ভূতাতীত চিং বা চৈতন্যের সহিত তাহার আনন্দরূপিণী প্রকৃতিকে পৃথক করা যাইবে কি প্রকারে ? জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম, সূতীক্স অগ্রভাগও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । স্পর্শ করিতে গেলেই, জ্ঞান আপনাকে হারাইয়া ফেলে । মহাযোগিগণ অতি সাবধানে সাধনদ্বারা, জ্ঞানদৃষ্টিকে জগদ্রূপ আবর্জনামুক্ত করিয়া নির্মলা প্রজ্ঞাতে পরিণতকরতঃ সেই পরমা স্থিতিকে স্পর্শ করিতে যীক্কে যীক্কে অগ্রসর হন বটে, কিন্তু যেমন স্পর্শলাভ ঘটে, অর্থাৎ সেই পরমানন্দে বিন্দুমাত্র স্খা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি আপনাদিগকে হারাইয়া, শিবত্ব বা পরমানন্দময় যোগশব্দ প্রাপ্ত হন । মুহূর্তের জন্তও যে সাধক এই অবস্থাকে ভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তিনিই এই বাক্যের যথার্থ উপলব্ধি

করিবেন ; অসাধক ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত ও যত বড় জ্ঞানীই হউন না, এ অবস্থাকে হৃদয়দয় করিতে পারিবেন না নিশ্চিত ।

এখন দেখা যাউক চৈতন্য কি ; চৈতন্য নির্মল 'অস' মাত্র অর্থাৎ 'আছা' মাত্র, 'মি' বা 'তি'রূপ প্রত্যয়গত মালিষ্ঠ তাঁহাতে যুক্ত নাই অর্থাৎ তাহা 'আছি'ও নহে, 'আছে'ও নহে, পরমানন্দময় 'আছা' মাত্র । ইহাতে 'আত্মা' এ উপাধিও প্রযুক্ত হয় না ; কারণ অহমাদি জগন্ভাবে বা জ্ঞানের অভাবে তিনি কাহার সাক্ষী ? জ্ঞান ক্ষুরিত হইলে তবে তো তাহার বোধস্বরূপ সাক্ষী বা আত্মা ; কিন্তু জ্ঞানই যখন ক্ষুরিত হয় নাই, তখন আর বোধ কাহার ? এইজন্য তখন তাঁহাতে 'আত্মা' উপাধিও প্রযুক্ত হয় না । তখন একমুখি অধ্বিতীয় চিদানন্দঃ বা প্রকৃতি-পুরুষের নির্বিশেষ ঐক্যমাত্র । এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতি বা শ্রীমতী হইতেই এই পরিণামী জগন্ভাবে উৎপত্তি । শ্রুতি বলিয়াছেন, "আনন্দাঙ্কো বসিমানি ভূতানি জায়ন্তে" অর্থাৎ এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতিই এই জগন্ভাবে প্রসব করিয়াছেন । এই নির্বিশেষত্বে পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি স্থিরা অর্থাৎ তাঁহাতে ত্রিগুণের কোন উর্মি বা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে না । রজ, সব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণসংক্ষেপ তাঁহাতে তখনও দেখা দেয় নাই, স্তবরাং অস্ত কোন ভাবেরই উঠা, থাকা বা যাওয়া তাঁহাতে নাই । ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার আধাররূপিণী, চিদায়ী, আনন্দস্বরূপা এই প্রকৃতিই, মহৎ ব্রহ্ম বা বিশ্বমোনি । এই ব্যক্তিযুক্তা, চিদায়ী, আনন্দরূপিণী ব্রহ্মমোনি প্রকৃতিতে শ্রীভগবান্ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পুরুষ গর্তাধান করিলেন, অর্থাৎ রজ, সব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণময় পরিণামী ব্যক্তিভাবে বীজ নিবেক করিলেন ।

এই স্থানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বাহা নিঃসৃত হইল, তাহা পরিণামী বা অসৎ হইল কেন ? এক কথায় ইহার উত্তর এই দেওয়া বাইতে পারে যে, "ভগবানের ইচ্ছাই ইহার কারণ" এবং বিচারদৃষ্টির দ্বারাও ইহা অস্বীকৃত হয় যে, সং হইতে দ্বিতীয় বাহা কিছু উঠিবে, তাহা অসৎ না হইয়া থাকিতেই পারে না । দ্বিতীয় কিছু হইতে গেলেই তাহাতে ভেদ

থাকা চাই, নতুবা তাহা দ্বিতীয়রূপে ভিন্ন হইবে কি প্রকারে ? ভেদ ব্যতীত অস্ত্র কিছুই অস্তিত্বই হইতে পারে না। সং হইতে যাহা কিছু পৃথক্ বাহির হইবে, তাহা নিশ্চয়ই সং হইতে ভিন্ন হইবে এবং নিশ্চয়ই তাহা অসং বা পরিণামী হইবে। যখনই তাহাতে ভেদ প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহা বিকারকে পাইয়াছে, সংশয় নাই ; মূলেই যখন বিকারকে আশ্রয় করিল, তখন ঐ বিকৃতি হইতে যাহা কিছু উঠিবে, তাহা নিশ্চয়ই বিকারী বা অসং হইবে ; এই কারণেই জগন্দ্ভাব সমস্তই পরিণামিরূপে অসং।

এখন দেখ, ঐ যে ব্যক্তিরহিতা, চিন্ময়ী, আনন্দস্বরূপা প্রকৃতি বা বিশ্বযোনি মহদব্রহ্ম, তিনি চিৎস্বরূপ ভগবান্ হইতে মহদগর্ভ ধারণ করিলেন। এখন দেখা যাউক, আনন্দস্বরূপা মহাপ্রকৃতিতে ভগবান্ কর্তৃক যে বীজ নিষিক্ত হইল, তাহা কি। তাহা ভগবৎসঙ্কল্প ব্যতীত আর কি হইবে ? সঙ্কল্প হইল এই যে, ‘একের উপর অসংখ্য প্রকাশ পাউক। এই যে বহুমুখী সঙ্কল্প, উহা হইল বীজ এবং বহুমুখিত্বহেতু বীজ পরিণামী বা অসং। এই সঙ্কল্পরূপ বীজ, জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির বহিঃস্রবণের প্রাগ্ভাব মাত্র। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থূল পদার্থ এক জ্ঞান ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? হুতরাং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান ব্যতীত অস্ত্র স্থূল আর কি উঠিবে ? ঐ বহুমুখী পরিণামী ব্রহ্মসঙ্কল্পই হিরণ্যগর্ভা মহামায়া। এই মহাশক্তিকে মায়া বলিবার কারণ এই যে, যাহা ছিল না, পরেও থাকিবে না এবং সততই যাহার পরিণামশ্রোত অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে অর্থাৎ যাহার কোন ভাবকেই ‘অস্তি’ বলিবার উপায় নাই, কারণ ‘ইহা অস্তি’ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই যাহার সূক্ষ্ম ভাবান্তর ঘটিতেছে নিশ্চয়, এরূপ নশ্বর বা মিথ্যা জগন্দ্ভাবের যিনি কারণ, তাঁহাকে মায়া ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ? এই মায়াশক্তিই জ্ঞানবীজরূপে আনন্দরূপিণী প্রকৃতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং পরমানন্দরূপিণী চিন্ময়ী শ্রীরাধাও ঐ জ্ঞান-রূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিকে সাদরে ধারণ করিলেন। ঐ মায়াময়ী বিভক্তিকে ধারণ করিয়া গর্ভের আকার হইল ‘অস্মৃক্তা-মি (অস্ম + মি) বা ‘অন্নি’। তখন

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

‘আছি’, ‘আছি’, ‘আছি’রূপ একটা গুণসংস্কোভ, বা জ্ঞানবীজমূর্ত্তিরূপ পরিণামী ষাভপ্রতিষাভ, জননীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং অচিরেই সেই জ্ঞানবীজ-রূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তি ‘অহংজ্ঞান’রূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া পড়িলেন । এই ‘অহং’কে পুত্র বলিলেও চলে, কন্যা বলিলেও চলে, কারণ, যখন ইনি কর্তা, তখন প্রকৃতি, আবার যখন ভোক্তা, তখন অধম পুরুষ । যেমন এই অহংরূপী অপত্য বা জ্ঞানের আদিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, অমনি চিৎরূপ শ্রীভগবান্ ঐ অহমের সাক্ষী হইয়া, বোধস্বরূপ আত্মারূপে ঐ জ্ঞানকে ধারণ করিলেন । এই আদি অহম্‌ই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারূপে রূপিত হইয়াছেন ; কারণ অহং অগ্রে না উঠিলে অস্ত্র কিছুই অস্তিত্ব নাই এবং অহমের সম্বন্ধ ব্যতীত সৃষ্টিই বা হইবে কিরূপে ? সেই ত্রিগুণা মায়াময়ী মহাশক্তিই ‘অহংজ্ঞান’রূপ আদি মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইলেন এবং উহা হইতেই ক্রমে ক্রমে অসংখ্য অস্তিত্বাবের বা জড় ও জীবরূপ অনন্ত জ্ঞানমূর্ত্তির স্ফুরণস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই মায়াময় মিথ্যা জগদাকার ধারণ করিল । এ মিথ্যার অর্থ নাস্তি নহে । এ মিথ্যার অর্থ এই যে, যাহাকে ধেরূপ দেখিতেছি, তাহা সেরূপ নহে অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলেই তাহা ক্রমে ক্রমে, একভাব হইতে অস্ত্র ভাবে, তাহা হইতে আবার অস্ত্র ভাবে, এইরূপে ভাবান্তরিত হইতে হইতে ক্রমে সেই মায়াময়ী জ্ঞানশক্তিভেই পরিণত হইবে । একখানা প্রস্তুত ও জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে । সেই পরমানন্দরূপিণী শ্রীমতী রাধাই জ্ঞানরূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিরূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া, ভূতপঞ্চ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপিণী অষ্ট সজিনী বা সখীসহ এই গুণময় জগদাকার, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণসহ মহারাসজীড়া করিতেছেন । তাঁহার চিন্ময়ী আনন্দমূর্ত্তিই প্রেমস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা এবং মহাশক্তিময়ী মায়ামূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী জ্ঞানরূপিণী শ্রামা ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবল্লন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

তত্র সত্ত্বং নিশ্চলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

স্থখসঙ্গেন বলাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

৩। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (সৰ্ব্বযোনিষু) দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সৰ্ব্বযোনিতে (যাঃ সৃষ্টয়ঃ) বাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাশ্রক প্রাণিনিচয় (সম্ভবন্তি) উৎপন্ন হয়, (তাসাং) সে সকলের (মহৎ ব্রহ্ম) মহৎ ব্রহ্ম (যোনিঃ) উপাদান কারণ, (অহং) [আর] আমি (বীজপ্রদঃ পিতা) সঙ্কল্পরূপ বীজপ্রদ পিতা।

৫। অর্থঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (প্রকৃতিসম্ভবাঃ) মূল অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় (দেহে) নবদ্বারযুক্ত এই দেহে [অবস্থিত] (অব্যয়ং) অবিনাশী (দেহিনং) চৈতন্যময় আত্মাকে (নিবল্লন্তি) আবদ্ধ করে।

৬। অর্থঃ। (অনঘ) হে নিষ্পাপ! (তত্র) ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে (নিশ্চলত্বাৎ) অচ্ছ বলিরা (প্রকাশকম্) প্রকাশশীল, (অনাময়ং) স্থখক্ষণক (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ (স্থখসঙ্গেন) স্থখাসক্তি (জ্ঞানসঙ্গেন চ) ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা [দেহিনং] পূর্বোক্ত দেহীকে (বলাতি) দেহাবদ্ধ করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন করে।

৭। হে অৰ্জুন! সৰ্ব্বপ্রকার যোনিতেই অর্থাৎ দেব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, নাগ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি ষাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ জীবভাবেই যে সমস্ত মূর্তি উৎপন্ন অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত যে সমস্ত অহংরূপী জীবভাব স্মুরিত হয়, সে সমস্তেরই জননী ঐ মহদব্রহ্ম অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্যাবস্থার আধাররূপিনী আনন্দধরূপ পরমা প্রকৃতি, আর আমি বীজনিষেককর্তা জনক।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবন্ধাতি কৌন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

৭। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন ! (রাগাত্মকং) অল্পরাগাত্মক (রজঃ) রজোগুণ হইতে (তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং) কামনা ও আসক্তি সম্ভূত হয় বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (তৎ) তাহা (কৰ্ম্মসঙ্গেন) কৰ্ম্মাসক্তির দ্বারা (দেহিনং) জীবচৈতন্যকে (নিবন্ধাতি) দেহাবদ্ধ করে।

৫। হে মহাবীর ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ মূল অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেই উঠিয়াছে। শরীরের হ্রাসে বাহ্য হ্রাস বা শরীরের বৃদ্ধিতে বাহ্য বৃদ্ধি হয় না, এমন যে জীব, সেই জীবকে ইহারাই শরীরে আবদ্ধ করে। অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপা চিং ছায়া, 'আমি এই শরীর,' ইত্যাকার ভ্রান্তিভাবে বদ্ধ হইয়া যে জীবাভিমান করে, তাহার কারণ, এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা; আবার এই মিথ্যা শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনারূপ যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এই শরীর-কারণাগারকে ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহার কারণও এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা। রাজসী, তামসী ও সাত্বিকী, এই তিন প্রকারের আসক্তি বা মায়াবন্ধনই জীবকে এই শরীর-কারণাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

৬। হে নিম্পাপ ! উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল অর্থাৎ কৌটিল্যরূপ মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ইহার স্বভাবই সারল্যময়। একজন সত্ত্বগুণাশ্রিত লোককে দেখিলেই প্রভীত হইবে, যেন সারল্য তাঁহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে। নির্মলত্ব জন্ত সত্ত্বগুণ প্রকাশক অর্থাৎ কিছুই যেন গোপন রাখিতে চাহে না, সমস্তই বাহির করিয়া দিতে চায়; সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অন্তর বাহির সমান। সত্ত্বগুণ অনাময় অর্থাৎ শাস্তিময় সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি শাস্তভাবেকে ভালবাসে; বাহাতে অধিক উদ্বেগ, অধিক গোলমাল, অধিক জটিলতা, এরূপ অশান্তিজনক ভাবকে কিছুতেই লইতে চাহে না। এই সত্ত্বগুণ জীবকে দুই প্রকারের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে; একটা শাস্তিময় স্বাধীনতা, অগ্ৰীভ জ্ঞানাসক্তি।

তমস্তুজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালশ্চনিদ্রাভিস্তম্নিবগ্নাতি ভারত ॥৮॥

৮। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (তমঃ তু) তমোগুণকে (অজ্ঞানজং) প্রকৃতির আবরণশক্তিপ্রধান অংশ হইতে জাত (সর্বদেহিনাং) ও সকল জীবের (মোহনং) ভ্রান্তিজনক বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (তৎ) তাহা (প্রমাদালশ্চ-নিদ্রাভিঃ) অবিবেক আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা [জীবকে] (নিবগ্নাতি) বন্ধন করে।

সাম্বিকী আসক্তি যদিও বন্ধন বটে, কিন্তু ইহা দেবভাব পূর্ণ স্ববন্ধন। রাজস, তামসবৎ কুবন্ধন নহে। এই স্ববন্ধনের দ্বারাই কুবন্ধনকে ছিন্ন করিতে হইবে। গুণাতীতা মূক্তিকে লাভ করিতে হইলে প্রকৃতিকে অগ্রে সত্ত্বপ্রধান করিতে হইবে। যতদিন প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান না হইবে, ততদিন প্রকৃতি আত্মর থাকিবে নিশ্চয়। আত্মরপ্রকৃতির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। আত্মরপ্রকৃতি অপেক্ষা দেবপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠ।

৭। হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ ভোগাসক্তিই তাহার সর্বশ্র ; রজঃপ্রধান প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব শাস্ত-ভাবকে ভালবাসে না, অশান্তিপূর্ণ ধুমধাম, জনতা, আড়ম্বর, প্রভৃৎ ইত্যাদি ভাবকে লইয়াই থাকিতে চায়। রজঃপ্রধান প্রকৃতি ভোগভূষণ ব্যাকুল অর্থাৎ ‘আরও হউক, আরও পাই’ ইত্যাকার হুনিবার্ঘ্যা ভোগকামনার তাড়নায় অস্থির হইয়া সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়েই হউক, কামনাকে পূর্ণ করিবার জন্ত বহুপ্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠানের আসক্তিরূপ বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়। ঐ কৰ্ম্মাসক্তিরূপ বন্ধনসৃষ্টিই রজোগুণের ধর্ম।

৮। হে অর্জুন ! তমোগুণ জ্ঞানের বিপরীতধর্মী অজ্ঞান হইতে জাত এবং সকল জীবকেই সর্বতোভাবে মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানবিমুগ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। ইহা জীবকে প্রমাদ (তুষ্টিহীন, বিষন্ন ও অবসন্নভাবে একত্র সমাবেশ), আলস্য ও অপরিমিত নিদ্রাপরায়ণতার দ্বারা অবরুদ্ধ করে।

সদ্বৎ স্তুথে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সদ্বৎ ভবতি ভারত ।

রজঃ সদ্বৎ তমশ্চৈব তমঃ সদ্বৎ রজস্তথা ॥১০॥

২। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (সদ্বৎ) সদ্বগুণ [জীবকে] (স্তুথে সঞ্জয়তি) স্তুথে আসক্ত করে, (রজঃ) রজোগুণ (কৰ্ম্মণি) কৰ্ম্মেতে (উত) এবং (তমঃ তু) তমোগুণ (জ্ঞানং আবৃত্য) জ্ঞানকে আবৃত করিয়া (প্রমাদে সঞ্জয়তি) প্রমাদগ্রস্ত করে।

১০। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (সদ্বৎ) সদ্বগুণ (রজঃ তমঃ চ অভিভূয়) রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া (ভবতি) প্রাধান্যলাভ করে ; (রজঃ) রজোগুণ (সদ্বৎ তমঃ চ এব) সদ্বৎ ও তমোগুণকে (তথা) এবং (তমঃ) তমোগুণ (সদ্বৎ রজঃ) সদ্বৎ ও রজোগুণকে [অভিভূয় ভবতি] অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে।

রজঃ প্রধান প্রকৃতি ভোগাহুকুল কৰ্ম্মসকল করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকে ; কিন্তু তমঃপ্রধান প্রকৃতি তাহার কিছুই করিতে চাহে না। ভোগকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু কৰ্ম্ম করিয়া ভোগকে লইতে চাহে না। 'কিছুই করিতে না হয়, অথচ ভোগস্থখ ইচ্ছামত প্রাপ্ত হই', ইহাই তাহার কামনা। তমঃপ্রধান-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের মুখ দেখিলেই যেন বুঝিতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি সর্বদা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও কৌটিল্যসহ ঘোর লালসাপূর্ণ।

২। হে অৰ্জুন ! সদ্বগুণ জীবকে শাস্তিময় স্তুথের দিকে, রজোগুণ অশান্তিপূর্ণ কৰ্ম্মের দিকে এবং তমোগুণ জ্ঞানবিমুখকরতঃ প্রমাদের দিকে আকর্ষণ করে।

সর্বদ্বারেষু দেহেহগ্নিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

১১। অর্থঃ। (যদা) যে সময়ে (অগ্নিন্ দেহে) এই দেহে (সর্বদ্বারেষু) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়কে আশ্রয় করিয়া (জ্ঞানং প্রকাশঃ) বস্তুর যথাবথ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (উপজায়তে) জন্মে, (তদা উত) সেই সময়েই (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ (বিবৃদ্ধং) প্রবল (ইতি বিদ্যাৎ) ইহা জানিবে।

১০। হে ভারত! কখনও রজ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া রজোগুণ প্রবল হয় এবং কখনও সত্ত্ব ও রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়।

যেমন গদাদি নদীসকলে জোয়ার আইসে, আমাদিগের মধ্যেও সেইরূপ ত্রিগুণের জোয়ার আইসে, অর্থাৎ কখনও সাত্বিক, কখনও রাজসিক ও কখনও তামসিক প্রবাহ প্রবল হইয়া আমাদের অন্তর-বাহির প্রাবিত করে। প্রতিদিনই প্রায় এইরূপ ব্যাপার ঘটে। সাধককে এই জোয়ার চিনিয়া আত্মভাব প্রাপ্তিরূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার উপায়ভূত জ্ঞানরূপ তরণীকে বাহিয়া যাইতে হইবে; সেইজন্তই ভগবান্ এই জোয়ারক চিনাইয়া দিয়া সাবধান করিতেছেন। এই তিন প্রকার জোয়ারের বেগ ও স্থিতি সকল আধারেই সমান নহে। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে সাত্বিক জোয়ারের স্থিতি, রজঃপ্রধান প্রকৃতিতে রাজসিক জোয়ারের স্থিতি এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে তামসিক জোয়ারের স্থিতি, অধিক সময়ব্যাপী। য'হাতে সাত্বিক জোয়ারের স্থিতি অধিক সময় স্থায়ী হয়, ভগবৎপথের পথিককে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। ভগবৎপ্রাণতা যত দৃঢ় হইতে থাকিবে, এই সাত্বিক জোয়ারের স্থিতিও তত অধিকক্ষণস্থায়ী হইবে। যে যে লক্ষণদ্বারা এই তিন প্রকার জোয়ারকে ধরিতে পারা যাইবে, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

১১। যখন এই শরীরের সকল দ্বার দিয়াই অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা জ্ঞানপ্রবেশের পঞ্চ দ্বার দিয়াই জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্রোত প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে থাকে, তখনই জানিবে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যখন সাত্ত্বিক জ্যোয়ার আসিবে, তখন সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে তত্ত্বজ্ঞানের একটা শাস্তিমুখময় প্রবাহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বার দিয়াই আপনা হইতে প্রবেশ করিয়া অন্তর-বাহির প্রাবিত করিয়া ফেলিবে, এবং দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বাহিত ব্যাপারই তত্ত্বজ্ঞানময় হইয়া পড়িবে। তখন শব্দে হরি, স্পর্শে হরি, রসে হরি, গন্ধে হরি, এইরূপে অন্তর-বাহির সমস্তই ভগবন্ময় হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য, এ অবস্থা অত্যন্ত অধ্যাত্মসাধকেরই হয়, সকলেরই হয় না বটে; কিন্তু যে যেমন, তাহার পক্ষে ততটা হয় সম্ভব নাই। উন্নত সাধকের অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ তখন আপনা হইতেই অধিকতর বৈরাগ্যাপূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে ভগবানের দিকে ছুটিতে থাকে, এবং সংসারভোগবাসনার অধোগামিনী গতিকে যেন ফিরাইয়া দিয়া উজ্জানে ভগবন্মুখী করিয়া ফেলে। সাধক চেষ্টা করিয়া এই জ্যোয়ারের স্থিতি ক্রমে ক্রমে অধিক, অধিকতর ও অধিকতমরূপে স্থায়ী করিয়া লইতে পারেন। যদিও প্রকৃতিগুণে রাজসিক ও তামসিক জ্যোয়ারের প্রবাহও তাঁহাতে এক একবার প্রবেশ করিবে নিশ্চয়, কিন্তু যুহুভাবে আসিবে ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিবে না। এই সাত্ত্বিক প্রবাহ সকলেরই মধ্যে প্রবল হয় এবং রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান প্রকৃতিকে যখন আক্রমণ করে, তখন তাহারও হঠাৎ যেন একটু ভাগবতী স্মৃতি লাভ করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে বা ভগবৎসম্বন্ধীয় একটা গান গাহিতে বা শুনিতে চেষ্টা করে। একটা শাস্ত, প্রসন্নভাব, যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও বিকশিত হয় এবং মহাকৌটিল্যময় প্রকৃতিতেও যেন সারল্য ও সদাশয়তার আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্বেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্বেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

১২। অবয়বঃ। (ভরতর্ষভ) হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! (রজসি বিবুদ্ধে) রজোগুণ প্রবল [সতি] হইলে (লোভঃ) পরদ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা, (প্রবৃত্তিঃ) সাধারণ চেষ্টা, (কৰ্ম্মণাম্ আরম্ভঃ) কৰ্ম্মোত্তম, (অশমঃ) অস্থিরতা, (স্পৃহা) বিবয়াকাজ্জ্বা, (এতানি জায়ন্তে) এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৩। অবয়বঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন ! (তমসি বিবুদ্ধে) তমোগুণ প্রবল [সতি] হইলে (অপ্রকাশঃ) অবিবেক, (অপ্রবৃত্তিঃ চ) উদ্যমরাহিত্য, (প্রমাদঃ) বিবল্লাভাব, (মোহঃ এব চ) স্মৃতিভ্রংশ, (এতানি জায়ন্তে) এই সকল লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিপরীত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

১২। হে ভরতর্ষভ ! যখন রজোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ রাজসিক জ্যোয়ার আইসে, তখন পরস্বাপহরণেচ্ছা, নানাপ্রকার ভোগবাসনা, “কি করি, কোন্টা করি” ইত্যাকার ব্যস্ত কৰ্ম্মোদ্যম, অস্থিরতা ও অতৃপ্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৩। হে কুরুনন্দন ! যখন তমোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ তামসিক জ্যোয়ার আইসে, তখন অপ্রকাশ (জ্ঞানভাব যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ একটা আচ্ছন্নভাব), অপ্রবৃত্তি (কি সাধনকৰ্ম্ম, কি সংসারকৰ্ম্ম কিছুই করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এইরূপ একটা অবসন্নভাব), প্রমাদ (নিরুৎসাহ, বিরক্তি ও শোকতাপজড়িত একপ্রকার বিবল্লাভাব) এবং মোহ অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদি জ্ঞানের বিপরীত ভাবাক্রান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

যদা সত্ত্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

১৪। অর্থঃ। (সত্ত্বে প্রবুদ্ধে তু) সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে [তদবস্থায়] (যদা) যদি (দেহভূৎ) দেহী জীব (প্রলয়ং যাতি) মৃত্যুমুখে পতিত হয়, (তদা) তাহা হইলে [তিনি] (উত্তমবিদাম্) উত্তমজ্ঞানিগণের (অমলান্ লোকান্) দেবদানপথে সত্ত্বপ্রচুর স্বথময় লোক (প্রতিপদ্যতে) প্রাপ্ত হন।

১৫। অর্থঃ। (রজসি) রজোগুণের [বিবুদ্ধে সতি] প্রাবল্যাবস্থায় (প্রলয়ং গত্বা) মৃত্যু হইলে (কর্মসঙ্গিষু জায়তে) কর্মপ্রবণ মনুষ্যলোকে জন্মে; (তথা) এবং (তমসি) তমোগুণের [বিবুদ্ধে সতি] প্রাবল্যাবস্থায় (প্রলীনঃ) মৃত্যু হইলে (মূঢ়যোনিষু) পশাদি মূঢ় যোনিতে (জায়তে) জন্মে।

১৪। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যাবস্থায় যদি শরীরত্যাগ হয়, তাহা হইলে উত্তমবিদ-গণের প্রাপ্য নির্মল লোকসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, পরমাত্মসাধকগণের যে উত্তমা দেবদানগতি নির্দিষ্ট আছে, সেই নির্মল-গতি লাভ করা যায়। এই সাত্বিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যপূর্ণ উন্নত সাধক ব্যতীত অগ্র কাহারও হইতে পারে না। এই সাত্বিক প্রবাহকে আয়ত্তকরতঃ, যে সাধক আপনার প্রকৃতিগত করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ ভাগবতী দৃষ্টি রক্ষারূপ ষোণাভ্যাস বাহাতে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে, সাত্বিক প্রবাহসহ দেহত্যাগ, সেই উত্তম সাধকই করিতে পারেন। নতুবা, অগ্র অজ্ঞান, অসাধক ব্যক্তির কথা কি, অধম বা মধ্যম অধিকারী সাধকও ইহাতে দেহত্যাগ করিতে পারিবেন না। সে সময়ে তাঁহার রাজসিক বা

কৰ্মগুণঃ স্কৃততত্ত্বাঃ সাদ্বিকং নিৰ্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

সদ্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥

১৬। অর্থঃ। [সাধুগুণ] (স্কৃততত্ত্ব) সাদ্বিক (কৰ্মগুণঃ) কৰ্মের (নিৰ্মলং) প্রকাশবহুল (সাদ্বিকং) সাদ্বিক (ফলং) স্কৃতময় ফল হয় (আহঃ) [ইহা] বলেন, (রজসঃ তু) রজোগুণের (দুঃখং ফলং) দুঃখময় ফল, [এবং] (তমসঃ) তমোগুণের (অজ্ঞানং ফলং) অজ্ঞানময় ফল হয় [আহঃ] [ইহা] বলিয়া থাকেন।

১৭। অর্থঃ। (সদ্বাৎ) সদ্বগুণ হইতে (জ্ঞানং সংজায়তে) জ্ঞান জন্মে, (রজসঃ লোভঃ এব চ) রজোগুণ হইতে লোভ (সংজায়তে) জন্মে, [এবং] (তমসঃ) তমোগুণ হইতে (প্রমাদমোহৌ) প্রমাদ, মোহ (অজ্ঞানং এব চ) ও বিপরীত বুদ্ধি (ভবতঃ) জন্মে।

তামসিক প্রবাহের অধীন থাকিবেনই নিশ্চয়। “কোথায় চলিলাম”, “আত্মীয়বর্গ কোথায় রহিল”, ইত্যাকার একটা মোহভাব তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তবে সাদ্বিকতা যাহাতে যতটুকু প্রকৃতিগত আছে, রাজসিক ও তামসিক পরিণামের মধ্যেও ততটুকু প্রকৃতিগত উন্নতি বিনাচেষ্টায় প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিলোকাদি প্রাপ্তিও রাজসী গতির পরিণাম, তবে তাহা সঙ্কল্পী শ্রেষ্ঠা রাজসী বটে।

১৫। রাজসিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে, কৰ্মাসক্ত প্রকৃতিতে বা মহাব্যালোকে, তামসিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে মূঢ়প্রকৃতিতে অর্থাৎ ভ্রাম্য, সত্য ও সারল্যাदि দেবভাববর্জিত, নীচভাবাপন্ন অধম প্রকৃতিতে বা পশাদি যোনিতে জন্মলাভ ঘটে।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ ।

জঘন্তগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামস্যাঃ ॥১৮॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (সত্ত্বস্থাঃ) সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি (উর্দ্ধং) মহঃজনপ্রভৃতি লোকে (গচ্ছন্তি) গমন করেন, (রাজস্যাঃ) রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি (মধ্যে) মধ্যলোকে (তিষ্ঠন্তি) অবস্থান করে, (জঘন্তগুণবৃত্তিস্থাঃ) নিকৃষ্ট গুণাবৃত্তি (তামস্যাঃ) তামস ব্যক্তি (অধঃ) পশাদি মুঢ়যোনি (গচ্ছন্তি) লাভ করে।

১৯। অর্থঃ। (যদা) যদবস্থায় (দ্রষ্টা) বিবেকী (গুণেভ্যঃ) ত্রিগুণ হইতে (নান্যং কর্তারং) পৃথক কর্তাকে (ন অনুপশ্যতি) দেখেন না অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতিকেই কর্তা বলিয়া দেখেন (চ) এবং (গুণেভ্যঃ পরং) ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাকে (বেত্তি) জানেন, [তদা] তদবস্থায় (সঃ) সেই বিবেকী (মন্তাবং) ব্রহ্মভাব (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হন।

১৬। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন সাধকের সমস্ত কর্মই সাধিক এবং তাহাদের ফলও নির্মল অর্থাৎ ভোগকামনার সঙ্কলবর্জিত আনন্দমাত্র; রজোগুণপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের রাজস কর্ম দুঃখরূপ ফল প্রসব করে অর্থাৎ তাহাদের কর্ম ভোগরূপ স্বার্থপূর্ণ সিকাম, স্তবরাং তদ্বারা তাহারা যে ভোগসুখই লাভ করুক না, একদিন সেই সুখরূপ বীজ হইতে একটা বৃহৎ দুঃখবৃক্ষ বাহির হইবে নিশ্চয়; আর তমোগুণপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের যে তামস কর্ম, তাহার ফল জ্ঞানবিমুখতা।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে জ্ঞানের অভাব, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃতৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নতে ॥২০॥

২০। অর্থঃ। (দেহী) জীব (দেহসমুদ্ভবান্) দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ (এতান্ ত্রীন্ গুণান্) এই তিন গুণকে (অতীত্য) অতিক্রম করিলে (জন্মমৃত্যুজরাহুঃতৈঃ বিমুক্তঃ) জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া (অমৃতং) মোক্ষ (অমৃতং) উপভোগ করেন।

১৮। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি উর্দ্ধগতি, রজঃপ্রধান প্রকৃতি মধ্যগতি, এবং নিকৃষ্ট তমঃপ্রধান প্রকৃতি অধোগতি লাভ করে।

১৯। দ্রষ্টা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপী জীব যখন দেখেন যে, ত্রিগুণ ব্যতীত কৰ্ম্মের কর্তা অস্ত্র কেহই নহে এবং গুণাতীত পরমভাব যে কি, তাহাও বুঝিতে পারেন, তখনই জীব আমার ভাবকে প্রাপ্ত হন।

‘জীব’ বা ‘দেহী’ প্রয়োগ না করিয়া ভগবান্ দ্রষ্টা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র পরোক্ষ বিচার, অর্থাৎ শাস্ত্রপাণ্ডিত্যেরদ্বারা বুঝিলেই হইবে না; এই ভাবকে পূর্ণ অপরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনদ্বারা আপনাকে ত্রিগুণা প্রকৃতির চাক্ষু্য হইতে বাহিরে আনিয়া পরম অচঞ্চল ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলে, তবে অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কর্তৃত্ব সমস্তই প্রকৃতির, আমার কোন ক্রিয়াই নাই; আমি সেই পরম পুরুষের ছায়ামাত্র এবং যে পরম অচঞ্চল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই সেই পরমাত্মার পরমানন্দরূপিনী মূলা প্রকৃতি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভূতপঞ্চ-রূপিনী মায়াময়ী অপরা প্রকৃতিই কৰ্ম্ম সকল করে এবং উহাদের কৰ্ম্মে আমার যে

অর্জুন উবাচ

কৈলিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানতানতীতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃতিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন ঘোষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জলতি ॥২২॥

২১। অহম্ (অর্জুনঃ উবাচ) অর্জুন কহিলেন, (প্রভো) হে প্রভো ! (কৈলিঙ্গৈঃ) কোন্ চিহ্নদ্বারা (এতান্ জীন্ গুণান্ অতীতঃ) ত্রিগুণাতীত ব্যক্তিকে (ভবতি) জানিতে পারা যায় ? (কিমাচারঃ) তাঁহার আচার কিরূপ ? (কথং চ) এবং কিরূপে (এতান্ জীন্ গুণান্) এই তিন গুণকে (অতিবর্ততে) অতিক্রম করেন ?

কর্তৃত্বাভিমান, তাহা যে বার্থই শাস্তিজাত, তাহা সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাইলাম। উক্তপ্রকার প্রতীতি ষাঁহাতে স্থিরভাবে বসিয়া গেল, তিনিই ভগবদুক্ত 'দ্রষ্টা'। উক্ত 'দ্রষ্টা' সাধকই কৃষ্ণানন্দময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০। দেহী অর্থাৎ জীব উক্তপ্রকারে, দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ তিন প্রকার গুণচাক্ষুস্য হইতে আপনাকে বাহিরে আনিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ত্রিতাপ হইতে পরিভ্রাণ পান এবং অমৃত অর্থাৎ শাস্তিহৃদাময় কৃষ্ণানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

২১। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো। সেই গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ কিরূপ ? আচরণই বা কি প্রকার এবং গুণাতীত হইবার উপায় কিরূপ ?

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেদতে ॥২৩॥

২২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব ! [পূর্বোক্ত ত্রিগুণাতীত জীবমুক্ত পুরুষ] (প্রকাশং চ) সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, (প্রবৃত্তিং চ) রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি, (মোহম্ এব চ) এবং তমোগুণের কার্য মোহ (সংপ্রবৃত্তানি) স্বয়ংজাত হইলে (ন দ্বেষ্টি) বিদেহ-ভাবাপন্ন হন না (নিবৃত্তানি) [এবং] নিবৃত্ত হইলেও (ন কাজ্জতি) তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না ।

২৩। অর্থঃ। (যঃ) যিনি (উদাসীনবৎ) মধ্যস্থ ব্যক্তির আয় (আসীনঃ) অবস্থান করেন, (গুণৈঃ) ত্রিগুণ দ্বারা (ন বিচাল্যতে) পরিচালিত হন না, (গুণাঃ) সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ (বর্তন্তে) কার্য করিতেছে, (ইতি এবং) এই প্রকারে (যঃ) যিনি (অবতিষ্ঠতি) অবস্থান করেন, (ন ইদতে) বিচলিত হন না, [তিনি ত্রিগুণাতীত জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হন] ।

২২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব ! সত্ত্বগুণের ক্রিয়া যে প্রকাশভাব, রজোগুণের ক্রিয়া যে কাম্যাহবৃত্তি এবং তমোগুণের ক্রিয়া যে অবসন্নভাব, ইহাদের মধ্যে যখন যেটাই প্রবল হউক না, যিনি তাহার কোনটির প্রতি বিরক্ত বা কোনটির প্রতি অহরক্ত হন না, তিনিই গুণাতীত, অর্থাৎ জীবমুক্ত মহাপুরুষ ।

২৩। যিনি উদাসীনভাবে অর্থাৎ গুণচাক্ষুস্যের বাহিরে আপনাকে স্থিত করিয়া, গুণচাক্ষুস্যসহ আপনিও চঞ্চল অর্থাৎ হর্ষবিষাদগ্রস্ত হন না এবং গুণসকল নিজ নিজ ভাবে যে প্রকারে ক্রীড়া করিতেছে, সেই রহস্যকে দর্শন করেন মাত্র, সেই অবিকম্পিত সাধকই গুণাতীত ।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিমোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

২৪-২৫ । অর্থঃ । [যঃ] যিনি (সমদুঃখসুখঃ) সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, (স্বস্থঃ) স্বরূপাবস্থিত, (সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ) যুক্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমজ্ঞান-সম্পন্ন (তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ) শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (ধীরঃ) অবিচলিত, (তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ) নিজেয় নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, (মানাপ-মানয়োঃ) আদর ও অনাদরে (তুলাঃ) অভিন্নদর্শী, (মিত্রারিপক্ষয়োঃ) মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে (তুলাঃ) পক্ষপাতশূন্য, (সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী) সর্ব্ব সংকল্পপরিত্যাগী (সঃ) তিনি (গুণাতীত) বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন ।

২৪-২৫ । গুণতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতদ্বারা উখিত সুখদুঃখরূপ বদ্বন্দ্ব্যকল বাহার নিজস্থিতিকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ সুখের বা দুঃখের কোন কারণই বাহার পরম জ্ঞানকে টলাইতে পারে না, বাহার নিকটে যুক্তিকা, প্রস্তর-খণ্ড ও স্বর্ণ একই বস্তু, বাহার প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, যিনি অচঞ্চল, নিন্দা ও স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ বাহার নিকটে সমান, যিনি নিজ ভোগস্ব্বহার বশবর্তী হইয়া কণ্ঠ করেন না, তিনিই গুণাতীত অর্থাৎ জীবমুক্ত মহাপুরুষ ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যয়শ্চ চ ।

শাস্ততশ্চ চ ধর্মশ্চ স্মৃশ্চৈকান্তিকশ্চ চ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং ষোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগষোগোনাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

২৬। অবয়ঃ। (যঃ চ) যিনি (মাং) আমাকে (অব্যভিচারেণ) ঐকান্তিক
(ভক্তিযোগেন) ভক্তিযোগদ্বারা (সেবতে) ভজনা করেন, (সঃ) তিনি
(এতান্ গুণান্) এই ত্রিগুণকে (সমতীত্য) অতিক্রম করিয়া (ব্রহ্মভূয়)
ব্রহ্মভাব লাভ করিতে (কল্পতে) সমর্থ হন ।

২৭। অবয়ঃ। (হি) যেহেতু (অহং) আমি (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বের কর্তৃ-
আত্মসমূহভূত ব্রহ্মার (প্রতিষ্ঠা) আশ্রয়, (অব্যয়শ্চ) অকর্তৃ-আত্মসমূহরূপী
(অমৃতশ্চ চ) অমৃতাকর হর-আত্মার [প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়] (চ) এবং
(শাস্ততশ্চ) সনাতন (ধর্মশ্চ) ধর্মের [আশ্রয়] (চ) এবং (ঐকান্তিকশ্চ)
অব্যভিচারী (স্মৃশ্চ) স্মৃতির [আশ্রয়] ।

২৬। আমার অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অর্থাৎ ভোগফলকামনা-বর্জিত
ঐকান্তিক ভালবাসাসহ যিনি সাধনপথে অগ্রসর হন, তিনিই এই মায়াময় গুণ-
তরঙ্গসকলকে অতিক্রমকরতঃ আমার ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন ।

নিরামভক্তিশূন্য অর্থাৎ সাকামভক্তিযুক্ত জ্ঞান বা সাধনাদির দ্বারা এই মায়ী-
তরঙ্গকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য । নির্খলভক্তিযুক্ত সাধক, ভগবৎকৃপায় শক্তি-
লাভ করিয়া এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সহজেই সমর্থ হন ; ইহাই নিতান্ত
প্রয়োজনীয় উপায় ।

২৭। যেহেতু হিরণ্যগর্তরূপ পরিণামী ব্রহ্মের আমি আশ্রয়, সেই
অপরিণামী অব্যয় ব্রহ্মভাবও আমাতে প্রতিষ্ঠিত এবং সনাতন ধর্ম ও একমুখী
শাস্তিময় পরমানন্দ আমাতেই বিরাজ করিতেছে ; অর্থাৎ পরব্রহ্ম, ও অপরব্রহ্ম,
সকলেরই আমি আশ্রয় ।

পূর্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “আমার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমূর্তিকে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত যিনি আরাধনা করেন, তিনি গুণের রাজ্য অভিজ্ঞম করিয়া নিগুণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন।” ইহাতে কেহ আশঙ্ক্য করিতে পারেন যে, তাঁহার মায়ামূর্তি অবলম্বন করিয়া নিগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিরূপে ? তাহার উত্তর এই যে, নির্বিকল্প-ভাব, সবিকল্প-ভাব ও অবতার-ভাব, এই তিন ভাবই তাঁহার। এই তিন ভাবই পরস্পরাশ্রয়ী অর্থাৎ সাধক রুচি-অনুযায়ী যে কোন ভাবের মধ্য দিয়া অপর দুইটি ভাবকে সাধনার দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকট নিগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ উপলব্ধি হয় না। গীতাতেও শ্রীভগবান্ কোথাও অবতারভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে, কোথাও সগুণ ব্রহ্মভাবে, কোথাও নিগুণ ব্রহ্মভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

১। অর্থঃ । (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (উর্দ্ধমূলং) উর্দ্ধমুখে বাহার মূল অর্থাৎ মহদব্রহ্মই বাহার উৎপত্তিস্থান, (অধঃশাখম্) বাহার শাখা-প্রশাখায়ুক্ত অগ্রভাগ অধোমুখে রহিয়াছে অর্থাৎ মহৎ-অহঙ্কার-ভ্রাত্তাদিরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রপঞ্চসকল বাহার শাখাস্থানীয়, (অশ্বখং) ন ধোহপি স্বাস্থ্য ইতি অশ্বখঃ—কল্যা বাহা থাকিবে না অর্থাৎ অনিত্য, ত্রিগুণময় সংসারই সেই অশ্বখ বৃক্ষ (অব্যয়ং প্রাহুঃ) স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত থাকায় এবং প্রবাহরূপে অনন্ত হওয়ায় অব্যয় বলিয়া বেদে কথিত হয়; (ছন্দাংসি) ঋতিবাক্য সকল (যস্ত) যে সংসারবৃক্ষের (পর্ণানি) পত্রস্থানীয় [পত্র ধেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া বক্ষা করে সেইরূপ] (যঃ) যিনি (তং) এই সংসার-বৃক্ষটিকে (বেদ) বিশেষরূপে জানেন, (সঃ) তিনি (বেদবিৎ) যথার্থ বেদজ্ঞ ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, উর্দ্ধমুখে বাহার মূল এবং শাখাপ্রশাখায়ুক্ত অগ্রভাগ বাহার অধোমুখে রহিয়াছে ও ঋতিবাক্যসকল বাহার পত্র, এমন একটা অশ্বখবৃক্ষ অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে । এই বৃক্ষটিকে যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক ।

অধশ্চোৰ্দ্ধং প্রসূতান্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্ননুসন্তানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥২॥

২। অর্থঃ । (তত্ত্ব) পূৰ্ব্বোক্ত বিরাট সংসারবৃক্ষের (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) সদ্ভাদি-
গুণের দ্বারা বর্দ্ধিত (বিষয়প্রবালাঃ) শব্দাদি বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত (শাখাঃ)
শাখাসকল (অধঃ) স্থূল বিষয়রূপে মনুষ্যাদি লোকে, (উৰ্দ্ধং চ) সূক্ষ্মবিষয়রূপে
দেবাদিলোকে (প্রসূতাঃ) বিস্তৃত রহিয়াছে (চ) এবং (অধঃ) নিম্নে
(মনুষ্যালোকে) মনুষ্যালোকে (কৰ্ম্মানুবন্ধীনি) কৰ্ম্মে অনুরাগজনক স্বথত্বঃখমোহরূপ
(মূলানি) উপমূল সকল (অনুসন্তানি) বহুপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে ।

২। তাহার শাখাগুলি অধোমুখে মনুষ্যাদি লোকে, উৰ্দ্ধগতিতে দেবাদি-
লোকে প্রসারিত এবং ত্রিগুণরসে পুষ্ট থাকিয়া শব্দাদি বিষয়পঞ্চরূপ উপশাখাসকল
দ্বারা পল্লবাবৃত্ত রহিয়াছে । এই শাখাসকল হইতে আবার কৰ্ম্মবন্ধনরূপ উপমূল
সকল অর্থাৎ স্বথত্বঃখমোহবাসনারূপ বুরিগুলি বহির্গত হইয়া অধোমুখে
মানবগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে ।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে ত্রিভগবান্ ঐ যে শ্রুত্বান্ (“উৰ্দ্ধম্লোহবাক্শাখ এবোহস্বথঃ
সনাতনঃ) অশ্বথবৃক্ষের রূপক বর্ণন করিলেন, এটি কি ? এটি, এই মায়াময়
সংসারবৃক্ষ । আমরা শাখাযুগরূপে ঐ বৃক্ষেরই শাখাকে আশ্রয় করিয়া বিচরণ
করিতেছি এবং শাখা হইতে শাখান্তরে লক্ষপ্রদানকরতঃ অর্থাৎ দেহ হইতে
দেহান্তরে ভ্রমণকরতঃ কৰ্ম্মফলাভ্যাসী স্বথত্বঃখ ভোগ করিতেছি । যদিও এই
বৃক্ষটা মায়াময় অর্থাৎ ইহার কিছুই সত্য নহে, কারণ ইহাতে বাহ্য কিছু আছে,
সে সমস্তই পরিণামী, তথাপি ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে সমভাবে বিস্তারিত
রহিয়াছে এবং মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ! ইহার আকার অতি
অদ্ভুত, কারণ ইহার মূলদেশ উৰ্দ্ধমুখে এবং শাখাপ্রশাখাবৃত্ত অগ্রভাগ অধোমুখে
রহিয়াছে । এই উৰ্দ্ধ ও অধঃ কি ? অনন্তের মধ্যে আবার উৰ্দ্ধ ও অধঃ কোথায় ?

আমাদের দণ্ডায়মান অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা আমাদের মস্তকের দিকে উর্দ্ধ ও পদতলের দিকে অধোরূপ বিভাগ কল্পনা করি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উর্দ্ধ বা অধঃ নহে। অনন্তের মধ্যে উর্দ্ধাদি বিভাগ যথার্থ নহে। তাহা হইলে এ উর্দ্ধ ও অধঃ কি ? ইহা সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যতীত অত্র কিছুই নহে। সূক্ষ্মই উর্দ্ধ ও স্থূলই অধোরূপে কল্পিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের উৎপত্তি, স্তূতরাং সর্কাপেক্ষা সূক্ষ্মতম যাহা, তাহা হইতেই এই মহাবৃক্ষের মূল নির্গত হইয়াছে। এই সর্কাপেক্ষা সূক্ষ্মতম বস্তুটি কি ? সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সর্কাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ঐ ব্রহ্ম হইতেই অর্থাৎ “একের উপরে অসংখ্য প্রকাশ পাউক” ইত্যাকার ভগবদিচ্ছা হইতেই এই মায়াময় মহাবৃক্ষের মূল নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ মূলদেশ অহংরূপী জ্ঞান এবং ঐ অহংরূপ আদিকাণ্ড হইতেই মন, বুদ্ধি ও অহংকাররূপী শাখাগুলি বহির্গত হইয়া ভূতপঞ্চ বা শব্দাদি বিষয়-পঞ্চদ্বারা পল্লবান্বিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পল্লব, অর্থাৎ ভূতভাবের ভিন্ন ভিন্ন মুক্তি বা ব্যাপ্তিসমূহ অসংখ্য, অনন্ত। এ সকল পল্লব আচ্ছন্ন রহিয়াছে, বেদবাক্যরূপ পত্র সকলের দ্বারা। অন্তর্ভাবের অভিযান্ত্রিক জন্ত বাক্যের প্রয়োজন এবং বাক্যের সাহায্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্বভাবের পুষ্টি সাধিত হইবে, এইজন্তই বাক্-শক্তিরূপিনী মহাবানী, আদিকবি ব্রহ্মার অর্থাৎ আদি অহংজ্ঞানরূপী মহাজীবের মুখ হইতে স্ফুটিত হইলেন। এই মায়াময়ী বাগ্-দেবীই অনন্তমুক্তিতে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং ইহার দ্বারাই জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইহার কর্মকাণ্ডীয় সকামমুক্তি মাহুষকে ভোগানুভূতির দিকে এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় নিকাম মুক্তি ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এক মুক্তিতে ইনি ব্রহ্মগতিদায়িনী পরা বিদ্যা এবং অত্র মুক্তিতে ভোগ-কুহকে নিরুদ্ধকারিণী অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। এই মায়াবৃক্ষের শাখাসকল হইতে আবার বহু উপমূলসকল (বুরীসকল) বহির্গত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। এগুলি শুভাশুভ বা পাপপুণ্যময় কর্মানুভূতি। মানবগণই এই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্ণশৃঙ্খল ও পাপকর্মের ফলে লৌহশৃঙ্খল লাভ হয়।

ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদিন' চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখ্মেনং হুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥৩৥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাচ্চং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥৪৥

৩-৪ । অর্থঃ । (ইহ) এই সংসারে (অস্ত) এই বিরাট বৃক্ষের (রূপং) নিত্য আকার (ন উপলভ্যতে) উপলব্ধ হয় না (তথা) এবং (ন অস্থঃ) ইহার নাশ নাই, (ন চ আদিঃ) উৎপত্তি নাই এবং (ন চ সংপ্রতিষ্ঠা) স্থিতিও উপলব্ধ হয় না ; (এনম্ হুবিরূঢ়মূলম্) গুণময়ী অব্যক্তা প্রকৃতিরূপ দৃঢ়প্রাথিতমূলবিশিষ্টঃ এই (অশ্বখং) বিরাট অশ্বখ বৃক্ষকে (দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ) পরিপক জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিরূপ অস্ত্রদ্বারা (ছিত্বা) ছেদন করতঃ (ততঃ) তদনন্তর (তৎ পদং) সেই গুণাতীত পরমপুরুষকে (পরিমার্গিতব্যং) জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিদ্বারা অন্বেষণ করিবে ; (যস্মিন্ গতাঃ) যে ধামে গমন করিলে (ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি) জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, (যতঃ) যে অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ হইতে [এষা] এই (পুরাণী) অনাদি (প্রবৃত্তিঃ) ধর্মাদি দ্বন্দ্বময়ী প্রবৃত্তি (প্রসূতা) নিঃসৃত হইয়াছে, (তস্ম চ এব) সেই (আচ্চং পুরুষং) অব্যক্ত আদি পুরুষের (প্রপদ্যে) 'শরণাগত হইলাম', এই একান্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে ।

লৌহশৃঙ্খলকে স্বর্ণে পরিবর্তিত করিবার জন্তই লোকে বাবরত্বজ্ঞাদির সকাম অন্বেষণ করে, এবং তাহার দ্বারা ঐ বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া লয় মাত্র । ত্রিতাপের যন্ত্রণা লৌহশৃঙ্খলাবন্ধেরও বেরূপ, স্বর্ণশৃঙ্খলাবন্ধেরও তদ্রূপ ; তবে স্বর্ণশৃঙ্খল ভগবৎপথের অধিকতর বিরোধী ।

৩ ৪ । যদিও (সাধারণ দৃষ্টিতে) এই বৃক্ষটির আকার বা আদি, অন্ত ও মধ্য ইত্যাদি কিছুই লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দৃঢ়মূল, অর্থাৎ গভীরভাবে

ନିର୍ମାଣମୋହା ଜିତସନ୍ନଦୋଷା ଅଧ୍ୟାତ୍ମନିତ୍ୟା ବିନିବୃତ୍ତକାମାଃ ।

ଚୈବିନ୍ଦ୍ରିୟମୁକ୍ତାଃ ସୁଖଦୁଃଖସଂଜ୍ଞେର୍ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟମୃତାଃ ପଦମବ୍ୟୟଂ ତଂ ॥୫॥

ନ ତନ୍ତ୍ରାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ନ ଶଶାଂକ୍ଷୋ ନ ପାବକଃ ।

ସଦଗତ୍ତା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ୍କାମ ପରମଂ ମମ ॥୬॥

୫ । ଅର୍ଥ: । (ନିର୍ମାଣମୋହାଃ) ଅଭିମାନ ଓ ମୋହବର୍ଜିତ, (ଜିତସନ୍ନଦୋଷାଃ) ଆତ୍ମାନ୍ତରୀୟ ଦୋଷଶୂନ୍ୟ, (ଅଧ୍ୟାତ୍ମନିତ୍ୟାଃ) ଅଧ୍ୟାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିଚାରନିରତ, (ବିନିବୃତ୍ତକାମାଃ) ନିକାମ, (ସୁଖଦୁଃଖସଂଜ୍ଞେଃ ଚୈବିନ୍ଦ୍ରିୟମୁକ୍ତାଃ) ସୁଖଦୁଃଖ ନାମକ ବନ୍ଦବିମୁକ୍ତ, (ଅମୃତାଃ) ଜ୍ଞାନିଗଣ (ତଂ ଅବ୍ୟୟଂ ପଦଂ) ସେହି ଅବିନାଶୀ ପରମପଦ (ଗଚ୍ଛନ୍ତି) ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

୬ । ଅର୍ଥ: । (ସୂର୍ଯ୍ୟାଃ) ସୂର୍ଯ୍ୟ (ତଂ) ସେହି ପରମ ପଦକେ (ନ ତନ୍ତ୍ରାସୟତେ) ଶ୍ରଦ୍ଧା କରিতে ପାରେ ନା, (ଶଶାଂକ୍ଷଃ ନ) ଚନ୍ଦ୍ର ପାରେ ନା [ଏବଂ] (ପାବକଃ ନ) ଅଗ୍ନି ପାରେ ନା, (ସଂ ଗତ୍ତା) ସେ ଉତ୍ତମ ପରମାନନ୍ଦମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ (ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ) ପୁନର୍ଜନ୍ମ-ଗ୍ରହଣ କରିତେ ହେ ନା, (ତଂ) ତାହାହିଁ (ମମ) ଆମାର (ପରମଂ ଧାମ) ସ୍ୱରୂପ ।

ପ୍ରୋକ୍ତିତ ଥାଏ । ଏହି ମାୟାମୟ ବୃକ୍ଷଟିକେ ଛେଦନ କରିତେ ନା ପାରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 'ଏହି ସକଳ ଆମାର ଆତ୍ମୀୟବର୍ଗ', 'ଏହି ସକଳ ଆମାର ଧନସମ୍ପତ୍ତି', 'ଈହାରା ଆମାର ଅନାତ୍ମୀୟ', 'ଈହାରା ଶକ୍ତ', 'କି ପ୍ରକାରେ ଧନ, ମାନ ଓ ପ୍ରଭୃତି ଲାଭ କରିବା ଭୋଗାନ୍ତ-ବୃତ୍ତିର ପଥକେ ପରିଚ୍ଛତ କରିବ', ଇତ୍ୟାଦିର ଭ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନକେ ବା ଅଜ୍ଞାନକେ ନିରସ୍ତ କରିତେ ନା ପାରିଲେ ଏହି ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରବନ୍ଧନ ହେତେ ପରିତ୍ରାଣଲାଭର ଉପାୟ ନାହିଁ । ଈହାକେ ଛେଦନ କରିବାର ଜନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତି ବା ବୈରାଗ୍ୟରୂପ ମହାକୁଠାରର ପ୍ରୟୋଜନ । ସେହି ବୃକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଈହାକେ ଛେଦନକରତଃ ଧାତା ହେତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିମିତ୍ତକାରୀ ହେତେ ଏହି ପୁରାତନୀ ସଂସାରାନ୍ତରାଳି ବା ମାୟାବୃକ୍ଷଟି ବାହାର ହେଉଥିବ ଏବଂ ଧାତାକେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରିଲେ ଆଉ ଏହି ମାୟାଚକ୍ରେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହେତେ ହେ ନା, ସେହି ସର୍ବୋପାୟରୂପୀ ସର୍ବନିରସ୍ତା ପରମ ପୁରୁଷକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଜନ୍ତୁ ସାଧନେ ନିୟୁକ୍ତ ହେତେ ହେବେ ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

৭। অর্থঃ। (জীবলোকে) দ্বিগুণময় এই সংসারে (মম এব) পরম অব্যক্ত উত্তমপুরুষ আমারই (জীবভূতঃ) দ্বিগুণময় অহংরূপী (সনাতনঃ) নিত্য (অংশঃ) ব্যষ্টিভূত অবয়ব (প্রকৃতিস্থানি) প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত (মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি) মন সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (কর্ষতি) কল্লাঞ্চে পুনর্বার সংসারে বিষয়ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করে ।

৫। ষাঁহার। নির্দান অর্থাৎ মানের প্রাপ্তি বা স্থিতির জন্য আগ্রহান্বিত বা মানের নাশে কাতর নহেন, নির্দোহ অর্থাৎ ‘আমার’, ‘আমার’রূপ ভ্রান্তি ষাঁহাদের হৃদয় হইতে অপহৃত হইয়াছে, জিতসঙ্গদোষ অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি আশ্রয়বৃত্তিগণের প্রভাব ষাঁহাদের বিবেকশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে এবং ঐরূপ আশ্রয়প্রকৃতির লোকের সহিত মিলনরূপ মহাদোষ ষাঁহার। যত্নের সহিত বর্জন করেন, অধ্যাত্মনিত্য অর্থাৎ পরম তত্ত্বের আলোচনায় ও তৎসাধনে ষাঁহাদের চিন্তাদি অস্তবৃত্তি সতত নিযুক্ত, বিনিবৃত্তকাম অর্থাৎ সংসারভোগ-বাসনার প্রতি বিরক্তি ষাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়াছে এবং সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বময় সংঘর্ষে ষাঁহাদের পরম লক্ষ্য বিচলিত হয় না, সতত স্থিরাস্তর্লক্ষ্য সেই সকল সাধকই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।

৬। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না (কারণ তাঁহার প্রকাশেই ইহাদের সকলের প্রকাশ) ; সেই ব্রহ্মপদ সাধনদ্বারা হৃদগত করিতে পারিলে আর ভগ্নগ্রহণরূপ প্রত্যাগমন করিতে হয় না ; তাহাই আমার স্বরূপ ।

৭। সংসারে জীবরূপী আমারই সনাতন অংশ, প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মনকে পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষয়ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করে ।

শরীরং যদবাপ্নোতি বচ্যাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

৮। অর্থঃ । (ঈশ্বরঃ) সর্বৈজ্রিয়ের প্রভু—ঈশ্বর—জীব (যং শরীরং) যে কোন শরীর (অবাপ্নোতি) গ্রহণ করেন [এবং] (যং চ অপি) যে শরীরকে (উৎক্রামতি) পরিত্যাগ করেন, [সেই শরীর হইতে] (বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব) কুসুম হইতে গন্ধপরমাণুগ্রাহী বায়ুর আশ্রয় (এতানি) মন সহ পঞ্চৈজ্রিয়কে (গৃহীত্বা) গ্রহণ করিয়া (সংযাতি) শরীরান্তর গ্রহণ করেন ।

ভগবানের কি আবার অংশ আছে না কি? সর্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপ একমুদ্বিতীয় ব্রহ্মের অংশসম্ভাবনা কোথায়? অংশ থাকিলেই যে পরিণামী হইতে হইবে। কিন্তু তথাপি ভগবান্ জীবকে অংশ বলিলেন কেন? অংশ বলিবার কারণ এই যে, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতিগত ছায়া বা ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপ ব্যক্তিভাবই জীব। এই অহংরূপী জীব নানা প্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া প্রত্যেকটি আপনাকে অন্য প্রত্যেকটি হইতে পৃথক্ ভাবিতেছে। বস্তুতঃ এক হইয়াও কেবল নানা ঘটাকারাকারিত্বহেতু যেন অসংখ্য খণ্ডাকারে বিভক্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এই অহংরূপী জীব সেই ব্রহ্মেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তিমাত্র এবং সেইজন্যই শ্রী ভগবান্ এই ব্যক্তিভাবকে আপনার অংশরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব ও বোধস্বরূপ আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ অহং কেবলমাত্র অবিজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া আপনাকে এই শরীরবিশ্বাসে এবং এই ভোগায়তন শরীরের দ্বারা বিষয়-পঞ্চকে ভোগ করিবার আসক্তিজন্যই পুনঃ পুনঃ পৃথক পৃথক দেহ ধারণকরতঃ এই মায়াবদ্ধানে অভিনয় করিতেছে। এই অহংরূপী চিদাভাস বা চিচ্ছায়া হইতে দেহাভিমান ও ভোগাভিমানকে পৃথক্ করিয়া নইলে অহমে দ্বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বোধস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। অবিজ্ঞানমোহিত কর্তা-ভোক্তা-ইত্যাকারাত্মিমানাচ্ছন্ন অহংরূপী জীব বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় প্রলয়ান্তে

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং স্রোত্রমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুযঃ ॥১০॥

৯। অর্থঃ। (অয়ং) এই জীব (শ্রোত্রঃ) শ্রোত্র, (চক্ষুঃ) চক্ষু, (স্পর্শনং চ) স্পর্শ, (রসনং) জিহ্বা, (স্রোত্রং এব চ) নাসিকা, (মনঃ চ) এবং মনকে (অধিষ্ঠায়) আশ্রয় করিয়া [তাহাদের দ্বারা] (বিষয়ানু) শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ ও তজ্জনিত স্বথদ্রুখাদি (উপসেবতে) উপভোগ করেন ।

১০। অর্থঃ। (উৎক্রামন্তং) শরীরত্যাগী, (স্থিতং বা অপি) অথবা শরীরে অবস্থিত, (ভুঞ্জানং বা) কিংবা শরীরাবস্থান কালে বিষয়ভোগী (গুণান্বিতং) গুণময় জীবকে (বিমূঢ়াঃ) অবিবেকিগণ (ন অনুপশ্যন্তি) স্বরূপতঃ ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞানিতে পারে না ; (জ্ঞানচক্ষুযঃ) জ্ঞানিগণই (পশ্যন্তি) তাহা অনুভব করেন ।

পুনঃসৃষ্টিকালে সংসারভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণ বাসনাক্ষয়হেতু শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং সৃষ্টিকালে পুনরাবৃত্ত হন না ।

৮। ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাধিপতি অহংরূপী জীব বধন শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করে, তখন পূর্ষ শরীর হইতে, বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধকে লইয়া যায় তদ্রূপে, ইন্দ্রিয়গণসহ মনকে সঙ্গে লইয়া বাহির হয় এবং সঙ্গে লইয়াই নূতন শরীরকে আশ্রয় করে। ঐ শরীরেশ্বর জীব শরীরকে ত্যাগ করিলেই পূর্ষ শরীর অধিপতির অভাবে একবারে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হইয়া ক্ষতগতিতে পঞ্চদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পচনাদিদ্বারা পঞ্চভূতে পরিণত হয়।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

১১। অর্থঃ। (যতন্তঃ যোগিনঃ চ) অধ্যাত্মসাধননিরত জ্ঞানযোগীগণ (এনম্) এই চৈতন্যময় আত্মাকে (আত্মনি) আপনাতেই (অবস্থিতং) অবস্থিত (পশ্যন্তি) দেখিয়া থাকেন। (অকৃতাত্মনঃ) অজ্ঞিতেন্দ্রিয়, (অচেতসঃ) অবিবেকী ব্যক্তিগণ (যতন্তঃ অপি) যত্ন করিলেও (এনম্) এই আত্মাকে (ন পশ্যন্তি) দেখিতে পান না।

৯। এই জীব, কর্ণ, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উহাদের অধিপতি মন, এই ছয়কে অবলম্বন করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করে।

১০। কে এই শরীরে থাকিয়া ত্রিগুণসহ মিলিতভাবে অর্থাৎ রাজসী, তামসী ও সাত্বিকী প্রকৃতিকে অবলম্বনকরতঃ এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করেন এবং শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করেন, তাঁহার তত্ত্ব অজ্ঞানাত্মক লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না; কেবল জ্ঞানযোগী সাধকগণই তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানেন।

১১। অধ্যাত্মসাধননিরত জ্ঞানযোগীগণ আপনার অন্তরেই তাঁহাকে দর্শন করেন অর্থাৎ আপনি যে আত্মারূপী পরম পুরুষেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তি মাত্র, আত্মানাত্মবিচার ও সাধন-দৃষ্টির দ্বারা, এই পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা ব্রাহ্মী স্থিতিকে লাভ করিয়া ঐ আত্মাই আপনার ষথার্থ স্বরূপ, এই তত্ত্বকে অটলভাবে হৃদয়স্থ রাখেন। তাঁহারা বুঝেন যে, কেবলমাত্র অবিজ্ঞানকর্তৃক শরীরাত্মীয়ানগ্রস্ত হইয়া এই বিষয়পঞ্চকে ভোগ করিবার মায়াময়ী লালসায় অন্ধবৎ এতদিন এই মায়াক্রে-মুরিতেছিলেন। বাহ্যদের অন্তঃকরণ আত্মরূপপূর্ণ এবং জ্ঞানচক্ষু মোহাঙ্ককারে আচ্ছন্ন তাঁহারা চেষ্টা করিলেও এই নির্মল তত্ত্বকে বুঝিতে পারে না।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলম্ ।
 যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাৰ্ঘ্যো তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥
 গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
 পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥
 অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্তিতঃ ।
 প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৪॥

১২। অর্থঃ। (আদিত্যগতং) আদিত্যান্তর্গত (যং তেজঃ) যে তেজ (অখিলং জগৎ) সমস্ত জগতকে (ভাসয়তে) প্রকাশ করে, (যং) যে তেজ (চন্দ্রমসি) চন্দ্রমায় (চ) এবং (যং) যে তেজ (অর্ঘ্যো) অগ্নিতে বিদ্যমান, (তং তেজঃ) সেই তেজকে (মামকম্) আমারই (বিদ্ধি) জানিবে।

১৩। অর্থঃ। (অহং) আমি (গাম্) পৃথিবীতে (আবিশ্ণু) প্রবেশ করিয়া (ওজসা) ওজঃশক্তিপ্রভাবে (ভূতানি) ভূতসকলকে (ধারণামি) ধারণ করিতেছি (চ) এবং (রসাত্মকঃ সোমঃ) সর্বরসময় চন্দ্রমা (ভূত্বা) হইয়া (সৰ্ব্বাঃ চৌষধীঃ চ) ব্রীহিবাদি শস্তকে (পুষ্যামি) পরিপুষ্ট করিতেছি।

১৪। অর্থঃ। (অহং) আমি (বৈশ্বানরঃ ভূত্বা) জঠরায়িরূপে (প্রাণিনাম্) দেহমাপ্তিতঃ [সন্] প্রাণিগণের দেহাশ্রিত হইয়া [এবং] (প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ) [সন্] প্রাণ এবং অপান বায়ুদ্বয়যুক্ত হইয়া (চতুর্বিধম্ অন্নং) চর্ক্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়রূপ চতুর্বিধ অন্ন (পচামি) পাক করি।

১২। সূর্য্যের যে তেজঃ-প্রভা সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান, তাহা আমা হইতে স্মৃতিত অর্থাৎ আমারই মায়-শক্তিপ্রসূত।

সর্বশ্রু চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদেবদেব চাহম্ ॥১৫॥

১৫। অর্থঃ। (অহং চ) আমিই (সর্বশ্রু হৃদি) সকল হৃদয়ে (সন্নিবিষ্টঃ) আত্মরূপে বিরাজিত ; (মত্তঃ) আমি হইতেই (স্মৃতিঃ) স্মৃতি উদ্ভূত হয়, (জ্ঞানং) জ্ঞান স্মৃতিত হয়, (অপোহনং চ) ও জ্ঞানাদির তিরোভাব ঘটে ; (সর্বৈঃ চ বেদৈঃ) সকল বেদদ্বারা (অহং এব বেদাঃ) আমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য ; (অহং চ বেদান্তকৃতং) আমিই বেদান্তকর্ত্তা (চ) এবং (বেদবিৎ এব) বেদবেত্তা ।

১৩। আমি শক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ আমার মায়াশক্তিগী মহাশক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া ভূতভাবসকলকে ধারণ করিতেছি এবং সমস্ত বসের আধার-স্বরূপ চক্রমারূপে ওষধিগণকে অর্থাৎ ব্রীহি, যব, গোবৃষ ও ধান্যাদি শস্যসমূহকে পুষ্ট রাখিতেছি ।

১৪। আমিই জীবগণের শরীরে বৈশ্বানররূপে অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিত আছি এবং প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া, চর্ক্য, চোম্ব, লেছ ও পেশ্বরূপ চারিপ্রকার ভূত দ্রব্যের পাকক্রিয়া সাধিত করি ।

১৫। আমি সকল হৃদয়েই (আত্মরূপে) বিরাজিত, আমি হইতেই স্মৃতি উদ্ভূত হয়, আমি হইতেই জ্ঞান স্মৃতিত হয় এবং জ্ঞানাদির যে তিরোভাব ঘটে, তাহাও আমি হইতেই অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা সাধিত হয় । সমস্ত শক্তিরই প্রধান লক্ষ্য একমাত্র আমি অর্থাৎ আমারই তত্ত্বকে বুঝাইবার জন্তই প্রধানতঃ শক্তির আবির্ভাব । বেদান্তপ্রতিপাদিত যে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা আমি হইতেই অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরণা হইতেই স্মৃতিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদের বাবতীয় তত্ত্ব আমিই অবগত আছি ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাত্মেতু্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

১৬। অর্থঃ। (লোকে) সমস্ত জগতে (ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ) পরিণামী ও অপরিণামী (ইমৌ বৌ পুরুষৌ) এই দুই পুরুষ [প্রসিদ্ধৌ] বিখ্যাত ; (সৰ্ব্বাণি ভূতানি) সমস্ত জীবভাবই (ক্ষরঃ) ক্ষর, (কূটস্থঃ) সৰ্ব্ব-সাক্ষী আত্মাকে (অক্ষরঃ) অক্ষর (উচ্যতে) বলে।

১৭। অর্থঃ। (অন্তঃ তু) এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্ত (উত্তমঃ পুরুষঃ) উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা ইতি উদাহতঃ) পরমাত্মা নামে অভিহিত, (যঃ) যে (অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ) অপরিণামী পুরুষ (লোকত্রয়ম্ আবিশ্চ) ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া (বিভর্তি) সকলকে ধারণ ও পালন করিতেছেন।

সমগ্র বেদ এমনই বিশাল, বিরাট, অপার ব্যাপার যে, তাহার পূর্ণত্বাবগতি মানবের শক্তির অতীত এবং সেই সৰ্ব্বাস্তর্ধ্যামী ব্যতীত অন্ত কেহই তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

১৬। এই জগতে ক্ষর অর্থাৎ পরিণামী ও অক্ষর অর্থাৎ অপরিণামী, এই দুই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষের এই দুই মূর্তি বিद्यমান। যাবতীয় জীবভাবই ক্ষর এবং কূটস্থ অর্থাৎ সৰ্ব্বসাক্ষী আত্মাই অক্ষররূপে উক্ত হইয়াছেন।

১৭। ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম অন্ত যে অপরিণামী পুরুষ সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বাধাররূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন।

ঘটাকারকারিত চিচ্ছায়া বা শরীরাত্মানী অহংরূপী জীবই ক্ষর বা অধম পুরুষ। অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত এই অহংরূপী জীব বা অধম পুরুষ অবিত্যাক্ত হইয়া প্রত্যেকটি অস্ত্র প্রত্যেকটি হইতে আপনাকে পৃথক্ এবং এই কারাগাররূপ শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে জাত, ভীষিত, বর্জিত, স্তম্ভ বা রক্ত, খর্ব বা দীর্ঘ, যুবা বা বৃদ্ধ, ইত্যাদিরূপে পরিণামগ্রস্ত দেখিতেছে ও এই ভোগায়তন শরীরের মোহে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও সদাভ্যাসী প্রকৃতিকে অবলম্বন করতঃ এই মিথ্যা সংসারচক্রের নানা বোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই ছায়া হইয়াও অবিচার কুহকে পড়িয়া অন্ধবৎ আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না ও ঐরূপে মিথ্যা পরিণামকে আশ্রয় করিয়া কতৃৎভাভিমান ও ভোগাভিমান করিতেছে। এইজন্যই অহংরূপী জীব, অধম ক্ষর পুরুষ, বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের প্রকৃতিগত মলিন ব্যক্তি।

ঐ অহংরূপী ক্ষর পুরুষ, যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়-পঞ্চকে বা জ্ঞানেরই ঐ পঞ্চ আকারকে অঙ্গীভূত করিয়া উহাদের মন্তরুপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ জ্ঞানপঞ্চের সাক্ষীভূত যে বোধস্বরূপ আত্মা, তিনিই অক্ষর পুরুষ বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের মধ্যম মূর্তি। ক্ষরের অর্থাৎ অহমের আধারভূত এই অক্ষরমূর্তি পরিণামী প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ অপরিণামী পুরুষের মধ্যগত ; ইনি না চিৎস্বরূপ পরম বা উত্তম এবং না পরিণামী জীব বা অধম ; যতক্ষণ জীবরূপী ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব, ততক্ষণই অক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব, কারণ ক্ষর আছে বলিয়াই অক্ষরের প্রয়োজন, নতুবা অক্ষর কোথায় ? এ ক্ষর ও অক্ষর পরস্পরাশ্রয়ী ; কিন্তু ক্ষর পরিণামী ও অক্ষর অপরিণামী। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারে বিভক্ত, কিন্তু তাহাদের বোধস্বরূপ আধার বা আত্মা এক। অহং অসংখ্য আকারে আকারিত বটে, কিন্তু সমস্ত অহমেরই আত্মা এক। এই আত্মারূপী অক্ষর পুরুষ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই সাক্ষিভাব মাত্র ; অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ বা পরমাত্মাই এই বোধাকারে অহংরূপী জীবের জীবত্বের সাক্ষী এবং সেইজন্যই জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই, কেবল উভয়ের মধ্যে এক

অভেদমাত্র ভেদ আছে। অহংরূপী জীব আছে বলিয়াই, তাহার বোধস্বরূপ আত্মভাব বিদ্যমান, নতুবা তাঁহাকে আত্মা বলে কে? জীবাত্মার-জীবরূপ বিশেষত্বের উপরেই পরমাত্মার পরমরূপ বিশেষত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা হইতে জীবরূপ উপাধিটি অন্তর্হিত হইলেই, পরমাত্মা হইতে পরম উপাধিটিও বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। জীবত্বই পরমত্বকে স্থাপিত করিতেছে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ “পরমাশ্বেত্যানাহত” অর্থাৎ পরমাত্মা নামে উচ্চভাবে কল্পিত, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ একই; তবে ‘অক্ষর’ উপাধি বা বিশেষত্ব হইতে পরম উপাধি বা বিশেষত্বের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান্ কর্তৃক এই জন্য প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অক্ষর উপাধি ক্ষর উপাধির সহিত একত্রে জড়িত, অর্থাৎ ক্ষরকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষর সরিয়া গেলে ‘অ’ আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে? অহংরূপী জ্ঞান দাঁড়াইলে তবে তো তাহার সাক্ষিস্বরূপ বোধের অস্তিত্ব, নতুবা বোধ কাহার? এই জন্যই ‘অক্ষর’ উপাধি ‘উত্তম’-উপাধি হইতে কিছু নিয়গত ও মধ্যমত্ব পরিণত। চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ সর্বপ্রকার বিশেষত্ব হইতে মুক্ত, অর্থাৎ জগত্বাবের অতীত। অহংজ্ঞানরূপী বৈতকে অবলম্বন করিয়াই বোধস্বরূপ অদ্বৈত আত্মার অবস্থিতি; অর্থাৎ বহুত্বকে ধারণ করিবার জন্যই একত্বের প্রয়োজন; কারণ, এক ব্যতীত বহুত্বের অস্তিত্বই নাই। আবার বহু ব্যতীত একেরও অস্তিত্ব নাই; কারণ বহু ব্যতীত একের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? বৈত ব্যতীত অদ্বৈতের এবং অদ্বৈত ব্যতীত বৈতের অস্তিত্বই নাই। চিৎস্বরূপ পরম পুরুষই বৈতাবৈত বিবর্জিত “কেবলাহুভবানন্দ-স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ”। এই জন্যই চিদানন্দস্বরূপকে ভগবান্ ‘উত্তম’ উপাধিতে অভিহিত করিলেন। ভগবানের চিন্মুষ্টি সর্বোত্তম, বোধস্বরূপ ‘আত্মা’মুষ্টি মধ্যম এবং জীবরূপী জ্ঞানমুষ্টি ন্মম।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যো মামেবমসংযুটো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিদুজ্জতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (যস্মাৎ) যেহেতু (অহং) পরমেশ্বর আমি (ক্ষরম্ অতীতঃ) ক্ষরভাবের অতীত, (অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ) এবং অক্ষর অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মমূর্ত্তি হইতেও উত্তম, (অতঃ) অতএব (লোকে বেদে চ) লোকে ও বেদে (পুরুষোত্তমঃ) পুরুষোত্তম নামে (প্রথিতঃ অস্মি) বিখ্যাত হই।

১৯। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত! (এবং) এইরূপে (অসংযুটঃ) ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া (যঃ) যে জ্ঞানবান্ সাধক (মাম্) আমাকে (পুরুষোত্তমঃ) সর্বোত্তম পরমভাব বলিয়া (জানাতি) জানেন, (সঃ) সেই (সৰ্ববিৎ) সর্ববেত্তা সাধক (মাং) আমাকে (সৰ্বভাবেন) সকলভাবেই (ভজতি) ভজনা করেন।

১৮। আমি ক্ষরভাবের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই জন্মই বেদে ও লোকে আমার পুরুষোত্তম নাম প্রখ্যাত আছে।

১৯। হে অৰ্জুন! যে ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞানবান্ সাধক আমার এই সর্বোত্তম পরমভাবকে জ্ঞাত হইতে পারেন অর্থাৎ সাধনদ্বারা হৃদগত করিতে পারেন, তিনি সকলই বুঝিয়াছেন অর্থাৎ আমার জীবভাব, আত্মভাব ও পরমভাব, এই তিন ভাবের রহস্যই জ্ঞাত হইয়াছেন এবং সকল ভাবেই আমার সাধন করেন অর্থাৎ কি সাধন-দৃষ্টি, কি বিচার-দৃষ্টি, কি সাধারণ কৰ্ম দৃষ্টি, সকল দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার সন্মুখে রহিয়াছি।

ইতি শুভ্রতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

ইতি শ্রীমদভগবদগীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগে

নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

২০। অঘয়ঃ। (অনঘ ভারত) হে নিষ্পাপ অর্জুন! (ইতি শুভ্রতমং) এই অতিশয় শুভ্র (ইদং শাস্ত্রং) এই তত্ত্বজ্ঞান (ময়া উক্তম্) আমার দ্বারা কথিত হইল, (এতৎ বুদ্ধা) ইহা বুঝিতে পারিলে [সাধক] (বুদ্ধিমান্) সম্যক্ জ্ঞানী (কৃতকৃত্যঃ চ) এবং ধন্য (শ্রাৎ) হন।

২০। হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই আমি তোমার নিকটে অতি শুভ্র শাস্ত্র ব্যক্ত করিলাম। সাধক এই তত্ত্বব্রহ্ম গ্রহণ করিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ ও ধন্য হন।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ

দৈবাস্ত্রসম্পদ্বিভাগযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥১॥

অহিংসাসত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥

১-৩। অথঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ভারত) হে অৰ্জুন ! (দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্ত) পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মদ্বারা দৈবী সম্পদ অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার (অভয়ং) অভয়, (সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ) চিত্তের নির্মলতা, (জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ) শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশকে আশ্রয় করিয়া সাধনদ্বারা আপনার নির্মল সত্তাকে ভগবৎসত্তাতে সংযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ নিষ্ঠা, [এই তিনটি মহাভাগ্যবান্ পরমহংসদের অভ্যুত্তমা দৈবী সম্পত্তি । অতএব অন্ত সকল অধিকারীর যথাসম্ভব সাত্ত্বিক সম্পত্তি প্রদর্শিত হইতেছে] (দানং) দান, (দমঃ চ) বাহ্যেস্ত্রিয়সংযম, (যজ্ঞঃ চ) যজ্ঞ, (স্বাধ্যায়ঃ) অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি পাঠ, (তপঃ) সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপশ্চা, (আৰ্জ্জবম্) সরলতা, (অহিংসা) অহিংসা, (সত্যম্) সত্য, (অক্ৰোধঃ) ক্রোধরাহিত্য, (ত্যাগঃ) কর্মফলত্যাগ, (শান্তিঃ) চিত্তের উপরম্। (অপৈশুনম্) পরহিদ্ভ্রাসদ্বানে বিরতি, (ভূতেষু দয়া) জীবের দয়া, (লোলুপ্তং) লোভহীনতা, (মর্দবং) মৃদুতা, (হ্রীঃ) লজ্জা, (অচাপলং)

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥৩॥

বিনা প্রয়োজনে বাক্য ও হস্তপদাদির ব্যবহারের অভাব, (তেজঃ) কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়া, (ক্ষমা) ক্ষমতাসত্ত্বেও প্রতিহিংসা সাধনে বিরতি, (ধৃতিঃ) ধৈর্য্য, (শৌচম্) বাহ্যভাস্তর পবিত্রতা, (অদ্রোহঃ) জ্বিৎসারাহিত্য, (নাতিমানিতা) [এবং] অতিরিক্ত সম্মানের বাসনা না করা, [এই সকল গুণ] (ভবন্তি) প্রকাশ পায়।

১-৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অৰ্জুন ! দৈবী সম্পদ লইয়া অর্থাৎ দেব-ভাবাপন্ন প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—অভয় অর্থাৎ হৃদয়ের অসঙ্কুচিতা গতি, (প্রকৃত দেব-ভাবাপন্ন সাধক কাহারও নিকট এমন কি মৃত্যুর সম্মুখেও সঙ্কুচিত নহেন। কেন নহেন, তাহার কারণগুলি পর পর বলিতেছেন); সম্বৎসংগুহি—বা চিন্তের নির্মলতা (একজন পাব্যগ্রহণ, আত্মপ্রকৃতিসম্পন্ন দম্ব্যও নির্ভয়হৃদয় হইতে পারে, কিন্তু সাধকের ভয়শূন্যতা সেরূপ নহে; সে নির্ভয়তা কোমল পবিত্রতার সহিত একাকারে মিলিত এবং সে পবিত্রতা ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্য হইতে সমৃদ্ধ); জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি অর্থাৎ ‘আমি এ শরীর নহি, নির্মল আত্মাই আমার স্বরূপ, এ ভোগা-সুবৃত্তি ও কর্মসুবৃত্তি, সমস্তই ভগবান্নারা কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে,’ ইত্যাকার বিচারসিদ্ধ জ্ঞান এবং সাধনদ্বারা আপনার দেহাভিমানমুক্ত নির্মল সত্তাকে ভগবৎসত্তাতে সংযুক্ত করতঃ যে পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা শান্তিকে ভোগ করেন, এই শান্তিময়ী স্থিতির স্মৃতি—এই উভয়ের একত্র সমাবেশ যতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে হেতু, সাধকের ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যময়ী প্রকৃতি বেরূপ নিমিত্ত ভাবে কর্তব্যসকল সম্পাদন করিতে করিতে প্রারম্ভভোগকে অতিবাহিত করিতে থাকে, তাহাই ‘জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি’; দান অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্র নিঃস্বার্থ সাধিক

দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুয্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমানুস্রীম্ ॥৪॥

৪। অর্থঃ । (পার্থ) হে পার্থ ! (দন্তঃ) ধর্মধ্বজিত্ব, (দর্পঃ) ধনজনাদি
নিমিত্ত অভিমান, (অভিমানঃ চ) অত্যধিক মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা, (ক্রোধঃ)
ক্রোধ, (পারুয্যম্) নিষ্ঠুরতা (অজ্ঞানং চ এব) এবং অজ্ঞান, (আনুস্রীম্ সম্পদম্
অভিজাতস্ত) পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপকর্মের দ্বারা আনুস্রী সম্পৎ অর্থাৎ অনুরূ-
ভাবাপন্ন প্রকৃতি লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে তাহার [ভবন্তি] হইয়া থাকে ।

দান ; দম অর্থাৎ ত্রায়, সত্য ও সারল্যসহ অব্যাকুলভাবে ইন্দ্রিয় সকলের অবশ-
কর্তব্য ক্রিয়াসম্পাদন ; যজ্ঞ অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসকলের
যথাবিধি নিষ্কাম অনুষ্ঠান ; স্বাধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞানার্থী শিশুগণ, কিংবা অন্ত ভগবন্তক্ত
মুমুক্ সাধকগণের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা ; তপ অর্থাৎ সদৃশকর্মেবকর্তব্য
নির্দিষ্ট নিয়মাদি পালনরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি সপ্তদশাধ্যায়োক্ত তপস্তা ; আর্জব অর্থাৎ
সরলতা ; অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়নবর্জন, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ অর্থাৎ
ত্যাগানুসারে যাহা পরিত্যাজ্য, তাহাকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হওয়া বা কর্ম-
ফল-সন্ধান ; শান্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দময়ী তৃপ্তি ; অগ্নিশূন্য অর্থাৎ পরহিত্যানুসন্ধান
বিরতি ও পরনিন্দায় বিরক্তি ; সর্কভূতে দয়া অর্থাৎ পরদুঃখকাতরতা ;
অলোলুপতা অর্থাৎ কোনপ্রকার ভোগ্য বিষয়েই অত্যাকাঙ্ক্ষা না থাকা ; মার্দ্দব
অর্থাৎ বাক্যের মধুরতা ; হ্রী অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় প্রশংসা প্রবণে মৃদুমধুর
সলজ্জা কুণ্ঠা ; অচপলতা অর্থাৎ অব্যাকুল ধীর-গভীরভাব বা বিনা প্রয়োজনে
কিছু না করা ; তেজ অর্থাৎ ত্যাগানুসারিত কর্তব্য সম্পাদনে অকুণ্ঠিত সাহসিকতা ;
ক্ষমা অর্থাৎ ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রতিহিংসাসাধনে বিরতি ; ধৃতি অর্থাৎ ভাগবতী-
ধারণাময়ী অস্থঃক্ষুতি বা ধৈর্য্য ; শৌচ অর্থাৎ বাহ্যন্তর পবিত্রতা ; অদ্রোহ অর্থাৎ
কাহারও অনিষ্ট সাধন না করা ; নাতিমানিতা অর্থাৎ স্বয়ং যে প্রকার সম্মান
প্রাপ্তির অধিকারী, তদপেক্ষা অধিক সম্মানের বাসনা না করা ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াম্বরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আস্বর এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্বরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

৫। অর্থঃ। (দৈবী সম্পদ) দৈবী সম্পদ (বিমোক্ষায়) সংসারবন্ধন হইতে পরিজ্ঞানের কারণ, (আম্বরী) আম্বর সম্পদ (নিবন্ধায়) সংসারবন্ধনের কারণ, (মতা) বলিয়া কথিত হয় ; (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব ! (মা শুচঃ) অতএব তুমি আপনাকে আম্বর সম্পদযুক্ত মনে করিয়া শঙ্কিত হইও না, যেহেতু [অঃ] তুমি (দৈবী সম্পদং অভিজাতঃ অসি) দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

৬। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন ! (অস্মিন্ লোকে) সংসারে (দৈবঃ আম্বরঃ এব চ) দৈব এবং আম্বর (দ্বৌ) এই দুই প্রকার (ভূতসর্গৌ) মনুষ্য-সৃষ্টি [ভবতঃ] হইয়া থাকে ; (দৈবঃ) দৈবী সৃষ্টি (বিস্তরশঃ) বিস্তৃতভাবে (প্রোক্তঃ) কথিত হইয়াছে, (আস্বরং) আম্বরী সৃষ্টি সম্বন্ধে (মে শৃণু) আমার নিকট শ্রবণ কর।

৪। হে অর্জুন ! দম্ব অর্থাৎ 'আমি ধার্মিক' বলিয়া আত্মপ্রশংসা প্রচারিত করা, দর্প অর্থাৎ 'আমি ধনী, আমি মানী, আমার মত কে আছে', ইত্যাকার গর্ক, অতিমান অর্থাৎ যতটুকু সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী তদপেক্ষা অধিক সম্মান-প্রাপ্তির আশা করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখতা ইত্যাদি লক্ষণ, আম্বরসম্পদ লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়।

৫। দৈবী সম্পদ পরিজ্ঞানের কারণ, আম্বরী সম্পদ বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোকগ্রস্ত হইও না অর্থাৎ অহুতাপ করিও না।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাস্মরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুত্তং কিমন্ত্যং কামহৈতুকম্ ॥৮॥

৭। অর্থঃ। (আস্মরাঃ জনাঃ) আস্বরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ (প্রবৃত্তিঃ চ) ধর্ম ও তৎপ্রতিপাদক বিধিবাক্য, (নিবৃত্তিঃ চ) অধর্ম ও তৎপ্রতিপাদক নিষেধবাক্য, (ন বিদুঃ) জানেন না; (তেষু) তাহাদের মধ্যে (ন শৌচং) পবিত্রতা নাই, (ন আচারঃ) সদাচার নাই (ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে) এবং সত্যও বিদ্যমান নাই।

৮। অর্থঃ। (তে) আস্বরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ (জগৎ) জগৎকে (অসত্যম্) অসত্য, (অপ্রতিষ্ঠম্) ধর্মাদ্বৈতব্যবস্থারহিত, (অনীশ্বরম্) নিঃসত্ত্ব-রহিত, (অপরম্পরসমুত্তম্) অপর হইতে পর ভাবে অর্থাৎ অধম ভাব হইতে উত্তম ভাবে ক্রমবিকাশ অনুসারে উদ্ভূত; কিম্ অন্ত্যং উৎপত্তির অদৃষ্ট কারণ কিছু আছে কি?—না, কিছুই নাই, (কামহৈতুকম্) ইহা কামমূলক ভিন্ন কিছুই নয়, [ইতি] ইহা (আহঃ) বলিয়া থাকে।

৬। হে অর্জুন! জগতে মানবগণের মধ্যে দুই প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিণতি নির্দিষ্ট আছে; যথা—দৈবী ও আস্বরী। উন্মাদে দৈবী সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, এক্ষণে আস্বরী সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ কর।

৭। আস্বরপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম ও তৎপ্রতিপাদক বিধিবাক্য, বা নিবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম ও তৎপ্রতিপাদক নিষেধবাক্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না এবং তাহাদিগের মধ্যে পবিত্রতা, সদাচার বা সত্য, এ সকল সদগুণের প্রতিষ্ঠা আদৌ নাই।

এতাং দৃষ্টিমববর্তত্য নষ্টান্নানোহল্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥৯॥

৯। অবয়বঃ । (এতাং দৃষ্টিম্) এই ব্রাস্ত নাস্তিক মত (অবষ্টভ্য) আশ্রয় করিয়া (নষ্টান্নানোহল্লবুদ্ধয়ঃ) মলিনচিত্ত, (অল্লবুদ্ধয়ঃ) অল্লবুদ্ধিবিশিষ্ট, (উগ্রকর্মাণঃ) হিংস্রকর্মকারী, (অহিতাঃ) জগতের অনিষ্টকারী জনগণ (জগতঃ ক্ষয়ায়) প্রাণিসমূহের বিনাশের নিমিত্ত (প্রভবন্তি) উৎপন্ন হয় ।

৮। তাহারা বলে, জগতের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মাচরণের ব্যবস্থা আছে, সে সকলের মধ্যে কিছুই সত্য নাই ; সাধন, ভজন, ভক্তি বা পুণ্যাচরণাদি সমস্তই বৃথা ; কারণ, মৃত্যুই জীবনের শেষ এবং পরলোক বা পুনর্জন্ম ইত্যাদি সমস্তই কল্পিত মিথ্যামাত্র । যখন মৃত্যুর পরে আর প্রতিষ্ঠা বা অস্তিত্বই নাই, তখন আবার ধর্মাধর্ম কি ? পাপপুণ্যের ফলভোগরূপ বিধানাদি সমস্তই মহুশ্যকল্পিত এ সকলের বিধাতা বা ঈশ্বর অস্ত্র কেহই নাই । এই জগদ্ভাব কোন ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে ; ইহা অপর হইতে পর ভাবে অর্থাৎ অধ্যম হইতে উত্তম ভাবে, আবার তাহা হইতে আরও উত্তম ভাবে, এইরূপে পরিণত হইতে হইতে ক্রমোন্নতিক্রমে পার্শ্বভৌতিক শক্তির সমবায়ের জড়ভাব হইতে চেতনভাব স্ফুরিত হইয়া কীটাপু হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিকাশের উন্নতি অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, বানর ও মহুশ্য এইরূপে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে ঈশ্বরনামক কোন বিধানকর্ত্তা বা স্রষ্টা নাই ; ইহা প্রকৃতিরই স্বভাবনির্ভা গতি । এই অধ্যম হইতে উত্তমের দিকে অগ্রগতি বা পরিণতির কারণ ভোগেচ্ছামাত্র । ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতর ভোগের ইচ্ছাই অধ্যম হইতে উত্তমে পরিণত করে ।

৯। ঐরূপ ব্রাস্ত ধারণার বশবর্তী সেই মহা আত্মপ্রকৃতির অজ্ঞান পাপাশ্রয় জগতের মহা অনিষ্টের কারণস্বরূপ এবং তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতি কেবল জগতের শৃঙ্খলানাশ ও যথেষ্টাচারিতার বুদ্ধির জন্ম ।

কামমাপ্রিত্য দুষ্করং দন্তমানমদাষিতাঃ ।

মোহাদৃগ্‌হীত্বাসদৃগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ ॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাপ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঐহন্তে কামভোগার্থমন্ত্যয়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

১০। অর্থঃ। (দুষ্করং) দুষ্করীয়া (কামং) ভোগলালসা (আপ্রিত্য) চরিতার্থ করিবার জন্ত (দন্তমানমদাষিতাঃ) দন্ত, মান ও মদযুক্ত আত্মরপ্রকৃতির লোকসকল (মোহাৎ) অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত (অসদৃগ্রাহান্ গৃহীত্বা) অসদভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া (অশুচিত্রতাঃ প্রবর্তন্তে) মত্ত, মাংস প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য লইয়া অভিচারাদি সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

উক্ত দুইটি শ্লোকে ভগবান্ যে আত্মরপ্রকৃতির বর্ণন করিলেন, তাহা একে-বারে নাস্তিকভাবগ্রস্ত পূর্ণ আত্মর বা সৰ্ব্বাপেক্ষা অধম ভাব। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ আত্মরপ্রকৃতির সংখ্যা জগতে অধিক নহে। সাধারণ আত্মর-প্রকৃতি অর্থাৎ যে আত্মরভাবে দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই প্রকৃতি অল্পাধিক পরিমাণে আক্রান্ত, তাহার বর্ণন পরবর্তী শ্লোকগুলিতে করিতেছেন।

১০। দন্তমানমদাষিত আত্মরপ্রকৃতির লোকসকল, দুষ্করীয়া ভোগলালসা দ্বারা চালিত হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অসদভিপ্রায়ে অর্থাৎ 'এই মজ্জদ্বারা নাস্তিকাসিদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত সুন্দরী-সন্তোগ করিব, এই মজ্জদ্বারা মারণসিদ্ধি লাভকরতঃ বিপক্ষ-গণের সর্বনাশ সাধন করিব,' ইত্যাদি প্রকার নীচ সঙ্কল্পসহ অপবিত্র ব্রতচরণ করে অর্থাৎ মত্ত-মাংস-শব্দাদিসংযুক্ত হোমাদির অহুষ্ঠান করে।

ইদমগ্ন ময়া লক্ষমিদং প্রাপ্স্য মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥

১১-১২। অর্থঃ। (প্রলয়ান্ত্যম্) মৃত্যুকাল পর্যন্ত (অপরিমেয়াং চ) অপরিমিত (চিন্ত্যম্) ভোগকামনাময়ী চিন্তা (উপাশ্রিতাঃ) অবলম্বন করিয়া (কামোপভোগপরমাঃ) কামভোগপরায়ণ, (এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ) ভোগই পুরুষার্থ এইরূপ কৃতনিশ্চয়, (আশাপাশশঠৈঃ বন্ধাঃ) শতমুখী ভোগলালসাবন্ধনে আবদ্ধ, (কামক্ৰোধপরায়ণাঃ) কামক্ৰোধপূর্ণ পাশাঙ্গণ (কামভোগার্থং) ভোগতৃপ্তির জগ্ন (অন্তায়েন) ত্রায়ধর্ম বিসর্জন দিয়া পরপীড়নাদি দ্বারা (অর্থ-সঞ্চয়ান্ দ্ৰহন্তে) অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে।

১৩। অর্থঃ। (অদ্য) অদ্য (ময়া ইদং লক্ষ্য) আমি এই লাভ করিয়াছি, (ইদং মনোরথং) এই বাসনাটি (প্রাপ্ত্ব্যে) শীঘ্রই পূর্ণ করিব, (ইদং অগ্নি) এত ধন এখন সঞ্চিত আছে, (পুনঃ) আবার (মে) আমার (ইদং ধনং অপি) এত ধনও (ভবিষ্যতি) শীঘ্র হইবে—

১১-১২। ভোগকামনা পূর্ণ করাই বাহাদের হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য এবং ভোগকামনা তৃপ্ত করা ব্যতীত জগ্ন পুরুষার্থ আবার কি আছে, ইত্যাকার ধারণাই বাহাদের মূল অবলম্বন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভোগকামনাময়ী চিন্তাই বাহাদের সহচরী, সেই কামক্ৰোধপূর্ণ আত্মর প্রকৃতির লোকগণ শতমুখী ভোগাশা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভোগতৃপ্তির জগ্ন ত্রায়ধর্ম বিসর্জন দিয়া অর্থ-সঞ্চয়ের দিকে প্রবৃত্ত থাকে।

১৩। তাহাদের অন্তরের ভাব সততই—এইরূপ যে, ‘অদ্য এই লাভ করিয়াছি’, ‘কল্য এই বাসনাটি পূর্ণ করিব’, ‘এত ধন সঞ্চিত হইয়াছে’, ‘আবার এত ধন সঞ্চয় করিতে হইবে’—

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।

ঐশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥

আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

১৪। অর্থঃ। (অসৌ শত্রুঃ) এমন দুর্জয় শত্রু (ময়া হতঃ) আমি নাশ করিয়াছি, (অপরান্ অপি) অন্যান্য শত্রুগণকেও (হনিষ্যে) বিনষ্ট করিতে হইবে, (অহং) আমিই (ঐশ্বরঃ) সকলের কর্তা, (অহং) আমি (ভোগী) যথেষ্ট ভোগ করিতেছি, (অহং সিদ্ধঃ) আমি স্বকীয় ক্ষমতাদ্বারা সর্ব বিষয়ে ভোগসিদ্ধি অর্জন করিয়াছি, [অহং] আমি (বলবান্) শক্তিশালী [অহং] আমি (সুখী) সুখী—

১৫। অর্থঃ। [অহং] আমি (আঢ্যঃ) মহা ধনবান্, (অভিজনবান্ অস্মি) মহাকুলীন, (ময়া সদৃশঃ) আমার মত (অন্তঃ কঃ অস্তি) অন্ত কে আছে ? [অহং] আমি (যক্ষ্যে) সকলের অপেক্ষা ধূমধামের সহিত যজ্ঞ করিব, [অহং] আমি (দাস্তামি) নর্তকী ও স্তাবকগণকে প্রচুর ধনদান করিব, [অহং] আমি (মোদিস্যে) নর্তকী প্রভৃতি লইয়া আনন্দিত হইব, (ইতি) এইপ্রকার (অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ) অজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিমোহিতচিত্ত—

১৪। ‘এই শত্রুর নিপাতসাধন করিয়াছি, অন্তগুলিকে এইরূপে নষ্ট করিতে হইবে, আমিই সকলের কর্তা, আমি যথেষ্টভোগ করিতেছি, আমার মত শক্তিশালীই বা এখানে কে আছে এবং আমার মত সুখীই বা কে ? বহু চেষ্টাস্ব এই ভোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছি’—

১৫। ‘আমি মহাধনশালী, মহাকুলীন, আমার মত এখানে কে আছে ? আমি যেমন আড়ম্বরসহ যজ্ঞ করিব ও দান করিব, তেমন যেন আর কেহই না পারে, সকল বিষয়েই প্রাধান্যলাভ করিয়া তৃপ্ত হইব’, ইত্যাদি সকল সেই অজ্ঞানোচ্ছন্ন মূঢ়গণ সত্যতাই করে।

অনেকচিন্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞেষু দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

১৬। অর্থঃ। (অনেকচিন্তবিভ্রান্তাঃ) নানারূপ মনোরথের দ্বারা সর্বদা বিক্ষিপ্তচিন্ত, (মোহজালসমাবৃত্তাঃ) 'আমার', 'আমার' রূপ ভ্রান্তিজালে সম্পূর্ণরূপে জড়িত, (কামভোগেষু প্রসক্তাঃ) কামভোগপরায়ণ মূঢ়গণ [মৃত্যুর পরে] (অশুচৌ) বিষ্ঠামূত্রাদিশূক্ত স্থণিত (নরকে) নরকে (পতন্তি) পতিত হইয়া থাকে ।

১৭। অর্থঃ। (আত্মসম্ভাবিতাঃ) আত্মগরিমাসম্পন্ন, (স্তব্ধাঃ) অনন্ত, (ধনমানমদান্বিতাঃ) ধনমানের গর্বে ক্ষীভ, (তে) এই সমস্ত আহর প্রকৃতির লোকগণ (দম্ভেন) দম্ভের সহিত (নামযজ্ঞঃ) নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা (অবিধিপূর্ব্বকং) অবিধিপূর্ব্বক অশ্রদ্ধার সহিত (যজন্তে) যজ্ঞ করেন ।

১৬। বাহাদের চিন্তবৃত্তি উক্ত প্রকারে বহুমুখী হইয়া অজ্ঞানপথে সতত প্রাবৃত্ত, বাহারা 'আমার', 'আমার', রূপ ভ্রান্তিজালে সম্পূর্ণ জড়িত এবং ভোগ-কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই বাহারা সর্বদা ব্যাকুল, তাহাদের পরিণাম নরক-ভোগ ব্যতীত আর কি হইবে ?

১৭। সেই সকল আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ অস্ত্রে স্বীকার না করিলেও, 'আমি বাহা বুঝি বা করি, তাহাই অসম্ভব', ইত্যাকার আত্মগরিমাসম্পন্ন, স্তব্ধ অর্থাৎ হস্তহীন অপ্রসন্ন ও গর্কিতভাবিশূক্ত, ধন-মানের গর্বে অন্ধপ্রায়, আহর প্রকৃতির লোকগণ দম্ভের সহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা যজ্ঞের অভিনয় মাত্র, কারণ তাহার কিছুই বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় না ।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মামান্ন পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহিত্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজ্জন্মশুভানাস্থরীশ্বেষ যোনিষু ॥১৯॥

১৮। অর্থঃ। (অহঙ্কারং) অহঙ্কার, (বলং) অত্যাঁয় বলপ্রয়োগ, (দর্পং) দর্প, (কামং) কাম, (ক্রোধং) ক্রোধ (চ) এবং অত্যাঁত্ মহৎ দোষ সকলের (সংশ্রিতাঃ) বশীভূত হইয়া [তে] তাহারা (আত্মপরদেহেষু) তাহাদের নিজেঁর এবং অপরের দেহে বুদ্ধি ও কণ্ঠের সাক্ষিস্বরূপ (মাং) আমার প্রতি (প্রদ্বিষন্তঃ) বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া (অভ্যসূয়কাঃ) [ভবন্তি] ধার্মিকগণের গুণ সছ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের দোষ আধিকার করে ।

১৯। অর্থঃ। (অহং) আমি (দ্বিষতঃ) ভক্তবিদ্বেষী, (ক্রুরান্) কুটিলহৃদয়, (নরাধমান্) নরাধম, (অন্ত্যভান্) জগতের অমদলস্বরূপ (তান্) সেই আত্ম-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে (সংসারেষু) সংসারে (আস্থরীষু এব যোনিষু) নীচ আস্থরী যোনিতেই (অজন্মং) পুনঃ পুনঃ (ক্ষিপামি) ভ্রমণ করাই ।

১৮। অহঙ্কার, অত্যাঁয় বল-প্রয়োগ, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির দ্বারা সতত কলুষিতহৃদয় সেই মূঢ়গণের আর একটা স্বভাব এই যে, আমার দেবভাবাপন্ন ভক্ত সাধকগণের প্রতি তাহারা বিদ্বেষপরায়ণ হইবেই হইবে। কিন্তু সে বিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেঁর এবং অত্ম সকলেরই অন্তরে আত্মরূপে বিদ্যমান যে আমি, সেই আমাকেই করা হয় ।

১৯। আমি জগতের অমদলস্বরূপ সেই ভক্তবিদ্বেষী, কুটিলহৃদয়, আত্ম-প্রকৃতিসম্পন্ন নরাধমগণকে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে নীচ আস্থরী যোনিতেই ভ্রমণ করাই ।

আত্মরীং যোনিমাপন্ন মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

ত্রিবিধং নরকশ্চেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতল্লয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিন্‌রঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

২০। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মুঢ়া:) সেই মুঢ়গণ (জন্মনি জন্মনি) জন্মে জন্মে (আত্মরীং যোনিম আপন্ন:) আত্মর জন্ম প্রাপ্ত হইয়া (মাং) আমাকে (অপ্রাপ্য এব) প্রাপ্ত না হইয়া (তত:) উত্তরোত্তর (অধমাং গতিং) নিকট গতি (যান্তি) প্রাপ্ত হয়।

২১। অর্থঃ। (কাম:) কাম, (ক্রোধ:) ক্রোধ (তথা লোভ:) এবং লোভ, (ইদং ত্রিবিধং) এই তিনটি (নরকশ্চ দ্বারং) নরকের দ্বারস্বরূপ [এবং] (আত্মনঃ নাশনম্) আত্মার অধোগতিকারক; (এতৎ ত্রয়ং) এই তিনটিকে (ত্যজেৎ) ত্যাগ করিতে হইবে।

২০। হে কৌন্তেয়। সেই মুঢ়গণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে নিকটতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও অধম তামসী প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আমার ভাব হইতে অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবৎ সাধনাদি হইতে অধিক দূরবর্তী হইয়া পড়ে।

২১। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি মহাশত্রু জীবের সর্বনাশ করে; অতএব নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনকে যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

২২। অর্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (এতৈঃ) এই (ত্রিভিঃ) তিনটি (তমোদ্বারৈঃ) অধোগতির দ্বার হইতে (বিমুক্তঃ) বিমুক্ত হইতে পারিলে (নরঃ) মানব (আত্মনঃ শ্রেয়ঃ) আত্মোন্নতি (আচরতি) সাধন করিতে পারে, (ততঃ) তাহা হইতে ক্রমে (পরমাং গতিম্) পরমা গতি (যাতি) লাভ করিতে পারে।

২৩। অর্থঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (শাস্ত্রবিধিং) শাস্ত্রবিধি (উৎসৃজ্য) উল্লঙ্ঘনপূর্বক (কামকারতঃ) যথেষ্টাচারী হইয়া (বর্ততে) কৰ্ম্মাক্ষুণ্ণান করে, (সঃ) সে ব্যক্তি (সিদ্ধিং) সিদ্ধি (ন অবাপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় না, (ন সুখং) সুখও প্রাপ্ত হয় না, (ন পরাং গতিং) মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না।

২২। হে অৰ্জুন! অধোগতির দ্বারস্বরূপ উক্ত তিন শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলে মানবের আত্মোন্নতি সাধিত হয় ও পরমা গতি লাভ হয়।

উক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে, একজন গার্হস্থ্য-আশ্রমগত সাধককে যথাবিধি পত্ন্যভুগমন, ত্রায়ান্নমোদিত নিজস্বরক্ষণ কিংবা বালককে বা ভূষ্ট লোককে দমন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ত্রায়ান্নমোদিত সমস্ত কর্তব্যই পালন করিতে হইবে, তবে উহাদের মোহাসক্তি হইতে আপনাকে বত্পূর্বক রক্ষা করিতে হইবে। অনাসক্তহৃদয়ে ভগবদ্ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া ত্রায়, সত্য ও সারল্যসহ কর্তব্যপালনই শ্রীভগবানের যথার্থ আদেশ।

২৩। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক যথেষ্টাচারী হইয়া কৰ্ম্ম করিলে, কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যথেষ্টাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তিও থাকে না এবং মোক্ষবিষয়িণী উন্নতিও তাহার পক্ষে অপ্রাপ্য।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাসি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাস্ত্ররসম্পদ্বিভাগযোগো

নাম ষোড়শোহ্যায়ঃ ।

২৪ । অর্থঃ । (তস্মাৎ) অতএব (কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ) কৰ্ত্তব্য-
কৰ্ত্তব্যনিরূপণে (শাস্ত্রং) শাস্ত্রই (তে) তোমার (প্রমাণং) প্রমাণ,
(শাস্ত্রবিধানোক্তং) শাস্ত্রবিধি (জ্ঞাত্বা) বুঝিয়া (ইহ) কৰ্ম্মাধিকারভূমিতে
(কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুং অসি) কৰ্ম্ম করিবে ।

২৪ । কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যনিরূপণে শাস্ত্রই প্রধান সহায় ; অতএব যতদিন কৰ্ম্মে
অধিকার থাকিবে ততদিন শাস্ত্রবিধি বুঝিয়া অর্থাৎ বিচারসহ শাস্ত্রবিধি স্থির
করিয়া তদনুসারে কৰ্ম্ম করিবে ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিযুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সদ্ধম্মাহো রজন্তমঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাদ্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্য়াং শৃণু ॥২॥

১। অর্থঃ। (অর্জুনঃ উবাচ) অর্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ ! (বে-
তু) কিন্তু ষাঁহারা (শাস্ত্রবিধিঃ উৎসৃজ্য) আলম্ব্যাদিবশতঃ শাস্ত্রাদি পাঠ না করায়
ঐতিশ্রুতিবিহিত শাস্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়া (শ্রদ্ধয়া অশ্রিতাঃ) শ্রদ্ধাসহকারে
বৃদ্ধদের ব্যবহার দৃষ্টে (যজন্তে) উপাসনা করেন, (তেষাম্) তাঁহাদের (নিষ্ঠা)
স্থিতি (কা) কিরূপ ?—(সদ্ধম্) তাহা কি সাদ্বিকী ? (রজঃ) অথবা রাজসী ?
(আহো) কিংবা (তমঃ) তামসী ?

২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (দেহিনাং)
দেহাভিম্বানী জীবের (সাদ্বিকী) সাদ্বিকী, (রাজসী চ) রাজসী (তামসী চ)
এবং তামসী, (ইতি) এই (ত্রিবিধা এব) তিন প্রকারই (শ্রদ্ধা ভবতি) শ্রদ্ধা
হইয়া থাকে ; (সা) সেই শ্রদ্ধা (স্বভাবজা) জন্মান্তর সংস্কারজাতা, (ত্যাং শৃণু)
তাহা শ্রবণ কর ।

সদ্বানুরূপা সর্বশ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাং শ্চান্ধে যজন্তে তামস্যা জনাঃ ॥৪॥

৩। অর্থঃ। (ভারত) হে ভারত ! (সর্বশ্রদ্ধা) সকলেরই (সদ্বানুরূপা) অন্তঃকরণানুসারিণী (শ্রদ্ধা) শ্রদ্ধা (ভবতি) হইয়া থাকে, (অয়ং পুরুষঃ) বিবেকবিজ্ঞানহীন কণ্ঠাধিকারী জীব (শ্রদ্ধাময়ঃ) এক এক প্রকার শ্রদ্ধার পরিণাম মাত্র ; (যঃ) যে ব্যক্তি (যচ্ছুদ্ধঃ) সম্বাদিভেদে ষাট্শ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, (সঃ) সেই ব্যক্তি (সঃ এব) তাদৃশ নিষ্ঠাসম্পন্নই হইয়া থাকে ।

৪। অর্থঃ। (সাত্ত্বিকাঃ) সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (দেবান্) দেবগণের (যজন্তে) পূজা করে, (রাজস্যাঃ) রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ (যক্ষরক্ষাংসি) যক্ষ ও রাক্ষসগণের [যজন্তে] পূজা করে, (অন্ধে তামস্যাঃ জনাঃ) অপর তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (প্রেতান্) প্রেতদিগের (ভূতগণান্ চ) এবং ভূতগণের (যজন্তে) পূজা করিয়া থাকে ।

১। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রের বিধান না জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ করেন অর্থাৎ অশুদ্ধ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজাদি করেন, কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিধির নিয়মানুসারে হয় না, তাহাদের সেই শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী, না তামসী—কি বলা যাইবে ?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! দেহাভিমানী জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকারেরই বটে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাঐশ্বাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

৫-৬। অর্থঃ। (দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ) ধর্মধ্বজী ও অহঙ্কারী (কামরাগ-
বলান্বিতাঃ) বিষয়াভিলাষে অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ তত্ত্বং বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত
একান্ত আগ্রহযুক্ত, (যে) পূর্বোক্ত রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধাসম্পন্নব্যক্তিগণের
মধ্যে যে সকল মন্দভাগ্য, পাষণ্ডগণের সাহচর্যবশতঃ তাহাদের আচার অনুবর্তন
করে, সেই (অচেতসঃ) অবিবেকী (জনাঃ) ব্যক্তিগণ (শরীরস্থং) নিজ
দেহস্থিত (ভূতগ্রামং) ইন্দ্রিয়সমূহ (কর্শয়ন্তঃ) বুথা উপবাস ইত্যাদি দ্বারা ক্রম
করিয়া (অন্তঃশরীরস্থং) বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষাভূত (মাং) আমাকেও [কর্শয়ন্তঃ]
যদ্যপি লজ্জনের দ্বারা ভোক্তরূপে অবস্থিত আত্মাকেও ফাঁদ করিয়া (অশান্ত্র-
বিহিতং) বেদাদি বিরোধী (ঘোরং) উৎকট (তপঃ) তপস্তা (তপ্যন্তে)
আচরণ করে, (তান্) সেই সকল ব্যক্তিকে (আস্থরনিশ্চয়ান্) অতি ক্রুর
প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যাকার অস্থর (বিদ্ধি) বলিয়া জানিবে।

৩। সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্বাধিকার হইয়া থাকে অর্থাৎ বাহ্যর যেমন
প্রকৃতি, বা গতজীবনের কর্ম্মফলবৃত্তির দ্বারা যে যেক্রমে আপনাকে গঠিত
করিয়াছে, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুসারে হইয়া থাকে; সত্ত্বপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা
সাবিকী, রজঃপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমঃপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা
তামসী হইয়া থাকে। হে অর্জুন! সংসারী জীব শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ যে দিকে
হউক একদিকে তাহার শ্রদ্ধা থাকিবেই নিশ্চয় এবং বাহ্যর যেক্রমে শ্রদ্ধা, সে
সেইরূপ হয় অর্থাৎ সেইরূপ গতিকেই প্রাপ্ত হয়।

৪। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি দেবগণের, রজঃপ্রধান প্রকৃতি ষড় ও রাক্ষসগণের
এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতি ভূতপ্রেতগণের পূজা করে।

আহারস্থপি সর্বশ্চ ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেবাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

আয়ুস্ববলারোগ্যস্থপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রশ্মাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

৭। অর্থঃ। (সর্বশ্চ) উপরি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের (আহারঃ তু অপি) খাদ্যও (ত্রিবিধঃ) তিন প্রকারের (প্রিয়ঃ) প্রীতিকর (ভবতি) হয়, (তথা) সেইরূপ (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ, (তপঃ) তপস্যা (তথা) এবং (দানং) দান [ত্রিবিধং প্রিয়ং ভবতি] তিন প্রকারে প্রিয় হইয়া থাকে, (তেবাম্) সেই সকলের (ইমং) বক্ষ্যমান (ভেদং) পার্থক্য (শৃণু) শ্রবণ কর ।

৮। অর্থঃ। (আয়ুঃস্ববলারোগ্যস্থপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ) আয়ু, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, স্থখ ও তৃপ্তিবর্দ্ধনকারী, (রশ্মাঃ) রসযুক্ত, (স্নিগ্ধাঃ) স্ন্যতাঙ্গি স্নেহবাস-যুক্ত (স্থিরাঃ) দেহে রক্ত, রস ও মেদাদিরূপে অধিক দিন স্থায়ী, (হৃদ্যাঃ) স্তম্ভরদর্শন (আহারাঃ) খাদ্য (সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ) সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ।

৫-৬। যে সকল কামাসক্তিপরায়ণ, অজ্ঞায় বলপ্রয়োগে অকুণ্ঠিতচিত্ত, দান্তিক অর্থাৎ ধর্ম্মধন্য এবং 'আমিই করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুগ্ধ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি বিধিবিগর্হিত ঘোর তপস্যা করিয়া অর্থাৎ অনশনসহ অত্যাগ্র নীতাতপ ভোগকরতঃ উর্দ্ধবাহ হইয়া বা একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজ নিজ শরীরকে ও তৎসহ কারণশরীরস্থ সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে ঘোর আত্মরপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া জানিবে ।

'শরীর ক্লিষ্ট করিয়া আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে', শ্রীভগবানের এই উক্তি শাসনবাক্যমাত্র । নতুবা ভগবানে যে কোন তাপই প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই বিচারসিদ্ধ স্বার্থ ভগবন্ত্ব এবং "নৈনং হিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বের সমর্থন করিয়াছেন ।

কটুপ্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসশ্চেচ্চ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

যাতযামং গতরসং পুতি পৰ্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

৯। অর্থঃ। (কটুপ্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ) অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অত্যধিক লবণযুক্ত, অতি উষ্ণ, অত্যন্ত ঝাল, স্বতৈলাদিরহিত, সর্বপাদির হ্রাস অত্যন্ত গাত্রদাহকারী, (দুঃখশোকাময়প্রদাঃ) দুঃখজনক, অন্তঃকরণবৃত্তি-সমূহের বিকৃতভাব আনয়নকারী এবং রোগজনক (আহার্যঃ) খাদ্যসকল (রাজসম্ভ) রজঃপ্রধান ব্যক্তির (ইষ্টাঃ) প্রিয় হয়।

১০। অর্থঃ। (যাতযামং) অস্থপক, অতিপক বা প্রহরাধিক অতীতকালে যাঁহা পাক করা হইয়াছে এমন, (গতরসং) শুক কিংবা যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, (পুতিঃ) দুর্গন্ধযুক্ত, (পৰ্যুষিতং) বাসী, (উচ্ছিষ্টম্) উচ্ছিষ্ট (অপি চ) এবং (অমেধ্যং) অপবিত্র (যৎ ভোজনং) যে খাদ্য, [তৎ] তাহা (তামসপ্রিয়ম্) তমঃপ্রধান ব্যক্তির প্রিয়।

৭। শ্রদ্ধাইহঁতে কেবলমাত্র তিন প্রকারের হইয়া থাকে তাহা নহে, উক্ত গুণত্রয়ের প্রাধান্যানুসারে তিন প্রকারের প্রকৃতির তিন প্রকারের খাদ্যে প্রীতি জন্মে এবং যজ্ঞ, তপশ্চা ও দানও উক্ত গুণানুসারে তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তাহাদের পার্থক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

৮। যাহাতে আয়ু, সত্ত্ব (উৎসাহ), বল, স্বাস্থ্য, স্থখ ও তৃপ্তিকে বর্দ্ধিত করে এবং যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ও দেহে অধিক দিন স্থায়ী হয়, এক্ষণে যে সারাংশযুক্ত স্তম্ভরদর্শনখাদ্য, তাহাই সর্বপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

অফলাকাজ্জিভিৰ্বজ্ঞো বিধিদিষ্টৌ য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

অভিসন্ধায় তু ফলম্ দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

১১। অর্থঃ । (অফলাকাজ্জিভিঃ) ফলাকাজ্জাবজ্জিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক (যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়) ইহা আমার অবশ্য কর্তব্য এইরূপ নিশ্চয়, করিয়া (বিধিদিষ্টঃ) শাস্ত্রবিহিত (যঃ যজ্ঞঃ) যে নিত্য যজ্ঞ (ইজ্যতে) অমূল্য হইয়া, (সঃ) সেই যজ্ঞ (সাত্ত্বিকঃ) সাত্ত্বিক ।

১২। অর্থঃ । (ফলং অভিসন্ধায়) ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে (অপি তু দস্তার্থং) অথবা কেবল নিজ ধার্মিকত্ব স্থাপনের জন্য (যং চ এব ইজ্যতে) যে যজ্ঞ অমূল্য হইয়া, (তং) তাহাকে (রাজসং যজ্ঞং) রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও ।

২। অতি কটু অর্থাৎ অতি তিক্ত—নিষাদি, অতি অম্ল, অতি উষ্ণ, ঋণবণাক্ত, অতি তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অতি ঝাল—মরীচাদি, রুক্ষ অর্থাৎ তৈলাদি স্বেদশূন্য ও বিনাহী—দাহকারক অর্থাৎ যে সকল খাদ্য আহাৰ করিতেই কষ্ট হয় এবং বাহা হইতে পরে রোগ এবং শোকাদি দৌর্ভাগ্য অর্থাৎ মনের অস্থিরতা উপস্থিত হয়, তাহাই রজঃপ্রধান প্রকৃতির প্রিয় ।

১০। অল্পপক, শুক কিংবা বাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, পর্যুষিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট ও অপবিজ্ঞ খাদ্যই তমঃপ্রধান প্রকৃতির প্রিয় ।

১১। ফলাকাজ্জাবজ্জিত জ্ঞানী সাধকগণ আপনায় পরম অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে সকল যষ্টব্য অর্থাৎ পূর্বাচরিত পৈতৃক পূজাদি এবং দশবিধ সংস্কারাদি অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সম্পন্ন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ।

বিধিহীনমস্কান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

১৩। অর্থঃ। (বিধিহীনঃ) শাস্ত্রবিধিবিহীন, (অস্কান্নং) অন্নদানহীন, (মন্ত্রহীনঃ) মন্ত্রহীন, (অদক্ষিণং) দক্ষিণাবিরহিত, (শ্রদ্ধাবিরহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিত (যজ্ঞং) যজ্ঞকে (তামসং) তামসিক যজ্ঞ (পরিচক্ষতে) [পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন।

১৪। অর্থঃ। (দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং) দেবতা, দ্বিজ, গুরুজন ও জ্ঞানিগণের পূজা, (শৌচম্) বাহ্য শৌচ, (আর্জবং) সারল্য অথবা সমকায়-শিরোগ্রীবরূপে অবস্থান, (ব্রহ্মচর্য্যং) ব্রহ্মচর্য্য পালন (অহিংসা চ) এবং পরদীড়াবর্জন (শারীরং তপঃ) শারীরিক তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

১২। হে অর্জুন! ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া অবিনীতভাবে যে যজ্ঞাহুষ্ঠান নাথিত হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ।

১৩। বিধিহীন অর্থাৎ যথার্থ শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাহা সম্পন্ন হয় না, অন্নদানহীন অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রে অন্নদান না করিয়া অপাত্রে দান, যেমন অনাথ দ্বিরুক্তগণকে অবজ্ঞা করিয়া ধনবান্ ও চাটুকারগণকে ভোজন করাইবার আয়োজন, মন্ত্রহীন অর্থাৎ মন্ত্রাদি যথাশাস্ত্র উক্ত ও উচ্চারিত হইতেছে কিনা, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া কোনপ্রকারে শীঘ্র শীঘ্র অভিনয়টা যাহাতে শেষ হইয়া যায় ও আমোদ প্রমোদের বিলম্ব বা বাধা না ঘটে, এইরূপ লক্ষ্যযুক্ত, দক্ষিণাহীন (দ্বিজগণের প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞাসহ যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান) এবং শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ একটা উপলক্ষ্য না হইলে আমোদ প্রমোদ করা ও আপনার ধনৈশ্বর্য্য দেখান হয় না, এইজন্ত একটা সখের যজ্ঞাহুষ্ঠান করামাত্র, এই প্রকার যজ্ঞকেই তামস যজ্ঞ বলা হয়।

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ধ্যং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংস্কৃদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

১৫ । অর্থঃ । (অনুদ্বৈগকরং) বাহ্যর দ্বারা কাহারকেও ক্লেশ দেওয়া হয় না, (সত্যং) বাহ্য সত্য, (প্রিয়হিতং চ) এবং বাহ্য শ্রুতিমধুর ও পরিণামেও মঙ্গলজনক (যৎ বাক্যং) এমন যে বাক্য (স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চ এব) এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্রপাঠ (বাঙ্ধ্যং তপঃ) বাক্যময় তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয় ।

১৬ । অর্থঃ । (মনঃপ্রসাদঃ) হৃদয়ের প্রসন্নতা, (সৌম্যত্বং) শান্ত, গম্ভীর ও সরলভাব, (মৌনং) একাগ্রভাবে আত্মচিন্তা, (আত্মবিনিগ্রহঃ) মনের বৃত্তিতিরোধ, (ভাবসংস্কৃদ্ধিঃ ইতি) মনের মলরাহিত্য অথবা অকপট ব্যবহার, (এতৎ) এই সকল (মানসং তপঃ) মানসিক তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয় ।

১৪ । দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও জ্ঞানিগণের পূজা, পবিত্রতা, সায়ন্য, ব্রহ্মচর্য-পালন ও পরপীড়াবর্জন—শারীর তপস্যা নামে উক্ত ।

১৫ । যে বাক্যের দ্বারা কাহারও হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত না হয়, একরূপ সত্যনিষ্ঠ ও মঙ্গলজনক বাক্য এবং অধ্যাত্ম উপদেশপূর্ণ শাস্ত্রাধ্যয়ন—বাঙ্ধ্য তপস্যাক্রমে উক্ত হয় ।

১৬ । মনঃপ্রসাদ অর্থাৎ হৃদয়ের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব অর্থাৎ শান্ত, গম্ভীর ও সরলভাব, মৌন অর্থাৎ মনঃসংযমহেতু বাক্য না বলা, আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহের ভগবশুধী গতি, ভাবসংস্কৃদ্ধি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধরূপে মনের মলরাহিত্য এবং শরীরভিমানরাহিত্য, ইত্যাদিকে মানস তপস্যা বলা হয় ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ ।
 অফলাকাজ্জিভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
 সৎকারমানপূজার্থং তপো দন্তেন চৈব যৎ ।
 ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমশ্রবন্ ॥১৮॥
 সুদৃগ্রহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
 পরশ্চোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥

১৭। অর্থঃ। (অফলাকাজ্জিভিঃ) ফলকামনা রহিত হইয়া (যুক্তৈঃ)
 কৰ্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার (নরৈঃ) সাধকগণ (পরয়া শ্রদ্ধয়া) পরম
 শ্রদ্ধাসহ (তপ্তং) বাহার অচুড়ান করেন, (তৎ) সেই (ত্রিবিধং) শারীর, বাজ্রয়
 ও মানস, এই তিন প্রকারের (তপঃ) তপস্যা (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া
 (পরিচক্ষতে) কথিত হয় ।

১৮। অর্থঃ। (সৎকারমানপূজার্থং) প্রতিষ্ঠা, মান, পূজা ও ধনাদি
 প্রাপ্তির আশায় (দন্তেন চ এব) অথবা নিজ ধার্মিকত্ব ব্যাপনের দ্বারা (যৎ তপঃ)
 যে তপস্যা (ক্রিয়তে) করা হয়, (ইহ) ইহলোকে (চলম্) ক্ষণস্থায়ী, (অশ্রবন্)
 বদাচিৎ ফলদায়ক (তৎ) সেই তপস্যা (রাজসং) রাজসিক বলিয়া (প্রোক্তম্)
 কথিত হয় ।

১৭। যুক্ত অর্থাৎ কৰ্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার সাধকগণ শ্রদ্ধাসহ,
 ফলকামনাপূত্বে উক্ত তিন প্রকারের (শারীর, বাজ্রয় ও মানস) যে তপস্যা
 করেন, তাহাই সাত্ত্বিক তপশ্চরণ ।

১৮। প্রতিষ্ঠা, মান, প্রভুত্ব, পূজা ও ধনাদি লাভার্থ দন্তের সহিত যে তপস্যা
 করা হয়, তাহাই অকিঞ্চিৎকর রাজস তপস্যা । ইহা চঞ্চল এবং ইহার ফল
 ইহতেও পারে, নাও ইহতে পারে ।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

যত্নু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

১০। অর্থঃ । (আশ্ননঃ পীড়য়া) নিম্ন দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের অত্যন্ত ক্লেশ উৎপাদন করিয়া (মুচগ্রাহেণ) অবিবেকিতা-সহকারে ভোগকামনার বশবর্তী হইয়া (পরন্তু উৎসাদনার্থং বা) কিংবা পরের সর্বনাশের জন্ত (যৎ তপঃ) যে সমস্ত মারণ, উচাটনাদিরূপ আভিচারিক ক্রিয়া (ক্রিয়তে) অহুষ্ঠিত হয় .(তৎ) তাহা (তামসং) তামসিক বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয় ।

২০। অর্থঃ । (অনুপকারিণে) প্রত্যুপকারে অসমর্থ কিংবা সমর্থ হইলেও প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া (দেশে কালে চ পাত্রে চ) দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করতঃ (দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং) মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে যে দান (দীয়তে) করা হয়, (তৎ দানং) সেই দান (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক (স্মৃতং) বলিয়া কথিত হয় ।

২১। অর্থঃ । (তু) কিন্তু (প্রত্যুপকারার্থঃ) প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় (ফলম্ উদ্दिष्ट বা) কিংবা ইহলোকে বা পরলোকে ফলকামনার (পুনঃ পরিক্লিষ্টং (চ) কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া মনঃকষ্টের সহিত (যৎ দীয়তে) যে দান করা হয়, (তৎ) তাহা (রাজসং) রাজসিক বলিয়া (স্মৃতং) কথিত হয় ।

১২। জ্ঞানহীন আত্মরপ্রকৃতির লোকে দুর্দমনীয়া ভোগকামনার বশবর্তী হইয়া কিংবা অস্ত্রের সর্বনাশ করিবার জন্ত শরীরকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া (যেমন উর্দ্ধবাহু, একপদে দণ্ডায়মান, গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি জালিত করিয়া তন্মধ্যে কিংবা শীতকালে জলমধ্যে অবস্থিতি এবং আভিচারিক ক্রিয়াদিরূপ) যে তপস্তা —তাহাই তামস তপশ্চরণ । "

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহতম্ ॥২২॥

ওঁ তৎ সদिति নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

২২। অর্থঃ। (অদেশকালে) দেশকাল বিচার না করিয়া :(অপাত্রেভ্যঃ চ) প্রবঞ্চক প্রভৃতি অপাত্রে (অসংকৃতং) অশ্রদ্ধার সহিত (অবজ্ঞাতং) এবং যুগার সহিত (যৎ দানং দীয়তে) যে দান করা হয়, (তৎ তামসং) তাহা তামস বলিয়া (উদাহতম্) অভিহিত হয় ।

২৩। অর্থঃ। (ওঁ তৎ সং ইতি) ওঁ, তৎ এবং সং (ব্রহ্মণঃ) ব্রহ্মের (ত্রিবিধঃ) এই তিন প্রকার (নির্দেশঃ) নাম (স্মৃতঃ) কথিত হইয়াছে, (তেন) এই ত্রিবিধ নামপ্রভাবে [প্রজাপতিনা] ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণাঃ) কর্তৃস্বরূপ ব্রাহ্মণ, (বেদাঃ চ) কারণস্বরূপ বেদ সকল (যজ্ঞাঃ চ) এবং কৰ্ম্মস্বরূপ যজ্ঞসকল (পুরা) সৃষ্টির আদিতে (বিহিতাঃ) সৃষ্টি করিয়াছেন ।

২০। প্রত্যাগকার পাইবার কোন আশা না রাখিয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান ।

২১। প্রত্যাগকার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কিংবা পরজন্মে ফললাভের কামনায় কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহাই রাজস দান ।

২২। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে কিংবা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সহ বাহা দান করা হয়, তাহাই তামস দান ।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিহতিঃ ॥২৫॥

২৪। অর্থঃ । (তস্মাৎ) এইজন্ত (ও ইতি উদাহৃত্য) ও এই নাম উচ্চারণ করিয়া (ব্রহ্মবাদিনাং) বেদবাদিগণ (বিধানোক্তাঃ) শাস্ত্রোক্ত (যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ) যজ্ঞ, দান ও তপশ্চাদি ক্রিয়া (সততং) সর্বদা (প্রবর্তন্তে) সম্পন্ন করেন ।

২৫। অর্থঃ । (মোক্ষকাজ্জিহতিঃ) মুমুক্শু সাধকগণ (তৎ ইতি) তৎ এই নাম [উদাহৃত্য] উচ্চারণ করিয়া (ফলং অনভিসন্ধায়) ফল কামনা না করিয়া (বিবিধাঃ) বহুপ্রকার (যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ) যজ্ঞ, তপশ্চা (দানক্রিয়াঃ চ) এবং দানকার্য্য (ক্রিয়ন্তে) সম্পন্ন করেন ।

২৩। ও, তৎ, সৎ এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মনির্দেশকরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি এই তিনটি নাম স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এইজন্তই ব্রহ্মজগণের সহিত, বেদবাক্য সকলের সহিত ও যজ্ঞ সমূহের সহিত, এই শব্দত্রয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ প্রাচীনকাল হইতে নিদৃষ্ট আছে, এবং যজ্ঞ, তপশ্চা ও দানের বৈগুণ্য পরিহারের জন্ত ব্রহ্মের এই তিন নাম স্মরণ করিতে হয় ।

২৪। বেদবাদিগণ বৈগুণ্যানাশের জন্ত “ও” এই প্রণবধ্বনি সহকারেই ষাণ্ডীয়া শাস্ত্রনিদৃষ্ট যজ্ঞ, দান ও তপশ্চাদি ক্রিয়া সর্বদা সম্পন্ন করেন । এই ও সাকাম ও নিকাম উভয় প্রকার কৰ্ম্মেই উচ্চারিত হইতে পারে ।

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যোক্তং প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যোবাভিধীয়তে ॥২৭॥

২৬। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন। (সংভাবে) অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা বুঝাইবার জন্য (সাধুভাবে চ) এবং অমুক ব্যক্তি অসাধু নয়, সাধু, এই অর্থে (সং ইতি এতৎ) 'সং' এই শব্দ (প্রযুক্ত্যতে) প্রযুক্ত হয় (তথা) এবং (প্রশস্তে কর্ম্মণি) বিবাহাদি মাদলিক কর্ম্মে (সং শব্দঃ) 'সং' এই শব্দ (যুক্ত্যতে) ব্যবহৃত হয়।

২৭। অর্থঃ। (যজ্ঞে তপসি দানে চ) যজ্ঞে, তপশ্চায় ও দানে (স্থিতিঃ) নিষ্ঠা বা আগ্রহও (সং ইতি চ উচ্যতে) 'সং' বলিয়া কথিত হয়, (তদর্থীয়ং এব) ভগবৎসম্বন্ধীয় (কর্ম্ম চ এব) কর্ম্মও (সং ইতি এব) 'সং' বলিয়া (অভিধীয়তে) উক্ত হয়।

২৫। মুমুক্ষু সাধকগণ ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া "তৎ" শব্দের সার্থকতা-সহ অর্থাৎ "তৎ" শব্দের দ্বারা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, সেই পরমাত্মাকে হৃদয়স্থ করতঃ যজ্ঞ, দান ও তপশ্চাদি সম্পন্ন করেন। এই 'তৎ' মন্ত্র মাত্র ফলকামনাশূন্য কর্ম্মে উচ্চারিত হয়।

২৬। হে অর্জুন! সম্ভাব অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা বুঝাইতে হইলে, সাধুভাবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অসাধু নয়, সে সাধু, ইহা বুঝাইতে হইলে এবং মাদলিক কর্ম্মসকল বুঝাইতে হইলে, এই 'সং' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

২৭। যজ্ঞ, দান ও তপশ্চাতে যে নিষ্ঠা এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় সাধনাদি, সমস্তই সংক্ষেপে উক্ত হয়।

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিভ্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে শ্রদ্ধাভ্যয় বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহ্যায়ঃ ।

২৮। অর্থঃ । (অশ্রদ্ধয়া) অশ্রদ্ধার সহিত (যৎ হতং) যে যজ্ঞ, (দত্তং) দান (তপঃ তপ্তম্) বা তপস্শা অহুষ্ঠিত হয় (কৃতং চ) এবং অন্য বাহা কিছু কৃত হয়, [তৎ] তাহা (অসৎ ইতি উচ্যতে) অসৎ বলিয়া কথিত হয় ; (পার্থ) হে অর্জুন । (তৎ) তদ্বারা (প্রেত্য) পরলোকে (ন) কিছুই লাভ হয় না, (ইহ চ নো) ইহলোকেও ফল হয় না ।

২৮। হে অর্জুন । অশ্রদ্ধাসহ যজ্ঞ, দান ও তপস্শাদি বাহা কিছু কৃত হয়, সে সমস্তই অসৎ । ইহলোকে বা পরলোকে তদ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না ।

আলশ্রাদ্দিবশতঃ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধব্যবহারদৃষ্টে যজ্ঞ, তপস্শা ও দানাদি কার্য্য করিবার সময়ে প্রমাদাদি বৈগুণ্যের সমাধান “ওঁ তৎ সৎ” এই মন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু অশ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল কার্য্য করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কোন ফলই লাভ হয় না ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিম্বদন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্রাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

১। অর্থঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন কহিলেন, (মহাবাহো) হে মহাশক্তিশালিন্ ! (হৃষীকেশ) হে ইন্দ্রিয়নিগ্রামক ! (কেশিনিম্বদন) হে কেশিদৈত্যনাশক ! (সন্ন্যাসস্ত) সন্ন্যাসের (ত্যাগস্ত চ) ও ত্যাগের (তত্ত্বং) তত্ত্ব (পৃথক্) পৃথক্ৰূপে (বেদিতুম্) জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি ।

২। অর্থঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (কবয়ঃ) পণ্ডিতগণ (কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং) কাম্যকৰ্ম্মসকলের (ত্রাসং) ফলসহ পরিত্যাগকে (সন্ন্যাসং) সন্ন্যাস বলিয়া (বিদুঃ) জানেন ; (বিচক্ষণাঃ) বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ (সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং) নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকৰ্ম্মের ফলমাত্রত্যাগকে (ত্যাগং) ত্যাগ (প্রাহঃ) বলেন ।

১। অৰ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! হে মহাশক্তি ! হে কেশিনিম্বদন ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহাই জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ।

ত্যাগ্যঃ দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাহ্মন্যনৌষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥৭॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাস্ত্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৮॥

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যং কাৰ্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনৌষিণাম্ ॥৯॥

৩। অর্থঃ। (একে মনৌষিণঃ) সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্মমাত্রই (দোষবৎ) বন্ধনরূপ দোষের কারণ, (ইতি) এই হেতু (ত্যাগ্যং) ত্যাগ্য (প্রাহ্মঃ) বলিয়া থাকেন, (অপর চ) এবং মীমাংসকগণ (যজ্ঞদানতপঃ-কৰ্ম্ম) যজ্ঞ, দান ও তপঃরূপ কৰ্ম্ম (ন ত্যাগ্যং) ত্যাগ্য নহে, (ইতি) ইহা [প্রাহ্মঃ] বলিয়া থাকেন।

৪। অর্থঃ। (ভরতসন্তম) হে ভরতশ্রেষ্ঠ । (পুরুষব্যাস্ত্র) হে পুরুষ-প্রবর । (তত্র) সেই (ত্যাগে) ত্যাগের বিষয়ে (মে) আমার (নিশ্চয়ং) অভিপ্রায় (শৃণু) শ্রবণ কর, (হি) যেহেতু (ত্যাগঃ) তাগ (ত্রিবিধঃ) তিনপ্রকার (সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ) শাস্ত্রে কথিত হয়।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ ফলসহ সকাম-কৰ্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস ও সমস্ত কৰ্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' নামে অভিহিত করেন।

৩। সাংখ্যমতাবলম্বী মনম্বী ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মকে বহুদোষের আকররূপে (মুমুক্শুসাধকগণের পক্ষে) ত্যাগ্য স্থির করিয়াছেন ; আবার মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্চরণকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।

৪। হে ভরতশ্রেষ্ঠ । এই তাগবিষয়ে আমার বাহা অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুরুষসিংহ । তাগ একপ্রকার নহে, তিনপ্রকার।

এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপত্ততে ।

মোহান্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৭॥

৫। অর্থঃ। (যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম) যজ্ঞ, দান ও তপশ্চারূপ কৰ্ম্ম (ন ত্যাজ্যঃ) কৰ্ম্মাধিকারী অন্তঃকরণশুদ্ধি-প্রার্থীদিগের পরিত্যাজ্য নয় ; (তৎ) সেই সকল (কার্য্যম্ এব) অংশ কৰ্ত্তব্য ; (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ, (দানং) দান (তপঃ চ এব) এবং তপস্তাই (মনীষিণাং) ফলাভিসন্ধিরহিত বিবেকিগণের (পাবনানি) চিত্ত-শুদ্ধিকর হইয়া থাকে ।

৬। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ ! (এতানি অপি) ফলার্থীর বন্ধনের কারণ (কৰ্ম্মাণি) যজ্ঞ, দান ও তপশ্চারূপ কৰ্ম্মসকল (তু) কিন্তু (সঙ্গং) কৰ্ত্তব্যভিমান (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (ফলানি চ) এবং ফলাকাঙ্ক্ষা [ত্যক্ত্বা] পরিত্যাগ করিয়া (কৰ্ত্তব্যানি) অহুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য, (ইতি) ইহা (মে) আমার (নিশ্চিতং) স্থির (উত্তমং) ও শ্রেষ্ঠ (মতং) অভিমত ।

৭। অর্থঃ। (নিয়তস্ত কৰ্ম্মণঃ) নিত্যকৰ্ম্মের অর্থাৎ অবশ্যকৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের (তু) কিন্তু (সন্ন্যাসঃ) ত্যাগ (ন উপপত্ততে) চিত্তশুদ্ধিপ্রার্থীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, (মোহাৎ) অজ্ঞানতাবশতঃ (তস্ত) এই সমস্ত কৰ্ম্মের (পরিত্যাগঃ) পরিত্যাগ (তামসঃ) তামসিক বলিয়া (পরিকীর্তিতঃ) কথিত হয় ।

৫। কৰ্ম্মাধিকারিগণের যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপালন-পরিত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য নহে, কারণ এই সকলের দ্বারা শারীর ও মানস শুদ্ধি লাভ করা যায় ।

৬। হে পার্থ ! কিন্তু কৰ্ত্তব্যভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল কৰ্ম্ম করাই কৰ্ত্তব্য, ইহাই আমার প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় ।

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম কায়ক্লেশভয়ান্ত্যজেৎ ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

কার্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলক্লেব স ত্যাগঃ সাদ্বিকো মতঃ ॥৯॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।

ত্যাগী সত্বসমাশিক্তো মেধাবীচ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

৮। অর্থঃ। (কৰ্ম দুঃখম্ ইতি এব যৎ) কৰ্ম করা দুঃখময়, ইহা মনে করিয়া [যঃ] যে ব্যক্তি (কায়ক্লেশভয়াৎ) শরীরের কষ্ট হইবে, এই ভয়ে [কৰ্ম] কৰ্ম (ত্যজেৎ) ত্যাগ করে, (সঃ) সে (রাজসং ত্যাগং) রাজসিক ত্যাগ (কৃত্বা) করিয়া (ত্যাগফলম্) সাধ্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ফল (ন এব লভেৎ) লাভ করিতে পারে না।

৯। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (সঙ্গং) কর্তৃত্বাভিমান (ফলং চ এব) এবং ফলকামনাও (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (কার্যম্ ইতি এব) কর্তব্যমাত্রজ্ঞানে (যৎ) যে (নিয়তং) নিত্য (কৰ্ম) কৰ্ম (ক্রিয়তে) করা হয়, (সঃ ত্যাগঃ) সেই ত্যাগ (সাদ্বিকঃ) সাধ্বিক বলিয়া (মতঃ) কথিত হয়।

১০। চিত্তগুদ্ধির জন্ত অবশ্য করা কর্তব্য, এমন কৰ্মসকলের ত্যাগ কিন্তু কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ সকল কৰ্মকে পরিত্যাগ করিলে তাহাই তামস ত্যাগরূপে উক্ত হয়।

৮। শরীরের কষ্ট হইবে, এই ভয়ে এবং কৰ্মকে দুঃখময় বুঝিয়া যে ব্যক্তি কৰ্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ত্যাগ রাজস। ঐ রাজস ত্যাগের দ্বারা কখনই সাধ্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ফললাভ করিতে পারা যায় না।

৯। হে অর্জুন ! কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবিত্ত কর্তব্যপালনই সাধ্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয় ; ইহাই আমার অভিপ্রায়।

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

অনিৰ্ভুমিষ্ঠং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২॥

১০। অর্থঃ। [যঃ] যিনি (ত্যাগী) সাত্বিক ত্যাগী [সঃ] তিনি [যদা] যখন (সম্বসমাৰিষ্টঃ) আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানহেতু শুদ্ধসম্বসম্পন্ন [ভবতি] হন, [তদা] তখন (মেধাবী) স্থিতপ্রজ্ঞ হন, (হ্রিসসংশয়ঃ) অবিদ্যাবিনাশের দ্বারা সংশয়শূন্য হন, (অকুশলং কৰ্ম্ম ন ঘেষ্টি) কৰ্ম্মক্ষয়হেতু কাম্য বা নিষিদ্ধ কৰ্ম্মসমূহকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন না। (কুশলে ন অল্পবজ্জতে) এবং কৰ্ত্তৃত্বাভিমানবিহীনতা-হেতু শোভন অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম্মসমূহের প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করেন না।

১১। অর্থঃ। (দেহভূতা) দেহাভিম্যানী (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (কৰ্ম্মাণি) সকল কৰ্ম্ম (ত্যক্তুং) ত্যাগ করিতে (ন হি শক্যং) সমর্থ হয় না, (যঃ তু) কিন্তু যে ব্যক্তি (কৰ্ম্মফলত্যাগী) কৰ্ম্মফলত্যাগী, (সঃ) তিনি [দেহাভিম্যানী হইলেও] (ত্যাগী ইতি) ত্যাগী বলিয়া (অভিধীয়তে) কথিত হন।

১০। যিনি ত্যাগী অর্থাৎ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানরহিত ও ফলকামনামুক্তহৃদয়ে মাত্র কৰ্ত্তব্যজ্ঞানে অবশ্যকৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া বাইতেছেন, যিনি সম্বসমাৰিষ্ট অর্থাৎ বাঁহার স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই সাত্বিকী, যিনি মেধাবী অর্থাৎ বাঁহার সাধনলক্ষ্য প্রজ্ঞার স্মৃতি সত্তত দেদীপ্যমান, এবং যিনি হ্রিসসংশয় অর্থাৎ অপ্রয়োক্তভাবে আত্মদর্শনের দ্বারা যিনি সর্বপ্রকার সংশয়মুক্ত, এমন যে সাধক, তিনি অকুশল অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম করিলে ভোগস্বার্থহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অথচ আত্মহুসারে তাহা অবশ্য কৰ্ত্তব্য, এরূপ কৰ্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট, কিংবা কুশল অর্থাৎ বাঁহাতে ভোগস্বার্থসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এরূপ কৰ্ম্মের প্রতি অল্পবজ্জত হন না।

পঞ্চম্যানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকৰ্মণাম্ ॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

১২। অর্থঃ । (অত্যাগিনাং) কর্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণের (প্রত্য) মরণের পর (অনিষ্টম্) অন্তত (ইষ্টং) শুভ (মিশ্রং চ) এবং মিশ্র অর্থাৎ শুভাশুভ মিশ্রিত, (ত্রিবিধং) এই তিন প্রকার (কর্মণঃ ফলং) কর্মফল (ভবতি) হইয়া থাকে, (সম্যাসিনাং তু) কিন্তু কর্মফলভাগী সম্যাসীগণের (কচিং) কখনও [কোন ফলই] (ন) হয় না ।

১৩। অর্থঃ । (মহাবাহো) হে মহাবীর ! (সর্বকর্মণাং) কর্মসমূহের (সিদ্ধয়ে) নিম্পত্তির জন্ত (কৃতান্তে) কর্মান্তপ্রতিপাদক (সাংখ্যে) বেদান্তশাস্ত্রে (প্রোক্তানি) কথিত (ইমানি) বক্ষ্যমাণ (পঞ্চ কারণানি) পঞ্চবিধ কারণ (মে) আমার নিকট (নিবোধ) শ্রবণ কর ।

১৪। অর্থঃ । (অধিষ্ঠানং) শরীর, (তথা কৰ্ত্তা) অহঙ্কার, (পৃথক্বিধম্) পৃথক্ পৃথক্ প্রকারের (করণং চ) অন্তরিক্ষিয় ও বহিরিক্ষিয়গণ (বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ) এবং প্রাণাপানাদির নানাপ্রকার ব্যাপার, (অত্র) ইহাদের সহিত (পঞ্চমং) পঞ্চম (দৈবং এব চ) অন্তর্ধর্মী আত্মা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা, [এই পঞ্চ প্রকারের কারণ হইতেই কর্মসকলের উৎপত্তি] ।

১১। শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করিতে কেহই সমর্থ হন না । কর্মের ফলকামনাকে যিনি ত্যাগ করেন, তিনি ভাগী বলিয়া কথিত হন ।

১২। কর্মের শুভ, অন্তত ও মিশ্র, এই তিনপ্রকার ফল অত্যাগী অর্থাৎ কর্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণকে যত্নের পর আশ্রয় করে । কিন্তু সম্যাসীগণের কোন-প্রকার কর্মফলই হয় না ।

শরীরবান্ননোভির্ষৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ ।

ত্ৰাযং বা বিপরীতং বা পঠেতে তস্ম হেতবঃ ॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৬॥

১৫। অর্থঃ। (নরঃ) মানব (শরীরবান্ননোভিঃ)-শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা (ত্ৰাযং) সৎ (বা বিপরীতং) বা অসৎ (ষৎ কৰ্ম) যে কিছু কৰ্ম (প্রারভতে) সম্পাদন করে, (এতে) এই (পঞ্চ) অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটাই (তস্ম) সেই সকল কৰ্মের (হেতবঃ) কারণ ।

১৬। অর্থঃ। (এবং সতি) অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ, কৰ্মসম্পাদনে যথার্থ কৰ্ত্তা হইলেও (যঃ তু) কিন্তু যে ব্যক্তি, (তত্র) কৰ্মে (কেবলং) শুদ্ধ এবং অসঙ্গ (আত্মানং) আত্মাকে (অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ) অবিজ্ঞানিত ভ্রান্তিবশে (কৰ্ত্তারং) কৰ্ত্তরূপে (পশ্যতি) দর্শন করে, (সঃ দুৰ্ম্মতিঃ) সেই যুৎব্যক্তি (ন পশ্যতি) আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝে না ।

উক্ত সন্ন্যাসী অর্থে—মাত্র সন্ন্যাসবেশধারী কৰ্মত্যাগাভিমানী বাহু সন্ন্যাসিগণ নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই যে কৰ্মফলত্যাগী মহাজ্ঞানকৰ্মযোগী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন, এখানেও সেই সন্ন্যাসীর কথাই বলিতেছেন। দেহাভিমান ও কৰ্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলে একজন জ্ঞানবান্ গার্হস্থ্যশ্রমী সাধকও যথার্থ সন্ন্যাসী ।

১৩। হে মহাবীর ! কৰ্মান্তপ্রতিপাদক সাংখ্যে অর্থাৎ ‘অনেন সম্যক্ খ্যায়তে জায়তে’ বা বাহ্যর দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্যকরূপে ফুটিত হয়, সেই বেদান্তশাস্ত্রে কৰ্ম সকলের যে পঞ্চবিধ কারণ নির্দিষ্ট আছে, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর ।

১৪। (১) অধিষ্ঠান অর্থাৎ জীবভাবের আশ্রয়রূপ ধাত্বিন্দ্ৰিয়যুক্ত এই শরীর, (২) কৰ্ত্তা অর্থাৎ ‘আমি করিতেছি’, ইত্যাকার অভিমান বা অহঙ্কার, (৩) পৃথক্ পৃথক্ করণ; অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, (৪)

যশ্চ নাইক্কতো ভাবো বুদ্ধিৰ্ঘশ্চ ন লিপ্যতে ।

হত্ৰাপি স ইমান্নো কান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।

করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

১৭। অর্থঃ। (যশ্চ) বাহার (অহংকৃত) আমি কর্তা এইরূপ (ভাবঃ) অভিমান (ন) নাই, (যশ্চ) এবং বাহার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (ন লিপ্যতে) এই কৰ্ম্ম আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট এইরূপ বোধে কোন কৰ্ম্মে লিপ্ত হয় না, (সঃ) তিনি (ইমান্ লোকান্) এই সমস্ত লোককে (হত্ৰা অপি) হনন করিলেও (ন হন্তি) হনন করেন না, (ন নিবধ্যতে) এবং তৎকৰ্ম্মজনিত বন্ধনও প্রাপ্ত হন না।

১৮। অর্থঃ। (জ্ঞানং) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ 'ইহা আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট' এই বোধ, (জ্ঞেয়ং) জ্ঞাতব্য শব্দাদি বিষয়পক্ষ, (পরিজ্ঞাতা) অহংজ্ঞানরূপী ভোক্তা জীব, (ত্রিবিধা) এই তিনটাই (কৰ্ম্মচোদনা) কৰ্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু; (করণং) অন্তঃ এবং বহিরিন্দ্রিয়বর্গ, (কৰ্ম্ম) ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা, (কর্তা) 'উক্ত ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়ার সম্পাদক আমিই' এই অভিমান, (ইতি ত্রিবিধঃ) এই তিনটি (কৰ্ম্মসংগ্রহঃ) কৰ্ম্মের আশ্রয় অর্থাৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করে।

বিবিধ চেষ্টা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যরূপ আশ্রয় এবং কৰ্ম্মার্জবদয়াভাব ও সত্যরূপ দেববৃত্তিগণ অথবা প্রাণাপানাদির কার্য, (৫) দৈব অর্থাৎ সৰ্ব্ব প্রভীতির কারণস্বরূপ সৰ্ব্বসাক্ষী অন্তর্ধ্যায়ী আত্মারূপী পরম দেবতা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ, এই পক্ষ প্রকারের কারণ হইতেই কৰ্ম্মসকলের উৎপত্তি।

১৫। মহুগ্গণ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যাহা কিছু সং বা অসং কৰ্ম্ম করে, উক্ত পক্ষপ্রকার কারণ হইতেই সেই সকল কৰ্ম্মের উৎপত্তি।

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসম্বন্ধানে যথাবচ্ছূ তান্মপি ॥১৯॥

১২। অর্থঃ। (গুণসম্বন্ধানে) সাংখ্যাশাস্ত্রে (জ্ঞানং) জ্ঞান, (কৰ্ম চ) কৰ্ম (কৰ্ত্তা চ) এবং কৰ্ত্তা (গুণভেদতঃ) ত্রিগুণের ভেদানুসারে (ত্রিধা এব) তিন প্রকার বলিয়া (প্রোচ্যতে) কথিত হয়, (তানি অপি) সেই সকলও (যথাবৎ) মনঃসমাধান করিয়া (শৃণু) শ্রবণ কর ।

১৬। অবিজ্ঞানিত প্রাপ্তিবশে এই সকল কর্মে ‘আমিই করিতেছি’ অর্থাৎ শুদ্ধ অসদ আত্মাই করিতেছেন, ইত্যাকার অভিমান যে করে, সে মূঢ় ব্যক্তি আপনাকে জানে না অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝে না ।

১৭। ‘আমি করিতেছি’, ইত্যাকার অভিমান বা প্রাপ্তি বাহ্যভেদে নাই অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’, ইত্যাকারে শরীরের সহিত একোভূত নহে, এবং বাহ্যের বুদ্ধি কোনরূপ কর্মফলে লিপ্ত নহে, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কাহাকেও হনন করেন না এবং কোন কর্মফলের দ্বারাই আবদ্ধ হন না ।

১৮। জ্ঞান অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়পঞ্চের সম্বন্ধ বশতঃ ‘ইহা আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট’ এই বোধ, জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও জ্ঞাতা অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত চিৎ-ছায়া বা অহংজ্ঞানরূপী ভোক্তা জীব, এই তিন হইতেই কর্মের সূচনা ; কারণ, এই তিন ব্যতীত কর্মের সম্ভাবনাই হইতে পারে না, এবং এই তিনের মধ্যে একটির অভাবে অন্য দুইটির অস্তিত্বই থাকে না ; এই তিনেই এক ও একেই তিন । সেইজন্মই এই তিনকে কর্মের মূল প্রবর্তকরূপে নির্দিষ্ট করিতেছেন, আর কারণ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, কর্ম অর্থাৎ মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া এবং কৰ্ত্তা অর্থাৎ ‘আমি করিতেছি’ ইত্যাকার অভিমান, এই তিন আশ্রয় হইতেই কর্মের সম্পাদন হয় ।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

পৃথক্তেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিদান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

২০। অর্থঃ। (যেন) যে জ্ঞানদ্বারা (বিভক্তেষু) ভিন্ন ভিন্ন (সর্বভূতেষু) ভূতসকলে (একং অব্যয়ং অবিভক্তং ভাবম্) ভেদমুক্ত এক অব্যয় পরমার্থ ভাব (ইক্ষতে) দেখা যায়, (তৎ জ্ঞানং) সেই জ্ঞান (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

২১। অর্থঃ। (পৃথক্তেন তু) পৃথক পৃথকরূপে (যৎ জ্ঞানং) যে জ্ঞানের দ্বারা (সর্বেষু ভূতেষু) সর্বভূতে (পৃথগ্বিদান্) বিভিন্নরূপ (নানাভাবান্) নানাবিধ ভাব (বেত্তি) জানা হয়, (তৎ জ্ঞানং) সেই জ্ঞানকে (রাজসং) রাজস বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

১২। গুণব্যাক্যামূলক সাংখ্যশাস্ত্রে জিগ্মেষের ভেদাহুসারে জ্ঞান, কর্ম ও ; কর্তার যে প্রকার পৃথক পৃথক ভাবান্তর সংঘটিত হইবার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২০। ভিন্ন ভিন্ন ভূতসকলে অর্থাৎ জগতে জড় ও জীবরূপ যত অসংখ্য প্রকার ব্যষ্টিভাব ক্রীড়া করিতেছে, সেই পৃথক পৃথক জ্ঞানমূর্তি সকলে যে ভেদমুক্ত এক অব্যয়ভাব বিদ্যমান, সেই পরমভাবটাকে যে জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

জগতের সমস্ত চঞ্চলভাবই যে এক অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেই সূত্রে স্পর্শ করিতে হইলে অত্যাশ্রিত সাধনদৃষ্টির প্রয়োজন। সেই সাধনদৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্মাণ্ড ও জগদ্রূপ আবর্জনারমুক্ত হওয়া চাই। সে পরম দৃষ্টিকেই

যত্ন কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সত্তমহৈতুকম্ ।

অতদ্বার্থবদল্লঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

২২। অর্থঃ। (যৎ তু) কিস্ত্বে যেন (একস্মিন্ কার্যে) কোন একটি দেহে বা প্রতিমাতে (কৃৎস্নবৎ সত্তম্) সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অর্থাৎ এইটাই সর্বস্ব বা ঈশ্বর, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, (অহৈতুকম্) যাহা হেতুপ্রমাণাদিশূন্য, (অতদ্বার্থবৎ) পরমার্থাবলম্বনরহিত (অন্নং চ) এবং ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ, (তৎ) সেই জ্ঞান (তামসম্) তামস বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয় ।

ভগবান্ সাত্বিক দৃষ্টি বলিতেছেন। ইহা হইতেই বুদ্ধিতে পারা যাইতেহে যে, যাহা বহু হইতে একত্বের দিকে লইয়া যায়, অর্থাৎ বহুত্বের তিরোভাব ঘটাইয়া একত্বের আবিষ্কার করে, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। জ্ঞান একত্বের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই শান্তিময় হইবে সন্দেহ নাই।

২১। পৃথক্স্থে স্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে শরীর বিশ্বাসে, 'আমি একজন', 'তুমি একজন', 'সে একজন', এবং 'আমার', 'তোমার' ও 'তাহার' ইত্যাদি সকলেরই আত্মা পৃথক্, ইত্যাকার ভ্রান্তিগ্রস্ততাহেতু পরম অল্পভাব হইতে বিচ্যুত থাকিয়া সর্বভূতেই পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবে আবিষ্কার যে জ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিও।

সাত্বিক জ্ঞান বহু হইতে একত্বের দিকে এবং রাজস জ্ঞান এক হইতে বহুত্বের দিকে লইয়া যায়। জগতের যতঃভেদযুক্ত 'এক' আছে, তাহার মধ্য হইতে বহুত্বের আবিষ্কারই রাজস জ্ঞানের কার্য। এই রাজস জ্ঞান হইতেই এঞ্জিন, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি জাগতিক মদলময় বহু প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। এই রাজস জ্ঞানকেই 'জড় বিজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। যদিও এই রাজস জ্ঞান খুবই হুম্মাগ্র ও জগতের নানা প্রকার কল্যাণ সম্পাদন করে বটে, তথাপি ইহা ভগবৎ-পন্থের বিপরীতধর্মী, অশান্তিপূর্ণ ও চাক্ষুণ্যময়, সন্দেহ নাই।

২২। বাহা একটি কার্যে কুসংবৎ আবদ্ধ অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই শেষ, ইহার অধিক আর যে কিছু আছে বা হইতে পারে, এরূপ ধারণারহিত, বাহা অহৈতুক অর্থাৎ কারণাহীনস্থানের চেষ্টাবঞ্চিত, বাহা অতর্ক্য অর্থাৎ কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতির এবং আবিস্কারের চেষ্টা বাহাতে নাই, এইরূপ অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ জ্ঞানই, তামস জ্ঞান বলিয়া জানিও।

আমাদের দেশের কৃষক, শিল্পী, বণিক, ধনী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলেই প্রায় এই তামস-জ্ঞানবিশিষ্ট। সকলেই গতানুগতিক নিয়মের অনুগামী। যেমন হইয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণ করা মাজই কর্তব্যের শেষরূপে অবধারিত আছে। কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতি, অর্থাৎ ইহাতে কি কি আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা বা কেন এরূপ হইল, তাহার কারণাহীনস্থান কিংবা নূতন কোন বিষয়ের উদ্ভাবনের যত্ন কেহই প্রায় করে না। অন্তের কথা কি, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ কি শাস্ত্রপণ্ডিতগণ, কি ইংরাজিভাষাবিদগণ, সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কি প্রকারে দুইটা অধ্যাপক বিদ্যায়ের নিয়ন্ত্রণ পাইব, কি প্রকারে বাকুহুহতে ভুলাইয়া দশ টাকা উপার্জন করিব, কি প্রকারে দুই বিঘা জমী ক্রয় করিতে পারিব, ইত্যাদি চেষ্টাতেই শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের বিভ্রাটিকা সফলকৃত বা বিফলকৃত হয়। ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই, চাকরি বা দাসত্ব কিংবা ব্যবহারাজীবিত্ব বা উচ্চশ্রেণীর চক্ষে স্থলিদানপটুতা ও রক্তশোষকত্ব লাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল। ধনাৰ্জন ও আত্মীয়-গণের সহিত ভোগস্ব লাভ করাকেই ইহার মানবজীবনের সফলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, একজন অশিক্ষিত কর্মকার বা স্বত্বার যদি এমন কোন একটি সামান্য যন্ত্রের আবিস্কার করিয়া থাকে, বাহার দ্বারা সহজে ও শীঘ্রগতিতে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কার্য নির্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই অশিক্ষিত কর্মকার বা স্বত্বধর আমাদের উক্ত শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ সন্দেহ নাই। শিক্ষাভিমানী বাবুগণের বা পাণ্ডিত্যভিমানী অধ্যাপকগণের জ্ঞান তামস, কিন্তু ঐ অশিক্ষিত কর্মকার বা

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম যত্নং সাদ্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

যত্নু কামেপ্সুনা কৰ্ম সাহক্যারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কৰ্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

২৩। অর্থঃ। (অফলপ্রেপ্সুনা) ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তি দ্বারা (নিয়তং) নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য (সঙ্গরহিতং) কর্তৃভাভিনিবেশশূন্য (যৎ কৰ্ম) যে কৰ্ম (অরাগদ্বেষতঃ) আনুরক্তি ও বিরক্তি বর্জন করিয়া (কৃতং) করা হয়, (তৎ) তাহা (সাদ্বিকং) সাদ্বিক কৰ্ম বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

২৪। অর্থঃ। (পুনঃ) আর (কামেপ্সুনা) ফলাভিলাষী ব্যক্তি কর্তৃক (সাহক্যারেণ বা) কিংবা সহকারী ব্যক্তিকর্তৃক (বহুলায়াসং) বহু ক্লেশসাধ্য (যৎ তু কৰ্ম) যে কৰ্ম (ক্রিয়তে) অল্পশ্রিত হয়, (তৎ) তাহা (রাজসং) রাজস কৰ্ম বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

২৫। অর্থঃ। (অনুবন্ধং) ভাবী ভভাভূত, (ক্ষয়ং) স্বাস্থ্য ও ধনাদির নাশ, (হিংসাং) জীবহত্যা (পৌরুষং চ) এবং নিজ সামর্থ্য, (অনপেক্ষ্য) এই সকল বিবেচনা না করিয়া (মোহাৎ) মোহ অর্থাৎ অববেকিতাবশতঃ (যৎ কৰ্ম) যে কৰ্ম (আরভ্যতে) অল্পশ্রান করা হয়, (তৎ) তাহা (তামসং) তামস বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

শুদ্ধত্বের জ্ঞান রাজস বটে। তামসাপেক্ষা রাজস যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সংশয় নাই।

২৩। ফলকামনামুক্তহৃদয়ে আনুরক্তি ও বিরক্তি বর্জনকরতঃ অনাসক্তির সহিত যে অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম অল্পশ্রিত হয়, তাহাই সাদ্বিক কৰ্ম বলিয়া জানিও।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমম্বিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেপ মূলুর্কো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকাম্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২৭॥

২৬। অর্থঃ । (মুক্তসঙ্গঃ) ফলকামনাবর্জিত, (অনহংবাদী) কর্তৃত্বাভিমান-মুক্ত, (ধৃত্যুৎসাহসমম্বিতঃ) ধৈর্য ও উত্তমসম্পন্ন, (সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ) সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে (নির্বিকারঃ) অচঞ্চল, (কৰ্ত্তা) কৰ্ত্তা (সাত্বিকঃ) সাত্বিক বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন ।

২৭। অর্থঃ । (রাগীঃ) বিষয়াসক্ত, (কর্মফলপ্রেপুঃ) কর্মফলাভিলাষী, (লুর্কঃ) পরত্বাভিলাষী এবং সন্ধ্য করিতে কুষ্ঠিত, (হিংসাত্মকঃ) জীবহত্যায় অকাতরহৃদয়, (অশুচিঃ) বাহ্যভাস্তর শৌচরহিত, (হর্ষশোকাম্বিতঃ) সাংসারিক ইষ্ট সমাগমে হর্ষাম্বিত ও অনিষ্টাগমে শোকমোহিত (কৰ্ত্তা) কৰ্ত্তা (রাজসঃ) রাজস বলিয়া (পরিকীর্তিতঃ) কথিত হয় ।

২৪। 'আমি এই সমস্ত করিতেছি,' ইত্যাকার কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগ-কামনাসহ বহুমুখী চেষ্টার দ্বারা বহু ক্লেশসহকারে বাহা করা হয়, তাহাকেই রাজস কর্ম বলা যায় ।

২৫। অল্পবদ্ধ অর্থাৎ বাহ্যর ভাবী পরিণাম মোহবন্ধনদ্বারা কৰ্ত্তাকে আরও অধিকতররূপে জড়িত করে, ক্ষয় অর্থাৎ যে সকল কঠিনসাধ্য কর্ম্মাহুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, হিংসা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মাহুষ্ঠানে বহু জীবহত্যা সাধিত হইবে, পৌরুষ অর্থাৎ কৰ্ত্তার কতটুকু সাধ্য, এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ আপনার প্রাধান্ত প্রচারিত করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেই তামস কর্ম্ম বলা যায় ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিবাদী দীর্ঘমূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥

বুদ্ধেৰ্ভেদং ধ্বতৈশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্তেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

২৮। অর্থঃ । (অযুক্তঃ) সৰ্বদা বিষয়াপহৃত-চিত্তবশতঃ কৰ্ত্তব্যে অনবহিত,
(প্রাকৃতঃ) বিবেকবিহীন, (স্তব্ধঃ) অবিনীত, (শঠঃ) প্রবঞ্চক, (নৈকৃতিকঃ)
পর্যাপমানকারী (অলসঃ) অলস, (বিবাদী) বিবাদযুক্ত, (দীর্ঘমূত্রী চ) এবং
দীর্ঘমূত্রী (কৰ্ত্তা) কৰ্ত্তা (তামসঃ) তামস বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয় ।

২৯। অর্থঃ । (ধনঞ্জয়) হে অর্জুন ! (বুদ্ধেঃ) জ্ঞান এবং ধৃতি প্রভৃতি
বৃত্তিবিধিষ্ট অস্তঃকরণের (ধ্বতৈঃ) এবং আরও কার্য বিষয়সমূহ হইলেও তাহা
সম্পূর্ণ করিবার জ্ঞাত অবজ্ঞানীয় দুঃখ সহকরারূপ বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষের (গুণতঃ
এব) গুণবিভাগানুসারে (ত্রিবিধং) তিন তিন প্রকার (পৃথক্তেন) পৃথকভাবে
(অশেষেণ) [ও] সম্পূর্ণরূপে (প্রোচ্যমানং) আমাকর্ত্তক কথিত (ভেদং) ভেদ
(শৃণু) শ্রবণ কর ।

২৬। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তহৃদয়, অনহংবাদী অর্থাৎ কর্ত্ত্বাভিমান
মুক্ত, ধৃতিবিধিষ্ট অর্থাৎ ধৈর্যযুক্ত—বিস্ত উপস্থিত হইলেও যিনি আরও কর্ত্তব্য
ত্যাগ করেন না, উৎসাহান্বিত অর্থাৎ যিনি কর্ত্তব্যানুসঙ্গাদনে আলস্য বা কালবিলম্ব
করেন না এবং কর্ত্তব্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় ব্যাপারেই যিনি অচঞ্চল, তিনিই
সাম্বিক কৰ্ত্তা ।

২৭। যে ব্যক্তি রাগী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, কর্ত্তব্যলিপ্রেপ্সু অর্থাৎ কলকামনা
করিয়া ব্রত ও দানাদি সম্পাদন করে, লুব্ধ অর্থাৎ পরস্বাভিসারী এবং সন্ধ্য
করিতে কুণ্ঠিত, হিংসাত্মক অর্থাৎ জীব-হত্যায় অকাতরহৃদয়, অশুচি অর্থাৎ
পবিত্রভাবাবর্জিত এবং সাংসারিক ইষ্ট সমাগমে হর্ষান্বিত ও অনিষ্টাগমে শোক-
মোহিত এইরূপ প্রকৃতিগ্রস্ত কৰ্ত্তাকেই রাজস কৰ্ত্তা বলা যায় ।

প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঃ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩০॥

৩০। অর্থঃ । (পার্থ) হে পার্থ ! (প্রবৃত্তিঃ চ) বন্ধনের হেতুভূত সকাম কর্ম্মমার্গ (নিবৃত্তিঃ চ) এবং মোক্ষহেতুক সন্ন্যাসমার্গ, (কার্য্যাকার্য্যে) কোনটা কার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত এবং কোনটা অকার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, (ভয়াভয়ে) কোন কর্ম্মের পরিণাম গর্তবাগাদি হুঃখরূপ ভয়যুক্ত এবং কোন কর্ম্মের পরিণাম স্বার্থ ভয়যুক্ত, (বন্ধঃ) বন্ধনই বা কাহাকে বলে (মোক্ষঃ চ) এবং যুক্তিই বা কি, [এই সমস্ত] (যা বুদ্ধিঃ) যে বুদ্ধির দ্বারা (বেত্তি) বিশেষরূপে জানা যায়, (সা সাত্বিকী) তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি ।

২৮। যে ব্যক্তি অযুক্ত অর্থাৎ যাহার পরিণাম দর্শনশক্তি অতি ক্ষীণ বা সর্বদা বিষয়াপজ্ঞতচিত্ত বলিয়া কর্তব্যাকর্ম্মে অনবহিত, প্রাকৃত অর্থাৎ পশুবৎ কাম-জোখাদি রিপুবাধ্য, শুদ্ধ অর্থাৎ অগ্রফুল্লচিত্ত বা অবিনীত, শঠ অর্থাৎ কুটিলহৃদয়, নৈরুক্তিক অর্থাৎ কাহাকেও অপমানিত করিতে এবং অন্তের বৃত্তি উচ্ছেদ করিতে পারিলেই যে ব্যক্তি গর্কিতভাবে হুঃ হয়, অসঙ্গ অর্থাৎ কর্তব্যসম্পাদনে ভংগ নহে, বিবাদী অর্থাৎ সততই বিষয়ভাবগ্রস্ত, দীর্ঘদ্বী অর্থাৎ যখন হয় হুঃইবে, এইরূপ অহংসাহ ও আনন্দসহ কর্তব্য সম্পাদনে অতি যত্নগতি, এইরূপ প্রকৃতিগত কর্তব্যকেই তামস কর্তব্য বলা হয় ।

২৯। হে অর্জুন ! রজ, সত্ত্ব ও তম, এই তিন প্রকারের গুণবিভাগানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন তিন প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা তোমাকে পৃথক পৃথক করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

৩০। হে অর্জুন ! যে বুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্তবিবেকাস্থিক মহাশক্তি, কোনটা প্রবৃত্তি অর্থাৎ কোনটা সকাম কর্ম্মমার্গ এবং কোনটা নিবৃত্তি অর্থাৎ নিকাম মোক্ষমার্গ ও কোনটা কার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত এবং কোনটা অকার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা স্থির করিয়া দেয়, কোন কর্ম্মের পরিণাম স্বার্থ

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যধর্মা কার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা ।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

৩১। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন! (যয়া) যে বুদ্ধির দ্বারা (ধর্ম্মং) ধর্ম্ম কি, (অধর্ম্মং চ) অধর্ম্ম কি, (কার্য্যং) কর্তব্য কি, (অকার্য্যং চ এব) অকর্তব্যই বা কি, (অযথাবৎ) [তাহা] অসম্যাক্রূপে (প্রজানাতি) জানা যায়, (সা বুদ্ধিঃ) সেই বুদ্ধি (রাজসী) রাজসী।

৩২। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন! (যা) যে বুদ্ধি (অধর্ম্মং) অধর্ম্মকে (ধর্ম্মং ইতি) ধর্ম্ম বলিয়া (মন্যতে) মনে করে, (সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ) সর্ব্ববিষয়কে বিপরীতভাবে [মনে করে], (সা) সেই (তমসা আবৃত্তা) তমোগুণদ্বারা আবৃত্তা (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (তামসী) তামসী।

ভয়যুক্ত এবং কোন্ ক্রমের পরিণাম যথার্থ ভয়যুক্ত, তাহা নিরূপণ করে এবং বন্ধনই বা কাহাকে বলে ও মুক্তিই বা কি—এই পরম ভেষের বহুশ্রোদ্ধার করে, তাহাকেই সাত্বিকী বুদ্ধি বলা যায়।

৩১। হে অর্জুন! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি এবং কর্তব্য কি, অকর্তব্যই বা কি, তাহা অযথাক্রমে নিরূপিত হয় অর্থাৎ চঞ্চলভাজন, যে বুদ্ধির পরিণামদর্শিনী শক্তি অল্প থাকাহেতু কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে অনেক ক্রটি থাকিয়া যায় এবং ধর্ম্মার্জনের যথার্থ মার্গ কোন্টা, তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া জীক ভিন্ন পথে গমন করে, তাহাই রাজসী বুদ্ধি।

৩২। হে পার্থ! তমোগুণদ্বারা আবৃত্ত যে বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কোন বিষয়েই গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে না এবং সকল বিষয়েই বিপরীত ভাবাপন্ন থাকিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করে, তাহাই তামসী বুদ্ধি।

ধৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে অর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

৩৩। অর্থঃ। (পার্থ) হে অর্জুন! (যোগেন) চিত্তের একাগ্রতাহেতু (ব্যভিচারিণ্যা) বিষয়বিমুখী অচঞ্চলা (যয়া ধৃত্যা) যে ধারণাশক্তিদ্বারা (মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ) মনঃপ্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াসকল (ধারণতে) শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যসকল হইতে সংবৃত হয়, (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (সাত্বিকী) সাত্বিকী।

৩৪। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন! (তু) কিন্তু (প্রসঙ্গেন) অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ (ফলাকাজ্ঞী) ফলাকাজ্ঞী ব্যক্তি (যয়া ধৃত্যা) যে ধৃতির দ্বারা (ধর্মকামার্থান্) পুণ্য, ধন ও ইন্দ্রিয়স্বভোগই (ধারণতে) সর্বদা কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, (পার্থ) হে পার্থ! (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (রাজসী) রাজসী।

৩৩। হে অর্জুন! যোগে অর্থাৎ যুক্তসাধনে যে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়বিমুখী অচঞ্চলা ধৃতির অর্থাৎ ধারণাশক্তির দ্বারা মনের সঙ্কলবিকল্প, প্রাণ-বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ ও বহির্গমনরূপ ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গণের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদিরূপ বিষয়প্রবৃত্তি একাকারে ভগবদ্বিমুখী হয়, অর্থাৎ যখন কোনপ্রকার প্রকৃতিচাক্ষুণ্য প্রজ্জ্বলিণী আত্মস্থিতিকে চঞ্চল করিতে না পারে, সেই ব্রহ্মধারণাময়ী ধৃতিকে সাত্বিকী ধৃতি বলা যায়। (এ সকল রহস্য পরম সাধনগম্য)।

৩৪। হে অর্জুন! পুণ্য, ধন ও ইন্দ্রিয়স্বভোগই যে ধৃতির সর্বদা এবং যে ধৃতি সতত ফলাকামনাসহ আসক্তিময়ী, হে পার্থ! সেই বিষয়মুখী ধারণাশক্তিকেই রাজসী ধৃতি বলা যায়।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্শ্বেদা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥

স্বপ্নং হ্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তধ্বং নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ স্বপ্নং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমান্নবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥৩৭॥

৩৫। অর্থঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (দুর্শ্বেদাঃ) বিবেবহীন ব্যক্তি (যয়া) যে ধৃতিদ্বারা (স্বপ্নং) নিদ্রা, (ভয়ং) ভয়, (শোকং) শোক, (বিষাদং) বিষাদ, (মদং চ এব) এবং গর্ভ (ন বিমুক্ততি) পরিত্যাগ করে না, (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (তামসী) তামসী।

৩৬-৩৭। অর্থঃ। (ভরতর্ষভ) হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! (ইদানীং তু) এইবার (ত্রিবিধং) তিন প্রকার (স্বপ্নং) স্বপ্নের বিষয় (মে) আমার নিকট (শৃণু) শ্রবণ কর, (যৎ তৎ) যাহা (অগ্রে) প্রথমে অর্থাৎ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধির আরম্ভে অত্যন্ত ক্লেশ-নিবন্ধন (বিষমিব) বিষের ন্যায়, (পরিণামে) জ্ঞান বৈরাগ্যাদির পরিণামে (অমৃতোপমং) স্বধাময়, (যত্র) যে স্বপ্নে (অভ্যাসাৎ) পুনঃ পুনঃ অল্পশীলনদ্বারা (রমতে) পরিতৃপ্ত হওয়া যায় (দুঃখান্তং চ) এবং দুঃখের আত্যন্তিক অবসান বা সংসারদুঃখের অবসান (নিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হওয়া যায়, (আত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজং) আত্মবিষয়া বুদ্ধি: আত্মবুদ্ধি: তস্তাঃ প্রসাদঃ নিদ্রালম্বাদিরাহিত্যেন স্বচ্ছতয়া অবস্থানং ততোজাতম্—আত্মতত্ত্ব-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসঙ্গতা হইতে সমুদ্ভূত (তৎ স্বপ্নং) সেই স্বপ্ন (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া (প্রোক্তং) কথিত হয়।

৩৫। হে অর্জুন! নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণতা ও গর্ভ, এই সকল জ্ঞান-বিমুক্তভাবসম্বিত্তা যে ধারণা মন্দস্বভাব লোকের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাকেই তামসী ধৃতি বলা হয়।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যতদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎস্বখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্বখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং ততামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সদ্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্মারিত্তিভিঃ ॥৪০॥

৩৮। অর্থঃ। (বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ) শব্দাদি বিষয়পক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধজনিত (২৭ তৎ) যে স্বখ (অগ্রে) ভোগের আরম্ভকালে (অমুতোপমম্) অতিশয় স্বখবিধায়ক, (পরিণামে) ভোগান্তে (বিষমিব) বিষের ত্রায়, (তৎ স্বখং) সেই স্বখ (রাজসং স্মৃতং) রাজস বলিয়া কথিত হয়।

৩৯। অর্থঃ। (২৭ নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং স্বখং) নিদ্রা, আলস্ত এবং বর্তব্যকার্শ্বে অনবধানভাজনিত যে স্বখ (অগ্রে) প্রথম অবস্থায় (অনুবন্ধে চ) এবং ভোগান্তেও (আত্মনঃ মোহনং) বুদ্ধির মোহজনক (তৎ) সেই স্বখ (তামসং) তামস বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

৩৬-৩৭। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ। এইবার আমি তোমাকে তিনপ্রকার গুণাত্মক স্বখের তিন প্রকার ভেদ বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্য প্রথমে বিষয়, কিন্তু পরিণামে স্বধাময়, বাহ্যতে সংসার-ভ্রমের অবসান হয় এবং দৃঢ় অভ্যাসবোধ্যরূপ অন্তর্মুখী সাধনের দ্বারা বাহ্যতে ব্রহ্মসংস্পর্শময়ী পরমা তৃপ্তি হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সেই আন্ততৃপ্তিজাত যে শান্তিময় পরম স্বখ, তাহাকেই সাত্বিক স্বখ বলা হয়।

৩৮। শব্দাদি বিষয়পক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধজনিত যে ইন্দ্রিয়ভোগ-স্বখ, বাহ্যকে প্রথম অবস্থায় স্বধার মত জ্ঞান হয়, কিন্তু বাহ্যের পরিণামফল বিষয় জ্ঞানময়, তাহাকেই রাজস স্বখ বলা যায়।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু^১ণৈঃ ॥৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

৪০। অর্থঃ। (পৃথিব্যাং) পৃথিবীতে, (দিবি বা) স্বর্গে, (দেবেষু বা পুনঃ) ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও (তৎ সত্ত্বঃ) [এমন কোন] প্রাণী বা অপ্রাণী কিছুই (ন অস্তি) নাই, (যৎ) যাহা। (এভিঃ) এই (প্রকৃতিভৈঃ) প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা হইতে উৎপন্ন (ত্রিভিঃ গুণৈঃ) তিন গুণ হইতে (মুক্তং শ্রাং) মুক্ত।

৪১। অর্থঃ। (পরস্তপ) হে শত্রুতাপন! (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের (শূদ্রাণাঞ্চ) এবং শূদ্রগণের (কর্মাণি) শম প্রভৃতি কর্ম (স্বভাবপ্রভবৈঃ) পূর্বজন্মের সংস্কার হইতে জাত (গুণৈঃ) সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে (প্রবিভক্তানি) বিভক্ত হইয়াছে।

৪২। অর্থঃ। (শমঃ) অন্তরিক্ষিয়নিগ্রহ, (দমঃ) বহিরিক্ষিয়নিগ্রহ, (তপঃ) শারীরাদি ত্রিবিধ তপশ্চা, (শৌচং) বাহ্যভাস্তর পবিত্রতা, (ক্ষান্তিঃ) ক্ষমা, (আর্জ্জবং) সরলতা, (জ্ঞানং) পরোক্ষ ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান, (বিজ্ঞানং) অপরোক্ষ অধ্যাত্মজ্ঞান (আস্তিক্যং এব চ) এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, (স্বভাবজং) স্বভাবসিদ্ধ (ব্রহ্মকর্ম) ব্রাহ্মণের ধর্ম বা কর্ম।

৩৯। যে স্থখ নিদ্রা, আলস্য ও কর্তব্য কর্মের অনবধানতা হইতে উদ্ভূত হয় এবং বাহ্য আরাগ্ত ও শেষ বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ বাহ্য দ্বন্দ্ব আচ্ছন্ন থাকিয়া বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়েরই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ভোগকে লইয়াই থাকিতে চায়, তাহাকেই তামস স্থখ বলা যায়।

৪০। পৃথিবীলোকে বা দেবলোকে এবং ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও এমন কিছুই নাই, যাহা উক্ত তিনপ্রকার গুণক্রিয়া হইতে মুক্ত, অর্থাৎ ত্রিগুণের ক্রিয়া একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্ব্যতীত অল্প সমস্ত পদার্থই এই ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন।

৪১। হে শঙ্করাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভিন্ন পৃথক পৃথক যে কর্মবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৪২। শম অর্থাৎ চিত্তমনের অন্তর্মুখী ভগবান্মুখী প্রশান্তভাব, দম অর্থাৎ কর্ণভ্রগাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বাহিত শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ভগবদ্ভাবের একত্র সমাবেশ, তপ অর্থাৎ সপ্তদশাধ্যায়ে বর্ণিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক নিয়মরক্ষা, শৌচ অর্থাৎ শরীর ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা অর্থাৎ শক্তিসম্বন্ধেও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ক্ষান্ত হওয়া, আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্যরক্ষা, জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট বিচারসিদ্ধ-পর্যাক্ষ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ সাধন-দ্বারা লব্ধ স্বতঃসিদ্ধ অপর্যাক্ষ অধ্যাত্মজ্ঞান, আন্তিক্য অর্থাৎ বাবতীয় অস্তিত্বাবেই ভগবদ্বিকার দর্শন, এই সকল কর্মই ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম ও কর্ম একই অর্থাৎ তাঁহার কর্মই ধর্ম এবং ধর্মই কর্ম।

এই স্থানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল বাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি জাতিব্রাহ্মণ না হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে এবং বাঁহাতে এই সকল গুণ লক্ষিত না হইবে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য কি না? নিশ্চয়ই যোগ্য; কারণ, গুণ ও কর্মানুসারেই যখন বর্ণবিভাগ-প্রথা স্থাপিত হইয়াছে, (ইহাই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অভিব্যক্তি) তখন ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম বাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি অত্র জাতি হইলেও, যদার্থ ব্রাহ্মণরূপে পূজা পাইবার যোগ্য এবং বাঁহাতে ইহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইবে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে পূজাপ্রাপ্তির অযোগ্য, ইহাতে আবার সংশয় কি? মন্ত্ৰ বলিয়াছেন—

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণৈশ্চতি শূদ্রতাম্”

অর্থাৎ ‘শুণকর্মানুসারে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ ও শূদ্র লাভ করিতে পারে’।
আবার বলিতেছেন—

“যোহনধীত্য দ্বিজো বেদানন্তত্র কুরুতে শ্রমং ।

স জীবন্মৈব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধয়ঃ ॥”

অর্থাৎ “যে দ্বিজ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত হইলেন,
তিনি এই জীবনেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন”। অত্রি বলিতেছেন—

“ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসুত্রেণ গর্ভিতঃ ।

তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুর্নদাহতঃ ॥”

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই বুঝে না, অথচ ‘আমি ব্রহ্মসুত্র (উপবীত)
ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমি ব্রাহ্মণ’ ইত্যাকার গর্ব করে, সে পশুমাত্র”।
গৌতম বলিয়াছেন—

“ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ ।

চণ্ডালমপি বৃন্তস্বং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥”

“হে রাজন্! জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই পূজ্য হয় না, গুণরাজিই পূজ্য
পাইবার যোগ্য। জাতিতে চণ্ডালও যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মসাধনপরায়ণ হয়,
তাহা হইলে মনুষ্যের কথা কি, দেবতাগণও তাঁহাকে ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করেন”।

আপন্তষ বলিয়াছেন—

“ধর্ম্যচর্য্যা জঘচ্ছো বর্ণঃ পূর্বঃ পূর্বঃ বর্ণমাপদ্যতে”

“ধর্ম্যচরণের দ্বারা নিকৃষ্টবর্ণ ক্রমে উচ্চ বর্ণে পরিণত হয়”।

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে ।

বেদপাঠান্তবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

“দ্বিজাতিগণ সকলেই প্রথমে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে উপবীত গ্রহণ-
করতঃ ত্রিসন্ধ্যাদি সাধনকর্মে নিযুক্ত হইলে দ্বিজপদবাচ্য হয়, তাহার পরে
শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা প্রকৃত বিপ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং অবশেষে ব্রহ্মবিষয়ে সাধনদ্বারা
অপরোক্ষ জ্ঞানলাভকরতঃ প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে বরিত হয়।”

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

কৃষিগোরক্ষ্যাণিজ্যং বৈশ্বকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

৪৩। অর্থঃ। (শৌর্য্যং) বীরত্ব, (তেজঃ) প্রতাপ, (ধৃতিঃ) মহান্
বিপদেও দেহেন্দ্রিয়াদির অনবসন্নতা, (দাক্ষ্যং) দক্ষতা, (যুদ্ধে চাপি অপলায়নম্)
যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, (দানং) মুক্তহস্ততা (ইশ্বরভাবঃ চ) এবং প্রভুত্ব,
(স্বভাবজং) স্বভাবসিদ্ধ (ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম) ক্ষত্রিয়ের কৰ্ম্ম ।

৪৪। অর্থঃ। (কৃষিগোরক্ষ্যাণিজ্যং) কৃষিকৰ্ম্ম, গোপালন এবং বাণিজ্য
(স্বভাবজং) স্বভাবজাত (বৈশ্বকৰ্ম্ম) বৈশ্বকৰ্ম্ম ; (শূদ্রস্তাপি) শূদ্রেরও
(পরিচর্যাশ্রকং) ব্রাহ্মণাদি এই তিন বর্ণের গুণস্বরূপ (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্ম (স্বভাবজম্)
স্বাভাবিক ।

৪৩। শৌর্য্য—বীরত্ব, তেজ—প্রাণাত্মমোদিত কর্তব্যসম্পাদনে অকুণ্ঠিত
সাহসিকতা, ধৃতি—মহা বিপদেও দেহেন্দ্রিয়াদির অনবসন্নতা, কৰ্ম্মকুশলতা ও
যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন না করা, দান—১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত সাংখ্যিক বা রাজস-
দান এবং ইশ্বরভাব—নিজ প্রভুশক্তি রক্ষা করিবার জন্য অসাধারণ চেষ্টা ও
সহিষ্ণুতা, এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ কৰ্ম্ম ।

৪৪। কৃষিকৰ্ম্ম, গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্বের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম, আর
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব, এই তিন বিজ্ঞাতিবর্ণের পরিচর্যা অর্থাৎ বেতন লইয়া
কৰ্ম্মসম্পাদন বা দাসত্ব শূদ্রের স্বভাবগত কৰ্ম্ম ।

এখন গুণকৰ্ম্মদ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে জাতি নির্ধারণ অতি কঠিন
ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারদৃষ্টিসহ দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্বের মধ্যে অধিকাংশই শূদ্রভাবাপন্ন। যুগধর্মের গুণেসকলেই প্রায় ভ্রষ্টাচার ও

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

৪৫। অর্থঃ। (স্বৈ স্বৈ) নিজ নিজ স্বভাবজাত (কৰ্ম্মণি) কৰ্ম্মে (অভিরতঃ) নিরত (নরঃ) ব্যক্তি (সংসিদ্ধিং) দেহেন্দ্রিয়াদির অন্তর্ভুক্তিরে জ্ঞানপ্রাপ্তিব্যোগ্যতা (লভতে) প্রাপ্ত হয়; (স্বকৰ্ম্মনিরতঃ) স্বকৰ্ম্মে তৎপর ব্যক্তি (যথা) যে প্রকারে (সিদ্ধিং) নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি (বিন্দতি) লাভ করে, (তচ্ছৃণু) তাহা শ্রবণ কর।

৪৬। অর্থঃ। (যতঃ) যাহা হইতে (ভূতানাং) জীব ও জড়রূপ জগৎ-ভাবেব (প্রবৃত্তিঃ) উৎপত্তি, (যেন) যাহার দ্বারা (ইদং সৰ্ব্বং) সমস্ত বিশ্ব (ততম্) পরিব্যাপ্ত, (মানবঃ) কৰ্ম্মাধিকারী ব্যক্তি (স্বকৰ্ম্মণা) নিজ নিজ স্বভাবগত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা (তম্) তাঁহাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (অভ্যৰ্চ্য) আরাধনা করিয়া (সিদ্ধিং) পূৰ্ব্বোক্ত নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি (বিন্দতি) প্রাপ্ত হয়।

যথেষ্ট ব্যবহারসম্পন্ন। কিন্তু অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি মাত্র উপবীতধারী গৰ্ভিত ব্রাহ্মণ অনায়াসেই বলিয়া ফেলেন যে, “এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি আর নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য লোপ পাইয়াছে”। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং শূদ্রেরও অধম এবং যেমন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নাই, তেমনি ব্রাহ্মণও নাই। সমাজের এত শোচনীয় অধঃপতন যে, একজন পাঁউরুটিবিক্রেতা পশু-ব্রাহ্মণও অনায়াসেই একজন সুশিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভজ্ঞানসম্পন্ন, চরিত্রবান্ কায়স্থ সন্তানকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, এবং জাতিসমাজে উচ্চরূপে গৃহীত হইতেছে।

৪৫। লোকে নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কর্ণ করিয়াও নৈকর্ষ্যাসিদ্ধি লাভ করিতে পারে (কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, অন্ত বর্ণে পারে না, তাহা নহে। সকল বর্ণেরই মোক্ষলাভের অধিকার আছে। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কর্ণাহুষ্ঠান, তাহাদের মুক্তিলাভের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই হইবে না। সকলেই সদগুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান-কর্ষ-যোগিরূপে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণকেও ঐরূপেই সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, নতুবা কেবলমাত্র জাতিব্রাহ্মণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না—সকলকেই যোগ্য হইতে হইবে)। নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ণাহুষ্ঠান করিয়াও সকলেই যে প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা-লাভ করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

৪৬। যাহা হইতে সমস্ত ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ জগদ্ব্যবের উৎপত্তি এবং যাহার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগদ্ব্যবেরই অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষিরূপ সমভাবে বিজ্ঞমান, নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ণাহুষ্ঠানসহ তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে পরম নৈকর্ষ্যযোগরূপ সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, ব্রহ্মাহুষ্ঠান, তপশ্চা, মুক্তিধ্যান, জপক্ৰিয়া বা প্রাণায়ামাদি সাধনরূপ হঠযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে না। যদিও সাধনের বাল্যাবস্থায় ঐ সকল ব্যাপার অপ্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু পরমা গতি লাভ করিতে হইলে মাত্র ঐ সকলের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্বিষয়ে বিচারসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়া হৃদয়ের অবিচলিতা ভক্তি-সহ সদগুরুপ্রদর্শিত মার্গে সাধন করিতে করিতে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিয়া নৈকর্ষ্যযোগগম্য সেই সমরূপী পরম পুরুষকে আত্মস্থ করিতে হইবে। কি ব্রাহ্মণজাতি, কি ক্ষত্রিয়জাতি, কি বৈশ্যজাতি, কি শূদ্রজাতি, সকলকেই ঐ পন্থার অহুগমন করিতে হইবে। সামাজিক জাতিগত তারতম্যের দ্বারা সে বিষয়ে কোন প্রকার স্থলভেদ বা দুর্লভত্ব সাধিত হইবে না। আরও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সামাজিক শাসনে বাধ্য হইয়া কেহ না হয় বিষ্ণুপূজা

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥

৪৭। অর্থঃ। (বিগুণঃ) দোষাশ্রিত এবং অসম্যাকরূপে অনুষ্ঠিত [অপি] হইলেও (স্বধৰ্ম্মঃ) স্বভাবজাত ধৰ্ম্ম (স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ) সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত (পরধৰ্ম্মাৎ) পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা (শ্রেয়ান্) প্রশস্ত ; (স্বভাবনিয়তং) স্বভাবগত (কৰ্ম্ম) কৰ্ম্ম (কুৰ্ব্বন্) করিলে (কিল্বিষং) পাপ (ন আপ্নোতি) হয় না।

করিতে পাইল না, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ষথার্থ বৈরাগ্যসহ জ্ঞানভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ভাগবতী শাস্তি লাভার্থ সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে সামাজিক শাসন তাহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। সে না হয় বিষ্ণুশিলাই স্পর্শ করিতে পারিল না, কিন্তু ষাঁহার নিকটে সকলেই সমান, যিনি সকলের মধ্যেই আত্মরূপে বিদ্যমান এবং ষাঁহার অনন্ত সত্ত্বার মধ্যে একটি নগণ্য বালুকণা ও প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল একই প্রকার, সেই মহীয়ান্ অদ্বিতীয় পুরুষ তাহার পরমানন্দময় শাস্তিশীতল কোড়ে তাহাকে গ্রহণ করিবার জগ্ন সতত প্রস্তুত রহিয়াছেন। সেই ব্যক্তি চৰ্ম্মকাঃই হউক, মাংসবিক্রেতাই হউক বা বিষ্ঠা-ভারবাহী চণ্ডালই হউক, তাহার স্বভাবগত কৰ্ম্মানুষ্ঠান তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন বাধাই প্রদান করিবে না। সে ব্যক্তি একজন পশুত্বাশ্রয়ের বাটীর দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে না বটে, কিন্তু সেই সমরূপী পরম দেবতা তাহার জগ্ন শাস্তি-শীতল পরমানন্দময় বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছেন। অতএব নিজ নিজ স্বভাবগত কৰ্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

৪৭। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্মাপেক্ষা দোষাশ্রিত নিজধৰ্ম্ম শ্রেয়োজনক। স্বভাবগত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পাপলিপ্ত হইতে হয় না। (তৃতীয়াধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বাৱন্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিৱিবাবৃত্তাঃ ॥৪৮॥

৪৮। অৰ্থঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (সহজং) সহজাত অৰ্থাৎ স্বভাববিহিত (কৰ্ম) কৰ্ম (সদোষম্ অপি) দোষযুক্ত হইলেও (ন ত্যজেৎ) কৰ্মাধিকারীর পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, (হি) কারণ (সৰ্ব্বাৱন্তাঃ) সমস্ত কৰ্মই (ধূমেন) ধূম দ্বারা (অগ্নিঃ ইব) অগ্নির স্তায় (দোষেণ) কোন না কোন দোষ কর্তৃক (আবৃত্তাঃ) ব্যাপ্ত।

৪৮। হে কৌন্তেয় ! সহজ বা সহজাত অৰ্থাৎ পূৰ্ব জীবনের গতি অনুযায়ী যে ফল সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে এবং সেই ফলাভ্যুপেক্ষা প্রকার কৰ্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, সেই স্বভাবগত কৰ্ম দোষযুক্ত হইলেও অৰ্থাৎ বহির্দৃষ্টিতে তাহা নীচ কৰ্ম হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার দ্বারা ভাগবতী সিদ্ধিলাভে কোন বাধাই উপস্থিত হইবে না। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সমস্ত কৰ্মই দোষাশ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, কক্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতির জন্ত যে সকল স্বভাবগত কর্তব্য পালনের উপদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার পালন একেবারে পূর্ণ দোষযুক্তরূপে অৰ্থাৎ রাগদ্বेषমোহমুক্তরূপে করিতে কেহই পারিবে না। কি ব্রাহ্মণ, কি কক্ৰিয়, কি বৈশ্য, সকলেরই নিজ নিজ কর্তব্য কৰ্মাভ্যুপেক্ষা কোন না কোন প্রকার জটিল অৰ্থাৎ রাগাদি হইয়া পড়িবেই নিশ্চয়। কোন প্রকার দোষই স্পর্শ করিতে পারিবে না, একরূপভাবে কৰ্ম সম্পাদন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সকলের কৰ্মই দোষাশ্রিত হইল, তাহা হইলে আমার এ কৰ্ম দোষাশ্রিত, এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ স্বভাবগত কৰ্ম পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। একজন গন্ধারায়ী, ব্রতচারী, তিলকসেবী, শূদ্রসংস্পর্শ-বর্জী অথচ স্বার্থহীন অনারামেই জায়, সত্য ও সারল্যের মন্তকে পদার্পণ করিয়া

অসম্ভববুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাশ্লোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানশ্চ যা পরা ॥৫০॥

৪৯। অর্থঃ। (সৰ্ব্বত্র) পুত্রদারাদিতে (অসম্ভববুদ্ধিঃ) যমস্ববুদ্ধিরহিত, (জিতাত্মা) বশীকৃত-অন্তঃকরণ, (বিগতস্পৃহঃ) মেহ, জীবন ও ভোগ্য। পদার্থে বাঞ্ছারহিত ব্যক্তি [জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া] (সম্যাসেন) শিখা-যজ্ঞোপবীতাদির সহিত সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগের দ্বারা (পরমাং) কৰ্ম্মজ সিদ্ধি হইতে অতি উৎকৃষ্ট (নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং) নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ সিদ্ধি অর্থাৎ জীবমুক্তি (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হয়েন।

৫০। অর্থঃ। (কোন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ) স্বকৰ্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগ পর্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতারূপ অন্তঃকরণশুদ্ধিপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ (যথা) যেক্ষেপে (ব্রহ্ম আশ্লোতি) আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, (তথা) তাহা (মে) আমার নিকট হইতে (সমাসেন এব) সংক্ষেপে (নিবোধ) অবধারণ কর; (জ্ঞানশ্চ) বিচারনিপুণ জ্ঞানের (যা) বাহা অর্থাৎ যে আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি (পরা) শ্রেষ্ঠ (নিষ্ঠা) পরিসমাপ্তি অর্থাৎ বাহার পর আর অশ্র সাধন নাই।

স্বকৰ্ম্ম উদ্ধার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত নহেন, এইরূপ জ্ঞাতিব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সরলস্বভাব, ভক্তিপরায়ণ, সত্যবাদী অতিশূদ্রেরও ভগবৎপথের পথিক হইয়া পরমা গতি লাভের শ্রাসদত্ত অধিকার যে অনেক অধিক, নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা ব্যভীত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। স্বভাবগত কৰ্ম্ম, সঙ্কীর্ণ অহুদার দৃষ্টিতে যতই নীচরূপে পরিগণিত হউক না, যদি তাহা শ্রায়, সত্য ও সারল্য হইতে বর্জিত না থাকে, তাহা হইলে ভগবানের দৃষ্টিতে তাহাই যে সৎকৰ্ম্মরূপে গৃহীত হইবে, তাহাতে আবার সংশয় কি?

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্ত্য চ ॥৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্যমানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

৪২। যিনি সকল বিষয়েই অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ ‘আমার’, ‘আমার,’ ইত্যাকার ভাস্তিমুক্ত, জিতাত্মা অর্থাৎ আপনার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে যিনি বাহিরের কর্তব্য পালন করিতে করিতেও ভগবন্ময় করিয়া রাখিতে সক্ষম, বা দৃঢ় অভ্যাস-যোগের দ্বারা ভাগবতী দৃষ্টিরক্ষা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বাভাবগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিগতস্পৃহ অর্থাৎ ভোগবিষয়ে একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা স্বাভাব প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ উচ্চ সাধকই সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয় হইতে এই জগৎ-প্রগল্ভকে বাহির করিয়া দিয়া প্রশান্ত ব্রহ্মভাবে হৃদয়কে পূর্ণকরণরূপ মহাত্যাগ-যোগের দ্বারা সেই নৈর্দ্বন্দ্ব্যসিদ্ধি অর্থাৎ যে অবস্থায় অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের ক্রিয়াক্রম প্রকৃতিচাক্ষ্য অপমৃত হওয়াতে, এক পরমানন্দময় শাস্তিপূর্ণ তানাত্মা বা ব্রহ্মাকারাকারিত্ব লাভ হয়, সেই পরমা সিদ্ধি বা সাফল্যকে প্রাপ্ত হন।

সমাজে ব্রাহ্মণই ইউন, ক্ষত্রিয়ই ইউন, বা যে জাতিই ইউন না কেন, ঐ সাধনসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে মাত্র আভিজাত্যের দ্বারা কিছুই করিতে পারিবেন না। সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারা আপনাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে গঠিত করিতে হইবে।

৫০। হে কোন্সেয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ স্বকর্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে প্রথমে কর্মফলত্যাগ, তৎপরে কর্তৃত্বাভিমান-ত্যাগ পর্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপ চিত্তত্বদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক বিবিধিষা-সন্ন্যাসিত্ব লাভ করিয়া ধেরূপে শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন অভ্যাস করিতে করিতে বিষৎ-সন্ন্যাসিত্ব প্রাপ্ত হন বা ব্রহ্মলাভ করেন, এবং যে ব্রাহ্মী গতি-প্রাপ্তিই জ্ঞানার্জনের চরম ফল, তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি; তুমি এই তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা কর।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমূঢ়া নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

৫১-৫৩। অর্থঃ । (বিমূঢ়া) সর্বসংশয়শূন্য (বুদ্ধা যুক্তঃ) বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, (ধৃত্য) ধৈর্য্যদ্বারা (আত্মানং) শরীর এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে (নিয়ম্য চ) উন্ন্যাস প্রবৃত্তি হইতে আত্মাভিমুখী করিয়া, (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) কেবলমাত্র শরীর স্বাকার উপযুক্তের অতিরিক্ত শব্দস্পর্শাদি বিষয়গণকে (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া, (রাগদ্বेषৌ) কোন বিষয়েই আত্মরক্তি বা বিরক্তি (বাদস্ত চ) না রাখিয়া, (বিবিক্তসেবী) পবিত্র নির্জল দেশে বাস করিয়া (লব্ধ্বাশী) পরিমিত ভোজন-শীল হইয়া, (যতবাক্ কায়মানসঃ) দেহ, বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া, (নিত্যং) সর্বদা (ধ্যানযোগপরঃ) আত্মচিন্তারূপ ধ্যান ও আত্মবিষয়ে একাগ্রীকরণরূপ যোগে তৎপর হইয়া, (বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ) দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে তৃষ্ণারহিত হইয়া (অহঙ্কারং) “আমি মহাকুলপ্রসূত, আমি মহাশুভ্রর শিষ্য, আমার তুল্য কেহ নাই,” ইত্যাকার অভিমান, (বলং) কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য, (দর্পং) দর্প, (কামং) কাম, (ক্রোধং) ক্রোধ, (পরিগ্রহম্) কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্মুখে আনীত বস্তুমাত্র ব্যতীত অন্য ভোগোপকরণ (বিমূঢ়া) পরিত্যাগ করিয়া (নির্মমঃ) দেহধারণমাত্রেরও মমতাভিমানরহিত (শান্তঃ) চিন্তাবিক্ষেপরহিত জ্ঞাননিষ্ঠ যতি (ব্রহ্মভূয়ায়) ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে (কল্পতে) সমর্থ হন ।

৫১-৫৩। সতত নির্মল বুদ্ধিযুক্ত সাধক (যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ‘আমি এই শরীর এবং এই সমস্ত আমার’, ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত) সাত্ত্বিক ধারণা-শক্তিদ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখী রাখিয়া, স্তবরাং শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দ্বারা চঞ্চল না হইয়া, কোন বিষয়ে আত্মরক্তি বা বিরক্তি হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপহৃত করিয়া, বিবিক্তসেবী হইয়া অর্থাৎ সংসারাসক্ত বিষয়ী লোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া লব্ধ্বাশী অর্থাৎ পরিমিতরূপে সাত্ত্বিক ও লঘু আহার করিয়া বাক্য,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তদ্বৃত্তঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

৫৪। অর্থঃ। (ব্রহ্মভূতঃ) শ্রবণ ও মননের অভ্যাসের দ্বারা “অহং ব্রহ্মাস্মি”, এই দৃঢ়নিশ্চয়বান্ সন্ন্যাসী (প্রসন্নাত্মা) শমনমাদির অভ্যাসে শুদ্ধচিত্ত, [সুভার্য] (ন শোচতি) কোন নষ্ট বস্তুর জন্ত শোক করেন না, (ন কাঙ্ক্ষতি) কিংবা কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, [তিনি] (সর্বেষু ভূতেষু সমঃ) সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন [সন্] হইয়া (পরাম্ মদুক্তিং) পরমেশ্বরে শ্রবণমনন অভ্যাসের ফলভূত নিষিধ্যাসনরূপ জ্ঞানলক্ষণা শ্রেষ্ঠা ভক্তি (লভতে) লাভ করিয়া থাকেন।

৫৫। অর্থঃ। [অহম্] আমি (যাবান্) [অস্মি] আমরা এবং অবিভাকরূপ উপাধিদ্বারা যেরূপে বহু হই (যঃ চ অস্মি) এবং সমস্ত উপাধিশূন্য অবস্থায় আমার প্রকৃত স্বরূপে যে প্রকারে থাকি, [পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী] (ভক্ত্যা) পরমা ভক্তি-দ্বারা (তদ্বৃত্তঃ) স্বরূপতঃ (মাং) উক্ত উভয় প্রকারে অবস্থিত আমাকে (অভি-জানাতি) সর্বতোভাবে জ্ঞাত হন; (ততঃ) সেই জ্ঞানদ্বারা (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (তদ্বৃত্তঃ) সম্পূর্ণরূপে (জ্ঞাত্বা) অবগত হইয়া (তদনন্তরং) প্রারব্ধকর্ম-ভোগান্তে দেহত্যাগের পর (বিশতে) দর্পণনাশে প্রতিবিম্বের বিধ-প্রবেশের স্থায় প্রমানন্দস্বরূপ আমাতেই প্রবেশ করেন।

মন ও ইন্দ্রিয়গণ সংযতকরতঃ বৈরাগ্যসহ সতত ভগবন্তাবযুক্তহৃদয়ে অহংকার (‘কর্মসকল আমিই করিতেছি’, ইত্যাকার জ্ঞান অভিমান), বল (পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল), দর্প (গর্বিত ভাব), কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহকে অর্থাৎ মাত্র দেহরক্ষার প্রয়োজনের জন্ত যদুচ্ছাপ্রাপ্ত দ্রব্য ব্যতীত ভোগের উপকরণ সমূহের সংগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া মমতাভিমানমুক্তহৃদয়ে প্রশান্তচিত্ত হইলে, ব্রাহ্মী স্থিতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হন।

৫৪। যিনি ব্রহ্মভূত হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মধারণাময়ী নৈষ্কর্মা সিদ্ধি লাভ করিয়া যে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া রহিয়াছেন এবং সেই নির্মল ব্রহ্মভাবে পূর্ণ থাকা জ্ঞাত যাহার হৃদয় সততই প্রসন্ন, যিনি বিয়োগাদিভ্রান্ত শোক করেন না এবং কোন বিষয়ে যাহার আসক্তিও নাই, এমন সাধক সর্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে ও আপনাকে একীভূত করিয়া আমার পরা বা সর্বোত্তমা ভক্তিকে প্রাপ্ত হন।

৫৫। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত উক্ত সাধক সেই পরমা ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তির বিকাশ বাহিরের কোন কৰ্ম্মাক্ষুণ্ণানের—যেমন বিগ্রহাদির সেবা, পূজা ইত্যাদিরূপ অধমাদিকারীর যোগ্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয় না, কিন্তু যাহা নির্মল জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকারে সেই সর্বাধাররূপী পরম পুরুষের দিকে নিষ্কামভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই বিশ্বগ্রাসিনী আলুরক্তির দ্বারা আমি মায়া এবং অবিচাররূপ উপাধি দ্বারা যেরূপে বদ্ধ হই এবং সমস্ত উপাধিশূন্য অবস্থায় আমার স্থিতি যেরূপ, সেই পরম তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই তত্ত্বকে সাক্ষাৎ ভাবে আত্মগত করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ আপনার দেহাভিমানমুক্ত ব্রহ্মাকারাকারিত অভিমানকে সেই পরমানন্দের শাস্তিসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেন এবং প্রারম্ভিকের পর দেহান্তে তাহাতেই প্রবেশ করেন।

এ সকল সাধনরহস্য বাক্যে প্রকাশিত হইবার নহে সঙ্গুপকর উপদেশানুসারে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিলে, এই সকল পরমানন্দময় রহস্য আপনি হইতেই প্রকাশ পায়। আর ভগবান্ এখানে যে পরা ভক্তির উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই সর্বোত্তমা ভক্তি। শ্রীমদ্ভগবত ভক্তকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন, যথা—

সর্বভূতেষু যঃ পশুভগবদ্ভাবমান্বনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ে ভাগবতোত্তমঃ ॥

যিনি সর্বভূতেই আত্মার ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেই সর্বভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

সর্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ত্রতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

৫৬। অর্থঃ। (সদা) সর্বদা (সর্বকৰ্ম্মানি অপি) নিত্যনৈমিত্তিক সর্ব-
প্রকার কৰ্ম্ম, এমন কি প্রতিবন্ধ কৰ্ম্মও (কুৰ্ব্বাণঃ) করিয়া '(মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ)
আমার শরণাপন্ন সাধক (মৎ প্রসাদাৎ) আমার অহুগ্রহে মোক্ষপদ পাইবার
যোগ্যতা লাভ করিয়া (শাস্ত্রতম্) নিত্য (অব্যয়ঃ) অপরিণাম্য (পদম্)
মোক্ষপদ (অবাপ্নোতি) লাভ করেন।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষংসু চ ।

প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

যাঁহার ভগবানে প্রেম, ভগবন্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা এবং
বিষেবীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ গ্রাহ্য না করা, এই সকল গুণ আছে, তিনি মধ্যম
ভক্ত ।

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহহতে ।

ন তন্তুভ্যেচু চাত্তেযু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তবতঃ ॥

ভগবানের একটা কাল্পনিক মূর্তি গঠিত করিয়া বথার্থ শ্রদ্ধার সহিত সেই
শ্রীমূর্তির সেবার্থ্য যিনি সম্পাদন করেন এবং উক্ত মধ্যমাধিকারীর তায় অল্প
ভক্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা বা বিষেবীর প্রতি উপেক্ষাদি লক্ষণ-
সকল বাঁহাতে প্রকাশ পায় না, তিনিই অধম ভক্ত ।*

৫৬। যদি কেহ উক্তপ্রকারে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ
যদি পরা ভক্তির সহিত আমার পরমভাবে হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে
সকল প্রকার কৰ্ম্ম করিয়াও অর্থাৎ সামাজিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাহা নীচ কৰ্ম্মই হউক

* অহং ব্রহ্মস্মি বা ভক্তিঃ সা ভক্তিরন্তমোক্তম্ ।। (বিহুপুৰাণ) ।

'আমিই সেই পরব্রহ্ম' এইরূপ ভক্তি অত্যাশুষ্টি ।

চেতসা সর্বকর্মাণি যয়ি সংন্যস্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিয়সি ।

অথ চেদ্ব্যমহঙ্কারান শ্রোয়সি বিনঙ্ক্যসি ॥৫৮॥

৫৭। অর্থঃ। (বুদ্ধিযোগঃ) জ্ঞানযোগ (উপাশ্রিত্য) আশ্রয় করতঃ (মৎপরঃ) ভগবৎপরায়ণ হইয়া (চেতসা) বিবেকবুদ্ধি দ্বারা (সর্বকর্মাণি) সমস্ত কর্ম (যয়ি) আমাতে (সংন্যস্ত) অর্পণ করিয়া (সততং) সর্বদা (মচ্ছিত্তঃ ভব) আমার ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাক।

৫৮। অর্থঃ। (মচ্ছিত্তঃ) মদগডচিত্ত হইলে (মৎপ্রসাদাৎ) আমার রূপায় (সর্বদুর্গাণি) ভগবৎপথের মায়াময় বাধা সকল (তরিয়সি) উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। (অথ চেৎ) যদি (ব্যং) তুমি (অহঙ্কারাৎ) নিজ পাণ্ডিত্যের গর্বে (ন শ্রোয়সি) আমার বাক্য গ্রহণ না কর, (বিনঙ্ক্যসি) তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

বা উচ্চ কর্মই হউক, বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মই হউক, স্বীয় স্বভাবগত সেই কর্তব্য পালন করিয়াও আমার রূপাতে তিনি সেই অপরিণামী অনাদি পদকে লাভ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন।

৫৭। জ্ঞানযোগাশ্রয়ে তোমার আত্মভাবকে আমার ভাবে সংযুক্ত করিয়া আমি ময় অর্থাৎ ভগবন্ময় হও; তাহার পর সেই ভগবন্ময়ী নির্খলা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্বদা আমার ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাক।

ভগবানে কর্মার্পণ যে কতদূরের কথা, তাহা এই শ্লোকে ভগবান্ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কর্মার্পণের সঙ্কল্পরূপ কর্তৃত্বাভিমান নাই; আপনা হইতেই কর্মসকল ভগবানে অর্পিত হইয়া পড়ে। কর্মার্পণের সঙ্কল্প হইলেই কর্ম আর ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, মাত্র “শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্ত্ৰ” রূপ বৃথা অভিনয়ে পরিণত হয় মাত্র।

যদহঙ্কারমাপ্রিত্য ন যোৎস্র ইতি মন্যসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিষোক্যতি ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্মেন কৰ্ম্মণা ।

কৰ্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয়াস্তবশোহপি তৎ ॥৬০॥

৫৯। অর্থঃ। (অহঙ্কারঃ) “আমি ধার্মিক, আমি ক্রুর কৰ্ম্ম করিব না,” ইত্যাকার অভিমান (আপ্রিত্য) আশ্রয় করিয়া (ন যোৎস্র) আমি যুদ্ধ করিব না, (ইতি স্বং) এই যে (মন্যসে) মনে করিতেছে, (তে) তোমার [এবঃ] এই (ব্যবসায়ঃ) সঙ্কল্প (মিথ্যা এব) মিথ্যা; [স্ম্যৎ] যেহেতু (প্রকৃতিঃ) বলবান্ ক্ষত্রস্বভাব (স্তাং) তোমাকে (নিষোক্যতি) যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেই করাইবে।

৬০। অর্থঃ। কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মোহাৎ) মোহবশে (স্বং কৰ্ত্তুং) বাহা করিতে (ন ইচ্ছসি) চাহিতেছ না, (স্বভাবজেন স্মেন কৰ্ম্মণা) তোমার ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত কৰ্ম্মধারা (নিবন্ধঃ) পরিচালিত হইয়া (অবশঃ অপি) অবশভাবেই (তৎ করিয়াসি) তাহা করিতে বাধ্য হইবে।

৬৮। ঐরূপে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপকে হৃদগত করিতে পারিলে, আমার রূপাদৃষ্টিহেতু, সমস্ত দুর্গ অতিক্রম করিবে অর্থাৎ ভগবৎপথের যত কিছু মায়াময় বাধা আছে, সেই বাধাসকল তোমার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না—হয় তাহারা অপসৃত হইয়া বাইবে, না হয় তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না; আর যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত অর্থাৎ কৰ্ত্তৃত্বাভিमानে অন্ধ হইয়া আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ঘোর আত্মাবনতিরূপ পরিণামকে প্রাপ্ত হইবে।

৬১। ‘আমি সমস্ত করিতেছি’, ইত্যাকার অহঙ্কারবৃত্তিধারা নিযুক্ত হইয়া ‘আমি যুদ্ধ করিব না’, এই যে সঙ্কল্প করিতেছে, তাহা মিথ্যা, কারণ বলবতী প্রকৃতি তোমাকে অবশভাবে, বাধ্য করিয়া যুদ্ধ করাইবেই করাইবে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥৬২॥

৬১। অর্থঃ। (অর্জুন) হে অর্জুন ! (ঈশ্বরঃ) অন্তর্যামী ঈশ্বর (মায়য়া) নিজ মায়াশক্তিদ্বারা (সর্বভূতানি) সকল জীবকে (যন্তারূঢ়ানি) [ইব] যন্তরূঢ়ানিত পুত্তলিকার স্থায় (ভ্রাময়ন্) ভ্রমণ করাইয়া (সর্বভূতানাং) তাঁহাদের (হৃদ্যেশে) হৃদয়ে (তিষ্ঠতি) বিরাজ করিতেছেন ।

৬২। অর্থঃ। (ভারত) হে অর্জুন ! (সর্বভাবেন) সর্বতোভাবে (তম্) এই (ঈশ্বরের (শরণং গচ্ছ) শরণাপন্ন হও, (তৎপ্রসাদাৎ) তাঁহার কৃপাতেই (পরাং শান্তিং) পরমা শান্তি (শান্ততম্ স্থানং) [চ] এবং নিত্যাধার অর্থাৎ যোদ্ধ (প্রাপ্যসি) প্রাপ্ত হইবে ।

৬০। হে কোস্তেয় ! মোহবশে অন্ধ হইয়া তুমি বাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবগত নিজ কর্ণের দ্বারা অবশভাবে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয় মহাবীরপুরুষ, যুদ্ধই তোমার স্বভাবগত কর্ম এবং তাহাতেই তুমি অভ্যস্ত, সুতরাং তোমার নিজ প্রকৃতি তোমাকে এই গ্রাসযুদ্ধে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে দিবে না ; এখনই একটা কারণকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে যে, তুমি অবশভাবেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ।

৬১। হে অর্জুন ! আত্মরূপী পরম পুরুষ সকলের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহারই মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত জীবই যন্তারূঢ়বৎ অর্থাৎ নাগরদোলা নামক যন্ত্রে আরোহণ করিয়া লোকে ঘেরূপ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ এই সংসারচক্রে ঘুরিতেছে ।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।

বিম্বশ্চৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥৬৩॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইকৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

৬৩। অর্থঃ। (ইতি) এই (গুহ্যং গুহ্যতরং) গুহ্য হইতে গুহ্যতর (জ্ঞানং) গীতাশাস্ত্ররূপ জ্ঞান (ময়া) মং কর্তৃক (তে আখ্যাং) তোমার নিকট কথিত হইল, (এতৎ) ইহা (অশেষেণ) সম্যগ্ভাবে (বিম্বশ্চ) পর্য্যালোচনা করিয়া (যথা ইচ্ছসি) বাহ্য কর্তব্য বিবেচনা কর (তথা) তাহাই (কুরু) কর ।

৬৪। অর্থঃ। (সর্বগুহ্যতমং) অতি গুপ্ততম (মে পরমং বচঃ) সমস্ত গীতাশাস্ত্রেরও সার আমার বাক্য (ভূয়ঃ) পুনর্বার (শৃণু) শ্রবণ কর, [তুমি] (মে) আমার (দৃঢ়ং) অত্যন্ত (ইষ্টঃ অসি ইতি) প্রিয়, (ততঃ) সেইজন্ত (তে) তোমার (হিতম্) পরমজ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন বিষয়ক উপদেশবাক্য (বক্ষ্যামি) বলিব ।

এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইবার শক্তি তোমার এখনও হয় নাই । বৈরাগ্য-মূলক জ্ঞানযোগাশ্রয়ে সেই পরম পুরুষকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে তবে তাঁহার রূপায় এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইতে পারিবে । এখন কর্তব্য পালন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাক ।

৬২। হে অর্জুন । সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও ; তাঁহার রূপাতেই পরমা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ।

৬৩। এই আমি তোমাকে অতি গুপ্ত বিষয় সকল বলিলাম ; এক্ষণে সমস্ত সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বাহ্য কর্তব্য বিবেচনা হয়, তাহাই কর ।

৬৪। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্ত আমি পুনরায় তোমাকে অতি গুপ্ততম বিষয় বলিতেছি, বাহাতে তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে ।

যন্ননা ভব মদন্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫॥

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

৬৫। অর্থঃ। (যন্ননা ভব) আমাতেই মন রাখ, (মদন্তঃ) [ভব] আমার ভক্ত হও, (মদ্যাজী) [ভব] আমাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে ফল সমর্পণ-পূর্বক কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও, (মাং নমস্করু) প্রাকৃত ভক্তিদ্বারা নানাপ্রকার উপহার দিয়া আমাকেই প্রণাম কর, [তাহা হইলে] (মাম্ এব এষ্যসি) সর্ব-জগৎকারণ, সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান, অখণ্ডকরস্ব আমার, দর্পণনাশে প্রতিবিম্বের বিশ্বপ্রবেশের ত্রায়, প্রবেশ করিবে, [অহং] আমি (তে) তোমার নিকটে (সত্যং প্রতিজানে) সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, [যতঃ ত্বম্] যেহেতু তুমি (মে) আমার (প্রিয়ঃ অসি) প্রিয়।

৬৬। অর্থঃ। (সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য) বিহিত কর্ম করাই ধর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম করাই অধর্ম, এতদুভয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত সকল কর্মই আমাতে অর্পণ করিয়া (একং মাং) সর্বাত্মস্বরূপ আমার (শরণং ব্রজ) শরণাপন্ন হও, (অহং) আমি (ত্বাম্) তোমাকে (সর্বপাপেভ্যঃ) কর্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুণ্য এবং পাপ হইতে (মোক্ষয়িষ্যামি) আমার আত্মভাব প্রকাশের দ্বারা মুক্ত করিব, [অতঃ] অতএব (মা শুচঃ) তুমি বিবাদগ্রস্ত থাকিও না।

৬৫। মনকে আমাতেই রাখ, আমিই তোমার যজ্ঞস্বরূপ যেন হই অর্থাৎ আমার পরম ভাবের স্বৃতিকে সতত জাগ্রত রাখা এবং সেই স্বৃতির সহিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনই তোমার যজ্ঞকর্ম হউক, আমাতেই নিকামা অবিচলিতা ভক্তি-শ্রোত চালিয়া দাও; তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয়। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য ও সখা, আমি তোমার নিকটে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুশ্রযবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

৬৭। অর্থঃ । (ইদং) এই গীতারূপ সৰ্বশাস্ত্ররহস্ত (তে) তুমি (কদাচন) কখনও (ন অভপস্কায়) যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্তাদ্বারা আপনাকে বিভক্ত না করিয়াছে, তাহাকে (ন বাচ্যং) বলিও না, (অভক্তায়) তপস্তায়ুক্ত হইলেও যে ব্যক্তি ভগবদভক্ত ও গুরুভক্ত নয়, তাহাকে [ন বাচ্যং] বলিও না, (অশুশ্রযবে) তপস্বী ও ভক্ত হইলেও যে ব্যক্তি গুরুশ্রদ্ধা করে না, তাহাকে [ন বাচ্যং] বলিও না ; (মাং) আমাকে অর্থাৎ বাহুদেবকে সামান্ত মনুষ্য মনে করিয়া (যঃ অভ্যসূয়তি) যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধা ও নিন্দা করে তাহাকেও [ন বাচ্যং] বলিও না ।

৬৬। সৰ্বপ্রকার জীবধর্ম বা জীবভাব অর্থাৎ বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম কিংবা কোন সাধারণ ধর্ম, যাহাই কিছু থাকুক না কেন, সেই সকলের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা না রাখিয়া সৰ্বাশ্রমরূপ, সৰ্বধর্মের অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা, অধিতীয় পরমেশ্বর আমার শরণ গ্রহণ কর এবং আমাতে ফল সমর্পণপূর্বক নিজ বর্জ্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশমত কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব ; তুমি বিবাদগ্রস্ত থাকিও না ।

কর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং উত্তম পুরুষেরও আধার হইয়া সৰ্বাধার আমি এক, রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণময় উপাধিভেদমাত্র অবলম্বনে যথাক্রমে উক্ত ত্রিবিধ পুরুষের মত হইয়া প্রতীত হই, ইহাই গীতোক্ত সর্ববিধ গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতম যোগ হইতেও গুহ্য বলিয়া সর্বগুহ্যতম যোগ ।

৬৭। এই যে গীতারূপ মহা উপদেশ আমি তোমাকে দান করিলাম, ইহার পরম ভাবার্থ, যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্তাদ্বারা আপনাকে বিভক্ত না করিয়াছে, তাহাকে বলিও না, বাহাতে নিকামা ভগবদাহ্বয়ক্তি বা

য ইমং পরমং গুহ্যং মদন্তেষ্যভিধাশ্রুতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃপা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্নানুশ্রেয়সু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্তঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

৬৮। অর্থঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (পরমং গুহ্যং) পরম পুরুষার্থসাধন বলিয়া বাহ্য তাহার কাছে প্রকাশের অশ্রুপশুত (ইমং) কেশবর্জ্জনের সংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র (মদন্তেষু) আমার ষথার্থ ভক্তগণকে (অভিধাশ্রুতি) ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, [সঃ] তিনি (ময়ি) আমার প্রতি (পরাং ভক্তিং কৃপা) পরম-ভক্তিমান (অসংশয়ঃ) [সন্] এবং সর্বসংশয়শূন্য হইয়া (মাম্ এব এবাতি) আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ।

৬৯। অর্থঃ। (মনুষ্যেষু) মনুষ্যাগণের মধ্যে (তস্মাৎ) মদন্তের নিকট গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতার অপেক্ষা (কশ্চিন্) কেহ (মে) আমার (প্রিয়কৃতমঃ) পরম প্রিয়পাত্র (ন চ) [অস্তি] নাই, (তস্মাৎ) গীতাব্যাখ্যাতা হইতে (অন্তঃ) অন্ত কেহ (মে) আমার (প্রিয়তরঃ চ) প্রিয়পাত্র (ভুবি) পৃথিবীতে (ন ভবিতা) হইবেও না ।

সাম্বিকী ভক্তি নাই, তাহাকেও বলিও না, যে ব্যক্তি গুরুসেবাপরায়ণ নহে, তাহাকেও বলিও না এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিদেষবশুত অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে একজন সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে ও আমার বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহে, তাহাকেও বলিও না ।

৬৮। যে ব্যক্তি আমার ষথার্থ ভক্ত অর্থাৎ আমার প্রতি বাহ্য নিকাম ভাল-বাসার শ্রোত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রবাহিত, এরূপ ব্যক্তিকে যিনি আমার এই গীতারূপ মহাবাক্যসকলের নিগূঢ় ভাবার্থ বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমার প্রতি পরমা ভক্তি প্রকাশ করিবেন ও সর্বসংশয়শূন্য হইয়া আমার রূপাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ।

অধ্যোষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিক্তঃ স্লামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লো কান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৭১॥

কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণক্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

৭০। অর্থঃ । (যঃ) যিনি (আবয়োঃ) আমাদের অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জুনের (ইমং) এই (ধর্ম্যং সংবাদং) ধর্মসংবাদ অর্থাৎ গীতা (অধ্যোষ্যতে চ) পাঠমাত্রও করিবেন, (তেন) তিনি (অহং) আমাকে (জ্ঞানযজ্ঞেন) দ্রব্যযজ্ঞাদি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা (ইষ্টঃ স্লাম্) পূজা করিবেন অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত গীতাপাঠে তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবৎপূজার ফল হইবে ; (ইতি মে মতিঃ) ইহাই আমার অভিপ্রায় ।

৭১। অর্থঃ । (যঃ নরঃ) গীতাপাঠ করিবারও যাহার ক্ষমতা নাই, এমন ব্যক্তি (শ্রদ্ধাবান্) গুরু এবং শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাবুক্ত হইয়া (অনসূয়ঃ চ) দোষ আবিষ্কার না করিয়া (শৃণুয়াৎ অপি) শ্রবণমাত্রও করেন, (সঃ অপি) তিনিও (মুক্তঃ) সর্বপাপমুক্ত হইয়া (পুণ্যকর্মণাম্) পুণ্যকর্মকারিগণের প্রাপ্য (শুভান্ লোকান্) স্বর্গাদি লোকসকল (প্রাপ্নুয়াৎ) প্রাপ্ত হন ।

৭২। অর্থঃ । (পার্থ) হে অর্জুন । (ত্বয়া) তুমি (একাগ্রেণ চেতসা) অবহিতমনে (এতৎ) এই গীতাসাস্ত্র (শ্রুতং কচ্চিৎ) শ্রবণ করিলে কি ? (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয় । (তে) তোমার (অজ্ঞানসংমোহঃ) অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা (প্রণক্টঃ) [কচ্চিৎ] নষ্ট হইয়াছে কি ?

৬৯। এই মহায্যালোকে তাঁহার অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহই নাই এবং হইবেও না ।

অৰ্জুন উবাচ

নমো মোহঃ স্মৃতিলীলা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

৭৩। অম্বয়ঃ। (অৰ্জুনঃ উবাচ) অৰ্জুন বলিলেন, (অচ্যুত) হে অচ্যুত ! (ত্বৎপ্রসাদাৎ) তোমার কৃপায় (মোহঃ নষ্টঃ) আমার অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি নষ্ট হইয়াছে, (স্মৃতিঃ ময়া লীলা) আত্মজ্ঞানবিষয়া স্মৃতি আমি পাইয়াছি, (গতসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি) আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে, (তব বচনং করিষ্যে) তোমার আদেশ পালন করিব।

৭৪। অম্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (অহং) আমি (ইতি) এই (মহাত্মনঃ বাসুদেবশ্চ) মহাত্মা বাসুদেবের (পার্থশ্চ চ) ও অৰ্জুনের (ইমং) যথোক্ত (রোমহর্ষণং) রোমাঞ্চকর (অদ্ভুতং) বিস্ময়কর (সংবাদং) কথোপকথন (অশ্রৌষম্) শুনিয়াছিলাম।

৭০। যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্মসংবাদ পাঠমাত্রও করিবেন (সদ্গুরুর নিকট হইতে ইহার সার মর্ম অবগত হইবার সৌভাগ্য যদি তাঁহার না ঘটে, অথচ শ্রদ্ধার সহিত যদি পাঠমাত্রও করিতে পারেন), তাহা হইলে সেই পাঠই তাঁহার জ্ঞানবজ্ররূপে পরিণত হইবে এবং আমি সেই পঠনরূপ পূজা দ্বারা অর্চিত হইতে থাকিব। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

৭১। যে ব্যক্তি (যাহার পাঠ করিবারও ক্ষমতা নাই, এরূপ ব্যক্তিও) বিধেয়মুক্তহৃদয়ে অর্থাৎ ইহা ভগবানের বাক্য, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ মাত্রও করেন, তিনি পুণ্যকর্মিণের প্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হন।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ তবানিমং গুহ্যমহং পরম্ । -

যোগং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহমূর্ছঃ ॥৭৬॥

৭৫। অর্থঃ। (ব্যাসপ্রসাদাৎ) মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় (অহং) আমি (ইমং) এই (পরং গুহ্যং) পরম গোপনীয় (যোগং) যোগরহস্য (সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাৎ) স্বয়ং যোগের শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে (শ্রুতবান্) শুনিয়াছি।

৭৬। অর্থঃ। (রাজন্) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! (কেশবার্জুনয়োঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের (ইমং) এই (অদ্ভুতং) অদ্ভুত (পুণ্যং) পবিত্র (সংবাদং) কথোপকথন (সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য) যতই স্মরণ করিতেছি, (মুহঃ মুহঃ হৃষ্যামি) ততই মুহমূর্ছঃ আনন্দিত হইতেছি।

৭২। হে পার্থ! এ পর্যন্ত তোমাকে যে সমস্ত উপদেশবাক্য বলিলাম, সে সকল কি তুমি অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ করিলে? তোমার অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা নষ্ট হইয়াছে-ত?

৭৩। অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত অজ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি নাশ পাইয়াছে, সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে এবং আমার লুপ্তপ্রায় অধ্যাত্মজ্ঞানের স্মৃতি আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইবার আমি তোমার আদেশ পালন করিব।

৭৪। সঙ্কল্প কহিলেন, মহাত্মা বাহুদেবের ও অর্জুনের ঐ সকল অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি উত্তমরূপে শুনিয়াছি।

৭৫। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় আমি এই পরম গোপনীয় অদ্ভুত যোগরহস্য সর্বযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে শুনিয়াছি।

৭৬। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ঐ অদ্ভুত, পবিত্র কথোপকথন যতই স্মরণ করিতেছি, ততই মুহমূর্ছঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছি।

তচ্চ সংস্খৃত্য সংস্খৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হব্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতিশ্রুতিশ্রম ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তেয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥

ও শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

৭৭। অর্থঃ। (রাজন্) হে রাজন্! (হরেঃ) শ্রীহরির (তৎ) সেই (অত্যদ্ভুতং), অতি অদ্ভুত (রূপং) বিশ্বরূপ (সংস্খৃত্য সংস্খৃত্য চ) বারংবার স্মরণ করিয়া (মে) আমার (মহান্) অত্যন্ত (বিস্ময়ঃ) বিস্ময় হইতেছে (পুনঃ পুনঃ চ হব্যামি) এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দে বিহ্বল হইতেছি।

৭৮। অর্থঃ। (যত্র) যে পক্ষে (যোগেশ্বরঃ) স্বয়ং মহাযোগেশ্বর (কৃষ্ণঃ) শ্রীকৃষ্ণ, (যত্র) এবং যে পক্ষে (ধনুর্ধরঃ) মহাধনুর্ধর (পার্থঃ) অর্জুন রহিয়াছেন, (তত্র) সেই পক্ষেই (শ্রীঃ) রাজশ্রী (বিজয়ঃ) জয়, (ভূতিঃ) উন্নতি, (ধ্রুবা) অবিচলিতা (নীতিঃ) নীতি [আশ্রয় করিবে]; (মম মতিঃ) ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।

৭৭। হে মহারাজ! শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ যতই আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতেছে, ততই পুনঃ পুনঃ আনন্দে উৎফুল্ল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।

৭৮। হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাধনুর্ধর অর্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, জয়, উন্নতি ও অবিচলিতা নীতি সেই পক্ষেই আশ্রয় করিবে, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাহুদেবায় ।

গীতামাহাত্ম্যম্

ঋষিকবাচ । গীতার্যষ্টৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃত মে বদ । পুত্রা নারায়ণক্ষেত্রে
ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥১॥ স্মৃত উবাচ । ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং বন্ধি শুশ্রুতমং
পরম্ । শক্যতে কেন তবন্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্
কিঞ্চিং কুন্তীহৃতঃ ফলম্ । ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলিঃ ॥৩॥
অন্ত্রে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ । তস্মাৎ কিঞ্চিদবদাম্যত্র ব্যাসস্ত্রাস্ত্রায়ত
শ্রুতম্ ॥৪॥ সর্বৌপনিষদো গাবো দোদ্ধা গোপালনন্দনঃ । পার্থো বৎসঃ স্নহীভৌক্তা
হৃদ্ধং গীতায়তং মহৎ ॥৫॥ সারথ্যমর্জুনশ্রাদৌ কুর্ক্সন্ গীতায়তং দদৌ । লোকত্রয়ো-
পকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাঙ্গনে নমঃ ॥৬॥ সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্ভুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতানাবৎ সমাসান্ত পারং যাতি স্তথেন সঃ ॥৭॥ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সর্দৈবাত্যা-
সযোগতঃ । মোক্ষমিচ্ছতি যুটাত্মা যাতি বালকহাস্ততাম্ ॥৮॥ যে শৃণুতি পঠন্ত্যেব

১। শৌনক কহিলেন, হে স্মৃত । নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব কে
গীতামাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর । ২। স্মৃত
কহিলেন, হে ভগবন্ । আপনি স্তম্বর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; ইহা অতি
শুশ্রুতবিষয় এবং এই গীতার মাহাত্ম্য সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে কেই বা সমর্থ হয় ?
৩। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ইহার মাহাত্ম্য সমস্ত জানেন ; তাহার পর অর্জুন, বেদব্যাস
শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও রাওধি জনক কিছু কিছু জানেন । ৪। অন্তান্ত সকলে
ইহা শ্রবণ করিয়া, কিছু কিছু মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন । আমিও মহর্ষি
ব্যাসদেবের নিকট বৎকিঞ্চিং বাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করি । ৫।
উপনিষৎসমূহ গাভীধরপ, অর্জুন বৎস এবং গীতাই হৃদ্ধ । গোপালনন্দন—ভগবান্

গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ । ন তে বৈ মাহুবা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯॥ গীতাজ্ঞানেন
সংবোধঃ কৃষ্ণঃ প্রাহজ্জুনায় বৈ । ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সঙ্গুণং চাখ নিগুণম্ ॥১০॥
সোপানাপটাদর্শৈরেষং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ । ক্রমশচ্চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীং প্রেমভক্ত্যাদি
কর্মহু ॥১১॥ সাধোগীতান্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ । শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কার্য্যং
হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২॥ গীতায়াশ্চ ন জ্ঞানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ । স এব
মাহুবে লোকে মোক্ষকর্মকরো ভবেৎ ॥১৩॥ তস্মাদ্গীতাং ন জ্ঞানাতি নাধমস্তং-
পরোজনঃ । যিক্ তস্ত মাহুযং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪॥ গীতার্থং ন
বিজ্ঞানান্তি নাধমস্তংপরোজনঃ । যিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদগৃহাশ্রমম্
৥১৫॥ গীতাশাস্ত্রং ন জ্ঞানাতি নাধমস্তংপরোজনঃ । যিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং

শ্রীকৃষ্ণ, নির্মলাস্তঃকরণ সাধকদের জন্ম এই হৃদ্ধ দোহন করিয়াছিলেন । ৬ ।
ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্ম শ্রীভগবান্, অর্জুনের সারথ্যকর্মে ব্রতী থাকিয়া এই
গীতায়ত্ন দান করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি । ৭ । যিনি
এই বোঝ সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তিনি এই গীতারূপ তরণী-
যোগে স্নেহে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন । ৮ । সর্বদা অভ্যাসযোগসহ, গীতাবর্ণিত
জ্ঞানার্জন না করিয়া যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের প্রয়াস পায়, সে ব্যক্তি বালকেরও
উপহাসের যোগ্য । ৯ । যাহারা দিবারাত্র গীতা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেন, তাহারা
মহুযা নহেন, দেবতা । ১০ । শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রদ্বারা অর্জুনকে যে
উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সঙ্গুণ ভক্তিতত্ত্ব ও নিগুণ জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ । ১১ । গীতার
ভুক্তিমুক্তিসম্বন্ধিত অষ্টাদশাধ্যায়রূপ সোপানাবলির দ্বারা, ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি
সাধিত হইয়া প্রেমভক্ত্যাদি কর্মে অধিকার লাভ হয় । ১২ । গীতারূপ সরোবরে
স্নান করিতে করিতে সাধু ব্যক্তির সংসারাসক্তিরূপ ক্লেদ ধোত হইয়া যায় । কিন্তু
শ্রদ্ধাহীন লোকের স্নান, হস্তিস্নানবৎ বৃথা হয় । ১৩ । যে ব্যক্তি গীতা পাঠ
করিতে ও পঠন করাইতে না জানে, মহুযালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহার সমস্ত
কর্মই বৃথা । ১৪ । গীতার পঠন-পাঠন যে ব্যক্তি না জানে, তাহার অপেকা

জ্ঞানং মহত্তমম্ ॥১৬॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তদ্বিফলং জপ্তঃ । যিক্ তন্ত
জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ ॥১৭॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাথমন্তঃপরোজনঃ ।
গীতাগীতং ন বজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাহ্বরগম্যতম্ ॥১৮॥ তন্মোঘং ধর্মবহিতং বেদবেদান্ত-
গহিতম্ । তন্মাদ্বর্ধময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা । সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা
স্যা বিশিষাতে ॥১৯॥ যোহধীতে বিষ্ণুপর্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে । স্বপন্ জাগ্রন্
চলন্তিষ্ঠন্ শক্রভির্ন স হীয়তে ॥২০॥ শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
তীর্থে নজ্যাং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥২১॥ দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো
গীতাপাঠেন তুষ্যতি । যথা ন বেদেদানেন বজ্রতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২॥ গীতাধীতা চ
যেনাপি ভক্তিতাবেন চেতসা । বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥২৩॥
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাসু চ । যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিঃ

অধম আর কেহই নাই । তাহার মনুষ্য শরীর ধারণে, জ্ঞানে ও কুল-শীল-মানে
যিক্ । ১৫ । গীতার পরমার্থ না জানিলে সে ব্যক্তি সর্বোদম ; তাহার শরীর,
মঙ্গল, চরিত্র, ঐশ্বর্য ও সংসারাত্মম, সকলেই যিক্ । ১৬ । গীতাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ
নরাধমের প্রারব্ধ, প্রতিষ্ঠা, পূজা, ও মহামান, সকলেই যিক্ । ১৭ । গীতাশাস্ত্রে
বাহার আবহরজি নাই, তাহার সকলই নিফল ; তাহার জ্ঞানোপদেষ্টাকে যিক্,
তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্বী ও যশে যিক্ । ১৮ । গীতাধ্যয়ন যে না করে, সে
সর্বোদম । যে জ্ঞান গীতামূলক নহে, তাহা আবহর জ্ঞান । ১৯ । সে জ্ঞান
বেদবেদান্ত সম্মত নহে, তাহা ধর্মহীন ও নিফল জ্ঞানমাত্র । গীতা সর্বধর্মময়ী,
সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী, সর্বশাস্ত্রসাররূপিণী নির্মলা দেবী । ২০ । যিনি বিষ্ণুপর্বদিনে,
একাদশীতে গীতা পাঠ করেন, তিনি জাগ্রত বা স্বপ্নকালে, গমন বা স্থিরভাবে
অবস্থিতিকালে, কোন অবস্থাতেই শক্রভীত হন না । ২১ । যিনি শালগ্রামশিলার
সম্মুখে, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন তিনি নিশ্চিত
সৌভাগ্যলাভ করেন । ২২ । দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা শ্রবণে যেরূপ তৃপ্ত হন,
বেদাধ্যয়ন, দান, ব্রত, বজ্র ও তীর্থাহুগমনাদি কোন কর্মের দ্বারা ই সেরূপ তৃপ্তিলাভ

পর্যং লভেৎ ॥২৪॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ কৰোতি দিনে দিনে । ক্রতবো
 বাজ্রমেধাভ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫॥ যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ
 পরম্ । শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স শ্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬॥ গীতারাঃ পুস্তকং
 শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং । বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্মৈ ভাৰ্য্যা প্রিয়
 ভবেৎ ॥২৭॥ যশঃসৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ । দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা
 পরমং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ । নোপসর্পতি
 তত্ৰৈব যত্র গীতার্চনা গৃহে ॥২৯॥ তাপত্রয়োদ্ভবা গীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ।
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতিনরকং ন চ ॥৩০॥ বিফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে
 কদাচন । লভেৎ কৃষ্ণপদে দান্ত্রাং ভক্তিকাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১॥ জায়তে সততং
 সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ । প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ । স মুক্তঃ
 স স্ত্রী লোকে কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যাতে ॥৩২॥ মহাপাপাতিপাপানি গীতাব্যায়ী
 কৰোতি চেৎ । ন কিঞ্চিং স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমন্তসা ॥৩৩॥ অনাচারোদ্ভবং

করেন না । ২৩ । যিনি ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করেন, বেদ, পুরাণাদি সমস্ত
 শাস্ত্রই তাঁহার অধ্যয়ন করা হয় । ২৪ । যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম সম্মুখে
 সাধুমহাত্মগণের নিকটে, যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভক্তসমীপে যিনি গীতা পাঠ করেন,
 তিনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেন । ২৫ । যিনি প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ করেন,
 অশ্বমেধাদি যজ্ঞসকল, দক্ষিণাদানসহ তাঁহার করা হইয়া থাকে । ২৬ । যিনি গীতার
 পরমার্থ শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন, কিংবা ভক্তিমান ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের
 হিতার্থ গীতাব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন, তিনি পরমা গতিলাভ করেন । ২৭ । যিনি
 সাদরে বিদ্বদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার প্রেমসী হন । ২৮ ।
 তাঁহার যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্যলাভ হয় এবং তিনি ভাৰ্য্যাগণের প্রিয় হইয়া
 থাকেন ॥২৯॥ যে গৃহে গীতার পূজা হয়, তথায় অভিশাপ বা হিংসাদিজনিত দুঃখ
 প্রবেশ করিতে পারে না । ৩০ । তথায় ত্রিতাপ বা গীড়া প্রবেশ করিতে পারে
 না ; তথায় অভিশাপ, পাপাহুষ্ঠান বা নরকভোগাদি দুর্গতি উপস্থিত হয় না ॥৩১॥

পাপমব্যাচাদিকৃতঞ্চ যৎ । অভক্ষ্যভক্ষ্যং দোষম্পর্শস্পর্শজং তথা ॥৩৪॥ জ্ঞানাজ্ঞান-
কৃতং নিত্যমিচ্ছিরৈর্জনিতঞ্চ যৎ । তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥
সর্বত্র প্রতিভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ । গীতা পাঠং প্রকুরাঁণো ন লিপ্যতে
কদাচন ॥৩৬॥ বহুপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যবিধানতঃ । গীতাপাঠেন চৈকেন
শুদ্ধফটিকবৎ সদা ॥৩৭॥ যশ্চাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা । স সাংখ্যিকঃ
সদা জাগ্রী জিহ্বাবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯॥ গীতায়াঃ পুণ্ডরং যত্র নিত্যপাঠশ্চ
বর্ততে । তত্র সর্বানি তীর্থানি প্রয়াগাদোনি ভূতলে ॥৪০॥ নিবসন্তি সদা দেহে
দেহশেষেহপি সর্ববান্ । সর্বৈ দেবশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহবক্ষস্কাঃ ॥৪১॥ গোপালো
বালকৃষ্ণোহপি নারদ ঋষপার্বদৈঃ । সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥৪২॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পাঠনং পঠনং তথা । মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ
৭৭৯ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ বাচ । গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতার্জনকারীর শরীরে বিফোটকাদি উদ্ভূত হয় না ; তিনি শ্রীকৃষ্ণপদে অব্যভি-
চারিণী দাস্তা ভক্তিলভ করিয়া থাকেন । ৩২ । গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর
প্রীতি আকর্ষণ করেন এবং প্রায়ক্ ভোগ করিতে থাকিলেও তিনি মুক্ত, তিনি
সুখী এবং কোনপ্রকার কর্তব্যকলই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । ৩৩ ।
গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি মহাপাপ করিলেও জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না,
তদ্রূপ সেই পাপকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । ৩৪ । নিয়মিত গীতাপাঠের
দ্বারা অনাচার, দুর্ভীক্ষা, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং অস্পৃগস্পর্শজনিত পাপসকল নাশ প্রাপ্ত
হয় । ৩৫ । গীতাপাঠের দ্বারা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত বাবতীয় ইন্দ্রিয়সমুৎত পাপই নষ্ট
হইয়া যায় । ৩৬ । গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সকলের অন্নভোজন ও সকলের নিকটে
দানগ্রহণ করিলেও পাপগ্রস্ত হন না । ৩৭ । যদি অশ্রায় করিয়াও কেহ ধনবহুপূর্ণা
বস্তুদ্বারা অশ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র গীতাপাঠের দ্বারাই তিনি
পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ ফটিকবৎ নির্মল হইতে পারিবেন । ৩৮ । বাহার অন্তঃকরণ

গীতা মে জ্ঞানমভ্যাসং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা
 মে পরমং পদম্ । গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥৪৫॥ গীতাশ্রয়েহং
 তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ । গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬॥
 গীতা মে পরমা বিত্তা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ । অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাঙ্কিতা
 ॥৪৭॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি শুভানি শৃণু পাণ্ডব । কৌর্ন্তনাং সর্ব্বপাপানি বিনশ্যং
 যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥ গঙ্গা গীতা চ সাবিজ্ঞী সীতা সত্য পতিব্রতা । ব্রহ্মাবলি-
 ব্রহ্মবিজ্ঞা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবয়ী ভ্রান্তিনাশিনী ।
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥ ইত্যেতানি জপেন্নিত্যাং নরো নিশ্চল-
 মানসঃ । জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যাং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥৫১॥ পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে
 তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ । তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২॥ ত্রিভাগং

সতত গীতার পরমার্থের স্বভিসহ জড়িত, তিনিই সাধিক, জাপক, ক্রিয়াবান্ এবং
 পণ্ডিত । ৩৯ । তিনিই সকলের দর্শনযোগ্য, ধনবান্, জ্ঞানী, যোগী, যাজ্ঞিক, বাজক
 এবং বেদজ্ঞ । ৪০ । গীতাগ্রহ যেখানে নিত্য পঠিত হয়, সেই স্থানই প্রয়াগাদি
 সর্ব্বতীর্থময় । ৪১ । গীতাধ্যয়নে যাহার সতত প্রবৃত্তি, তাহার শরীরে সমস্ত
 দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং যোগিগণ ব্রহ্মরূপে বাস করেন এবং মৃত্যুর পরেও
 তাহাকে ত্যাগ করেন না । ৪২ । যেখানে গীতার অধ্যয়ন হয় সে স্থানে বাল-
 গোপাল শ্রীকৃষ্ণ, নারদ ও ক্রবাদি পার্শ্বদগণের সহিত বিরাজ করেন । ৪৩ । যেখানে
 গীতার অর্থ বিচারসহ পঠন ও পাঠনাদি হইয়া থাকে, সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,
 শ্রীরাধিকাসহ সানন্দে অবস্থিতি করেন । গীতা সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং বাহা-
 বলিয়াছেন—৪৪ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন । গীতাই আমার হৃদয়,
 সারত্ব এবং সর্ব্বোত্তম অব্যয়জ্ঞান । ৪৫ । গীতাই আমার উত্তম আশ্রয়, আমার
 পরম পদ, আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমার পরম গুরু । ৪৬ । আমি গীতাকে
 আশ্রয় করিয়াই থাকি, গীতাই আমার মন্দির এবং গীতাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই
 আমি ত্রিভুবন পালন করি । ৪৭ । গীতাই আমার ব্রহ্মতত্ত্বপ্রদায়িনী পরমা বিজ্ঞা

পঠমানন্ত সোমযাগ ফলং লভেৎ । বড়ংখং জপমানন্ত গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥৫৩৪
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ । ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ
ঋবম্ ॥৫৫॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ । রুদ্রলোকমবাপ্নোতি
গণো ভূষা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥ অধ্যায়ার্দ্ধক পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
প্রাপ্নোতি রবিলোবং স মনন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং
সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ । ত্রিছ্যোকেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাম্ যঃ পঠেন্নরঃ । চন্দ্রলোক-
মবাপ্নোতি বর্ষণামযুতং তথা ॥৫৭॥ গীতার্থমেকপাদক শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
স্বয়ংস্বাক্ত্য জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮॥ গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্ত-
কালতঃ । মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ
প্রাণাংস্বাক্ত্য প্রয়াতি যঃ । বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ যোদতে ॥৬০॥

অনির্কটনীয় পদাঙ্কিকা গীতা, অর্দ্ধমাত্রা । ৪৮ । হে অর্জুন । গীতাকে যে
যে নামে অভিহিত করিতে পারা যায়, তাহা আমি তোমার নিকটে ব্যক্ত
করিতেছি, এই নাম সকল কীর্তন করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস পায় ।
৪৯।৫০ । গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিজ্ঞা,
ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী । অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবব্রী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদজয়ী,
পরানন্দা, তদ্বার্ষজানমন্ত্রয়ী । ৫১ । লোকে যদি স্থির চিন্তে এই নামগুলি জপ
করে, তাহা হইলে জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করিয়া দেহান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । ৫২ ।
সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমাত্র পাঠ করিলেও গো দানের ফললাভ
করা যায় । ৫৩ । তিন ভাগের একভাগ পাঠ করিলে সোমযজ্ঞের এবং ছয়
ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গান্নানের ফললাভ করিতে পারা যায় ।
৫৪ । যিনি প্রতিদিন দুই অধ্যায় করিয়া অবশ্য পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক-
প্রাপ্ত হন ও এককল্প তথায় বাস করেন । ৫৫ । ভক্তিসংযুক্ত হইয়া প্রত্যহ এক
অধ্যায় পাঠ করিলে, রুদ্রলোকে গমনকরতঃ চিরদিন গণরূপে তথায় বাস করিতে
পারা যায় । ৫৬ । প্রত্যহ গীতার অর্দ্ধ অধ্যায় বা এক অধ্যায়ের চতুর্থাংশ পাঠে
রবিলোক প্রাপ্ত হইয়া, শত মনন্তর তথায় বাস করিতে পারেন । ৫৭ । প্রতি

গীতাধ্যায়সমায়ুক্তো যুক্তো মানুষ্যতাং ব্রহ্মেৎ । গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে
মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥ গীতেতু্যচ্চারসংযুক্তো ত্রিষমাণো গতিঃ লভেৎ । যদ্বৎ কর্ণ
চ সৰ্ব্বজ গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমৎ । তত্ত্বৎ কর্ণ চ নিৰ্দোষং ভূত্বা পূৰ্ব্বত্মানুপুয়াৎ ॥৬২॥
পিতৃহৃদ্বিগ্ৰহা যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি । সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদবাস্তি
স্বৰ্গতিম্ ॥৬৩॥ গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ । পিতৃলোকং প্রযাস্ত্যেব
পুত্রাশীৰ্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ . ধেনুপুচ্ছসম্বিতম্ । কৃত্বা চ
তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়ঃ
প্রকরোতি যঃ । দশা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥ শতপুস্তকদানঞ্চ
গীতায়ঃ প্রকরোতি যঃ । স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবুত্তি হর্লভম্ ॥৬৭॥ গীতাদান-

দিন গীতার দশটি, পাঁচটি, চারিটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠেও
অমৃত বর্ষ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পারা যায় । ৫৮ । গীতার এক অধ্যায়ের বা
একটি শ্লোকের কিংবা শ্লোকপাদমাত্রের অর্থ শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে,
পরমপদ লাভ করা যায় । ৫৯ । দেহত্যাগ কালে গীতার অর্থ শ্রবণ করিলে বা
গীতা পাঠ করিলে, মহাপাতকীও পরিভ্রাণ লাভ করে । ৬০ । যিনি গীতাপুস্তক
বক্ষে রাখিয়া, শরীর ত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুসহ আনন্দ
উপভোগ করেন । ৬১ । যত্নাকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও সঙ্গ্গে থাকে, তাহা
হইলে নীচ বোনি প্রাপ্ত না হইয়া, মনুজ্যবোনিতে জন্মগ্রহণকরতঃ গীতাভ্যাসরত
হইয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন । ৬২ । যত্নাকালে মুখে, 'গীতা' এই শব্দটি উচ্চারণ
করিলেও সদগতি লাভ হয় । কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত গীতা পঠিত হইলে, সেই
কর্ম্ম হ্রস্পন্ন ও হ্রস্প্রদ হইয়া থাকে । ৬৩ । শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের মঙ্গলোদ্দেশে
গীতা পঠিত হইলে পিতৃগণ নরকবাস হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া সানন্দে স্বৰ্গগত হন ।
৬৪ । শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠ শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া, আশীৰ্ব্বাদ
করিতে করিতে স্বর্গে গমন করেন । ৬৫ । ধেনুপুচ্ছ অর্থাৎ চামরসহ গীতা
দান করিলে, সম্যক্ কৃতকৃত্য হওয়া যায় । ৬৬ । স্ববর্ণসহ গীতাপুস্তক, বিদ্বান্
বিপ্রকে দান করিলে, আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । ৬৭ । একশত গীতা-

প্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ । বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৮॥
 সম্যক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ । তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি
 মানসেন্দ্রিয়তম ॥৬৯॥ দেহং মাতৃষমাশ্রিত্য চাতুর্য্যার্থো যু ভারত । ন শৃণোতি ন
 পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ । হস্তান্ত্যক্তবায়ুতঃ প্রাপ্তং সনরো বিষমম্নতে ॥৭০॥
 জনঃ সংসারদুঃখার্হো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ । গীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা
 ভক্তিং স্বয়ী ভবেৎ ॥৭১॥ গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভূজো জনকাদয়ঃ । নির্ধৃতকল্যাণা
 লোকে গতাশ্চৈব পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাস্থ ন বিশেষোহস্তি জনৈবৃক্ষারকেষু চ ।
 জ্ঞানেন্দ্রেণ সমগ্রেষু সমা ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥৭৩॥ যোহভিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দ্য
 কৰোতি চ । স যাতি নরকং ধোবং বাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥৭৪॥ অহকারেণ মুঢ়াত্মা
 গীতার্থং নৈব মনুতে । কুস্তীপাকেষু পচ্যেত বাবং কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ৥৭৫॥ গীতার্থং
 বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ । স শূকরভবাং বোনিমনেকামধিগচ্ছতি ৥৭৬॥
 চৌধ্যং কৃষা চ গীতায়ঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ । ন তস্ত সফলং কিঞ্চিৎ পঠনক

পুস্তক দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না । ৬৮।
 গীতাদানের পুণ্যফলে, সপ্তকল্প পরিমিত কাল, বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুগৃহ আনন্দভোগ
 করা যায় । ৬৯। গীতার্থ শ্রবণকরতঃ গীতা দান করিলে, ভগবান্ তৃপ্ত হইয়া
 ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল দান করেন । ৭০। চারি বর্ষের নরনারীগণের মধ্যে যে
 সুধাময়ী গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করে, সে সুধা পরিত্যাগ করিয়া গবল ভক্ষণ করে ।
 ৭১। সংসারতাপে কাতর ব্যক্তি, গীতার অর্থাবগতির সহিত গীতা পাঠ করিলে,
 ভগবন্তক্তি ও ভগবদানন্দ লাভ করেন । ৭২। গীতাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই,
 জনকাদি রাজর্ষিগণ, মালিন্যমুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিয়াছেন । ৭৩। ব্রহ্ম-
 স্বরূপিণী গীতা, গীতাপাঠক ও গীতাজ্ঞানী, উভয়ের নিকটেই সমান । ৭৪। যে
 ব্যক্তি গর্বাভিमानে অন্ধ হইয়া গীতা নিন্দা করে, সে মুঢ়ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত
 নরকে বাস করে । ৭৫। গীতাবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কল্লাস্ত পর্যন্ত কুস্তীপাক
 নরকে বাস করে । ৭৬। গীতার অর্থ ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও, যে ব্যক্তি

বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥ যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ । নৈব তস্য ফলং
লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮॥ গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যক্ ভোজ্যং পট্টাদয়ং তথা ।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং শ্রীতয়ে পরমাশ্রয়ঃ ॥৭৯॥ বাচকং পূজয়েন্তু ক্ত্যা দ্রব্যবজ্রাদ্য-
পঙ্কজৈঃ । অনকৈর্বহুধা শ্রীত্যা তৃপ্ততাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০॥ সূত উবাচ ।
মাহাত্ম্যমেতদসীতায়ঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ । গীতাস্তে পঠতে যস্ত তথোক্ত-
ফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১॥ গীতায়ঃ পঠনং কৃদ্ধা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ । বৃথা
পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥৮২॥ এতন্মাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি
যঃ । শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৮৩॥ শ্রদ্ধা গীতামর্থযুক্তাং
মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ । তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বস্থাবহম্ ॥৮৪॥ ইতি
শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদসীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

অশ্রদ্ধা করিয়া তাহা শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুদ্রব্য শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় ।
৭৭ । গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনিয়া পাঠ করিলে কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না ।
৭৮ । গীতার পরমার্থ জ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি পরমা গতিলাভে সচেষ্ট হয়,
তাহার সেই চেষ্টা বৃথা পশুশ্রমে পরিণত হয় । ৭৯৮০ । গীতা শ্রবণ করিয়া,
ভগবান্ তৃপ্ত হউন, এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণ, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পটবস্ত্র ভগবৎপাদপদ্মে
নিবেদন ও ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে বহুবিধ সামগ্রী ও বস্ত্রাদি দান করা কর্ত্তব্য । ৮১ । সূত
কহিলেন, যিনি শ্রীভগবান্ কর্ত্তক অভিব্যক্ত এই গীতা পাঠ করিয়া, পরে মাহাত্ম্য
পাঠ করেন, তিনি সফলভাগী হন । ৮২ । গীতা পাঠাস্তে মাহাত্ম্য পাঠ না
করা বৃথা পরিশ্রমে পরিণত হয় । ৮৩ । যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাহাত্ম্যসহ গীতা
পাঠ করেন ও যিনি শ্রবণ করেন, তাহার পরমা গতি লাভ করেন । ৮৪ । অর্থসহ
গীতা শ্রবণ করিয়া, যিনি মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাহার পুণ্যফল ইহলোকে
সুখপ্রদ হয় । ইতি গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত

—পরিশিষ্ট—

শ্লোকসূচী

(বর্ণানুক্রমে)

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
অ		অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১ ৪০
অকীর্তিধাপি ভূতানি	২ ৩৪	অধশ্চোর্ধ্বং প্রহতান্ত্র	১৫ ২
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং	৮ ৩	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮ ৪
অক্ষরাণামকারোহস্মি	১০ ৩৩	অধিষজ্জঃ কথং কোহত্র	৮ ২
অগ্নির্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮ ২৪	অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৮ ১৪
অচ্ছিন্নোহয়মদাহোহয়ম্	২ ২৪	অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্	১৩ ১১
অজোহপি সন্নব্যাস্মা	৪ ৬	অধোঘাতে চ য ইমম্	১৮ ৭০
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধদানশ্চ	৪ ৪১	অনন্তবিজয়ং রাজা	১ ১৬
অত্র শূরা মহেধ্বাসাঃ	১ ৪	অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং	১০ ২২
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩ ৩৬	অনন্তচেতাঃ সততং	৮ ১৪
অথ চিত্তং সমাধাতুং	১২ ৯	অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্	৯ ২২
অথ চেৎ স্বমিমং ধর্ম্যং	২ ৩৩	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২ ১৬
অথ চৈনং নিতাক্রান্তং	২ ২৬	অনাদিহ্মারিগুণহ্মাৎ	১৩ ৩১
অথবা যোগিনামেব	৬ ৪২	অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যম্	১১ ১৯
অথবা বহুনেতেন	১০ ৪২	অনাশ্রিতঃ কশ্মলম্	৬ ১
অথ বাবহিত্তান্ দৃষ্টা	১ ২০	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রক	১৮ ১২
অথৈতদপাশক্লোহসি	১২ ১১	অনুবেগকরং বাক্যম্	১৭ ১৫
অদৃষ্টপূর্ব্বং হুমিতোহস্মি	১১ ৪৫	অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮ ২৫
অদেশকালে যদানম্	১৭ ২২	অনেকচিত্তবিত্রাস্তাঃ	১৬ ১৬
অদ্বৈষ্টা সর্ব্বভূতানাম্	১২ ১৩	অনেকবস্তুনয়নম্	১১ ১০
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা	১৮ ৩২	অনেকবাহুদরবস্ত্রনেত্রম্	১১ ১৬

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক		
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫	অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৬
অন্তবন্তু ফলং তেবান্	৭	২৩	অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮	অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮
অন্নান্তবন্তি ভূতানি	৩	১৪	অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১
অন্ত্রে চ বহবঃ শূরা	১	৯	অব্যক্তহয়মচিন্ত্যোহয়ম্	২	২৫
অন্ত্রে হেবমজ্ঞানন্তঃ	১৩	২৫	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৬	২৪
অপরাং ভবতো জন্ম	৪	৪	অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	৩০	অশোচ্যানঘশোচস্বং	২	১১
অপরেয়মিতত্ত্বত্বান্	৭	৫	অশ্রদ্ধানাং পুরুষাঃ	৯	৩
অপর্য়াপ্তং তদস্মাকং	১	১০	অশ্রদ্ধয়া হৃতং দন্তং	১৭	২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯	অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অপি চেৎ সুহুরাচারো	৯	৩০	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৭	অসক্তিরনভিবদ্ভঃ	১৩	৯
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যন্ত	১	৩৫	অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ	১৪	১৩	অসৌ ময়া হতঃ শক্রঃ	১৬	১৪
অকলাকাক্ষিভির্গজৈ	১৭	১১	অনংঘতান্মনাং যোগো	৬	৩৬
অভয়ং সদৃশং শুদ্ধিঃ	১৬	১	অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭	১২	অস্মাকং তু বিশিষ্টা য়ে	১	৭
অভ্যাসযোগবৃন্তেন	৮	৮	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		
অভ্যাসেহ্যাসমর্গেহসি	১২	১০	ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অমানিহমদন্তিহম্	১৩	৭	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		
অমী চ দ্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত	১১	২৬	ক্রোধং পরিগ্রহং	১৮	৫৩
অমী হিং দ্বাং সুরসজ্জাঃ	১১	২১	অহং ক্রতুরহং বজ্রঃ	৯	১৬
অবতিঃ শ্রদ্ধয়োগেতো	৬	৩৭	অহমাত্মা শুভাকেশ	১০	২০
অয়নেবু চ সর্বেষু	১	১১	অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অবৃক্তঃ প্রাকৃতঃ শুদ্ধঃ	১৮	২৮	অহং সর্বত্র প্রভবো	১০	৮
অবজ্ঞানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১	অহং হি সর্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অবাচ্যবাদাং চ বহন্	২	৩৬	অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অবিনাশি তু তদবিক্তি	২	১৭	অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫

श्लोकसूची

४६३

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक
अहोवत महं पापम् आ	१ ४४	इदं ज्ञानमुपाश्रिता	१४ २
आथाहि मे को भवान्	११ ७१	इदं शरीरं कोऽन्तरं	१७ १
आटोहिभिर्जनवानग्नि	१७ १६	इन्द्रियश्रेन्द्रियार्थे	७ ७४
आङ्गसंज्ञाविताः सुक्ता	१७ ११	इन्द्रियाणां हि चरतान्	२ ७५
आङ्गोपयोग्येन सर्वत्र	७ ७२	इन्द्रियाणि पराण्याहः	७ ४२
आदितानामहं विदुः	१० २१	इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः	७ ४०
आपूर्व्यामानमचलप्रतिष्ठम्	२ १०	इन्द्रियार्थेषु वैराग्याम्	१७ ८
अत्रिक्लृप्तवान्लोकाः	८ १७	इमं विवस्वते योगम्	४ १
आयुधानामहं वज्रं	१० २८	इष्टान् भोगान् हि वो देवाः	७ १२
आयुःसहस्रलारोग्याम्	११ ८	इहैकस्य जगत् कृत्स्नम्	११ १
आङ्गकोर्मन्नेर्योगं	७ ७	इहैव तैजितः सर्गः	६ १२
आवृतं ज्ञानमेतेन	७ ७२	इक्षुरः सर्वभूतानां	१८ ७३
आशापाशशतैर्बद्धाः	१७ १२	उ	
आश्चर्यं पशुति कश्चिदेनम्	२ २२	उल्लेखः प्रवसन्मानाम्	१० २५
आम्ररीं वीनिमापराः	१७ २०	उत्क्रामन्तं हितं वापि	१६ १०
आहारद्वयं सर्वत्र	११ १	उत्तमः पुण्यद्वयः	१६ ११
आह्वानवयः सर्वे	१० १७	उत्सन्नकुलधर्माणाम्	१ ४७
इ		उत्सदीदेयुरिमे लोकाः	७ २४
इच्छादेवसमुत्पन्न	१ २१	उदाराः सर्वे एवैते	१ १८
इच्छा देवः सुखं दुःखम्	१७ ७	उदासीनवदासीनो	१४ २७
इति केन्द्रं तथा ज्ञानं	१७ १८	उद्धरेदात्मनात्मानम्	७ ६
इति शुद्धतमं शास्त्रम्	१६ २०	उपद्रष्टाव्यमन्ता च	१७ २२
इति ते ज्ञानमाथातन्	१८ ७७	उ	
इत्यर्जुनं बान्धवः	११ ६०	उ	
इत्यहं बान्धवस्तु	१८ १४	उक्तं गच्छति सर्वदाः	१४ १८
इदं ते शुद्धतमम्	२ १	उक्तं नृलमधःशास्त्रम्	१६ १
इदं ते नातपद्मम्	१८ ७१	ऋ	
इदमद्य मया लक्ष्म	१७ १७	ऋषिभिर्बद्धा गीतम्	१७ ४

६६४.

श्लोकशृङ्गा

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक
ए		कथं भोग्यमहं संप्रपद्ये	२ ४
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवम् ११	७६	कथं विद्यामहं योगिंश्च १०	११
एतद्भवानीनि भूतानि १	७	कर्मजं बुद्धियुक्ता हि २	६१
एतन्मे संशयं कृष्ण ७	७७	कर्मणः स्मृतं तत्राहः १४	१७
एतावत्पि तु कर्माणि १८	७	कर्मणैव हि संसिद्धिम् ७	२०
एतां दृष्टिमवष्टभा १७	७	कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् ४	११
एतां विवृतिं योगिना १०	१	कर्मण्यकर्म यः पश्येत् ४	१८
एतैर्विमुक्तः कोऽस्त्य १७	२२	कर्मणोवाधिकारहेतु २	४१
एवमुक्त्वा ह्यवीकेशो १	२४	कर्म ब्रह्मादुभयं विद्धि ७	१६
एवमुक्त्वा ततो राजन् ११	७	कर्मणिश्रयानि संशया ७	७
एवमुक्त्वा र्जुनः संप्रपद्ये १	४७	कर्मणस्तुः शरीरहं ११	७
एवमुक्त्वा ह्यवीकेशम् २	७	कविं पुराणमनुशासितारम् ८	७
एवमेतद् वथाथ त्वम् ११	७	कस्माच्च ते न नमेरन् ११	७१
एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म ४	१६	कारुण्यः कर्मणां सिद्धिम् ४	१२
एवं परम्पराप्राप्तम् ४	२	काम एव क्रोध एवः ७	७१
एवं प्रवर्तितं चक्रं ७	१७	कामक्रोधविषयकानाम् ६	२७
एवं बहुविधा यज्ज्ञा ४	७७	काममाश्रिता हृत्पूरम् १७	१०
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा ७	४७	कामाश्चानः स्वर्गपराः २	४७
एवं सततबुद्धा ये १२	१	कामैस्तैस्तैश्चर्यतज्ज्ञानः १	२०
एवा तेहर्षिता सांप्रपद्ये २	७७	कामानां कर्मणां श्रानम् १८	२
एवा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ २	१२	कायेन मनसा बुद्ध्या ६	११
उ		कापिनादोषोपहतस्वभावः २	१
उमितोकाक्षरं ब्रह्म ८	१७	कार्याकर्मणश्चैव १७	२०
उ तत्सदिति निर्देशो ११	२७	कार्यामितोयं यं कर्म १८	७
क		कालोऽपि लोककर्मकृतं ११	७२
कस्मिन्देवतं श्रुतं पार्थ १८	१२	काश्चन परमेष्वासः १	११
कस्मिन्नोभयविप्रश्नः ७	७८	किं कर्म किमकर्मेति ४	१७
कटुमलवणात्मा ११	७	किं तदब्रह्म किमद्यात्मम् ८	१
कथं न ज्ञेयमस्माभिः १	७८	किं नो ब्रह्मैव गोविन्द १	७२

श्लोकश्रुती

४६६

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक		
किं पुनर्ब्रह्मणाः पुणाः	२	३३	जितान्नः प्रशस्तु	७	१
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्	११	३६	ज्ञानवज्जेन चापाशे	२	१६
किरीटिनं गदिनं चक्रिणम्	११	३९	ज्ञानविज्ञानतृप्ताश्वा	७	८
कुतश्च कण्ठमिदम्	२	२	ज्ञानं कर्म च कर्ता च	१८	१२
कुलक्षये प्रणशति	१	३२	ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता	१८	१८
रुषिगौरक्ष्यानिज्ञाम्	१८	३४	ज्ञानं तेहङ्गं सविज्ञानम्	१	२
कैलिशैलान् गुणानेतान्	१४	२१	ज्ञानेन तु तदज्ञानम्	६	१७
क्रोधाद्वति सन्नाहः	२	७३	ज्ञेयं यं तं प्रवक्ष्यामि	१३	१२
क्रेशोऽधिकतरस्तवान्	१२	६	ज्ञेयः स नित्यान्तासी	६	३
कैवां मां गमः पार्थः	२	३	ज्ञायसी चेत् कर्मणस्ते	३	१
किं भवति धर्माश्वा	२	३१	ज्ञोतिवामपि तज्ज्ञातिः	१३	११
केद्रेक्षेत्रज्ञयोरैवम्	१३	३४	त		
केद्रेक्षकापि मां विद्धि	१३	२	त इमेऽवस्थिता युद्धे	१	३३
ग			तत्त संश्रुता संश्रुता	१८	११
गतसङ्गस्त मुक्तस्त	४	२३	ततः पदं तत्		
गतिवर्त्ता प्रभुः साक्षी	२	१८	परिमार्गितवाम्	१६	४
गामाविश्रु च भूतानि	१६	१३	ततः शङ्कां च भेष्यं च	१	१३
गुणानेतानतीता जीन्	१४	२०	ततः श्वेतैर्हयैर्वृक्षैः	१	१४
गुरुनहं हि महानुभावान्	२	६	ततः स विस्मयाविष्टो	११	१४
च			तं केद्रेऽयं यच्च यादक् च	१३	३
उक्लं हि मनः कुरु	७	३४	तद्विदुर्मुखावाहो	३	२८
उतुर्विधा भजन्ते मां	१	१७	तत्र तं बुद्धिसंयोगं	७	४३
उतुर्वर्गं मया सृष्टं	४	१३	तत्र सङ्गं निर्मलभावं	१४	७
उत्तमपरिमेषाक्ष	१७	११	तत्रापश्यं हितान् पार्थः	१	२७
उतना सर्वकर्माणि	१८	६१	तत्रैकस्य जगत् कृत्स्नं	११	१३
ज			तत्रैकाग्रं मनः कुरु	७	१२
अन्य कर्म च मे दिवाम्	४	२	तत्रैव सति कर्तारम्	१८	१७
अरामरगमोक्षाय	१	२२	तदितानिभिसिद्धाय	११	२६
आतप्त हि क्रवो मृता	२	२१	तद्विद्धि प्रणिपातेन	४	३६

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक
तद्वृक्षस्तदाश्नानः	५	११	ताज्जां दोषवदितोके १८ ७
तपस्विभ्योहधिको योगी	७	४७	त्रिभिर्गुणमयैर्भावेः १ १७
तपाम्याहमहं वर्षा	९	१२	त्रिविधं नरकश्रेयसम् १७ २१
तमङ्गजानङ्गं विद्धि	१४	८	त्रिविधा भवति श्रद्धा ११ २
तमुवाच ह्यवीकेशो	२	१०	त्रैगुण्यविषया वेदाः २ ४५
तमेव शरणं गच्छ	१८	७२	त्रैविद्या मां सोमपाः ९ २०
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते	१७	२४	स्वमङ्गरं परमं वेदितव्यम् ११ १८
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय	११	४४	स्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ११ ७८
तस्मात् समिद्धिग्राग्यादौ	७	४१	द
तस्मात् समुत्तिष्ठ यशो लभस्व	११	७७	दण्डो दमयतामग्निं १० ७८
तस्मात् सर्वेषु कालेषु	८	१	दन्तो दर्पोहतिमानश्च १७ ४
तस्मादसक्तः सततम्	७	१२	दंष्ट्राकरालानि च ते ११ २५
तस्मादज्ज्ञानसङ्गतम्	४	४७	दातव्यमिति यद्वानम् ११ २०
तस्मादोमितुदाहृत्या	११	२४	दिवि सूर्यासहस्रश्र ११ १२
तस्माद् वस्त्र महाबाहो	२	७८	दिवा मालायाश्चरधरम् ११ १२
तस्तु संजनयन् हयम्	१	१२	द्विधमिदं यं कर्म १८ ८
तं तथा रूपयाविष्टम्	२	१	द्विधमिदं यं कर्म १८ ८
तं विद्यादुःखसंयोगं	७	२७	दुरेण हवयं कर्म २ ४२
तानहं द्विषतः क्रूरान्	१७	१२	दृष्ट्वा तु पाण्डुबानिकम् १ २
तान् सर्वांश्च स कोत्सेयः	१	२१	दृष्ट्वा दं मानुषं रूपं ११ ५१
तानि सर्वाणि संश्रम्य	२	७१	दृष्ट्वा मानं सृजन्तं कुरु १ २८
तुल्यनिन्दान्तर्निर्मोनी	१२	१२	देवद्विजगुरुप्राज्ञ ११ १४
तेजः क्रमा धृतिः शौचम्	१७	७	देवान् भावयतामन ७ ११
ते तं भुङ्क्ता स्वर्गलोकम्	९	२१	देहिनोऽहंश्मिन् यथा देहे २ १७
तेषामहं समुद्धर्ता	१२	१	देही नित्यमवधोऽहम् २ ७०
तेषां सततमुक्तानां	१०	१०	दैवमेवापरे यजन् ४ २५
तेषामेवानुरूपार्थं	१०	११	दैवी सम्पद् विमोक्षाय १७ ५
तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त	१	११	दैवी ह्येषा गुणमयी १ १४
त्यक्त्वा कर्मकलासङ्गम्	४	२०	दोषैरेवेऽहं कुलव्यानाम् १ ४२

শ্লোকসূচী

৪৫৭

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
স্তাবাপৃথিবোরিদমন্তরম্	১১	২০	ন দ্বেষ্টাকুলং-কর্ম্ম
দ্যুতং ছলয়তামসি	১০	৩৬	ন প্রজ্বোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য
দ্রব্যজ্ঞাতপৌষজ্ঞাঃ	৪	২৮	ন বুদ্ধিতেদং জনয়েৎ
ক্রপদো দ্রোপদেয়াশ্চ	১	১৮	নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪	নমঃ পুরস্তাদিথ পৃষ্ঠতন্তে
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬	ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্	১৬	৬	ন মাং হৃদ্ধতিনো মৃঢ়াঃ
ধ			ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১	ন মে বিজঃ সুরগণাঃ
ধূমেনাব্রিয়তে বহিঃ	৩	৩৮	ন রূপমন্ত্রেহ তথো
ধূমো ব্রাহ্মিণ্ডো ক্লমঃ	৮	২৫	ন বেদবজ্রাধায়নৈঃ
ধৃত্য বয়া ধারয়তে	১৮	৩৩	নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা
ধৃষ্টকেতুশ্চকিতানঃ	১	৫	ন হি কশিচৎ ক্লণমপি
ধ্যানেনাস্মিন পশুন্তি	১৩	২৪	ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্
ধ্যায়তো বিবয়ান পুংসঃ	২	৬২	ন হি দেহভূতা শক্যম্
ন			ন হি প্রপশ্যামি নমাপনুজ্ঞাৎ
ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি	৫	১৪	নাত্মনস্তত্ত্ব যোগোহস্তি
ন কর্ম্মণামানরস্তাৎ	৩	৪	নাদন্তে কন্তুচিং পাপম্
ন চ ভগ্নস্বাস্থ্যবো	১৮	৬৯	নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাম্
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫	নাত্মং শুভেতাঃ কর্তারম্
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি	৯	৯	নায়ং লোকোহস্তাবজ্ঞস্ত
ন চ শক্রোমাবহাতুম্	১	৩০	নাসতো বিদ্যাতে ভাবো
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি	১	৩১	নাস্তি বুদ্ধিরনুজ্ঞস্ত
ন চৈতদ্বিদঃ কতরয়ো	২	৬	নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত
ন জায়তে ব্রিয়তে বা	২	২০	নাহং বেদৈর্ন তপসা
ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০	নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ
ন তদভাসয়তে স্বৰ্য্যো	১৫	৬	নিয়তং কুরু কর্ম্ম ভূম্
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১	৮	নিয়তং সম্বরহিতং
ন দ্বেষাহং জাতু নাসং	২	১২	নিরাশীৰ্থতচিহ্নাত্মা

३५८

শ্লোকসূচী

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা	১৫	৫ পৃথক্বেন তু বজ্জ্ঞানম্	১৮ ২১
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪ প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪ ২২
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি	২	৪০ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩ ১৯
নৈতে স্মৃতি পার্থ জ্ঞানন্	৮	২৭ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা	৯ ৮
নৈনং ছিন্দন্তি শত্ৰুণি	২	২৩ প্রকৃতেষু গণসংমুঢ়াঃ	৩ ২৯
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি	৩ ২৭
নৈব তস্ত কৃতেনার্থো	৩	১৮ প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মণি	১৩ ২৯
প		প্রজহাতি যদা কামান্	২ ৫৫
পক্ষেমানি মহাবাহো	১৮	১৩ প্রবল্লাদ যতমানস্ত	৬ ৪৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তেয়ম্	৯	২৬ প্রায়ণকালে মনসাচলেন	৮ ১০
পরন্তস্মাত্তু ভাবোহস্তো	৮	২০ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্	৫ ৯
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬ ৭
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যা	১৮ ৩০
পরিভ্রাণায় সাধুনাম	৪	৮ প্রশান্তমনসং হেনং	৬ ২৭
পবনঃ পবতামগ্নি	১০	৩১ প্রশান্তায়া বিগতভীঃ	৬ ১৪
পশু মে পার্থ রূপাণি	১১	৫ প্রসাদে সৰ্ব্বদুঃখানাং	২ ৬৫
পশাদিত্যান্ বহুন্ রুদ্রান্	১১	৬ প্রহ্লাদশ্চাম্মি দৈত্যানাম্	১০ ৩০
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫ প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকান্	৬ ৪১
পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১	ব	
পাঞ্চজন্তং হৃষীকেশো	১	১৫ বলং বলবতামগ্নি	৭ ১১
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬ বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্	১৩ ১৫
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০ বহুনাং জন্মানামন্তে	৭ ১৯
পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত	১১	৪৩ বহুনি মে ব্যতিতানি	৪ ৫
পিতামহস্ত জগতো	৯	১৭ বন্ধুরাশ্রয়নস্তস্ত	৬ ৬
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯ বাহুস্পর্শেষসস্তোয়া	৫ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্তো হি	১৩	২১ বীজং মাং সৰ্ব্বভূতানাং	৭ ১০
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২ বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২ ৫০
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাম্	১০	২৪ বুদ্ধির্জানমসংমোহ	১০ ৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪ বুদ্ধেভেদং যুক্ততৈশ্চ	১৮ ২৯

শ্লোকসূচী

৪৫৯

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক		
বুদ্ধা বিত্তকরা যুক্তঃ	১৮	৫১	মন্ত্ৰণে যদি তচ্ছকাম্	১১	৪
বৃহৎসাম তথা সাম্রাম্	১০	৩৫	মম বোনির্মহদ্বক্স	১৪	৩
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪	২৭	মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭
ব্রহ্মণাধ্যায় কন্ধ্যাণি	৫	১০	ময়া ততমিদং সৰ্বং	৯	৪
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৩	ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদম্	১১	৪৭
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ	৪	২৪	ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১	ময়ি সৰ্বাণি কন্ধ্যাণি	৩	৩০
			ময়ি চানন্ত্রযোগেন	১৩	১০
ভ					
ভক্ত্যা স্বনন্তরা শকাঃ	১১	৫৪	ময়্যাবেশ্ম মনো যে মাম্	১২	২
ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি	১৮	৫৫	মব্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ভয়াত্রিগাহপয়তম্	২	৩৫	মযোব মন আধৎস্ব	১২	৮
ভবান্ ভীষ্মচ কর্ণচ	১	৮	মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূৰ্বে	১০	৬
ভবাপায়ো হি ভূতানাম্	১১	২	মহাবীরাং ভৃগুরহং	১০	২৫
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫	মহাত্মানস্ত মাং পার্থ	৯	১৩
ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্	৮	১৯	মহাভূতাত্ত্বহকারো	১৩	৫
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ	৭	৪	মাক্ষ বোহব্যভিচারেণ	১৪	২৬
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১	মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্	৫	২৯	মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়	১১	৪৯
ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাম্	২	৪৪	মাত্রাস্পর্শাস্ত্ব কোন্তেয়	২	১৪
ম			মানাপমানয়োস্ত্বলাঃ	১৪	২৫
মচ্চিন্তঃ সৰ্বদুর্গাণি	১৮	৫৮	মামুপেতা পুনর্জন্ম	৮	১৫
মচ্চিন্ত মদগতপ্রাণাঃ	১০	৯	মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিতা	৯	৩২
মৎ কন্ধ্যক্লম্মৎ পরমো	১১	৫৫	মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী	১৮	২৬
মন্তঃ পরতরং দাত্ত্বং	৭	৭	মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো বৎ	১৭	১৯
মদন্তুগ্রহায় পরমং	১১	১	মৃত্যুঃ সৰ্বহরশ্চাহম্	১০	৩৪
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বম্	১৭	১৬	মোঘাশা মোঘকন্ধ্যাণো	৯	১২
মহুয্যাণাং সহস্রেবু	৭	৩	য		
মগ্নানা ভব মদভক্তো	৯	৩৪	য ইমং পরমং শুভম্	১৮	৬৮
মগ্নানা ভব মদভক্তো	১৮	৬৫	য এনং বেত্তি হস্তারম্	২	১৯

४७०

श्लोकशुद्धी

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक
४ एवं वेत्ति पुरुषम्	१७	२७ वधैवांशि समिक्षोहयिः	४ ७८
यच्छापि सर्वभूतानाम्	१०	७२ वदध्वरं वेदविदो वदन्ति	८ ११
यच्छावासाथमसंकृतः	११	४२ वदन्ते चानुवन्दे च	१८ ७२
यज्जन्ते सारिका देवान्	११	४ वदहकारमाश्रिता	१८ ५२
यज्जः दानं तपः कर्म	१८	५ वदा ते मोहकलिलम्	२ ५२
यज्जशिष्टाशिनः सन्तो	७	१७ यदादितागतं तेजो	१५ १२
यज्जार्थां कर्मणोहृत्तज्ज	७	२ वदा भूतपृथग्भावम्	१७ ७०
यज्जे तपसि दाने च	११	२१ यदा यदा हि धर्मश्च	४ १
यज्ज्ज्ञानं पुनर्मोहम्	४	७७ यदा विनियतं चित्तं	७ १८
यततो ह्यपि कोत्सेय	२	७० यदा सन्ने प्रवृद्धे तु	१४ १४
यतन्तो योगिनश्चैनम्	१५	११ यदा संहरते चायम्	२ ५८
यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्	१८	४७ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु	७ ४
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः	५	२८ यदि मामप्रतीकारम्	१ ४५
यतो यतो निश्चरति	७	२७ यदि ह्यहं न वर्तेयम्	७ २७
यं करोषि वदन्नासि	२	२१ यदृच्छया चोपपन्नम्	२ ७२
यत्तदग्रे विवर्षिष	१८	७१ यदृच्छालाभसदृष्टो	४ २२
यं तु कामेष्पुना कर्म	१८	२४ यद्वदाचरति श्रेष्ठः	७ २१
यं तु क्लृप्तवदेकस्मिन्	१८	२२ यद्वदविभूतिमं सत्त्वम्	१० ४२
यं तु प्रतापकारार्थम्	११	२१ यद्यपोते न पशुति	१ ७१
यत्र काले क्षान्तिर्भवति	८	२७ यदा तु धर्मकामार्थान्	१८ ७४
यत्र योगेश्वरः कृष्णः	१८	१८ यदा धर्ममधर्मक	१८ ७१
यत्रोपरमते चिन्तम्	७	२० यदा स्वयं भयं शोकम्	१८ ७५
यं सांख्यः प्रापाते स्थानम्	५	५ यदाश्चरतिरेव श्रुतं	७ ११
यथाकाशस्थितो नितान्	२	७ यद्विद्विद्यानि मनसा	७ १
यथा दीपो निवर्तते	७	१२ यन्मां क्रमतीतोहम्	१५ १८
यथा नदीनां बहवोहन्तवेगा	११	२८ यन्मोहविजृम्भिते लोकः	१२ १५
यथा प्रकाशयतोक्तः	१७	७७ यत्त नाहंरुतोभाव	१८ ११
यथा प्रदीपः जलनम्	११	२२ यत्त सर्वे समारम्भाः	४ १२
यथा सर्वगतं सौम्याय	१७	७२ यं यं वापिश्चरन् भावम्	८ ७

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक
यं लक्ष्मीं चापरं लाभम्	७ २२	वे हि संस्पर्शजा भोगा	८ २२
यं सन्नासमिति प्राहुः	७ २	योगवृत्ते विमुक्ताश्च	८ १
यं हि न बाधयन्ते	२ १८	योगसंस्तुतकर्माणम्	८ ४२
यः शान्तिविधिमुपैच्छा	१७ २७	योगसुः कुरु कर्माणि	२ ४८
यः सर्वज्ञानतिथेः	२ ८१	योगिनामपि सर्वेषाम्	७ ४१
यातयामं गतरसम्	११ १०	योगी वृत्तिं तततं	७ १०
या निशा सर्वभूतानाम्	२ ७९	योग्यमानानवेकेश्वरं	१ २७
यांति देवव्रता देवान्	२ २८	यो न ह्यवाति न वेष्टि	१२ ११
यानिमां पुष्पितां वाचम्	२ ४२	योऽहंस्वः सुखो हस्तारामः	८ २४
यावत् संजगते किञ्चित्	१७ २७	यो मामजमनादिषु	१० ७
यावदेतन्निरीक्षेत्तद्वत्	१ २२	यो मामेवमसंमूढो	१८ १२
यावानर्थ उदपाने	२ ४७	यो मां पठति सर्वत्र	७ ७०
युक्तः कर्मफलं ताप्सु	८ १२	यो यो वां वां तस्यैतद्वत्	१ २१
युक्ताहार विहारश्च	७ ११	योग्यं योग्यं	७ ७७
युक्तेष्वेव सदा आनं योगी		र	
नियतमानस	७ १८	रजसि प्रलयं गच्छा	१४ १८
युक्तेष्वेव सदा आनं योगी		रजस्तमसां विभू	१४ १०
विगतकलम	७ २८	रजो रागादिकं विद्धि	१४ १
युधामन्या उक्तास्तः	१ ७	रसोऽहमप्यु कोऽस्मै	१ ८
ये चैव साधिका भावा	१ १२	रागद्वेषविमुक्तस्त	२ ७४
ये तु धर्मावतमिदं	१२ २०	रागी कर्मफलप्रेप्सुः	१८ २१
ये तु सर्वाणि कर्माणि	१२ ७	राजन् संसृता संसृता	१८ १७
ये शक्यमनिर्देशम्	१२ ७	राजविद्या राजगुह्यम्	२ २
ये श्वेतदत्ताश्च	७ ७२	रुद्रानां शङ्करादि	१० २७
ये ह्येता देवताभक्ताः	२ २७	रुद्रादिता वसवो ये च	११ २२
ये मे मतमिदं नितम्	७ ७१	रूपं महत्ते बहवस्तु नैवम्	११ २७
ये यथा मां प्रपद्यन्ते	८ ११	ल	
ये शान्तिविधिमुपैच्छा	११ १	लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्	८ २८
येवां श्रुत्वा पापं	१ २८	लेलिहसे ग्रामानः	११ ७०

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक		
लोकेश्वरिन् द्विविधानिर्ठा	७	७	शरीरं यदवाप्नोति	१५	८
लोभः प्रवृत्तिरारब्धः	१४	१२	शुक्लकृष्णं गतीं ह्येते	८	२७
व			शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्या	७	११
बहुमुह्यंशेषेण	१०	१७	शुभाशुभकलैरेवम्	२	२८
बहुभि ते स्वरमाणा	११	२१	शौर्यां तेजो धृतिर्दाफ्याम्	१८	४७
बायुर्मोहयिर्वरुणः	११	७२	श्रद्धया परया तपुम्	११	११
बासांसि तीर्णानि यथा	२	२२	श्रद्धावाननश्यत्	१८	११
विद्याविनयसम्पन्ने	५	१८	श्रद्धावान्नभते ज्ञानम्	४	४०
विधिहीनमश्रुताम्	११	१७	श्रुतिविप्रतिपन्ना ते	२	५७
विविक्तसेवा नृणां	१८	५२	श्रेयान् द्रव्यमयद्वयज्ज्ञात्वा	४	७४
विषया विनिवर्तन्ते	२	५२	श्रेयान् स्वधर्मो विपुणः	७	७५
विषयेन्द्रियसंयोगात्	१८	७८	श्रेयान् स्वधर्मो विपुणः	१८	४४
वित्तरेणाग्रानो योगम्	१०	१८	श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्	१२	१२
विहारं कामान् वः सर्वान्	२	११	श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्युत्थे	४	२७
वीतरागभयक्रोधा	४	१०	श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं	१५	२
वृक्षीणां वस्त्रदेवोहस्त्रि	१०	७१	स		
वेदाविनाशिनं नितान्	२	२१	स एवायं मया तेह्य	४	७
वेदानां सामवेदोहस्त्रि	१०	२२	संज्ञाः कर्मणा विद्वांसः	७	२५
वेदाहं समतीतानि	१	२७	संथेति मया प्रसभम्	११	४१
वेदेषु यज्जेषु तपःसु चैव	८	२८	स बोधो धार्तराष्ट्राणाम्	१	१२
वेपथुश्च शरीरे मे	१	२२	संक्षरो नरकायैव	१	४१
व्यवसायाद्विका बुद्धिः	२	४१	संक्षल्ल प्रभवान् कामान्	७	२४
व्यामिश्रेणैव बाकोन	७	२	सततं कीर्तयन्तो माम्	२	१४
व्यासप्रसादात् श्रुतवान्	१८	१५	स तया श्रद्धायुक्तः	१	२२
श			संकारमानपूजार्थम्	११	१८
शक्रोतीहैव वः सोढुम्	५	२७	सहं रजस्तम इति	१४	५
शनैः शनैरुपरमेत्	७	२५	सहं ह्येव संजयति	१४	२
शमोदमस्तपःशोचम्	१८	४२	सद्वाहं संजायते ज्ञानम्	१४	११
शरीरवाय्वनोर्ध्वम्	१८	१५	सद्वाहुरापा सर्वम्	११	७

अध्याय	श्लोक	अध्याय	श्लोक		
सर्वकर्माणि मनसा	५	१७	सर्वस्य चाहं ह्यदि सन्निविष्टो	१५	१५
सर्वकर्माणिपि सदा	१८	५७	सर्वान्निद्रियकर्माणि	८	२१
सर्वशुद्धतमं भूयः	१८	७४	सर्वेन्द्रियशुद्धताभासं	१७	१४
सर्वतः पाणिपादं तं	१७	१७	सर्वेहंपोते यज्जविदः	८	७१
सर्वद्वाराणि संयमा	८	१२	सहजं कर्म कोष्ठेय	१८	४८
सर्वद्वारेषु देहेह्यस्मिन्	१४	११	सहजं प्रज्ञाः सृष्ट्वा	७	१०
सर्वधर्मान् परित्याज्य	१८	७७	सहस्रगुणपर्याप्तम्	८	११
सर्वभूतसुमाञ्जानम्	७	२२	संनिवृत्त्योद्विग्नग्रामम्	१२	४
सर्वभूतहितं वो माम्	७	७१	साधिभूताधिदैवम् माम्	१	७०
सर्वभूतानि कोष्ठेय	२	१	सांखायोगो पृथगाला	५	४
सदृशं चेष्टते स्वभाः	७	७७	सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म	१८	५०
सदावे साधुभावे च	११	२७	सुखदुःखे समे कृत्वा	२	७८
सद्वृत्तः सततं योगी	१२	१४	सुखमातास्तिकं यत्नं	७	२१
सन्नासस्त महाबाहो	५	७	सुखं त्रिदानीं त्रिविधम्	१८	७७
सन्नासस्त महाबाहो	१८	१	सुहृद्दर्शमिदं रूपं	११	५२
सन्नासं कर्मणं कृत्वा	५	१	सुहृन्निद्रावृत्तानीन्	७	२
सन्नासः कर्मयोगश्च	५	२	सेनयोरुत्तमोर्गन्धो	१	२१
समदुःखसुखं सुखं	१४	२४	स्थाने ह्यधिके तव	११	७७
समं कायशिरोग्रीवम्	७	१७	द्विप्रज्जगत्त का भावा	२	५४
समं पशुन् हि सर्वत्र	१७	२८	स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाहान्	५	२१
समं सर्वेषुभूतेषु	१७	२१	स्वधर्ममपि चावेक्ष्य	२	७१
समः शत्रो च मित्रे च	१२	१८	अभावजेन कोष्ठेय	१८	७०
समोहं सर्वभूतेषु	२	२२	अयमेवाश्नान्जानम्	१०	१५
सर्गानामादिरस्तु	१०	७२	स्ये स्ये कर्मण्यतिरतः	१८	४५
सर्वभूतेषु येनैकम्	१८	२०	ह		
सर्वमेतद्दत्तं मत्ते	१०	१४	हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं	२	७१
सर्वबोनितु कोष्ठेय	१४	४	हस्तं ते कथयिष्यामि	१०	१२

শ্রীশ্রী

শরণম্ ।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা ।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৩ ।

সুপ্রসিদ্ধ সর্বজনপ্রিয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব স্নযোগ্য বিচারপতি
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

নমস্কার পূর্বক নিবেদন,—

আপনাদের প্রদত্ত শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দকৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ।
ব্যাখ্যার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি । তাহা অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে ।
গীতাপাঠক মাঝেই ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস
হয় ।

বিনীত—

(স্বাক্ষর) শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরি ।

বিদ্যুৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্.এ, বি,এল্, বেদান্তরত্ন
মহাশয় এই গীতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

স্বামী উত্তমানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা আমি যত্নের সহিত পাঠ
করিয়াছি । স্বামীজি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন । তিনি সাধনশীল তত্ত্বদর্শী
পুরুষ ছিলেন—তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যা পড়িলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না । গীতা-
পাঠকের পক্ষে তাঁহার ব্যাখ্যা পরম উপকারী । তাঁহার ব্যাখ্যাপুস্তকের বহুল
প্রচার বাঞ্ছনীয় । ইতি ১৫ই কাশ্বিন, ১৩২৩ ।

(স্বাক্ষর) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	২য়	৭	৩য়	বজ্জেয়	বজ্জেয়ঃ
৬৭	৩য়	৯	২য়	সমাচরঃ	সমাচর
১১৮	৪র্থ	৪২ (অন্বয়)	৩য়	বেদায়ন্তবাক্যজনিত	বেদান্তবাক্যজনিত
১২৫	৫ম	৬য় (অন্বয়)	৩য়	আপ্তুঃ	আপ্তুঃ
১৫১	৬ষ্ঠ	২৩	২য়	ন নিশ্চয়েন	স নিশ্চয়েন
১৫১	৬ষ্ঠ	২৩ (অন্বয়)	১ম	তৎ হঃসংযোগ- বিয়েগং	তৎ হঃসংযোগ- বিয়েগং
১৫৮	৬ষ্ঠ	৩৫	১ম	ছনিগ্রহঃ	ছনিগ্রহঃ
১৫৯	৬ষ্ঠ	৩৬ (অন্বয়)	৫ম	অবাপ্তুঃ	অবাপ্তুঃ
১৬৪	৬ষ্ঠ	৪৩	২য়	“ভূবঃ”	“ভূয়ঃ”
২৪১	১০ম	১১	১ম	অজ্ঞানজঃ	অজ্ঞানজঃ
২৮৪	১১শ	৫৪ (অন্বয়)	৪র্থ	প্রবেষ্টুঃ চ	প্রবেষ্টুঃ চ
৩৪৬	১৪শ	২০	১ম	গুণানেতানতীতা	গুণানেতানতীতা
৩৪৭	১৪শ	২১	২য়	চৈতাংস্ত্রীন্	চৈতাংস্ত্রীন্
৩৭৯	১৬শ	২২	১ম	এতৈবিসুক্তঃ	এতৈবিসুক্তঃ
৩৯০	১৭শ	১৯	১ম	মূঢ়গ্রহণাঅনো	মূঢ়গ্রহণাঅনো
৩৯৭	১৮শ	৫	১ম	তাজং	তাজাং
৩৯৯	১৮শ	১০	২য়	সম্বসমাশিষ্টো	সম্বসমাশিষ্টো
৩৯৯	১৮শ	১০	২য়	কচ্চিদেতচ্ছতং	কচ্চিদেতচ্ছতং
৪৩৭	১৮শ	৭২	১ম	বাসপ্রসাদাচ্ছত-	বাসপ্রসাদাচ্ছত-
৪৩৯	১৮শ	৭৫	১ম	বানিমং	বানিমং

৪৪৪	গীতামাহাত্ম্য	২৯	১ম	দ্রঃখ	দ্রঃখং
৪৪৫	"	৩৬	১ম	প্রতিভুক্তা	প্রতিভুক্তা
৪৪৫	"	৩৬	১ম	গীতা পাঠঃ	গীতাপাঠঃ
৪৪৮	"	৬২	১ম	গতিঃ	গতিং
৪৪৮	"	৬৭	১ম	শতপুস্তকদানধঃ	শতপুস্তকদানধঃ
৪৪৯	"	৭০	২য়	হস্তান্তর বামুতং	হস্তান্তর বামুতং
৪৫১	পরিশিষ্ট	—		শ্লোকস্থচী	শ্লোকস্থচী

4/89

1/48

No. 3/167

Shri Sri Sri Anand Ashram
Bharat G.

